যিশুর জীবন ও পরিচর্যা কাজ

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিষ্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/courses

প্রধান লেখক: Dr. Randall D. McElwain (ড. র‍্যান্ডাল ডি. ম্যাকেলওয়াইন)

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন স্নেহা ঘোষ এবং সম্পাদনা করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom-এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৫

ইস্রায়েলের মানচিত্র ৬

(১) পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুতি ৭

(২) যিশুর মতো প্রার্থনা করা ২৩

(৩) যিশুর মতো নেতৃত্ব দেওয়া ৩৯

(৪) যিশুর মতো শিক্ষা দেওয়া ৫৭

(৫) যিশুর মতো প্রচার করা ৭৫

(৬) যিশু এবং ঈশ্বরের রাজ্য ৮৯

(৭) যিশুর মতো ভালোবাসা ১০৯

(৮) ক্রুশ এবং পুনরুত্থান ১২৭

(৯) একটি ঐতিহ্য রেখে যাওয়া ১৪৯

স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার (একটি সারমন) ১৬৫

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ ১৭৫

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৭৭

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এই কোর্সটি আজকের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য একটি মডেল হিসেবে যিশুর জীবন এবং পরিচর্যা কাজ অধ্যয়ন করে। এটি সুসমাচার পুস্তকগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন নয়। পরিবর্তে, এই কোর্সটি আজকের পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য যিশুর পরিচর্যা কাজের নির্বাচিত দিকগুলিকে তুলে ধরে। আপনি যদি খ্রিষ্টের সম্পূর্ণ জীবন অধ্যয়ন করতে চান, তবে বইয়ের পিছনে সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ বিভাগে তালিকাভুক্ত বইগুলি দেখুন।

যদি একটি গ্রুপ হিসেবে স্টাডি করেন, তাহলে আপনি পালা করে উপাদানগুলি পড়তে পারেন। ক্লাসে আলোচনার জন্য আপনাকে পর্যায়ক্রমে থামতে হবে। ক্লাস লিডার হিসেবে, আপনার দায়িত্ব হল অধ্যয়ন করা বিষয়বস্তু থেকে আলোচনাকে গন্ডির মধ্যে রাখা। প্রতিটি আলোচনাকালের জন্য একটি সময়সীমা থাকলে তা সহায়ক হবে।

আলোচনার প্রশ্ন এবং **ক্লাসের অ্যাক্টিভিটিসমূহ** ► দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। যখনই আপনি এই চিহ্নগুলি দেখবেন, এটির সাথে সংযুক্ত প্রশ্ন (গুলি) জিজ্ঞাসা করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরটি আলোচনা করতে দিন। অর্থপূর্ণ আলোচনার জন্য অনুগ্রহ করে সময় নিন। এটি না করলে, শিক্ষার্থীরা আজকের দিনে পরিচর্যা কাজের সাথে যিশুর পরিচর্যা কাজের অধ্যয়নকে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হতে পারে।

শাস্ত্রের বহু অংশ পুরো কোর্সটি জুড়ে মূল পাঠ্য এবং ফুটনোটে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যে অংশগুলি ক্লাসে জোরে জোরে পড়তে হবে সেগুলিকে তীরচিহ্নিত বুলেট পয়েন্ট ► দিয়েও নির্দেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বড় বড় অংশগুলি ক্লাসের আগে পড়ে নেবে। ছোটো অংশগুলি ক্লাসে পড়া হবে।

"একটি গভীর পর্যবেক্ষণ" শিরোনাম দেওয়া বিভাগগুলি পাঠের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বিশেষ বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিপাত করে।

প্রতিটি পাঠেই একটি বা দু'টি অ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি কোনো শিক্ষার্থী **Shepherds Global Classroom থেকে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়**, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোর্সের শেষে সম্পূর্ণ অ্যাসাইমেন্টগুলির রেকর্ড রাখার জন্য একটি ফর্ম দেওয়া হবে।

এই কোর্সটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। ক্লাস লিডারের উচিত শিক্ষার্থীদেরকে তাদের শিক্ষার দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাস লিডার মাঝে মাঝে একজন শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পাঠের একটি ছোট অংশ শেখাতে দেবেন।

ইস্রায়েলের মানচিত্র

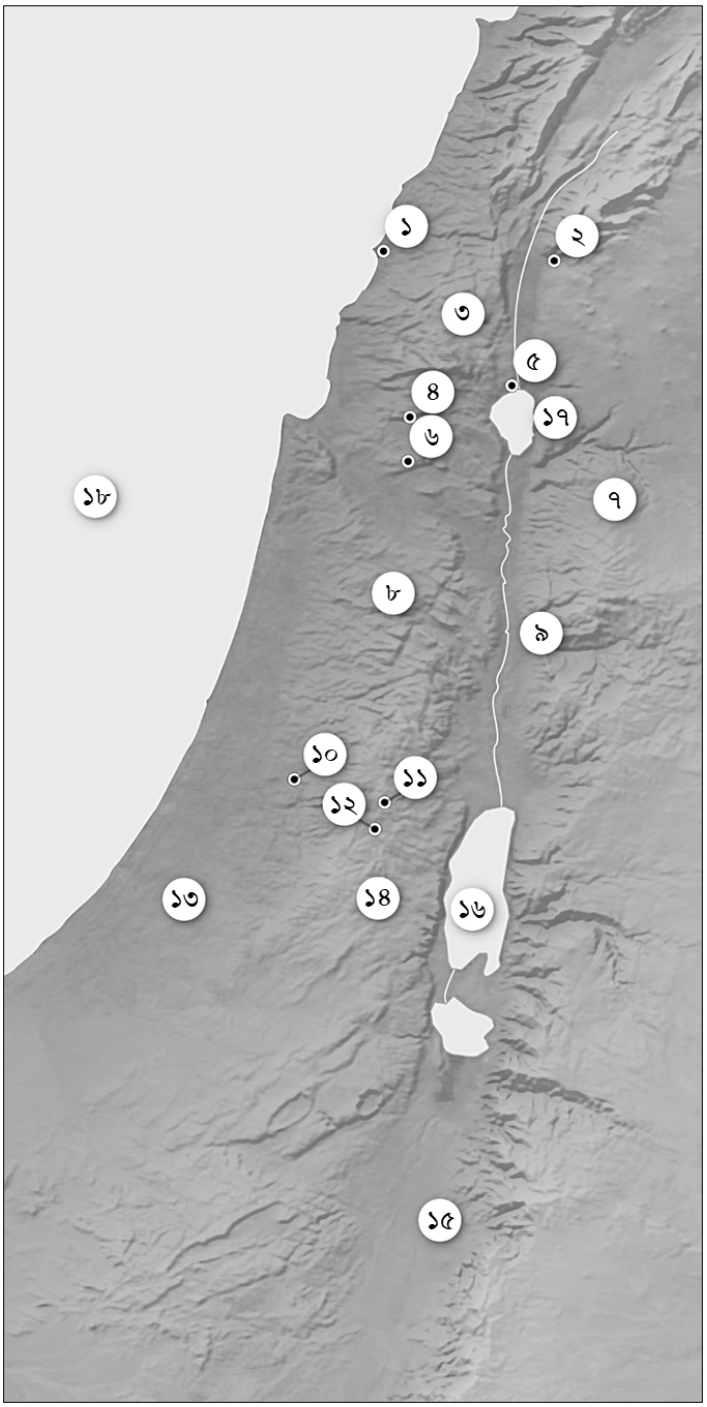

(১) টায়ার[1]

(২) কৈসরিয়া-ফিলিপী

(৩) গালীল (প্রদেশ)

(৪) কান্না নগর

(৫) কফরনাহূম

(৬) নাসরৎ

(৭) ডেকাপলি (প্রদেশ)

(৮) শমরীয় (প্রদেশ)

(৯) জর্ডন নদী

(১০) ইম্মায়ুস

(১১) জেরুশালেম

(১২) বেথলেহেম

(১৩) উপকূলীয় সমভূমি এলাকা

(১৪) মধ্যদেশীয় উচ্চভূমি

(১৫) যিহূদিয় প্রান্তর

(১৬) মৃত-সাগর

(১৭) গালীল সাগর

(১৮) ভূমধ্যসাগর

[1] "Map of Israel" চিত্রটি NED, SRTM, NASA, and Bible Geocoding (CC BY 4.0)-এর উন্মুক্ত তথ্য থেকে SGC দ্বারা সৃষ্ঠ, https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52344178339, পাবলিক ডোমেইন (CC0) থেকে প্রাপ্য।

পাঠ ১
পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুতি

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) বুঝতে পারবে যে পরিচর্যা কাজের জন্য যিশুই আমাদের আদর্শ।
(২) ঈশ্বর যাদেরকে আহ্বান করেছেন তাদের প্রস্তুত করে তোলার কাজে তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেবে।
(৩) ঈশ্বর তার জন্য যে ভূমিকা নির্বাচন করেছেন সেটির জন্য তাঁর আহ্বানের প্রতি সমর্পণ করবে।
(৪) প্রলোভনের উপর বিজয়লাভের জন্য যিশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

এই পাঠের জন্য প্রস্তুতি

মথি ১-৪, লূক ১-৩, এবং যোহন ১ পড়ুন।

পরিচর্যা কাজের নীতি

ঈশ্বর পরিচর্যা কাজের জন্য যাদের ডেকেছেন তাদের তিনি সেটিতে প্রস্তুত করে তোলেন।

ভূমিকা

এই কোর্সে আমরা আমাদের আজকের পরিচর্যা কাজের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে যিশুর বিষয়ে অধ্যয়ন করব। যিশু বলেছেন, "আমি তোমাদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরাও তাই করো" (যোহন ১৩:১৫)। যিশুর পার্থিব জীবন তাঁর অনুসরণকারীদের জন্য একটি আদর্শ ছিল।

পৌল এই নীতিটি বুঝতে পেরেছিলেন। যখন পৌল ফিলিপীতে অবস্থিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা শুনেছিলেন, তখন তিনি যিশুর উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)। পৌল জানতেন যে যদি এই খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যিশুর নিদর্শন অনুসরণ করে, তাদের নম্রতা মন্ডলীতে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে।

ডেভিড প্লটজ (David Plotz) নামের এক ইহুদি সাংবাদিক আফ্রিকা সফরে গিয়ে মালাউই (Malawi) বিমানবন্দরে আটকে পড়েছিলেন। সেখানে তার সাথে এক আফ্রিকান পাস্টারের আলাপ হয় যিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, দু'দিন ধরে খাবার খাইয়েছিলেন, এবং তার কাছে মুক্তিদাতা যিশুর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ডেভিড প্লটজ পরে লিখেছেন, "সেই ব্যক্তি যা যা বিশ্বাস করেন আমি সেগুলোর কোনোটাই বিশ্বাস করি না, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাসে আমি মুগ্ধ। তিনি অনুভব করেন যে খ্রিষ্ট চালিত করছিলেন, এই কারণেই তিনি এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন, খাবার ও পোশাক দিয়েছিলেন।" এই আফ্রিকান পাস্টার বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা যিশুর নিদর্শন অনুসরণ করার জন্য আহুত।

এই কোর্সটি যিশুর জীবনের একটি বিস্তারিত অধ্যয়ন নয়। পরিবর্তে, আমরা যিশুর জীবনের এমন দিকগুলির উপর দৃষ্টিপাত করব যা আজকের পরিচর্যা কাজের জন্য একটি মডেল বা আদর্শ প্রদান করে। আমরা যিশুর উদাহরণের উপর ভিত্তি করে আমাদের পরিচর্যা কাজকে বিন্যস্ত করতে শিখব।

প্রথম পাঠে আমরা পরিচর্যা কাজের জন্য যিশুর প্রস্তুতি দেখব। এটি সেই নীতিকে চিত্রিত করে যেটির মাধ্যমে ঈশ্বর যে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে আহ্বান করেছেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি সেই পরিচর্যা কাজে প্রস্তুত করে তোলেন।

ঈশ্বর তাঁর দাসের পারিবারিক পটভূমি প্রস্তুত করেছিলেন

► আপনার পারিবারিক পটভূমি এবং জীবনের শুরুর দিকের কথা চিন্তা করুন। ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে পরিচর্যা কাজের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে তোলার জন্য আপনার পটভূমিকে ব্যবহার করেছেন?

সুসমাচার পুস্তকের বংশতালিকাগুলি দেখায় যে একজন সার্বভৌম ঈশ্বর যিশুর জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে তাঁর দাসের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন। যিশুর জন্মের অনেক আগে, ঈশ্বর তাঁর আগমনের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

বংশতালিকাগুলি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "যিশু কে ছিলেন?" বংশতালিকাগুলি অব্রাহাম এবং দায়ূদের গুরুত্ব দেখায়। অব্রাহাম যিশুর বংশবৃত্তান্তে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বর অব্রাহামকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "পৃথিবীর সব লোকজন তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে" (আদিপুস্তক ১২:৩)। এই প্রতিজ্ঞা নাসরতীয় যিশুর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বংশতালিকায় দায়ূদ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বর দায়ূদকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর সিংহাসন চিরস্থায়ী হবে (২ শমূয়েল ৭:১৬)। যখন যিশুর জন্ম হয়েছিল, তখন দায়ূদের কুলের একজন রাজা সিংহাসনে বসার পর ৫০০ বছর পেরিয়ে গেছে। মথি এবং লূক দেখিয়েছেন যে যিশু ছিলেন দায়ূদকে ঈশ্বরের করা প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা।

যিশু ছিলেন দায়ূদ-সন্তান (মথি ১:১-১৭)

গ্রিক ভাষায় লেখা নতুন নিয়মে, মথির লেখা সুসমাচারের প্রথম দু'টি শব্দ মথির প্রথম পাঠকদের আদিপুস্তক (আদিপুস্তক ২:৪, আদিপুস্তক ৫:১) বইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। আদিপুস্তক যেমন সৃষ্টির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করে, তেমনি মথির সুসমাচার ইতিহাসের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করে। মথির সুসমাচারে উল্লিখিত বংশতালিকা দেখায় যে ইস্রায়েলের সমস্ত ইতিহাসই মশীহের অর্থাৎ মুক্তিদাতার জন্মের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

মথি'র বংশতালিকায় ১৪টি নামের তিনটি গ্রুপ রয়েছে। এটি একটি সাধারণ ইহুদি স্মরণতালিকা ছিল। চিরাচরিত গ্রুপগুলি শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত নামের দীর্ঘ তালিকা মুখস্ত করতে সাহায্য করত। মথির লেখা বংশতালিকার পাঠকরা জানতেন যে এই তালিকায় অব্রাহাম এবং যোষেফের মধ্যেকার প্রতিটি পূর্বপুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মথির লেখায় পুনরাবৃত্ত বাক্যাংশ, "-এর পিতা ছিলেন" যেকোনো পূর্বপুরুষকে নির্দেশ করতে পারে। ইহুদি বংশতালিকা বহুক্ষেত্রেই কিছু প্রজন্মকে এড়িয়ে যায়। মথি যিশুর বংশের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন এবং অন্যান্য নামগুলি বাদ দিয়েছেন।

যেহেতু মথি কিছু প্রজন্মকে বাদ দিয়েছেন, তাই যে নামগুলি তিনি রেখেছেন সেগুলি নির্দিষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মথি এই নামগুলি একটি উদ্দেশ্যে নির্বাচন করেছিলেন। যেমন, মথি চারজন নারীকে তালিকাভুক্ত করেছেন। এটি ইহুদি বংশতালিকায় বিরল ছিল। তালিকাভুক্ত নারীদের এমন যোগ্যতা ছিল না যা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। রাহব এবং রূত ছিলেন বিদেশী। তামর, রাহব, এবং বৎশেবা লজ্জাজনক যৌনতার সাথে সংযুক্ত ছিলেন।

একইভাবে, এই তালিকার কিছু পুরুষেরও মর্যাদাহানির মতো বিষয় ঘটেছিল। যিহুদা তামরের সাথে লজ্জাজনক আচরণ করেছিলেন। যিয়োহাখীনের বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল (মথি ১:১২, যিরমিয় ২২:৩০)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, মথি দায়ূদকে তাঁর মহান কৃতিত্বের দ্বারা নয়, বরং ঊরীয়ের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক থেকে জন্ম হওয়া শলোমনের পিতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এই নামগুলি যিশুকে পাপী মানবজাতির সাথে চিহ্নিত করে। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে একটি নিষ্কলঙ্ক বংশের মাধ্যমে নয়, বরং সাধারণ পাপীদের বংশধর হিসেবেই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন। ইহুদি নেতারা যিশুর অসম্মানজনক জন্মকে উপহাস করেছিল এবং তাঁকে অযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল (যোহন ৮:৪১, ৪৮)। মথি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁর মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পাপময় বংশতালিকা থেকেও একজন ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে পারেন।

► আমাদের সংস্কৃতিতে একজন ব্যক্তির পারিবারিক পটভূমির কোন বিষয়গুলি আমাদেরকে ভাবাতে পারে যে সেই ব্যক্তিটির মর্যাদা কম রয়েছে?

ঈশ্বর প্রায়শই তাঁর কাজের জন্য অপ্রত্যাশিত পারিবারিক পটভূমির মানুষদের আহ্বান করেন। কেউই তার পারিবারিক পটভূমির জন্য বঞ্চিত বা অব্যবহারযোগ্য নয়। কোনো ব্যক্তির পারিবারিক পটভূমির যে বিষয়গুলির জন্য আমরা তাকে মর্যাদাহীন বলে মনে করি, তা ঈশ্বরের কাছে একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যিশু ছিলেন আদম-সন্তান (লূক ৩:২৩-৩৮)

মথি অব্রাহাম পর্যন্ত "ইহুদিদের রাজা"-র বংশের সন্ধান করেছেন। লূক আদম পর্যন্ত যিশুর বংশের পরিচয় উল্লেখ করেছেন। এটি যিশুকে "মনুষ্যপুত্র" হিসেবে লূকের জোর দেওয়ার সাথে মানানসই। লূকের বংশতালিকা যিশুর মানবতার উপর জোর দেয়। লূক যিশুর প্রলোভনের কাহিনী তুলে ধরার ঠিক আগেই বংশবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। এটি পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে প্রথম আদম ঠিক যেখানে ব্যর্থ হয়েছিল, দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ যিশু ঠিক সেখানেই সফল হয়েছেন।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: মথি এবং লূকের দেওয়া বংশতালিকা

মথি ১ অধ্যায়ে এবং লূক ৩ অধ্যায়ে দেওয়া যিশুর বংশতালিকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মথি অব্রাহাম থেকে শুরু করে রাজা শলোমন হয়ে যোষেফ পর্যন্ত এসেছেন। লূক বংশতালিকাটি যোষেফ থেকে শুরু করে নাথন (দায়ূদের পুত্রদের মধ্যে একজন) হয়ে আদম পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।

বংশতালিকাগুলি অব্রাহাম এবং দায়ূদের মধ্যে একই রয়েছে। তবে দায়ূদ এবং যোষেফের মধ্যে দু'টি বংশতালিকা আলাদা পারিবারিক ধারা তুলে ধরে। এই পার্থক্যের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল মথি যোষেফের পূর্বপুরুষ এবং লূক মরিয়মের পূর্বপুরুষ লিপিবদ্ধ করেছেন।[2]

মথিতে উল্লিখিত যোষেফের বংশধারা হল একটি রাজকীয় বংশবৃত্তান্ত যা শলোমনের মাধ্যমে এসেছে। এটি মথির যিশুকে রাজা হিসেবে প্রকাশ করার বিষয়টির সাথে মানানসই। এটি যিশুর বৈধ বা আইনসম্মত বংশপরিচয় - যা অবশ্যই যোষেফের মাধ্যমে আসতে হবে।

[2] অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যার জন্য, দেখুন http://www.gotquestions.org/Jesus-genealogy.html, ২২শে মার্চ, ২০২১ তারিখে উপলব্ধ।

লূকে উল্লিখিত মরিয়মের বংশবৃত্তান্ত হল একটি "শারীরিক" বংশবৃত্তান্ত যা দায়ূদের পুত্র নাথনের মাধ্যমে এসেছে। এই বংশতালিকাটি লূকের যিশুকে "মনুষ্যপুত্র" হিসেবে জোর দেওয়ার সাথে মানানসই। এটি দেখানোর জন্য লূক মরিয়মের মাধ্যমে যিশুর এই শারীরিক বংশতালিকাটি উল্লেখ করেছেন। তিনিও "যোষেফের পুত্র" কথাটি দিয়েই শুরু করেছেন কারণ ইহুদি বংশতালিকা পুরুষের নাম দিয়েই শুরু হয়, এমনকি কোন নারীর বংশতালিকার ক্ষেত্রেও।

মরিয়মের বংশতালিকা দায়ূদের সাথে রক্তের সম্পর্কটি তুলে ধরে। যোষেফের বংশতালিকাটি শলোমনের মাধ্যমে সিংহাসনের অধিকার প্রদান করে।

ঈশ্বর তাঁর দাসের পারিবারিক পটভূমি প্রস্তুত করেছিলেন (ক্রমশ)

যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ১:১-১৮)

যোহনের সুসমাচার একটি ঐশ্বরিক বংশপরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছে; যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। "যিশুর জীবন... জন্মের মুহূর্তে শুরু হয়নি। তিনি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি পূর্বাবস্থা থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন।"[3]

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের লোকেরা তাঁবুর উপর একটি মেঘ হিসেবে ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পেত। এখন যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর দৈহিকভাবে আমাদের মধ্যে বাস করেন (যোহন ১:১৪)। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক মহিমা এখন মানুষের আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্য ছিল অনন্ত: "সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন" (যোহন ১:১)। পিতা এবং পুত্র অনন্তকালীন সহভাগিতায় বাস করতেন।[4] যিশু আমাদের পৃথিবীতে কেন এসেছিলেন? পিতাকে প্রকাশ করার জন্য। কেউই পিতাকে দেখেনি, কিন্তু যিশু পিতাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন (যোহন ১:১৮)। যখন আমরা যিশুকে দেখি, আমরা তখন পিতাকে দেখি (যোহন ১৪:৯)।

বর্তমানে অনেকেই যিশুকে একজন প্রেমময় বন্ধু এবং পিতাকে একজন কঠোর বিচারক হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু, যোহন ১ অধ্যায় দেখায় যে যিশুর চরিত্র পিতার চরিত্রেরই অনুরূপ। যখন আমরা যিশুকে দেখি, আমরা তখন পিতাকেই দেখি।

ঈশ্বর তাঁর দাসকে এক অলৌকিক জন্মের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন

যিশু আনুমানিক ৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যিহুদার বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[5] যোষেফ রোমীয় জনগণনায় নাম নথিভুক্ত করতে বেথলেহেমে গিয়েছিলেন। জনগণনার উদ্দেশ্য ছিল রোমের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশগুলির জন্য ট্যাক্স রেকর্ড বজায় রাখা।

রোমের স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল লোকেরা যারা যে শহরে বাস করত এবং কাজ করত সেই হিসেবে তাদের নাম নথিভুক্ত করা। তবে, একটি ইহুদি জনগোষ্ঠীর সাথে শান্তি বজায় রাখার জন্য যারা দ্রুত বিদ্রোহ করত, রোম যিহুদার প্রদেশকে ইহুদি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের গোষ্ঠীগত পৈতৃক এলাকায় নাম নথিভুক্ত করার অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, যোষেফ এবং মরিয়ম নাসরত

---

[3] J. Dwight Pentecost, *The Words and Works of Jesus Christ.* (Grand Rapids: Zondervan, ১৯৮১), ২৮

[4] যোহন ১:৩ যিহোবার সাক্ষীদের দাবিকে অস্বীকার করে যে যিশু একজন সৃষ্ট জীব ছিলেন। সৃষ্টির সময় যিশু উপস্থিত ছিলেন। "তাঁর মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছিল; সৃষ্ট কোনো বস্তুই তিনি ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয়নি।

[5] ১৫৮২ সালের আগে পর্যন্ত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার ছিল না। এই ক্যালেন্ডারটি আনুমানিক, এটি সুনির্দিষ্ট নয়। হেরোদ দ্য গ্রেট আনুমানিক ৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মারা গিয়েছিলেন। এই তারিখের উপর ভিত্তি করে যিশুর জন্মের সময়কাল আনুমানিক ৫-৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ হতে পারে।

থেকে বেথলেহেম পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার পথ যাত্রা করেছিলেন। যদিও নথিভুক্ত করার কাজে কেবল পরিবারের প্রধান পুরুষকে প্রয়োজন ছিল, তবুও যোষেফ মরিয়মকে বেথলেহেমে নিয়ে এসেছিলেন। সম্ভবত জোষেফ নাসরতের ছোটো গ্রামে পরনিন্দা-পরচর্চা করা প্রতিবেশীদের মাঝে মরিয়মকে একা ছেড়ে যেতে চাননি।

ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাগতিক ঘটনাগুলির মাধ্যমে কাজ করেন। সার্বভৌমভাবে ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা পরিপূরণ করার জন্য একজন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী সম্রাটকে একটি ইহুদি জনগণনা "মনস্থ" করতে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। "রাজার হৃদয় সদাপ্রভুর হাতে ধরা এমন এক জলপ্রবাহ যা তিনি তাদের সবার দিকে প্রবাহিত হতে দেন যারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে" (হিতোপদেশ ২১:১)। ঈশ্বরের রাজ্যের কর্মী হিসেবে, এটি আমাদের আবশ্যিকভাবে এক আত্মবিশ্বাস দেয় যে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্যই সাধন করেন, এমনকি যখন দেখা যায় যে মন্দ লোকেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে।

এই জনগণনা হল অনেকগুলি উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ যেখানে দেখানো হয়েছে যে ঈশ্বর কীভাবে যিশুর জন্মের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বর গ্রিক সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক পটভূমি, রোম সাম্রাজ্যের আইনব্যবস্থা এবং ইহুদি বিশ্বাসের ধর্মীয় নীতির মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীকে মশীহ অর্থাৎ মুক্তিদাতার জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন। এই পটভূমি অধ্যয়ন করতে অনুগ্রহ করে শেফার্ডস গ্লোবাল ক্লাসরুম কোর্সের পাঠ ১ "*নতুন নিয়ম অন্বেষণ* (*Exploring the New Testament)*" দেখুন।[6]

মেষপালকদের দেখা করতে আসা (লূক ২:৮-২০)

যিশুর জন্মের ঘোষণাটি পাওয়া প্রথম মানুষেরা ছিল বেথলেহেমের বাইরে থাকা মেষপালকেরা। এটি উল্লেখযোগ্য কারণ প্রথম শতাব্দীর অধিকাংশ ইহুদিরা মেষপালকদের এড়িয়ে চলত। মেষপালকদের সামাজিক মর্যাদা এতটাই নিম্ন ছিল যে তাদের সাক্ষ্য ইহুদি আদালতে গ্রহণ করা হত না। মেষপালকদের উপর দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে লূক বুঝিয়েছেন, "যদি মেষপালকদের স্বাগত জানানো হয়, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্যে **যে কেউ** স্বাগত!" স্বর্গদূত মেষপালকদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে এক মহা আনন্দের সুসমাচার নিয়ে এসেছি—এই আনন্দ হবে সব মানুষেরই জন্য" (লূক ২:১০)।

সুসমাচার কোনো একক জাতি (ইস্রায়েল) বা কোনো একক সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; সুসমাচার সব মানুষের জন্য। এই বিষয়টি **লূকের** গোটা সুসমাচার জুড়েই দেখা যায়। লূক মহিলাদের মধ্যে, শমরীয়দের মধ্যে, এবং সক্কেয়র মতো সমাজচ্যুত বা বহিষ্কৃতদের মধ্যে যিশুর পরিচর্যা কাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।

পন্ডিতের দেখা করতে আসা (মথি ২:১-১২)

মথি**র** সুসমাচার প্রথমে ইহুদি পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। যেখানে লূক সমস্ত মানুষের জন্য যিশুর বার্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, সেখানে মথি প্রথমে একটি স্বর্গীয় রাজ্যের উপর দেওয়া যিশুর বার্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। মেষপালকদের পরিবর্তে, মথি জ্ঞানী ব্যক্তিদের, অর্থাৎ পন্ডিতদের দেখা করতে আসার বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। যিশুর পরিবার একটি স্থায়ী বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে এই সাক্ষাৎটি ঘটেছিল, যা সম্ভবত তাঁর জন্মের কয়েক মাস পরের ঘটনা (মথি ২:১১)। দু'বছরের কম বয়সী সমস্ত পুরুষ শিশুকে হত্যা করার জন্য হেরোদের আদেশ দ্বারা এটি অনুমান করা হয়।

[6] https://www.shepherdsglobal.org/ থেকে প্রাপ্য।

এই পন্ডিতরা ছিলেন মহাকাশবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী যারা অস্বাভাবিক বিন্যাসগুলি গবেষণা করতেন। এমন একটি সময় যখন ভ্রমণ করা বিপদজনক ছিল, সেই সময়ে তারা আকাশে যে অদ্ভুত চিহ্ন দেখেছিলেন তা তদন্ত করার জন্য দীর্ঘ দূরত্ব সফর করেছিলেন।

পন্ডিতেরা প্রথমে জেরুশালেমে এসেছিলেন, যা একজন ইহুদি রাজাকে খুঁজে পাওয়ার একটি যুক্তিযুক্ত স্থান। যখন খবরটি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী হেরোদের কাছে পৌঁছেছিল, তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত জেরুশালেম (মথি ২:৩)। "সমস্ত জেরুশালেম" কথাটি পরবর্তীকালে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা যিশুকে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বাভাস দেয়।

পন্ডিতদের এই সাক্ষাৎ ছিল অইহুদি বা পরজাতিদের কাছে মুক্তিদাতার প্রথম উপস্থাপনা। জেরুশালেমের যারা সেই চিহ্ন দ্বারা অস্বস্তিতে পড়েছিল, তাদের প্রতিতুলনায় এই পন্ডিতেরা বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। যিশু কেবল ইহুদিদের রাজা হিসেবে নয়, সমগ্র জাতির রাজা হয়ে এসেছিলেন।

মথি উল্লেখ করেননি যে কতজন পন্ডিত যিশুকে সম্মান জানাতে এসেছিলেন। মথি ২:১১ পদে উল্লিখিত তিনটি উপহারের ভিত্তিতে তিনজন পন্ডিতের ধারাটি চলে আসছে। প্রতিটি উপহারই যিশুর পরিচর্যা কাজের কোনো একটি দিককে উপস্থাপন করে।

- সোনা হল এমন একটি উপহার যা রাজাকে দেওয়া হয়। যিশু কোনো সিংহাসন থেকে নয়, ক্রুশ থেকে রাজত্ব করেছিলেন।
- কুন্দুরু হল এমন একটি উপহার যা যাজককে দেওয়া হয়। বলিদানের সময় কুন্দুরু সুগন্ধী হিসেবে ব্যবহার করা হত। যিশু একজন যাজক হয়ে এসেছিলেন যিনি সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করা সম্ভব করে তুলেছিলেন।
- গন্ধরস মৃতদেহের উপর সুগন্ধ ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হত। যিশু সমগ্র মানবাজাতির জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর দাসকে সুরক্ষিত করেছিলেন

যিশুর জন্মের আগে একজন স্বর্গদূত ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকাশ করার জন্য স্বপ্নে যোষেফের সাথে কথা বলেছিলেন। পন্ডিতদের সাক্ষাতের পর একজন স্বর্গদূত যোষেফকে মিশরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছিলেন। হেরোদের মৃত্যু (আনুমানিক ৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) না হওয়া পর্যন্ত পরিবারটি মিশরেই ছিল।

বহু দিক থেকেই, হেরোদ দ্য গ্রেট একজন কার্যকর বা সক্রিয় শাসক ছিলেন। তিনি ইহুদিদের সম্মান করতেন, এমনকি তাদের খাদ্যব্যবস্থাও মেনে চলতেন। তিনি মন্দির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন যা যিশুর জীবনকালেও অব্যাহত ছিল। ২৫ খ্রিষ্টপূর্বাদে একটি দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি যিহুদার ক্ষুধার্ত মানুষদের খাবারের সংস্থান করার জন্য ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করেছিলেন।

তবে হেরোদ ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহবাতিক। তিনি মারিয়াম্নে নামের তার একজন স্ত্রীকে এবং মারিয়াম্নের মা আলেক্সান্দ্রাকে হত্যা করেছিলেন, তার সন্দেহ হয়েছিল যে তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। হেরোদ তিন ছেলেকে এমন বয়সে হত্যা করেছিলেন যে বয়সে তারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠার আশঙ্কা ছিল। হেরোদের মতো সন্দেহপ্রবণ লোকের কাছে

বেথলেহেমের শিশুদের হত্যা করা কোনো আশ্চর্য বিষয় নয়। তার অবস্থান রক্ষা করার জন্য কয়েক ডজন শিশুকে হত্যা করা খুবই ছোটোখাটো ঝামেলা।

হেরোদের নিষ্ঠুরতা তার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হেরোদ যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আদেশ দেন যে যখন তিনি মারা যাবেন তখন জেরুশালেমের নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটি তার মৃত্যুর দিনটিকে শোকের দিন হিসেবে নিশ্চিত করবে। (পরিবর্তে, হেরোদের বিধবা স্ত্রী বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন, যার ফলে পুরো প্যালেস্টাইনে একটি উৎসবের দিন উদযাপিত হয়েছিল।)

হেরোদ মারা যাওয়ার পর তার রাজত্ব তিন ছেলের মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল। অ্যান্টিপাসকে গালীল এবং পেরিয়ার নিয়ন্ত্রণভার দেওয়া হয়েছিল; ফিলিপকে প্যালেস্টাইনের উত্তর-পূর্ব অংশের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল; আর্খিলায় যিহুদা, ইদ্দুম এবং শমরীয় প্রদেশে শাসক হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রাচীন ইতিহাসবিদরা বলেছিলেন যে আর্খিলায়ের মধ্যে তার বাবার সমস্ত দুর্বলতাই ছিল, কিন্তু তার বাবার কোনো ভালো বৈশিষ্ট্যই তিনি পাননি। তিনি ইহুদিদের ঘৃণা করতেন এবং সিজারের কাছে ইহুদিদের অভিযোগের কারণে ৬ খ্রিষ্টাব্দে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পরে যিহুদা পন্তীয় পিলাতের মতো রোমীয় শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

হেরোদের মৃত্যুর পর যোষেফকে ইস্রায়েলের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে একজন স্বর্গদূত পুনরায় তার স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে যেহেতু আর্খিলায়ও হেরোদ দ্য গ্রেট'র মতোই নিষ্ঠুর ছিলেন, তাই যোষেফ তার পরিবার নিয়ে বেথলেহেমে ফেরার পরিবর্তে নাসরতে গিয়েছিলেন।

► ছোটোবেলায় জন ওয়েসলি (John Wesley)-কে জ্বলন্ত বাড়ি থেকে অলৌকিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা করেছিলেন। ওয়েসলি নিজেকে "জ্বলন্ত আগুন থেকে বের করা কাঠ" (সখরিয় ৩:২) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর কীভাবে অলৌকিক সুরক্ষার মাধ্যমে বা তাঁর বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য সংরক্ষণ করেছেন সেই কাহিনীগুলি আলোচনা করার জন্য আপনার ক্লাসের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: মথি ২:২৩

মথি অন্য যেকোনো সুসমাচার পুস্তকের চেয়ে বেশি মাত্রায় দেখিয়েছেন যে যিশুর পরিচর্যা কাজ পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভাববাণী পূর্ণ করেছিল। এক ইহুদি জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা, মথি দেখিয়েছেন যে যিশু ছিলেন সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা:

- যিশাইয় ৭:১৪ যিশুর কুমারী মায়ের থেকে জন্ম (মথি ১:২২-২৩) পূর্ণ করেছে।
- মীখা ৫:২ যিশুর বেথলেহেমে জন্ম (মথি ২:৫-৬) পূর্ণ করেছে।
- হোশেয় ১১:১ মিশরে যাত্রা (মথি ২:১৪-১৫) পূর্ণ করেছে।
- যিরমিয় ৩১:১৫ বেথলেহেমে শিশুদের হত্যা (মথি ২:১৬-১৮) পূর্ণ করেছে।
- সখরিয় ৯:৯ জেরুশালেমে প্রবেশ (মথি ২১:১-৫) পূর্ণ করেছে।

মথি ২:২৩ পদে ভাববাণীমূলক পরিপূর্ণতার অন্যতম কঠিন একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। মথি লিখেছেন, "তিনি বসবাস করার জন্য নাসরৎ নামের এক নগরে গেলেন। এভাবেই ভাববাদীদের দ্বারা কথিত বাণী পূর্ণ হল, তিনি নাসরতীয় বলে আখ্যাত হবেন"।

অসুবিধাটি হল যে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীর কোনো রেকর্ড নেই যে মশীহ বা মুক্তিদাতাকে নাসরতীয় বলা হবে। এই পদটির পিছনে দু'টি চিন্তা থাকতে পারে:

১। যিশুর সময়কালে নাসরৎ এমন একটা গ্রাম ছিল যার কোনো গুরুত্বই ছিল না (যোহন ১:৪৬)। ইহুদি জনগণ আশা করেছিল যে তাদের মুক্তিদাতা যিহুদা থেকে আসবে, গালীলের বাণিজ্যিক এলাকা থেকে নয় (যোহন ৭:৪১, ৫২)। সত্যটি হল এই যে নাসরতের মতো তুচ্ছ জায়গা থেকে যিশুর আসা যিশাইয় ৪৯:৭ এবং যিশাইয় ৫৩:৩-এর মতো ভাববাণীগুলি পূর্ণ করেছিল।

২। যিশাইয় ১১:১ ভাববাণী করেছে যে মশীহ বা মুক্তিদাতা একজন "শাখা" হবেন। শাখা কথাটির জন্য হিব্রু শব্দ "নেৎজার" (*netzer*) অনেকটা নাসরৎ-এর মতোই শুনতে লাগে। মথি'র ইহুদি পাঠকরা শব্দের এই খেলাটি সম্ভবত উপলব্ধি করে পেরেছিলেন।

ঈশ্বর একজন অগ্রদূতের মাধ্যমে তাঁর দাসের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন

যোহন বাপ্তাইজক ছিলেন যিশুর মাসতুতো দাদা। যোহনের কাহিনী শুরু হয় তাঁর বাবা সখরিয় যখন ইস্রায়েল জাতির পক্ষ হয়ে ধূপ জ্বালাচ্ছিলেন সেই সময় থেকে, যা ছিল একজন যাজকের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি (লূক ১:৯)।

সখরিয় যখন এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন ধূপের বেদির ডানদিকে একজন স্বর্গদূত আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইহুদি প্রথা অনুযায়ী, এইটিই হল সেই স্থান যেখানে নৈবেদ্যর সময় ঈশ্বর উপস্থিত হতেন। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল সখরিয়কে বলেছিলেন যে একটি পুত্রের জন্য তার প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু ইলিশাবেতের সন্তান-ধারণের বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল, সখরিয় স্বর্গদূতের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন। তার বিশ্বাসের অভাবের কারণে, তিনি যোহনের জন্ম হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে অক্ষম ছিলেন। একজন যাজক এবং শাস্ত্রের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে, সখরিয় হান্না এবং রাহেলের কাহিনী জানতেন এবং তার সেই প্রতিজ্ঞাটি বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে ঈশ্বর অলৌকিকভাবে ইলিশাবেতের গর্ভ খুলে দেবেন।

তিরিশ বছর পরে যোহন তার পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন। জেরুশালেমে একজন যাজক হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে, যোহন যিহুদার প্রান্তরে একজন ভাববাদী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। যোহনকে মুক্তিদাতার একজন অগ্রদূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। যোহন যখন প্রচার করতেন, লোকেরা প্রশ্ন তুলেছিল, "যোহনই কি সেই প্রতিশ্রুত মশীহ?" তিনি উত্তর দিয়েছেন, "আমার চেয়েও পরাক্রমী একজন আসছেন। তাঁর চটিজুতোর বাঁধন খোলারও যোগ্যতা আমার নেই" (লূক ৩:১৬)। একজন দাসের অন্যতম নগণ্য কাজ ছিল তার মনিবের জুতোর খেয়াল রাখা, কিন্তু যোহন বলেছেন, "যিনি আসছেন তাঁর অবস্থান আমার থেকে এতটাই উঁচুতে যে আমি এই নগণ্য কাজটারও যোগ্য নই।" যোহন নম্র পরিষেবার একটি আদর্শ প্রদান করেছেন।

পুরো শাস্ত্র জুড়ে ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিদের অন্য কারোর আসার জন্য পথ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। বার্ণবা এবং পৌলের উদাহরণটি দেখুন। যখন শৌল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন করতেন, বার্ণবা তখন ইতিমধ্যেই মন্ডলীতে একজন সম্মানীয় নেতৃত্বপদে ছিলেন। বার্ণবা পৌলকে বিশ্বাস করেছিলেন যখন প্রায় কোনো খ্রিষ্টবিশ্বাসীই মন্ডলীর এই অত্যাচারীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে চায়নি।

যখন তাঁরা প্রথম প্রচারকাজ শুরু করেছিলেন, প্রেরিত পুস্তক দলটিকে "বার্ণবা ও শৌল" হিসেবে উল্লেখ করেছে (প্রেরিত ১৩:২)। শীঘ্রই তাঁরা "পৌল ও বার্ণবা" হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৩:৪৩ এবং পরবর্তী অংশ)। প্রথমে বার্ণবা নেতৃত্বপদে ছিলেন, কিন্তু তিনি পৌলকে নেতা হয়ে উঠতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কিছুক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা হবে যোহন বাপ্তাইজক বা বার্ণবার মতো, অন্য কারোর জন্য পথ প্রস্তুত করা। ঈশ্বর আপনাকে যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করুন, কাজে আপনার সেরাটা দিন। যদি ঈশ্বর আপনাকে একটি সহায়ক পদে রাখেন, সেই পরিচর্যা কাজটি প্রত্যাখ্যান করবেন না। আপনাকে সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায়ে ব্যবহার করার জন্য আপনি ঈশ্বরকে ভরসা এবং বিশ্বাস করতে পারেন।

আমরা যোহন বাপ্তাইজকের নম্রতা দেখেছি যখন তিনি তার শিষ্যদেরকে যিশুর দিকে নির্দেশ করেছিলেন। একজন রব্বি বা গুরুর লক্ষ্য ছিল শিষ্যদের জয় করা যারা তাদের শিক্ষককে অনুসরণ করবে এবং সম্মান করবে। পরিবর্তে, যোহন বাপ্তাইজক তার শিষ্যদেরকে এক মহানতর শিক্ষকের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার কাজ ছিল তার চেয়েও মহান একজনের দিকে নির্দেশ করা। যোহন তার শিষ্যদেরকে তাকে ছেড়ে যিশুকে অনুসরণ করতে দেখেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল ঈশ্বরের রাজ্য, তার নিজের মহিমা বা গৌরব নয়। খ্রিষ্টীয় লিডার হিসেবে, আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের লক্ষ্য হল মানুষকে যিশুর দিকে নির্দেশ করা, আমাদের নিজেদের জন্য সাফল্য অর্জন করা নয়।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: অনুতাপ করার অর্থ কী?

► মথি ৩:১-৬ পড়ুন।

যোহন অনুতাপের বার্তা প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে কিছু লোক বলে যে অনুতাপ করার অর্থ হল কেবল আপনার মনের পরিবর্তন করা। বহু পেশাদার খ্রিষ্টবিশ্বাসী একটি পরিবর্তিত জীবনের অতি সামান্যই চিহ্ন প্রদর্শন করে থাকে।

কিন্তু "অনুতাপ" কথাটির অর্থ একটি মানসিক সিদ্ধান্তের চেয়ে অনেক বেশি এবং বড়। নতুন নিয়মের লেখকরা "অনুতাপ" শব্দটি ঠিক সেইভাবেই ব্যবহার করেছেন যেভাবে হিব্রু ভাববাদীরা ব্যবহার করেছিলেন। এটির অর্থ ছিল জীবনের আমূল পরিবর্তন। নতুন নিয়মে অনুতাপ করার অর্থ হল:

- আপনার ভাবনা-চিন্তা ও বিশ্বাস পরিবর্তন করা **এবং**
- আপনার ক্রিয়াকলাপ ও জীবনযাপনের পদ্ধতি পরিবর্তন করা।

কিছু বছর আগে আমেরিকাতে একজন পপ গায়ক ছিল যে তার পাপময় জীবনযাত্রার জন্য বেশ পরিচিত ছিল। এই গায়ক বলেছিল, "আমি খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে গেছি এবং আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে গেছি। আমি আগে যেমন জীবনযাপন করতাম এখনো সেটাই করছি, কিন্তু এখন আমি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী। যদি আমি মারা যাই, আমি স্বর্গেই যাব।" এই লোকটির দেখানো "অনুতাপ"-এর মধ্যে তার জীবনযাত্রার কোনো পরিবর্তনই অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি প্রকৃত অনুতাপ নয়।

যোহন শিখিয়েছিলেন যে অনুতাপ আমাদের জীবনের ধারা বা বিন্যাসকে পরিবর্তন করে। যোহন চেয়েছিলেন বাপ্তিস্মগ্রহণকারীরা তাদের অনুতাপের আচরণ অব্যাহত রাখুক (লূক ৩:৮)। বাপ্তিস্ম কখনোই একটি ফাঁপা রীতি হয়ে যাওয়া উচিত নয়: "আমি বিশ্বাস করি, তাই এবার আমাকে বাপ্তিস্ম দিন।" বাপ্তিস্ম অবশ্যই প্রকৃত অনুতাপ এবং একটি পরিবর্তিত জীবনের একটি সাক্ষ্য হওয়া উচিত।

ঈশ্বর তাঁর দাসকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুত করেছিলেন

যখন আমরা প্রলোভনের সম্মুখীন হই, তখন প্রলোভনের উপর যিশুর বিজয় একটি আদর্শকে তুলে ধরে। "যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে মরুপ্রান্তরে গেলেন, যেন দিয়াবলের দ্বারা প্রলোভিত হতে পারেন" (মথি ৪:১)। যিশু জনসমাজে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করার ঠিক আগেই প্রলোভন এসেছিল । অন্যদের কাছে প্রচার করার আগে, যিশু পিতার ইচ্ছার কাছে তাঁর সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন।

মথি যিশুর বাপ্তিস্মের ঠিক পরেই প্রলোভনের কাহিনীটিকে রেখেছেন। আমাদের বড় বড় প্রলোভনগুলি প্রায়শই আত্মিক বিজয়ের পরেই আসে। এলিয় কর্মিল [কার্মেল] পর্বতে বিজয়লাভের ঠিক পরেই আমরা তাকে তার জীবনের জন্য পালাবার সময়ে তাকে হতাশা ও সন্দেহের প্রতি প্রলোভিত হতে দেখি (১ রাজাবলি ১৮-১৯)।

লূক আদম পর্যন্ত যিশুর বংশতালিকা উল্লেখ করার পরে প্রলোভনের কাহিনীটিকে রেখেছেন। লূক দেখিয়েছেন যে যেখানে আদম ব্যর্থ হয়েছিল, মনুষ্যপুত্র যিশু সেখানেই বিজয়ী হয়েছিলেন (লূক ৩:৩৮)। যিশু নিজেকে মানুষরূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন কীভাবে সাধারণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পাপের উপর বিজয়ী হতে পারে।

প্রলোভন

> "আমরা তাদের সাধুবাদ জানাই যারা বলে, 'আমি আমার অধিকারের দাবি করে আমার শক্তি প্রমাণ করব।' কিন্তু সিদ্ধ মানুষ দেখিয়েছেন যে মানুষের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি ত্যাগ করার মধ্যেই প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে।"
>
> - জি ক্যাম্পবেল মরগান (G.Campbell Morgan) থেকে অভিযোজিত

পাথরকে রুটিতে পরিণত করার প্রলোভন

শয়তান যিশুকে প্রলোভিত করেছিল যেন তিনি তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি ব্যবহার করে পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত করেন। শয়তান যিশুকে পিতার উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তাঁর নিজের লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করার জন্য প্রলোভিত করেছিল। যিশু খাদ্যের প্রতি তাঁর অধিকারকে পিতার কাছে সমর্পণ করেছিলেন।

প্রথম আদম ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল যখন সে এমন একটি খাদ্যে গ্রহণ করার জন্য প্রলোভিত হয়েছিল যা তার জন্য ভুল ছিল। দ্বিতীয় আদম বিশ্বস্ত ছিলেন।

মন্দিরের চূড়া থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রলোভন

শয়তান যিশুকে মন্দিরের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিতে প্রলুব্ধ করেছিল (কিদ্রন উপত্যকা থেকে ৯১ মিটার উপরে)। এটি লোকদের বিস্মিত করবে এবং একই সাথে পিতার কাছে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দাবিও করবে।য়তান যিশুকে প্রলুব্ধ করার জন্য গীত ৯১:১১-১২-এর প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছিল যাতে তিনি তাঁর পিতার প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যিশু পিতাকে তাঁর দাস বানাবেন—তাঁর চাহিদা ও প্রত্যাশার অধীন করবেন।

যিশু এমন একটি পরিস্থিতিতে গীত ৯১-এর প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে পরিস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞাটি প্রযোজ্যই নয়। শয়তানের প্রত্যুত্তরে যিশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৬ উদ্ধৃত করেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরীক্ষা কোরো না"। ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা দাবি করতে পারি না যে ঈশ্বর আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর শক্তি ব্যবহার করবেন।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: প্রকৃত বিশ্বাস

কিছু কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে, "শাস্ত্রের প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই আমার জন্য।" যেহেতু শাস্ত্রের প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই সত্য, আমাদের তাই সবসময়ে প্রশ্ন করা উচিত, "এই প্রতিজ্ঞাটি কি এই পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য?" যিশু জানতেন যে গীত ৯১ অধ্যায়ের প্রতিজ্ঞাটি প্রান্তরে তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। কীভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা ঈশ্বরের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করে প্রকৃত বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি দাবি করছি?

(১) আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য জানতে হবে।

বাইবেলের প্রতিজ্ঞার প্রেক্ষাপট এবং প্রতিজ্ঞাটির সাথে সংযুক্ত শর্তাবলী সম্পর্কে আমরা যত বেশি জানতে পারি, তত বেশি করে আমরা আমাদের পরিস্থিতিতে এটির প্রয়োগকে পরিমাপ করতে পারি।

নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল যদি চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তবে ঈশ্বর দৃশ্যমান আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাদের জমি প্রচুর ফল দেবে, তাদের শস্যাগার পরিপূর্ণ হবে এবং তারা সমস্ত সামরিক যুদ্ধে বিজয়লাভ করবে। নতুন নিয়মের প্রতিশ্রুতিগুলির বেশিরভাগই আত্মিক সুবিধা সংক্রান্ত। কিছু ব্যক্তি এটি শিখতে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু আমাদের আনন্দ করা উচিত। বস্তুগত সমৃদ্ধির কেবল অস্থায়ী মূল্য রয়েছে; আত্মিক সমৃদ্ধির মূল্য চিরন্তন। বিশ্বাস ঈশ্বরকে দিয়ে আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে ঈশ্বরকে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিকে তাঁর নির্ধারিত পথেই পূর্ণ করার জন্য বিশ্বাস করে।

(২) আমাদের অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং সর্বজনীন প্রতিজ্ঞাগুলির পার্থক্য বুঝতে হবে।

যখন আমরা একটি সাধারণ বা সর্বজনীন প্রতিজ্ঞার কথা পড়ি, আমাদের অবশ্যই জানাতে চাওয়া উচিত যে ঈশ্বর কি সেই প্রতিজ্ঞাটি আমাদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য করছেন। কিছু কিছু প্রতিজ্ঞা সাধারণ, সেগুলি বিশ্বজনীন নয়।

গীত ১০৩:৩ ঈশ্বরের প্রশংসা করে "যিনি...তোমার সব রোগ ভালো করেন"। কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী এটিকে একটি বিশ্বজনীন প্রতিজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করেছে যে ঈশ্বর প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রতিটি অসুস্থতা সুস্থ করবেন। তবে শাস্ত্র দেখায় না যে প্রতিটি শারীরিক অসুস্থতা নিরাময় হবে। পৌল সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং ঈশ্বর বলেছিলেন, "না" (২ করিন্থীয় ১২:৭)। কিছুক্ষেত্রে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের সুস্থ করা বেছে নেন; কিছুক্ষেত্রে ঈশ্বর তাদেরকে কষ্ট সহ্য করার অনুগ্রহ দেন।

আমাদের সেই তিনজন ইহুদির মতো প্রত্যুত্তর দেওয়া উচিত। যখন রাজা নেবুখাদনেজার তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, তারা বলেছিলেন, "যদি আমাদের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয়, আমাদের ঈশ্বর যাকে আমরা সেবা করি, তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন এবং হে রাজা, আপনার হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদের রক্ষা নাও করেন, আপনি জেনে রাখুন হে মহারাজ যে, আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না অথবা আপনার স্থাপিত সোনার মূর্তিকেও আরাধনা করব না" (দানিয়েল ৩:১৭-১৮)। তাঁরা জানত যে তাঁদেরকে উদ্ধার করার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে; কিন্তু যদি ঈশ্বর কোনো আলাদা পথ বেছে নিতেন, তাঁরা বিশ্বস্তভাবে তাঁকে সেবা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকত।

ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের শারীরিক কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারেন, কিন্তু তিনি সবসময়ে সেই পথটি বেছে নেন না। যতক্ষণ না ঈশ্বর সুস্পষ্ট করছেন যে বাইবেলের কোনো প্রতিজ্ঞা নির্দিষ্টভাবে আপনার জন্যই করা হয়েছে, ততক্ষণ ঈশ্বরের পছন্দ অনুযায়ীই তাঁকে সুনিশ্চিত ভাবে ভরসা করুন। সাধু যোহন এই প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছেন, "ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য আমরা

এই ভরসা পেয়েছি যে, আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। আর আমরা যদি জানি যে, আমরা যা কিছুই প্রার্থনা করি, তিনি তা শোনেন, তাহলে আমরা এও জানব যে, তাঁর কাছে প্রার্থিত সবকিছুই আমরা পেয়েছি" (১ যোহন ৫:১৪-১৫)।

আমার ধরে নেওয়া উচিত নয় যে বাইবেলের প্রতিটি প্রতিজ্ঞাই আমার নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য। বিশ্বাস বলে, "আমি 'তাঁর ইচ্ছানুসারে' চাইব।" আমার কখনোই প্রতিটি প্রতিজ্ঞাকে একটি ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা হিসেবে ভেবে নেওয়া উচিত নয়। পরিবর্তে, আমাকে অবশ্যই জানতে চাইতে হবে সেই প্রতিজ্ঞাটি আমার পরিস্থিতির জন্য সঙ্কল্পিত কিনা।

(৩) আমাদের অবশ্যই যিশুর নামে প্রার্থনা করতে হবে।

যিশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আর আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তাই পূরণ করব, যেন পুত্র পিতাকে মহিমান্বিত করেন" (যোহন ১৪:১৩)। যিশুর নামে প্রার্থনা করার অর্থ হল যে আপনার প্রার্থনা যিশুর সমস্ত অগ্রাধিকার, ইচ্ছা, এবং চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ। যিশু সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন যেগুলি ঈশ্বরের জন্য গৌরব আনে; আমাদেরও একই কাজ করা উচিত। যদি আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকে, আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছার পরিবর্তে ঈশ্বরের গৌরবের সন্ধান করব।

পিতার গৌরবান্বিত হওয়ার প্রার্থনা করার অর্থ হল আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের কাছে সমর্পণ করছি। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "কারণ তোমাদের জন্য কৃত পরিকল্পনার কথা আমি জানি, সদাপ্রভু এই কথা বলেন।তা হল তোমাদের সমৃদ্ধির পরিকল্পনা, তোমাদের ক্ষতি করার নয়, তোমাদের এক আশা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলদানের পরিকল্পনা" (যিরমিয় ২৯:১১)। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে এই প্রতিজ্ঞাটি ইস্রায়েলকে দেওয়া হয়েছিল কারণ তারা ৭০ বছর ধরে বাবিলনের দাসত্ব করছিল। এমনকি বাবিলনের দাসত্ব ঈশ্বরের লোকেদের জন্য মঙ্গল সাধন করেছিল; তাদের দুর্দশায় ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ডেকেছিল এবং তিনি তাদের কথা শুনেছিলেন।

এই প্রতিজ্ঞাটি কি আজকে আমাদের জন্য প্রযোজ্য? হ্যাঁ! ঈশ্বরের চরিত্র বদলায়নি; তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসেন। যা কিছু ঘটবে সবই যে ভালো হবে তা নয়, তবে আমরা যিশুর নামে আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করতে পারি কারণ আমরা জানি যে আমাদের জীবনে যা ঘটে তার সবকিছুতেই ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করছেন।

ঈশ্বর পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর দাসকে প্রস্তুত করেছিলেন (ক্রমশ)

প্রলোভন (ক্রমশ)

জগতের রাজত্বের প্রস্তাব

শয়তানের চূড়ান্ত প্রলোভনটি **সমঝোতার** প্রস্তাব দিয়েছিল, এমন একটি পথ যেখানে যিশু ক্রুশ ছাড়াই ভবিষ্যতে আধিপত্য অর্জন করতে পারতেন। যদি যিশু শয়তানের কাছে মাথা নত করতেন, তিনি ক্রুশের যন্ত্রণাকে সরিয়ে দিতে পারতেন। যিশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৩ উল্লেখ করে উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুরই আরাধনা করবে, কেবলমাত্র তাঁরই সেবা করবে" (মথি ৪:১০)।

প্রলোভনের উপর যিশুর বিজয়

প্রলোভনের ক্ষেত্রে যিশুর দৃষ্টান্ত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময়ে আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে যিশু সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রলোভিত হয়েছিলেন "সব বিষয়ে...অথচ নিষ্পাপ থেকেছেন" (ইব্রীয় ৪:১৫)।

► ১ করিন্থীয় ১০:১৩ এবং ইব্রীয় ৪:১৫ পড়ুন। প্রলোভনের ব্যাপারে এগুলি কী শেখায়?

১ যোহন ২:১৬ পদে প্রেরিত যোহন দেখিয়েছেন যে মাংসের অভিলাষ, চোখের অভিলাষ, এবং জীবনের অহংকার থেকে প্রলোভন আসতে পারে। যিশু এই সবকটি ক্ষেত্রেই প্রলোভিত হয়েছিলেন।

- যিশু যখন রুটির জন্য ক্ষুধার্ত ছিলেন তখন শয়তান মাংসকে প্রলুব্ধ করেছিল।
- শয়তান যিশুকে পৃথিবীর রাজত্ব দেখিয়ে দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করেছিল।
- শয়তান যিশুকে একটি নাটকীয় কাজের জন্য প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে জীবনের অহংকারকে আবেদন করেছিল যা জনতাকে বিস্মিত করে তুলত।

প্রলোভনের বিরুদ্ধে যিশুর বিজয় আমাদের জন্য প্রলোভনের সময়ে একটি আদর্শ প্রদান করে। প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য যিশু যে তিনটি অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন তা লক্ষ্য করুন।

পবিত্র আত্মার শক্তি

যিশু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলেছিলেন। তিনি সেটাই করেছিলেন যা করার জন্য পবিত্র আত্মা তাঁকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। "যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে জর্ডন নদী থেকে ফিরে এলেন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে মরুপ্রান্তরে গেলেন" (লূক ৪:১)।

যিশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের পুরো সময়কালেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে কাজ করেছিলেন। তিনি আত্মার শক্তিতে মন্দ আত্মাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (মথি ১২:২৮)। ঈশ্বর "নাসরতের যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং কীভাবেই বা তিনি বিভিন্ন স্থানে সকলের কল্যাণ করে বেড়াতেন ও দিয়াবলের ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদের সুস্থ করতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন" (প্রেরিত ১০:৩৮)।

যিশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। আমরা যদি প্রলোভনের সামনে শক্তিশালী হতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করতে হবে।

প্রার্থনার শক্তি

৪০ দিনের উপবাস ও প্রার্থনার পর যিশুকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। প্রার্থনা তাঁকে আত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিল। পরবর্তী পাঠে আমরা যিশুর জীবন ও পরিচর্যা কাজে প্রার্থনার কেন্দ্রীয়তা দেখব। যিশুকে নিজেই যদি প্রার্থনার উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে আমরা কীভাবে প্রার্থনা ছাড়া আত্মিক বিজয়ের আশা করতে পারি?

শয়তান সাধারণত তখনই আক্রমণ করে যখন আমরা আমাদের প্রার্থনা জীবনে উদাসীন হয়ে পড়ি। সে জানে যে আমরা প্রলোভনের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ব যদি আমরা একটি অত্যাবশ্যক প্রার্থনাশীল জীবন বজায় না রাখি।

ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি

যিশু শাস্ত্রের বাক্য দিয়ে প্রতিটি প্রলোভনের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি কীভাবে এই শাস্ত্রীয় পদগুলি জেনেছিলেন? ইহুদি শিশুরা তাদের শৈশবকালীন শিক্ষার অংশ হিসেবে *তোরাহ* (*Torah*) মুখস্ত করত। যিশু যখন প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, তখন শাস্ত্রের কথাগুলি দ্রুত তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের হৃদয়ে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য রোপণ করতে হবে। পরীক্ষার সম, শাস্ত্র আমাদের প্রলোভনের মোকাবিলা করার শক্তি দেবে।

প্রলোভনের মোকাবিলা করার জন্য যিশু যে অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেই একই অস্ত্র আমাদের কাছে রয়েছে। আত্মার শক্তি, প্রার্থনার শক্তি, এবং ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি দিয়ে যিশুর মতোই আমাদের প্রলোভনের মোকাবিলা করতে হবে৷ সেই অস্ত্রগুলি না থাকলে আমরা শয়তানের আক্রমণে পড়ব।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: মানবদেহ-ধারণ

প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সর্বজনীনভাবে সহমত ছিলেন যে যিশু ঐশ্বরিক ছিলেন। যদিও এরিয়াসের (Arius) মতো ভ্রান্তশিক্ষাকরা যিশুর ঐশ্বরিকত্বকে অস্বীকার করেছিলেন, গোঁড়া খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা শিখিয়েছিল যে যিশু ঐশ্বরিক ছিলেন।

অর্থোডক্স খ্রিষ্টবিশ্বাসও শিখিয়েছিল যে যিশু সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। এই মতবাদ প্রায়শই ভ্রান্তশিক্ষাকরা অস্বীকার করেছে। বর্তমানেও অনেক প্রচারক যিশুর মানবতাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে না। অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী অনুমান করে যে যিশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু তাঁর মানবতা বাস্তব ছিল না। তারা মনে করে তিনি একটি মানবদেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে মানুষ ছিলেন না।

কিছু সারমনের দৃষ্টান্ত এই মিথ্যা ধারণার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কিছু প্রচারক একজন রাজার কিংবদন্তি কাহিনী বলে যিনি ভ্রমণের জন্য একজন কৃষক হওয়ার ভান করেছিলেন। তবে, যিশু এমন একজন ঈশ্বর ছিলেন না যিনি মানুষ হওয়ার ভান করেছিলেন। তিনি আমাদের একজন হয়েছিলেন।

যিশুর মানবতার মতবাদ আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের অভিজ্ঞতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যিশু যদি সম্পূর্ণ মানুষ না হন, তবে তাঁর জীবন আমাদের জন্য বাস্তবসম্মত আদর্শ নয়। একজন ঈশতত্ত্ববিদ এটিকে এভাবে বলেছিলেন, "যদি যিশু সত্যিই আমাদের মতো না হন, তবে আমরাও তাঁর মতো হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি।"[7]

অনেক লোক বিশ্বাস করে যে আমাদের ক্রমাগত ইচ্ছাকৃত পাপের মধ্যে পড়তে হবে। যিশু তাঁর মানবতার মধ্যে দেখিয়েছিলেন যে, সাধারণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে পাপের উপর বিজয় বজায় রাখতে পারে।

যিশু যদি আমাদের ভগ্ন মানবতার অংশ হয়ে উঠতে পারেন, যদি তিনি আত্মার শক্তির জন্য আমাদের প্রয়োজনের অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, এবং যদি তিনি আমাদের মতোই প্রলোভিত হয়ে থাকেন, তবে প্রলোভনের বিরুদ্ধে তাঁর বিজয় আমাদের দেখায় যে কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজয় অর্জন করা যায়। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা বিজয়ী জীবন যাপন করতে পারি।

---

[7] Cherith Fee Nordling, "Open Question" Christianity Today, এপ্রিল ২০১৫, ২৬-২৭

► কোনটি বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন, যিশুর ঈশ্বরত্বের মতবাদ নাকি তাঁর মানবতার মতবাদ? আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবন এবং পরিচর্যা কাজে এই মতবাদগুলির প্রতিটি কীভাবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আলোচনা করুন।

উপসংহার: ঈশ্বর তাঁর দাসদের প্রস্তুত করছেন

এই পাঠে আমরা দেখেছি কীভাবে যিশুর পরিচর্যা কাজের জন্য ঈশ্বর পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর বংশের মাধ্যমে, রোম সাম্রাজ্যের মাধ্যমে, একটি অলৌকিক জন্মের মাধ্যমে, যোহন বাপ্তাইজকের পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে, এবং এমনকি প্রলোভনের মাধ্যমে, ঈশ্বর যিশুর জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

আমরা সমগ্র বাইবেল জুড়ে এই সত্যটি বারবার দেখতে পাই। পৌলের উদাহরণ দেখুন। পৌল রোমান শহর তার্ষ (Tarsus)-তে বড় হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই তার একাধিক পরজাতি বন্ধু ছিল। ইহুদিদের থেকে ভিন্ন, পৌল অইহুদীদের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

পৌলের বাবা ছিলেন একজন রোমীয় নাগরিক, তাই পৌলের রোমীয় নাগরিকত্বের মূল্যবান অধিকার ছিল। তার মা ইহুদি ছিলেন, তাই পৌল পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রগুলিতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। তিনি ভীষণ মেধাবী ছিলেন এবং তিনি মহান রব্বি [গুরু] গমলিয়েলের অধীনে ইব্রীয় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। তার রোমীয় পটভূমিতে তিনি গ্রিক ভাষা এবং গ্রিক দার্শনিকদের শিক্ষা অধ্যয়ন করেছিলেন।

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি মোটেই বিস্ময়কর নয় যে ঈশ্বর পৌলকে অইহুদী বা পরজাতিদের কাছে একজন প্রচারক হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। জন্মের সময় থেকেই ঈশ্বর পৌলকে অইহুদীদের কাছে প্রথম প্রেরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। ঈশ্বর এই পরিচর্যা কাজের জন্য যে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেছিলেন তা চিন্তা করুন:

- পৌলের রোমীয় নাগরিকত্বের কারণে তিনি সমস্ত জায়গায়ে অবাধে যেতে পারতেন।
- পৌলের ইব্রীয় এবং গ্রিক ভাষায় প্রশিক্ষণ তাকে নতুন নিয়মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি লেখার কলাকৌশল প্রদান করেছিল।
- গ্রিক দর্শনের উপর পৌলের অধ্যয়ন এবং দক্ষতা তাকে এথেন্সে গ্রিক দার্শনিকদের সাথে কথা বলতে সক্ষম করেছিল।

হয়তো আপনি বলবেন, "ঈশ্বর আমাকে পৌলের মতো অসাধারণ শিক্ষা দেননি। আমার পারিবারিক প্রেক্ষাপটও বিশেষ কিছু নয়।" ঠিক আছে! প্রথম শতকের মন্ডলীর আরেক নেতাকে দেখুন।

শিমোন একজন পেশাদার মৎস্যজীবী হিসেবে বড় হয়েছিলেন। পৌলের মতো শিক্ষা বা মেধা তার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, পিতর পরে বলেছিলেন যে পৌল কিছু জিনিস লিখেছিলেন যা বোঝা কঠিন (২ পিতর ৩:১৫-১৬)। কিন্তু ঈশ্বর পিতরকে এক পরাক্রমী উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন। যারা পৌলের গভীর কথায় অভিভূত হত তারা পিতরের সরল উপদেশগুলি বুঝতে পারত।

ঈশ্বর আপনাকে আপনার সেবার জায়গার জন্য প্রস্তুত করেছেন। আপনি যদি আপনার প্রশিক্ষণ, আপনার পটভূমি এবং ঈশ্বর আপনাকে যা দিয়েছেন তা সমর্পণ করেন, তাহলে তিনি আপনাকে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যবহার করবেন। ঈশ্বর যে পরিচর্যা কাজের জন্য যাদের ডেকেছেন তাদের তিনি সেটিতে প্রস্তুত করে তোলেন।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) এই পাঠে আমরা প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়ের ক্ষেত্রে যিশুর উদাহরণ দেখেছি। নিচের প্রথম চার্টে বাইবেলের তিনটি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করুন যারা প্রলোভনের বিরুদ্ধে বিজয় অব্যাহত রেখেছিল। এমন কোনো জিনিস লক্ষ্য করুন যা তাদের প্রলোভনের মুখামুখি হওয়ার শক্তি দিয়েছিল। তারপর তিনটি বাইবেলের উদাহরণ তালিকাভুক্ত করুন যারা প্রলোভনে পরাজিত হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে, একটি কারণ চিহ্নিত করুন যা তাদের পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল।

(২) আপনি যে উদাহরণগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন সেগুলির ভিত্তিতে প্রলোভনের উপর একটি সারমন বা বাইবেল স্টাডি প্রস্তুত করুন। যিশুর উদাহরণের পাশাপাশি আপনি আপনার চার্টে যে উদাহরণগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত করুন।

প্রলোভনের উপর জয়	শাস্ত্র	জয় কিভাবে এসেছিল?
যোষেফ (যৌনতাজনিত পবিত্রতা)	আদি পুস্তক ৩৯	ঈশ্বরের দিকে স্থিরদৃষ্টি (আদি পুস্তক ৩৯:৯)

প্রলোভনের ফলে ব্যর্থতা	শাস্ত্র	কোনটি পরাজয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল?
পিতর (যিশুকে অস্বীকার)	লূক ২২:৫৪-৬২	অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস (লূক ২২:৩১-৩৪)

পাঠ ২
যিশুর মতো প্রার্থনা করা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যিশুর জীবন এবং পরিচর্যা কাজে প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।
(২) যিশুর দেওয়া শিক্ষা থেকে প্রার্থনার নীতিগুলি শিখবে।
(৩) আজকের দিনে আমাদের পরিচর্যা কাজে প্রার্থনার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।
(৪) একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলির বিকাশ করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

যদি আমরা যিশুর মতো পরিচর্যা কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই যিশুর মতো প্রার্থনা করতে হবে।

ভূমিকা

প্রার্থনা বিষয়ক একটি বার্তায় অধ্যাপক হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) এই অভিযোগকারী বিবৃতিটি দিয়েছিলেন:

> আপনি বাইবেল পড়েছেন কিনা তা নিয়ে শয়তান চিন্তিত নয়, কিন্তু *যদি আপনি প্রার্থনা না করেন,* তাহলে শাস্ত্র কোনোমতেই আপনার জীবনকে রূপান্তরিত করবে না। আপনি এমনকি এটি খুব ভালোভাবে জানার কারণে এটি আপনাকে আত্মিক অহংকারের একটি গুরুতর অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।
>
> আপনি আপনার বিশ্বাস ভাগ করে নেন কিনা তা নিয়ে শয়তান চিন্তিত নয়, সমস্যা হল *যদি আপনি প্রার্থনা না করেন,* কারণ সে জানে মানুষের কাছে ঈশ্বরের কথা বলার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে মানুষের সম্পর্কে বলা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
>
> আপনি যদি একটি স্থানীয় মন্ডলীর পরিচর্যা কাজে যুক্ত হয়ে ওঠেন তাতে শয়তানের কিছুই এসে যায় না, কিন্তু *যদি আপনি প্রার্থনা না করেন,* তাহলে আপনি সক্রিয় হয়ত থাকবেন কিন্তু আপনি সেই অর্থে কিছুই সম্পন্ন করে উঠতে পারবেন না।[8]

প্রার্থনা ছিল যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের কেন্দ্রীয় বিষয় । কোনোকিছুই প্রার্থনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যিশুর পরিচর্যা কাজ তাঁর স্বর্গস্থ পিতার সাথে তাঁর সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল ছিল। সেই সম্পর্ক প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সহভাগিতার মাধ্যমে বজায় ছিল।

---

[8] Howard G. Hendricks, "Prayer—the Christian's Secret Weapon" থেকে অভিযোজিত। *Veritas*-এ পুনর্মুদ্রিত, জানুয়ারী ২০০৪

► এই পাঠটি অধ্যয়ন করার আগে আপনার জীবন এবং পরিচর্যা কাজে প্রার্থনার ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। প্রশ্ন করুন:

- আমার প্রার্থনার জীবন কি অবিচলিত?
- শেষবার কখন আমি আমার প্রার্থনার একটি নির্দিষ্ট উত্তর দেখেছিলাম?
- আমার প্রার্থনার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতাগুলি কী কী?
- আমি কি আমার প্রার্থনার জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছি?

"প্রার্থনা হল আত্মার ব্যায়ামাগার।"

-স্যামুয়েল সোয়েমার (Samuel Zwemer, "Apostle to Islam")

প্রার্থনার ক্ষেত্রে যিশুর দৃষ্টান্ত

যিশুর পরিচর্যা কাজের সময়কাল জুড়ে, আমরা তাঁকে চূড়ান্ত মুহূর্তগুলিতে প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকতে দেখেছি। সুসমাচার পুস্তকগুলি ১৫টি নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করে যখন যিশু প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনা কখনোই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত বিষয় ছিল না; প্রার্থনা তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

অন্যান্য লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায়, লূক যিশুর পরিচর্যা কাজে প্রার্থনাকে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র লূক আমাদের বলেছেন যে যিশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে বেছে নেওয়ার আগে সারারাত প্রার্থনা করেছিলেন (লূক ৬:১২)। একমাত্র লূক আমাদের জানিয়েছেন রূপান্তর সেই সময়ে ঘটেছিল যখন যিশু পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে প্রার্থনার জন্য পর্বতে গিয়েছিলেন (লূক ৯:২৮)। এই উএল্লেখ প্রেরিত অধ্যায়ে অব্যাহত রয়েছে কারণ লূক ৩৫বার প্রথম শতকের মন্ডলীর প্রার্থনার ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন।

যিশুর দৈনন্দিন পরিচর্যা কাজে প্রার্থনা

► মার্ক ১:৩২-৩৯ পড়ুন।

যিশুর পরিচর্যা কাজের প্রথমদিকের এই কাহিনীটি দেখায় যে কীভাবে প্রার্থনা এবং সেবা সম্পর্কযুক্ত। এই কাহিনীটির উত্তরণটি লক্ষ্য করুন। আগেরদিন সন্ধ্যেবেলা লোকেরা যিশু যে বাড়িটিতে ছিলেন তার বাইরে জড়ো হয়েছিল, এবং তিনি তাদের অনেককেই সুস্থ করেছিলেন।

খুব সকালে, যিশু প্রার্থনার জন্য একটি জনমানবশূন্য স্থানে গিয়েছিলেন। শিমোন পিতর তাঁকে খুঁজতে এসে বলেছিলেন, "সবাই আপনার খোঁজ করছে"। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, "চলো, আমরা অন্য কোথাও—কাছের গ্রামগুলিতে যাই, যেন ওইসব জায়গাতেও আমি বাণী প্রচার করতে পারি, কারণ সেজন্যই আমি এসেছি"। যিশুর পরিচর্যা কাজের বিন্যাসটি ছিল **সেবার সাথে প্রার্থনা।**

এটিই পরিচর্যা কাজের বিন্যাস হওয়া উচিত। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের সেবা আত্মিকভাবে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সেবা ছাড়া আমাদের প্রার্থনার জীবন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে; আমরা আমাদের আশেপাশের লোকেদের চাহিদা পূরণ করার কোনো চেষ্টা করি না। যিশু দেখিয়েছেন যে প্রার্থনা এবং সেবাকে সংযুক্ত করা আবশ্যক।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে প্রার্থনা

► লূক ৬:১২-১৬ পড়ুন।

যিশুর পরিচর্যা কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বারোজন প্রেরিতকে বেছে নেওয়া। যারা তাঁকে প্রচার করতে শুনেছিল, সেই হাজার হাজার লোকের মধ্যে অনেকেই শিষ্য হিসেবে আহুত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নিকটস্থ ছিল (যোহন ৬:৬০, ৬৬)। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ৭২ জন একটি প্রচারমূলক সফরে যিশুর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট সুদক্ষ ছিল (লূক ১০:১)। কিন্তু যিশু মাত্র বারোজনকে প্রেরিত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

বারোজন প্রেরিত যিশুর সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন। তারা তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁর স্বর্গারোহণের পর, প্রেরিতদের মধ্যে এগারোজন প্রথম শতকের মন্ডলীর নেতা হয়েছিলেন। বারোজনকে নির্বাচন করা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। যিশু কোনো বই লেখেননি বা কোনো শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেননি। মন্ডলীর জন্য তাঁর দর্শন এই লোকদের দ্বারাই পূর্ণ হবে।

বারোজন প্রেরিতকে নির্বাচন করার আগে যিশু কী করেছিলেন? তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়ে যিশু রাতটি প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের পুত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে এত আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তাহলে আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থনা আরও কতটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে!

কষ্টভোগের সামনে প্রার্থনা

► মথি ২৬:৩৬-৪৬ পড়ুন।

গ্রেপ্তার হওয়ার কিছু ঘণ্টা আগে যিশু প্রার্থনা করার জন্য গেৎশিমানীতে গিয়েছিলেন। কষ্টভোগের জন্য তিনি প্রার্থনার দ্বারাই প্রস্তুত হয়েছিলেন। যিশু কখনোই তাঁর মানবতার দুঃখ বা আঘাত থেকে পালানোর জন্য তাঁর ঐশ্বরিকতাকে ব্যবহার করেননি। পরিবর্তে, তিনি কষ্টভোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শক্তি চেয়ে প্রার্থনার উপর নির্ভর করেছিলেন।

সেই বাগানে যিশুর প্রার্থনা আজকে আমাদের জন্য একটি আদর্শ। তাঁর প্রার্থনা মেকী ছিল না; যিশু কষ্টভোগের বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এটি কি আপনাকে উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে যে যিশু অত্যন্ত মানবীয় উপায়ে কষ্টের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন? কষ্টভোগ সহ্য করার সময়ে যিশু স্বস্তি চেয়ে প্রার্থনা করেছিলেন:

> তিনি বাগানে এই প্রার্থনা করেননি, "ও প্রভু, আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হয়ে কষ্টভোগ করার জন্য বেছে নিয়েছ।" না, তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন, তাঁর ভয় হয়েছিল, নিজেকে পরিত্যজ্য মনে হয়েছিল, এবং এমনকি তিনি হতাশও হয়েছিলেন। তবুও তিনি সহ্য করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে তাঁর পিতা আছেন, যিনি এক প্রেমময় ঈশ্বর যাঁর উপর তিনি পরিস্থিতি নির্বিশেষে নিশ্চিন্তে ভরসা ও বিশ্বাস করতে পারেন।[9]

কষ্টভোগের সামনে আমরা কখনোই নিজেদের সহ্যক্ষমতার বাইরে শক্তিশালী হওয়ার ভান করব না। ইয়োবের মতো আমরাও আমাদের আঘাতের সামনে কাঁদতে পারি। যিশু তাঁর মানবজীবনে ঠিক এটাই করেছিলেন! তবে, যিশুর মতো আমরা বিশ্বস্ত থাকতে পারি কারণ আমরা জানি যে আমাদের প্রেমময় স্বর্গস্থ পিতার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

প্রার্থনার মধ্যেই আমরা আমাদের পিতার ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে পারি। কষ্টভোগের সামনে যিশুর প্রার্থনার এবং কষ্টভোগের সামনে আমাদের প্রার্থনার মূল চাবিকাঠি হল পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা: "তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক।"

---

[9] Philip Yancey, *The Jesus I Never Knew*. (Grand Rapids: Zondervan, ১৯৯৫), ১৬১

প্রার্থনা সম্পর্কে যিশুর শিক্ষাদান

যিশু তাঁর নিজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কেবল প্রার্থনার গুরুত্ব দেখিয়েছেন তা নয়, তিনি তাঁর শিক্ষাদানের বেশিরভাগকেই প্রার্থনায় নিয়োজিত করেছেন। যিশু জানতেন যে তাঁর অনুসরণকারীদের আত্মিক জীবনের জন্য প্রার্থনার একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন প্রয়োজন। এই কারণে তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রার্থনায় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

পর্বতের উপরে প্রচারে যিশুর শিক্ষাদান

► মথি ৬:১-১৮ পড়ুন।

পর্বতের উপর প্রচারে, যিশু আত্মিক কাজের তিনটি দিকের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন: দরিদ্রদের দান করা, প্রার্থনা করা, এবং উপবাস করা। তাঁর শিক্ষাদান থেকে এটি সুস্পষ্ট যে যিশু প্রত্যাশা করেছিলেন যে তাঁর অনুসরণকারীদের জন্য এগুলি স্বাভাবিক কাজকর্ম হবে। যিশু বলেননি, "*যদি তোমরা দরিদ্রদের দান করো...*" বা "*যদি তোমরা প্রার্থনা করো...*" বা "*যদি তোমরা উপবাস করো...*" তিনি আশা করেছিলেন তাঁর অনুসরণকারীরা দয়ালু, প্রার্থনাশীল, এবং আত্মনিষ্ঠাবোধযুক্ত শিষ্য হবে।

যিশু দেখিয়েছিলেন যে এই ভালো কাজগুলিই অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি সেগুলি খারাপ উদ্দেশ্য থেকে আসে। প্রাচীন পৃথিবীতে একজন ভণ্ড ছিল মূলত একজন অভিনেতা যে একটি নাটকে বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করার জন্য বিভিন্ন মুখোশ পরত। অন্যদের সামনে "একটি ধর্মীয় চরিত্র অভিনয় করা" সম্ভব।

- আমাদের মহানুভবতা দিয়ে লোকদের খুশি করার জন্য দরিদ্রদের দান করার সম্ভব। যিশু বলেছেন, "তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।"
- আমাদের সুন্দর সুন্দর শব্দ দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করার জন্য প্রার্থনা করা সম্ভব। যিশু বলেছেন, "তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।"
- আমাদের ভক্তি এবং আত্মনিষ্ঠা দিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য উপবাস করা সম্ভব। যিশু বলেছেন, "তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে।"

প্রতিটি ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তিটি দরিদ্রকে দান করেছিল, প্রার্থনা বা উপবাস করেছিল, সে অন্যদের খুশি করার জন্য কাজটি করেছিল। লোকেরা মুগ্ধ হয়েছিল; সেটাই ছিল তার পুরস্কার। তাই, সে পিতার থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না।

স্বর্গস্থ পিতাকে খুশি করাই এই আত্মিক কাজগুলির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দরিদ্রকে দান করা, প্রার্থনা করা বা উপবাস করা –যেটাই হোক, আমাদের পুরস্কার হল স্বয়ং ঈশ্বর। পার্থিব প্রশংসার জন্য আমাদের এই আত্মিক কাজগুলো করা উচিত নয়। পরিবর্তে, আমরা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি গভীর আকাঙ্খা থেকে এই কাজগুলি করি।

যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি সহজ এবং সরাসরি পদ্ধতিতে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন:

> হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও। আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,তেমন তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করো। আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না, কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো (মথি ৬:৯-১৩)।

মথি ৬:৭-৮ পদে যিশু যে অর্থহীন কথাগুলির নিন্দা করেছেন, সেগুলির মতো এই প্রার্থনাটি নিছক মুখস্থ বলার জন্য নয়। পরিবর্তে, এই প্রার্থনা এমন মনোভাবের আদর্শ তুলে ধরে যেটির আমাদের আমাদের প্রার্থনাকে নির্দেশনা দেওয়া উচিত:

সম্পর্ক

"আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" ঈশ্বরের সাথে আমাদের এক নিবিড় সম্পর্ককে দেখায়। খুব দূরবর্তী এক ঐশ্বরিক সত্তার পরিবর্তে, আমরা ঈশ্বরকে এমন একজন পিতা হিসেবে চিনি যিনি তাঁর সন্তানদের ভালো ভালো উপহার দিতে ভালোবাসেন (মথি ৭:১১)। এই কথাগুলি ঘনিষ্ঠতা ("আমাদের...পিতা") এবং আধিপত্য ("স্বর্গে") দুটোকেই বোঝায়। ঈশ্বর রাজকীয় এবং ব্যক্তিগত উভয়ই।

সম্মান

"তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক" আমাদের এবং স্বর্গস্থ পিতার মধ্যে পার্থক্য দেখায়। যদিও ঈশ্বর একজন প্রেমময় পিতা, তিনি পবিত্র।[10] উপদেশকের জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন শিখিয়েছেন, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা ও ভীতির সাথে প্রবেশ করতে হবে। (উপদেশক ৫:২)

সমর্পণ

"তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক" তাঁর কর্তৃত্বের কাছে আমাদের স্বেচ্ছা সমর্পণকে তুলে ধরে। ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা নিখুঁতভাবে স্বর্গে পরিপূর্ণ হয়, আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন তা পৃথিবীতেও পরিপূর্ণ হয়।

সংস্থান

পৃথিবীতে একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে দৈনন্দিন খাবারের জন্য আবশ্যিকভাবে কাজ করতে হয়। "আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও" পিতার প্রতি আমাদের দৈনন্দিন ভরসাকে তুলে ধরে। তাঁর সন্তান হিসেবে, আমাদের প্রয়োজন জোগানোর জন্য তাঁকে আমরা বিশ্বাস করি।

স্বীকারোক্তি

"আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,তেমন তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করো"। লূক ১১:২-৪ পদে এই একই প্রার্থনাটি উল্লেখ করা হয়েছে "আর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করো,যেমন আমরাও নিজেদের সব অপরাধীকে ক্ষমা করি"। যেহেতু আমাদের পাপ হল ঈশ্বরের কাছে একটি ঋণ, (কলসীয় ২:১৪) তাই মথি এবং লূক দুটিতেই এর অর্থটি সমান।

আমাদের অন্যদেরকে ক্ষমা করাকে ঈশ্বরের দ্বারা আমাদের ক্ষমা পাওয়ার সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে যিশু আমাদের এই শিক্ষা দেননি যে আমরা ক্ষমা অর্জন করি। পরিবর্তে, যারা আমাদের সাথে অন্যায় করেছে তাদের আমরা–যারা ক্ষমা পেয়েছি–স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দিই। ক্ষমাশীল দাসের ব্যাপারে বলা যিশুর উপমা আমাদের ক্ষমাশীলতা এবং অন্যদের ক্ষমা করার জন্য আমাদের ইচ্ছার মধ্যে সম্পর্ক দেখায় (মথি ১৮:২১-৩৫)।

---

[10] "পবিত্র" কথাটির অর্থ হল "আলাদা হওয়া"

বিজয়

"আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না, কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো" হল প্রলোভন এবং পরীক্ষার উপর বিজয়ের জন্য একটি প্রার্থনা। ঈশ্বর কখনোই তাঁর সন্তানদের প্রলোভিত করেন না (যাকোব ১:১৩), কিন্তু আমারা প্রত্যেকেই পরীক্ষা এবং প্রলোভনের সম্মুখীন হব। সেই সময়গুলিতে ঈশ্বর কখনোই আমাদেরকে আমাদের সহ্যক্ষমতার বাইরে প্রলোভিত হতে দেবেন না (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

ব্যাকুলভাবে প্রার্থনার বিষয়ে যিশুর শিক্ষা

► লূক ১১:১-১৩ পড়ুন।

লূক একটি উপমার সাহায্যে প্রভুর প্রার্থনা অনুসরণ করেছেন যেটি আমাদের এমন একজন পিতার কাছে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে শেখায় যিনি তাঁর সন্তানদের ভালো ভালো উপহার দিতে ভালোবাসেন। মধ্যপ্রাচ্যে অতিথির সেবা করার জন্য প্রতিবেশীদের থেকে ধার করা প্রচলিত ছিল। যদি কোনো ব্যক্তি ব্যাকুলভাবে কিছু চাইত, তার প্রতিবেশী প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে দিত। সেই সংস্কৃতিতে, কোনো অনুরোধে "না" বলাকে রূঢ় আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হত। এমনকি প্রতিবেশী তার পরিবারকে বিরক্ত করতে না চাইলেও, সে সাহায্যের জন্য ডাক এলে তা প্রত্যাখ্যান করত না।

এর চেয়েও বড় বিষয় হল, ঈশ্বর সেই উত্তম উপহারগুলি তাঁর সেই সন্তানদের দিতে চান, যারা সাহসের সঙ্গে তা যাচ্ঞা করে। ঠিক যেভাবে এই উপমার ব্যক্তিটি ব্যাকুলভাবে চাইছে, আমরাও আমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে আত্মবিশ্বাসের সাথে চাইতে পারি। কেন? এই কারণে নয় যে ঈশ্বর আমাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে লজ্জিত হবেন, বরং এর কারণ হল আমাদেরকে চাওয়ার, খোঁজ করার এবং কড়া নাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (লূক ১১:৯)।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: হিব্রু শিক্ষাশৈলী

লূক ১১:১-১৩ পদে যিশু একজন ব্যক্তির কাহিনী বলেছেন যে তার সেই প্রতিবেশীকে সাহায্য করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না যার একজন অতিথির জন্য কিছু খাবার ধার করার দরকার।

এই উপমাটি বোঝার জন্য আপনাকে হিব্রু শিক্ষাশৈলীটি বুঝতে হবে—কম থেকে বেশি'র যুক্তি। এই শিক্ষা পদ্ধতিটি বলছে, "যদি ক (কম) সত্যি হয়, তাহলে খ (বেশি) **আরো কত বেশি মাত্রায়** সত্যি।" আজকের সময়ে আমরা বলতে পারি, "যদি একজন ব্যক্তি একজন অভুক্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে (ক) খাবার দেয়, তাহলে **আরো কত বেশি মাত্রায়** একজন প্রেমময় পিতা তাঁর সন্তানদের (খ) খাওয়াবেন।"

আপনি যখন দৃষ্টান্তটি পড়বেন, তখন মনে করবেন না যে "ঈশ্বর হলেন সেই অনিচ্ছুক প্রতিবেশীর মতো। আমাকে অবশ্যই তাঁকে আমার প্রার্থনার উত্তর দিতে রাজি করাতে হবে।" পরিবর্তে, যিশু অনিচ্ছুক বন্ধুকে একজন ইচ্ছুক স্বর্গীয় পিতার সাথে তুলনা করেছেন। একজন পার্থিব প্রতিবেশী যদি ব্যাকুল অনুরোধে সাড়া দেয়, তাহলে স্বর্গস্থ পিতা তাঁর সন্তানদের প্রতি **আরো কত বেশি মাত্রায়** সাড়া দেবেন!

প্রার্থনা সম্পর্কে যিশুর শিক্ষাদান (ক্রমশ)

ব্যাকুলভাবে প্রার্থনার বিষয়ে যিশুর শিক্ষা (ক্রমশ)

প্রার্থনা হল একটি সম্পর্ক।

যদি ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রার্থনার উত্তর দিতে চান, তাহলে কেন মাঝে মাঝে তাঁর উত্তর দেরি করে? চাও, খোঁজ করো, এবং কড়া নাড়ো হল [ব্যাকরণে] বর্তমান কাল নির্দেশক আজ্ঞা। এগুলি বোঝায় যে আমাদের ক্রমাগত চাইতে, খুঁজতে এবং কড়া নাড়তে হবে। কেন?

একটি কারণ হল যে প্রার্থনা একটি অনুরোধের তালিকা দেওয়ার চেয়েও অনেক বড় একটি বিষয়। প্রার্থনা হল আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সাথে একটি চলমান সম্পর্ক। ঠিক যেমন পৌল আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন, "অবিরত প্রার্থনা করো," (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭)। যিশু আমাদের ক্রমাগত চাইতে, খোঁজ করতে, এবং কড়া নাড়তে আদেশ করেছেন। ঈশ্বরের সাথে এই চলমান কথোপকথনের মাধ্যমে, আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। প্রার্থনা অনুরোধের তালিকার চেয়ে বেশি; প্রার্থনা হল একটি সম্পর্ক।

> "প্রার্থনা কোনো জিনিস চাওয়ার এবং আমরা যা চাই তা পাওয়ার বিষয় নয়। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের কাছে চাওয়া এবং আমাদের যা প্রয়োজন তা পাওয়া।" – ফিলিপ ইয়ান্সে (Philip Yancey)

অবিচলভাবে প্রার্থনা করার সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত

লূক ১৭ পদে ফরিশীরা যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসবে। তিনি তাদের উত্তর দিয়েছিলেন যে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য চিহ্নের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। পরিবর্তে, তিনি তাদের বলেছিলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য বিরাজ করছে তোমাদের মধ্যেই" (লূক ১৭:২০-২১)। যারা যিশুকে অনুসরণ করছে ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে বিরাজ করছে।

যিশু তারপর তাঁর শিষ্যদের দিকে ফেরেন এবং তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে যিশু অবিলম্বে একটি রাজনৈতিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, কিন্তু যিশু তাঁদেরকে তাঁর মৃত্যুর পরেও অপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। অপেক্ষা করার সময়ে, তাদের অবশ্যই প্রার্থনায় অবিচল থাকতে হবে এবং আশা হারালে চলবে না। যিশু তখন বিশ্বস্ত প্রার্থনা সম্পর্কে একটি কাহিনী বলেছিলেন।

► লূক ১৮:১-৮ পড়ুন।

বহু প্রাচীন শহরেই বিচারকরা খুব অসৎ ছিলেন। ঘুষ না দেওয়া পর্যন্ত কেউ সহজে বিচার পেত না। এই বিধবার কাছে বিচারককে ঘুষ দেওয়ার মতো টাকা ছিল না, তাই তিনি তার মামলা শুনতে রাজি হননি। তবে এই অবিচল মহিলাটি হাল ছেড়ে দিতে রাজি হয়নি। অবশেষে, অধার্মিক বিচারক বলেছিলেন, "এই বিধবা যেহেতু আমাকে বারবার জ্বালাতন করে চলেছে, তাই সে যেন ন্যায়বিচার পায়"।

> "প্রার্থনা ঈশ্বরের অনিচ্ছা কাটিয়ে ওঠা নয়। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ধরে রাখা।"
>
> - মার্টিন লুথার (Martin Luther)

এই দৃষ্টান্তটি সেই ব্যাকুল প্রতিবেশীর দৃষ্টান্তের অনুরূপ "কম থেকে বেশি"-র শিক্ষাশৈলী ব্যবহার করেছে। আপনি যখন এই দৃষ্টান্তটি পড়বেন, তখন বুঝবেন:

- ঈশ্বর একজন অধার্মিক বিচারক নন। আমাদের পিতা তাঁর নির্বাচিতদের ন্যায়বিচার দিতে চান।

- আমরা সেই বিধবা মহিলাটি নই। সে একজন অপরিচিত ছিল; আমরা ঈশ্বরের সন্তান।
- সে বিচারকের কাছে যাওয়ার অধিকার পায়নি; যিশুর মাধ্যমে, আমাদের ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার অধিকার আছে।

এটি বৈপরীত্যের একটি উপমা। যদি একজন অধার্মিক বিচারক একজন অবিচল বিধবাকে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাঁর সন্তানদের প্রার্থনায় **আরো কত বেশি মাত্রায়** উত্তর দেবেন।

বিনম্র প্রার্থনার একটি দৃষ্টান্ত

► লূক ১৮:৯-১৪ পড়ুন।

যিশুর পরবর্তী উপমাটি তাদের উদ্দেশ্যে ছিল "নিজেদের ধার্মিকতার প্রতি যাদের আস্থা ছিল ও অন্যদের যারা হীনদৃষ্টিতে দেখত"। এই উপমাটি প্রার্থনায় উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয়।

উপমাটির মূল বক্তব্যটি একদম শেষে রয়েছে: "যে কেউ নিজেকে উন্নত করে, তাকে নত করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে তাকে উন্নত করা হবে"। ফরিশীরা ভাবত তাদের ধার্মিকতার কারণে প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়। যিশু দেখান যে প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয় সেইসব ব্যক্তিদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে যাদের নিজস্ব কোনো ধার্মিকতা নেই। কেউই উত্তরযুক্ত প্রার্থনার যোগ্য নয়; যারা কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয় তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কারণে ঈশ্বর প্রার্থনায় সাড়া দেন।

প্রয়োগ: খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে প্রার্থনা

খ্রিষ্টসাদৃশ্য লোকেরা হল প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। ১৯ শতকে ইংল্যান্ডের লিভারপুলের বিশপ জে. সি. রাইল (J.C. Ryle) ইতিহাসের মহান খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জীবন অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধনী, কেউ বা গরীব। কেউ শিক্ষিত ছিলেন; কেউ ছিলেন কম শিক্ষিত। কেউ ক্যালভিনিস্ট ছিলেন; কেউ ছিলেন আর্মিনীয়। কেউ মন্ডলীতে প্রচলিত বিধিবদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি [লিটার্জি] ব্যবহার করতেন; কেউ স্বাধীন ছিলেন। "কিন্তু সকলের মধ্যে একটিই বিষয় সর্বজনীন ছিল। তারা সকলেই ছিলেন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি।"[11]

মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে খ্রিষ্টসাদৃশ্য ব্যক্তিরা সবসময়ের জন্যই প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হয়ে এসেছেন। মহান খ্রিষ্টীয় নেতা ই. এম. বাউন্ডস (E.M. Bounds), প্রত্যেকদিন সকালে ৪:০০-৭:০০ পর্যন্ত প্রার্থনা করতেন। তিনি লিখেছেন, "পবিত্র আত্মা পদ্ধতির মাধ্যমে নয়, কিন্তু মানুষের মাধ্যমে প্রবাহিত হন। তিনি কোনো সরঞ্জামের উপরে নয়, কিন্তু মানুষের উপরে নেমে আসেন। তিনি পরিকল্পনাকে নয়, মানুষকে—প্রার্থনাশীল মানুষকে অভিষিক্ত করেন।"[12]

জর্জ মুলার (George Müller) হাজার হাজার বাচ্চাদের অনাথ আশ্রম চালাতেন। তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি কোনো মানুষের কাছে সাহায্য চাইবেন না, পরিবর্তে প্রার্থনার উপর নির্ভর করবেন। তিনি কেবল প্রার্থনার মাধ্যমেই ৭০ লক্ষ ডলার পেয়েছিলেন। মুলার কেবল তার অনাথ আশ্রমগুলিকে সহায়তা করেছিলেন তা নয়, তিনি অন্যান্য মিনিস্ট্রিতেও কয়েক হাজার ডলার দান করেছিলেন। জর্জ মুলার প্রার্থনার শক্তি জানতেন।

---

[11] Matt Friedeman, *The Accountability Connection.* (Wheaton, Illinois: Victor Books, ১৯৯২), ৩৭-এ উদ্ধৃত।
[12] Edward M. Bounds, *Power Through Prayer.* (Kenosha, Wisconsin: Treasures Media, n.d.), ২

কেন আমরা প্রার্থনা করি?

আমরা প্রার্থনা করি কারণ আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

> "যদি আমরা প্রার্থনা ছাড়া কোনোকিছু করি, সেটা করা কি আদৌ মূল্যবান?"
>
> -ড. হাওয়ার্ড হেনড্রিকস
> (Dr. Howard Hendricks)

যিশু তাঁর মানবতায় তাঁর পিতার সাথে কথা বলার জন্য প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার একটি প্রকাশ। এটি দেখায় যে আমরা নিজেদের ওপর নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি।

► মথি ২৬:৩১-৪৬ পড়ুন।

শিমোন পিতরের পতন প্রার্থনার গুরুত্ব দেখায়। যিশু তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করেছিলেন, "এই রাত্রিতে তোমরা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।" আরো সরাসরিভাবে যিশু পিতরকে সতর্ক করেছিলেন, "শিমোন, শিমোন, শয়তান তোমাদেরকে গমের মতো ঝাড়াই করার জন্য অনুমতি চেয়েছে" (লূক ২২:৩১)। দু'টি দুর্বলতার কারণে পিতর ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১। **পিতর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন।** তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেও, আমি কিন্তু কখনও যাব না ....আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়, তাহলেও আমি আপনাকে কখনোই অস্বীকার করব না" (মথি ২৬:৩৩, ৩৫)। অহংকার পিতরকে তার নিজের শক্তির উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল।

২। **পিতর প্রার্থনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।** নিজের শক্তির উপর আত্মবিশ্বাসী থাকায় পিতর ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেননি। যিশুর সাথে প্রার্থনায় যোগদান করার পরিবর্তে, পিতর ঘুমিয়েছিলেন। আমরা সবচেয়ে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যখন আমরা ঈশ্বরের উপর আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা উপলব্ধি করি। ডিক ইস্টম্যান (Dick Eastman) লিখেছেন, "কেবল প্রার্থনাতেই আমরা আমাদের সমস্যাগুলি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করি।"[13]

আরো পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরকে জানার জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

> "আমরা প্রার্থনাকে নিজের জন্য কিছু পাওয়ার উপায় হিসাবে দেখি; প্রার্থনার বাইবেলভিত্তিক ধারণা হল আমরা যেন ঈশ্বরকে জানতে পারি।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স
> (Oswald Chambers)

আধুনিক মন্ডলীর একটি বড় দুর্বলতা হল ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের অগভীর জ্ঞান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আমাদের প্রার্থনার অনুরোধ কেবল বস্তুগত চাহিদা এবং ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা নিয়ে গঠিত থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এইরকম প্রার্থনা করার জন্য বেশি সময় ব্যয় করে, "হে ঈশ্বর, দয়া করে আমার সন্তানদের একটি ভাল চাকরি পেতে সাহায্য করো", "হে ঈশ্বর, দয়া করে আমার সন্তানদের তোমার প্রতিমূর্তিতে গড়ে তোলো।" আমরা আত্মিক নিরাময়ের চেয়ে শারীরিক নিরাময়ের জন্য আরো বেশি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি। এটি দেখায় যে আমরা প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ বুঝি না।

প্রার্থনার প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল ঈশ্বরকে আরো পরিপূর্ণভাবে জানা। প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে মিলিত হই। আমরা যা করতে চাই তা ঈশ্বরকে করতে বাধ্য করা "প্রার্থনা" নয়। প্রার্থনা আমাদেরকে ঈশ্বরের হৃদয় বুঝতে পারার জ্ঞান প্রদান করে, যতক্ষণ না আমরা সেটাই চাই যা তিনি চান।

---

[13] Dick Eastman, *The Hour That Changes the World.* (Grand Rapids: Baker Book House, ১৯৯৫), ১২

যখন আমরা এরকম অবস্থানে পৌঁছাই, যিশু বলেছেন, "তোমরা প্রার্থনায় যা কিছু চাও, বিশ্বাস করো যে তোমরা তা পেয়ে গিয়েছ, তবে তোমাদের জন্য সেরকমই হবে" (মার্ক ১১:২৪)। যেহেতু আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে এক সুরে বাঁধা, তাই আমরা ভুল উদ্দেশ্য থেকে বা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাইব না (যাকোব ৪:৩ এবং ১ম যোহন ৫:১৪)। ঈশ্বরের হৃদয়ের এই জ্ঞান নিয়মিত প্রার্থনার মাধ্যমে আসে।

পিউরিটানরা (Puritans) বলেন যে আমাদের অবশ্যই "প্রার্থনা করতে হবে যতক্ষণ না আমরা প্রার্থনা করছি।" অন্য কথায়, অর্থহীন কথাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করার জন্য আমাদের অবশ্যই যথেষ্ট দীর্ঘ এবং ধৈর্য সহকারে প্রার্থনা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ততক্ষণ প্রার্থনা করতে হবে যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরে আনন্দ করছি।

► এমন একটি সময়ের কথা বলুন যখন প্রার্থনা আপনাকে ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান প্রদান করেছিল।

আমরা কীভাবে প্রার্থনা করি?

প্রার্থনার ক্ষেত্রে যিশুর উদাহরণ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা সক্রিয় প্রার্থনা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখি।

আমরা ধৈর্য সহকারে প্রার্থনা করি।

যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। কেউ আশা করতেই পারে যে তাঁর প্রার্থনার জীবন সাধারণ কথাগুলি বলার মতো একটি বিষয় হবে, "পিতা, তুমি কি চাও যে আমি করি?" এবং তিনি অবিলম্বে উত্তর পাবেন! পরিবর্তে, আমরা বারোজন প্রেরিতশিষ্যকে নির্বাচন করার আগে যিশুকে সারা রাত প্রার্থনায় কাটাতে দেখি। আমরা তাঁকে গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করতে দেখি। এমনকি যিশুর ক্ষেত্রেও প্রার্থনায় ধৈর্য এবং সময় প্রয়োজন হয়েছিল। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা।

প্রার্থনায় অপেক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে গ্লেন প্যাটারসন (Glenn Patterson) বলেছেন, "আমরা যখন অপেক্ষা করছি, তখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কী করছেন তা আমরা কীসের জন্য অপেক্ষা করছি সেটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। অপেক্ষা করা হল ঈশ্বরের আমাদেরকে যা গড়ে তুলতে চান তা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার অংশ।" আমরা ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করার সময়ে, আমরা তাঁকে আরো ভালোভাবে জানতে শিখি।

গীত ৩৭:১-৯ প্রার্থনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শেখায়। এই আজ্ঞাগুলি লক্ষ্য করুন:

- বিচলিত হবেন না।
- সদাপ্রভুতে আস্থা রাখুন।
- সদাপ্রভুতে আনন্দ করুন।
- আপনার চলার পথ সদাপ্রভুতে সমর্পণ করুন।
- তাঁর উপর নির্ভর রাখুন।
- সদাপ্রভুর সামনে নীরব থাকুন।
- ধৈর্য ধরে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকুন।
- রাগ থেকে দূরে থাকুন।
- বিচলিত হবেন না (পুনরায়!)।

"লোকেরা আমাদের আবেদন পদদলিত করতে পারে, আমাদের বার্তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আমাদের যুক্তির বিরোধিতা করতে পারে, আমাদের ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করতে পারে; কিন্তু তারা আমাদের প্রার্থনার সামনে অসহায়।"

- জে. সিডলো ব্যাক্সটার
(J. Sidlow Baxter)

এই আজ্ঞাগুলি এমন একজন ঈশ্বরের প্রতি একটি ধৈর্যশীল বিশ্বাসকে নির্দেশ করে যিনি আপনার জন্য চিন্তা করেন এবং আপনার হৃদয়ের আকাঙ্খা পূরণ করবেন (গীত ৩৭:৪)। ধৈর্যশীল প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হয়ে উঠি যা ঈশ্বর আমাদের জন্য চান।

অবিচল প্রার্থনার একটি নমুনা

জর্জ মুলার (George Müller) তার খ্রিষ্টীয় জীবনের প্রথমদিকে তার পাঁচ বন্ধুর মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। বহু মাস পরে, তাদের মধ্যে একজন প্রভুর কাছে আসেন। দশ বছর পর, অন্য দু'জন রূপান্তরিত হয়েছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তিটির পরিত্রাণ পেতে ২৫ বছর সময় লেগেছিল।

মুলার তার মৃত্যু পর্যন্ত পঞ্চম বন্ধুটির জন্য প্রার্থনায় অবিচল ছিলেন। ৫২ বছর ধরে, তিনি কখনোই প্রার্থনায় হাল ছেড়ে দেননি যে এই বন্ধুটি খ্রিষ্টকে গ্রহণ করবেন কিনা! মুলারের মৃত্যুর কয়েক দিন পরে, পঞ্চম বন্ধু পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। মুলার অবিচল প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

> "মানুষ আমাদের আবেদন নাকচ করতে পারে, আমাদের বার্তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আমাদের যুক্তিগুলির বিরোধিতা করতে পারে, আমাদের লোকজনকে তুচ্ছ করতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রার্থনার সামনে তারা অসহায়।"
>
> - জে. সিডলো ব্যাক্সটার
> (J. Sidlow Baxter)

আমরা নম্রভাবে প্রার্থনা করি।

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক" (লূক ২২:৪২)। যিশু জানতেন যে তিনি তাঁর পিতার নিখুঁত ইচ্ছার উপর বিশ্বাস করতে পারেন।

প্রার্থনা হল একটি নম্র কাজ। আমরা অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি কারণ আমরা নিজেদের জ্ঞানে তাদের সাহায্য করতে পারি না; আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেই হবে। আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি, কারণ আমাদের শক্তিতে আমরা জীবন চালাতে পারি না; আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেই হবে।

প্রার্থনা স্বীকার করে যে আমাদের ঈশ্বরের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা যখন জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতায় আত্মবিশ্বাসী বোধ করি, তখন আমাদের আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করার সম্ভাবনা কম। যখন আমরা স্বীকার করি যে আমরা নিজেদের ক্ষমতায় জীবন পরিচালনা করতে পারি না, তখন আমরা নম্রতার সাথে প্রার্থনা করি।

আমাদের আত্মবিশ্বাসী নম্রতার সাথে প্রার্থনা করা উচিত। আমরা যখন উত্তরের জন্য ঈশ্বরের অপেক্ষা করি, তখন আমরা আশ্বাস ও শান্তি পেতে পারি কারণ আমরা এমন একজন স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করছি যিনি আমাদের ভালবাসেন এবং তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কামনা করেন। জীবন এবং পরিচর্যা কাজের চাপের মধ্যে, নম্র প্রার্থনা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপর শান্তিপূর্ণ আস্থা প্রদান করে।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করি।

যিশু তাঁর শিষ্যদের ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করে প্রার্থনা শুরু করতে শিখিয়েছিলেন, "আমাদের...পিতা"। প্রকৃত প্রার্থনা ব্যক্তিগত হয়। পল মিলার (Paul Miller) লিখেছেন, "বহু মানুষ কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শেখার জন্য সংগ্রাম করে কারণ তারা প্রার্থনার দিকে মনোযোগ দেয়, ঈশ্বরের দিকে নয়।"[14] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা

[14] Paul E. Miller, *A Praying Life*: *Connecting with God in a Distracting World*. (Colorado Springs: NavPress, ২০০৯)

বলার পরিবর্তে "প্রার্থনা বলি"। এটি হল "অর্থহীন পুনরাবৃত্তি" (মথি ৬:৭)-র বিরুদ্ধে যিশু যে সতর্কতাটি দিয়েছিলেন তার কেন্দ্রবিন্দু।

এমন একজন ব্যক্তির কল্পনা করুন যে কিছু বিবৃতি মুখস্থ করে রাতে পরিবারের সাথে খেতে বসেছে। সে বলছে, "আমি আমাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে চাই, তাই আমি কিছু কথা মুখস্থ করে এসেছি।" এটি কোনো প্রকৃত কথোপকথন নয়! আমরা আশা করি যে একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকেদের প্রতি মনোযোগ দেবে, সে যে কথাগুলি ব্যবহার করবে তার উপর নয়।

নিজের বা অন্যদের দ্বারা লিখিত প্রার্থনাগুলি আমাদেরকে সেই বিষয়গুলি মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে যা প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তবে প্রার্থনা একগুচ্ছ মুখস্থ শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বরের দিকে মনোনিবেশ করে। প্রার্থনা কোনো সিস্টেম নয়; প্রার্থনা হল একটি সম্পর্ক। প্রার্থনা অবশ্যই ব্যক্তিগত হতে হবে।

কীভাবে আমরা প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি?

পঞ্চম শতকে এক রোমীয় অভিজাত নারী অ্যানিসিয়া ফ্যালটোনিয়া প্রোবা (Anicia Faltonia Proba), অগাস্টিনের কাছে প্রার্থনার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ চেয়েছিলেন। প্রোবা জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হয়ে ওঠা যায়। অগাস্টিন প্রার্থনা সম্পর্কে বিজ্ঞ পরামর্শসহ একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন।[15] এই বিভাগে আমরা অগাস্টিনের প্রার্থনার নীতিগুলি পর্যালোচনা করব।

কোন ধরণের ব্যক্তি প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে?

প্রথমে, অগাস্টিন বলেছেন যে একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যে আর অন্য অন্য কোন সম্পদ নেই। একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হল এমন একজন ব্যক্তি যে কেবল প্রার্থনার উপর নির্ভর করে।

প্রোবা ছিলেন রোমের অন্যতম সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং ধনী এক ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী। তার তিনজন ছেলেই রোমীয় রাষ্ট্রদূত (consul) পদে চাকরি করতেন। অগাস্টিন প্রোবাকে লেখা চিঠিটি শুরু করেছেন এই বলে যে তাকে অবশ্যই "নিজেকে এই জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে হবে।" গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা যতই ধনী, শক্তিশালী বা সফল হই না কেন, ঈশ্বরের সামনে আমাদের অসহায়ত্ব স্বীকার করতে হবে। অন্যথায়, আমাদের প্রার্থনা সেই সাধারণ করগ্রাহীর প্রার্থনার বদলে ফরিশীর প্রার্থনার মতোই হবে।

আমাদের কীসের জন্য প্রার্থনা করা উচিত?

অগাস্টিন প্রোবাকে অপূর্ব পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "একটি সুখী জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন।" এটি শুনতে স্বার্থপরের মতো লাগতে পারে, কিন্তু অগাস্টিন ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রকৃত সুখ কেবল ঈশ্বর থেকেই আসে। একজন ব্যক্তি "প্রকৃত সুখী হয় যখন তার কাছে সেই সবকিছু থাকে যা সে চায় এবং মন কিছু পেতে চায় না যা তার চাওয়া উচিত নয়।"

---

[15] Philip Schaff, ed. *The Confessions and Letters of St. Augustine*: *Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Volume* 1. (Buffalo, New York: Christian Literature Publishing Company, ১৮৮৬), ৪৫৯-৪৬৯

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী সুখী কারণ তার কাছে ঈশ্বর আছে, এবং ঈশ্বর তার জন্য যা চায় না তা তার কাছে নেই। গীতরচকের কথা অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট।

> সদাপ্রভুর কাছে আমার একটিই নিবেদন, যা আমি একান্তভাবে চাই, সদাপ্রভুর সৌন্দর্য দেখবার জন্য তাঁর মন্দিরে তাঁকে অন্বেষণের উদ্দেশে, যেন আমি জীবনের সবকটি দিন সদাপ্রভুর গৃহে বসবাস করি। (গীত ২৭:৪)

যদি আমরা অন্য সবকিছুর উর্দ্ধে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে প্রকৃত অর্থে চাই, আমরা এইটা জেনে সুখের জন্য প্রার্থনা করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের জন্য নিজেকে প্রদান করে আমাদের গভীরতম ইচ্ছাটি পূরণ করবেন!

প্রতিকূলতার মাঝে আমাদের কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত?

অগাস্টিন প্রোবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে পৌল উপলব্ধি করেছিলেন যে এমন কিছু সময় আসবে যখন "সঠিক কী প্রার্থনা করতে হয়, তা আমরা জানি না" (রোমীয় ৮:২৬)। যখন আমরা অসহায়তায় পৌঁছাই তখন আমরা কীভাবে প্রার্থনা করব?

অগাস্টিন শাস্ত্রের তিনটি অংশ দেখেন। প্রথমে, তিনি পৌলের উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন যেখানে পৌল "আমার শরীরে এক কাঁটা" থেকে তিনি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। উদ্ধারের পরিবর্তে, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে"। পৌল সাক্ষ্য দিয়েছেন, "অতএব, আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সানন্দে আরও বেশি গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে.... কারণ যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি শক্তিমান" (২ করিন্থীয় ১২:৮-১০)।

দ্বিতীয়, অগাস্টিন গেৎশিমানীতে যিশুর উদাহরণটি উল্লেখ করেছেন। যিশু ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছিলেন। যিশু উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন: "পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূর করে দাও"। কিন্তু তিনি শেষে বলেছিলেন, "তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক" (মথি ২৬:৩৯)।

শেষে, অগাস্টিন রোমীয় ৮:২৬ উল্লেখ করেছেন। যখন আমরা জানি না কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়কে সাহায্য করেন। পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন এবং শব্দের অতীত গভীর আর্তস্বরে আমাদের জন্য বিনতি করেন। যখন আমাদের কাছে পর্যাপ্ত শব্দ থাকে না, তখন পবিত্র আত্মা পিতার কাছে আমাদের প্রার্থনা তুলে ধরেন, যিনি সেগুলি গ্রহণ করেন এবং সমস্ত কিছুকে একসাথে মঙ্গলের জন্য কাজ করান, বিশেষত তাদের জন্য যারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে আহুত (রোমীয় ৮:২৬-২৮)।

উপসংহার: যখন আপনি জানেন না কীভাবে প্রার্থনা করবেন

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, নীরব থাকা হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় যা আপনি করতে পারেন।[16] আপনি প্রার্থনা করতে চান, কিন্তু আপনি জানেন না কীভাবে করবেন; প্রার্থনা আসবে না। আপনি তখন কী করবেন? একটি গুপ্ত সত্য আপনাকে বুঝতে হবে যা হল খ্রিষ্ট হলেন আমাদের মহান মহাযাজক।

ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা সমস্ত বিশ্বাসীর যাজকত্বে বিশ্বাস করি। এই মহান সংস্কারসাধন (Reformation) ধর্মতত্ত্ব শেখায় যে আমাদের প্রত্যেকের পিতার সমীপে আসার অধিকার আছে। তবে, যদি বুঝতে ভুল হয়, তাহলে এই

[16] এই অংশটি Marc Cortez, *Everyday Theology* থেকে অভিযোজিত।

ধর্মতত্ত্বটি আত্মিক সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমি সন্দেহে পরিপূর্ণ হতে পারি: "আমি কি যথেষ্ট প্রার্থনা করেছি? আমি কি সত্যিই আমার ভূমিকা পালন করেছি?"

২০১৩ সালের একটি কনফারেন্সে প্রফেসর অ্যালান টরেন্স (Alan Torrance) এই প্রশ্নগুলি নিয়ে তার সংগ্রামের ব্যাপারে এই সাক্ষ্যটি দিয়েছিলেন।

> ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমার স্ত্রী জেন (Jane) ক্যান্সারে মারা যান। তিনি একজন খুব ভালো খ্রিষ্টবিশ্বাসী নারী, স্ত্রী এবং মা ছিলেন। ক্যান্সার তার দেহে যত ছড়িয়ে পড়ছিল তত তাকে মৃত্যুযন্ত্রণা পেতে দেখা খুবই কঠিন ছিল এবং আমাদের সন্তানদের তার কষ্টের সাক্ষী হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। এমন অনেক সময় ছিল যখন আমার দুঃখের মধ্যে, কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে এবং কীসের জন্য প্রার্থনা করতে হবে তা জানতে আমি সংগ্রাম করেছি। আমি প্রার্থনা করতে জানতাম না।
>
> সেই সময়ে, খ্রিষ্টের যাজকত্ব অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যা আমি বলে বোঝাতে পারব না। যখন আমি জেনকে আমার হাতে ধরেছিলাম, তখন সেই উর্ধ্বস্থিত যাজক (যিশুখ্রিষ্ট) আমাদের পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা পূর্বক বিনতি করছিলেন। আমরা তাঁর সান্নিধ্যে বিশ্রাম নিতে পেরেছিলাম।
>
> সেই সময়ে আমি যে প্রার্থনাটি করে যেতাম সেটি ছিল প্রভুর প্রার্থনা। আমি কোনোভাবেই নিজের কথা দিয়ে প্রার্থনা করতে পারতাম না। "**আমার** পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন—আমি যেখানে আছি সেখান থেকে অনেক দূরে।" পরিবর্তে, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি প্রার্থনা করেছিলাম, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক...তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে"
>
> খ্রিষ্টের অবিরাম যাজকত্বের তাৎপর্য আবিষ্কার করার অর্থ হল সুসমাচারকে এমনভাবে জানা যা আমাদের জীবন এবং আরাধনার প্রতিটি অংশকে রূপান্তরিত করে।

আমরা সমস্ত বিশ্বাসীর যাজকত্বের বিষয়টিকে ভুল বুঝি যখন আমরা ভাবি যে এর অর্থ হল আমরা অবশ্যই আমাদের নিজস্ব আত্মিক শক্তিতে পিতার কাছে পৌঁছাব। এটি একটি ভুল। সমস্ত বিশ্বাসীর যাজকত্ব প্রকাশ করে যে **আমাদের খ্রিষ্ট ছাড়া আর অন্য কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই**। তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের জন্য বিনতি করেন, প্রার্থনায় আমাদের ভগ্ন প্রচেষ্টাগুলি গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণযোগ্য বলিদানরূপে সেগুলিকে পিতার কাছে উপস্থাপন করেন। আমাদের প্রার্থনা পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হয় এবং আমাদের মহাযাজক যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে তা মধ্যস্থতাপ্রাপ্ত হয়।

যখন আপনি জানেন না যে কীভাবে প্রার্থনা করবেন, তখন নিরাশ হবেন না। একজন আছেন যিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, আমাদের পক্ষ হয়ে নতজানু হচ্ছেন, পিতার কাছে বিনতি করছেন, আমরা যা বলতে পারি না তা বলছেন।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) একটি কনকর্ডেন্স বা 'বাইবেল সার্চ প্রোগ্রাম' ব্যবহার করে বাইবেলে প্রার্থনার তিনটি উদাহরণ খুঁজে বের করুন। প্রতিটি প্রার্থনাকে প্রভুর প্রার্থনার সাথে তুলনা করুন। প্রভুর প্রার্থনার কোন কোন বিষয়গুলি বাইবেলের অন্যান্য প্রার্থনায় খুঁজে পাওয়া গেছে? আপনি যা যা দেখলেন তা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া টেবিলে লিখুন।

(২) একমাসের জন্য একটি প্রার্থনার ডায়েরি ব্যবহার করুন। প্রার্থনায় আপনার হতাশা, প্রার্থনায় আপনার বিজয়, এবং প্রার্থনায় ঈশ্বরের উত্তরগুলি সেখানে লিখে রাখুন। আপনার প্রার্থনার জীবনের বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করতে এই ডায়েরিটি ব্যবহার করুন।

বাইবেলের প্রার্থনা	শাস্ত্র	প্রার্থনার উপাদানসমূহ
নহিমিয়ের প্রার্থনা	নহিমিয় ১:৫-১১	• সম্পর্ক: "তাদের পক্ষে তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করে থাকো" • সম্মান: "মহান ও অসাধারণ ঈশ্বর" • সমর্পণ: "আমি তোমার দাস...প্রার্থনা করছি" • সংস্থান: "তোমার দাসকে আজ সফলতা দাও" • স্বীকারোক্তি: "আমরা ইস্রায়েলীরা এমনকি আমি ও আমার পিতৃকুলের সকলে তোমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপ করেছি তা আমি স্বীকার করছি।"

পাঠ ৩
যিশুর মতো নেতৃত্ব দেওয়া

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যে গুণগুলি যিশুকে একজন মহান নেতা করে তুলেছিল তা বুঝতে পারবে।
(২) তার দৈনন্দিন অগ্রাধিকারগুলি নির্ণয় করার জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত মিশন এবং আহ্বানের গুরুত্ব বুঝবে।
(৩) আগামীদিনের নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং একটি পরিচর্যাকারী দল গঠনের পদ্ধতি বিকাশ করবে।
(৪) তিনি যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের সেবক হিসাবে তার নিজের ভূমিকাকে উপলব্ধি করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

নেতারা যখন অন্যদের সেবা করেন, তখন তারা যিশুর মতো হয়ে ওঠেন।

ভূমিকা

নেতৃত্ব হল এমন একটা শব্দ যা দৃঢ় অনুভূতিগুলিকে নাড়িয়ে তোলে। যখন জাগতিক-মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা নেতৃত্ব নিয়ে ভাবে, তারা মূলত ক্ষমতা এবং পদমর্যাদা নিয়েই চিন্তা করে। নেতা হওয়ার মানে হল "বস" হওয়া বা প্রভুত্ব করা। উচ্চাকাঙ্খী নেতারা উচ্চতর পদমর্যাদা পেতে চায় এবং উচ্চতম খেতাব পেতে চায়। এমনকি অনেক পাস্টারও এই মানসিকতা নিয়ে চলেন। তারা তাদের মনোযোগকে বৃহত্তর মন্ডলী, উচ্চতর অবস্থান, এবং মহানতর সম্মানের প্রতি নিবদ্ধ করতে পারেন।

এই জাগতিক মানসিকতার প্রতিক্রিয়ায়, কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসী *নেতৃত্ব* কথাটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানায়। একজন পাস্টার একবার বলেছিলেন, "আমি আমার মন্ডলীতে লিডার হতে চাই না। আমি আমি কেবলমাত্র সেবা করতে চাই।" যাইহোক না কেন, তার কথাটি খুব বিনম্র শোনালেও, এটি তার মন্ডলীকে দিকনির্দেশহীন বা উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় ঠেলে দেয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠান, এমনকি মন্ডলীরও নেতাদের প্রয়োজন।

পাস্টারদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে পাস্টার কথাটির মূল বা আসল অর্থ হল "মেষপালক"। একজন মেষপালকের কাজ মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়! একজন মেষপালক তার দিনের বেশিরভাগ সময় ভেড়াদের সাথে কাটায় যাদের গায়ে উটকো গন্ধ থাকে। তার কাজের দায়িত্বগুলি খুবই ক্লান্তিকর: খাবার এবং জলের খোঁজ করা, যে ভেড়াগুলি পাল ছেড়ে এদিক-ওদিক চলে যায় সেগুলিকে খুঁজে নিয়ে আসা, এবং আহত ভেড়াগুলির যত্ন নেওয়া।

একজন মেষপালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একজন মেষপালককে বহু নিম্ন ধরণের কাজ করতে হয়, কিন্তু সে ভেড়ার পালকে সুরক্ষিতভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বহন করে। ভেড়ার পালটি একজন মেষপালকের উপর নির্ভর করে যে হল একজন লিডার।

যিশু একজন প্রকৃত লিডারের আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। তিনি একজন মেষপালক ছিলেন যিনি নম্রভাবে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজের একটি গভীর উদ্দেশ্যবোধ ছিল। তিনি দৃঢ় ছিলেন, সাথে পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতিশীলও ছিলেন। তিনি পদমর্যাদা খোঁজেননি, কিন্তু তিনি তাঁর লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। যিশু দাস-নেতার একটি আদর্শ প্রদান করেছেন।

► সর্বাপেক্ষা সফল একজন লিডারের কথা ভাবুন যাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। তিনটে বা চারটে চরিত্র তালিকাভুক্ত করুন যা এই ব্যক্তিটিকে একজন ভালো নেতা করে তুলেছে। এই চরিত্রগুলি কি যিশুর পরিচর্যা কাজে দেখা যায়? এই চরিত্রগুলি কি আপনার পরিচর্যা কাজে দেখা যায়?

যিশু দেখিয়েছেন যে প্রকৃত নেতৃত্বদানে নম্র পরিচর্যা অন্তর্ভুক্ত। নম্রতা মানে দুর্বলতা বা সংশয়ের মধ্যে থাকা নয়; যিশু দৃঢ় ছিলেন। পুনরাবৃত্তভাবে সুসমাচারপুস্তকগুলি যিশুর কর্তৃত্বকে দেখিয়েছে।[17] তবে, যিশু এই কর্তৃত্ব সম্মান দাবি করার মাধ্যমে নয়, কিন্তু পরিষেবা দানের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। যখন তাঁর শিষ্যরা স্বর্গরাজ্যে তাঁদের পদমর্যাদা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছিলেন, তখন যিশু বলেছিলেন:

> অন্য অন্য জাতির রাজা তাদের প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করে; আর যারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে, তারা নিজেদের হিতার্থী বলে অভিহিত করে। কিন্তু তোমরা সেরকম হোয়ো না। বরং, তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে হতে হবে যে সবচেয়ে ছোটো তার মতো, আর প্রশাসককে হতে হবে সেবকের মতো। কারণ শ্রেষ্ঠ কে? যে খাবার খেতে বসে সে, না, যে পরিবেশন করে, সে? যে খাবার খেতে বসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবকের মতো আছি। (লূক ২২:২৫-২৭)

এই পাঠে আমরা সেই চরিত্রগুলি দেখব যা যিশুকে একজন মহান নেতা করে তুলেছিল। আমরা শিখব যে কীভাবে যিশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সর্বাপেক্ষা কার্যকারী নেতা হয়ে ওঠা যায়।

একজন কার্যকারী খ্রিষ্টীয় নেতা তার মিশন জানেন

একজন মহান লিডারের একটি সুস্পষ্ট মিশন বা উদ্দেশ্য থাকে, এবং তিনি সেই লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে মনোনিবেশ করে থাকেন। যিশু তাঁর মিশন জানতেন। যিশুর মিশন মার্ক ১০:৪৫-এ সম্পূর্ণভাবে সঙ্কলিত হয়েছে: "কারণ, এমনকি, মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন"।

যিশু তাঁর প্রথম প্রকাশ্য প্রচারে তাঁর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে তিনি যিশাইয় ভাববাদীর কথিত ভাববাণী পূর্ণ করতে এসেছেন:

> প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য পাঠালেন,অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য,নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য। (লূক ৪:১৮-১৯, উল্লেখ্য যিশাইয় ৬১:১-৩)

যিশুর মিশন তাঁর দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলিকে পরিচালনা করত। যখন যিশু যিহুদা প্রদেশ থেকে গালীলে ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর মিশন তাঁর পথকে নির্দেশনা দিয়েছিল। ইহুদি রব্বিরা [গুরু] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শমরীয়দের অশুচিতা এড়াতে জর্দন নদীর পূর্বদিক দিয়ে ভ্রমণ করতেন। কিন্তু, একজন শমরীয় নারীকে ঈশ্বরের করুণার বার্তা প্রচার করার জন্য যিশুর যাত্রাপথ তাঁর

[17] মথি ৭:২৮-২৯, মার্ক ১:২২-২৮, লূক ৪:৩২-৩৬, লূক ২০:১-৮

মিশন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। এই কারণে, তাঁকে শমরিয়া প্রদেশ দিয়েই যেতে হয়েছিল (যোহন ৪:৪)। একজন খ্রিষ্টীয় নেতা হিসেবে, আপনার মিশন যেন অবশ্যই আপনার দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলিকে পরিচালনা করে।

একজন নেতা হিসেবে, আপনি যতটা করতে পারেন তার চেয়েও বেশি কিছু করার আছে। আপনি কীভাবে আপনার অগ্রাধিকারগুলি নির্ণয় করেন? আপনি সবকিছু করতে পারেন না, এবং আপনার সবকিছু করা **উচিত নয়**। আপনাকে অবশ্যই আপনার মিশন বা উদ্দেশ্য দ্বারা আপনার সুযোগগুলিকে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রত্যেক লিডারের দু'টি তালিকা থাকা উচিত: একটি "করণীয়" তালিকা এবং একটি "অকরণীয়" তালিকা। করণীয় তালিকাতে সেই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যে কাজগুলি আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। অকরণীয় তালিকায় সেই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যে কাজগুলি আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে বিভ্রান্ত করে। অন্য কেউ সেই কাজগুলো করার জন্য আহুত হতে পারে, কিন্তু আপনি নন। আপনার মিশন যেন অবশ্যই আপনার দৈনন্দিন অগ্রাধিকারকে পরিচালনা করে।

প্রেরিত পৌল হলেন এমন একজন নেতার দৃষ্টান্ত যিনি তার মিশন জানতেন। রোম সাম্রাজ্যের মূল শহরগুলিতে মন্ডলী স্থাপন করার জন্য পৌলকে আহ্বান করা হয়েছিল। তিনি কারোর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর কোনোকিছু গঠন করতে চাননি, কিন্তু যারা সুসমাচার পায়নি তাদের কাছে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন (রোমীয় ১৫:২০)। এই লক্ষ্যটি পৌল কোথায় ভ্রমণ করবেন, তিনি প্রতিটি স্থানে কতদিন থাকবেন এবং এমনকি তিনি কোন বার্তা প্রচার করবেন তা নির্দেশ করেছিল। পৌলের মিশন তার প্রতিটি সিদ্ধান্তকে নির্দেশনা দিয়েছিল।

► এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করুন:

- ঈশ্বর আপনাকে কোন মিশন প্রদান করেছেন? কয়েকটি শব্দে আপনার মিশনটি সংক্ষেপে লিখুন।
- আপনার পরিচর্যা কাজে যারা আপনার সাথে যুক্ত হয়েছে, তাদের সাথে কি আপনি আপনার মিশন নিয়ে আলোচনা করেছেন?
- আপনার মিশন কি আপনার দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলিকে পরিচালনা করে?

একজন কার্যকারী খ্রিষ্টীয় নেতা অন্যান্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দেন

যিশু তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরু থেকেই খুব সতর্ক এবং বিচক্ষণভাবে একদল শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যারা পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার পর তাঁর পরিচর্যা কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই শিষ্যরা তাঁর থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাঁর সাথে সময় কাটিয়েছিলেন, তাঁর সাথে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন, এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর বার্তা প্রচার করেছিলেন। যিশু এই শিষ্যদেরকে তাঁর ভাবমূর্তি মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন এবং তারপর তাদেরকে তাঁর মন্ডলী গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

লূক পরিচর্যা কাজের চাপ সম্বন্ধে লিখেছেন। "ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হলে এমন অবস্থা হল যে, একে অন্যের পা-মাড়াতে লাগল। যিশু প্রথমে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন" (লূক ১২:১)। যিশু শিষ্যদের কাছে তাঁর পরিচর্যা থেকে বিক্ষিপ্তচিত্ত হননি, যদিও হাজার হাজার মানুষের কাছে পরিচর্যা আরো উদ্দীপক হয়ে উঠতে পারত। তিনি জানতেন যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁকে অবশ্যই তাঁর শিষ্যদেরকে মন্ডলী নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নেতাদের প্রস্তুত করি।

পৌল এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বহু লোকের কাছে প্রচার করতেন, কিন্তু তার মনোযোগ প্রত্যেকটি শহরে কয়েকজন লিডারকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। এটি আজকের লিডারদের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করে। পৌল পরিচর্যা কাজের জন্য পবিত্রগণকে পরিপক্ক করে তোলার জন্য পাস্টারদের আহ্বান করেছিলেন (ইফিষীয় ৪:১২)। মন্ডলীর সব কাজ করার জন্য পাস্টার দায়বদ্ধ নন; পাস্টার মন্ডলীর কাজের জন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরিপক্ক করে তোলার জন্য দায়বদ্ধ। কার্যকারী নেতারা অন্যান্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দেন।

> "যিশু কোনোদিনও কোনো বই লেখেননি। পরিবর্তে, তিনি মানুষের হৃদয়ে, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর বার্তা লিখেছিলেন।"
>
> - উইলিয়াম বার্কলে (William Barclay)

শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যিশুর মডেল

একজন মেন্টর অবশ্যই বিচক্ষণতার সাথে শিষ্যদের নির্বাচন করবেন[18]

► যোহন ১:৩৫-৫১, যোহন ২:১-১১, মথি ৪:১৮-২২, লূক ৫:১-১১, এবং লূক ৬:১২-১৬ পড়ুন।

আপনি যখন এই পদগুলি পড়ছেন, আপনি কি প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করছেন? জনগণের মধ্যে পরিচর্যা কাজের প্রথম সপ্তাহে, যিশু আন্দ্রিয় এবং যোহনকে তাঁকে অনুসরণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আন্দ্রিয় আবার শিমোন পিতরকে যিশুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। যিশু ফিলিপকে ডেকেছিলেন, যিনি নথনেলকে নিয়ে এসেছিলেন (যোহন ১:৩৫-৫১)। তাদের আহ্বানে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তারা যিশুকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু তখনও স্থায়ী অনুসরণকারী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল যিশুকে অনুসরণ করার একটি আহ্বান। পরে, যিশু তাঁদেরকে পূর্ণ-সময়ের শিষ্য হওয়ার আহ্বান করেছিলেন।

যোহন ২ হল এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কান্না নগরের বিয়েবাড়িতে যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। অন্যান্য অতিথিরা সেই অলৌকিক কাজটি সম্পর্কে জানত না; এই চিহ্নটি শিষ্যদের জন্য ছিল। যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস তাঁর উপর রাখতে পারে এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন (যোহন ২:১১)।

যিশুর নাসরত থেকে কফরনাহুমে ফেরা এবং প্রচারকাজ শুরু করার (মথি ৪:১২-১৭) পর মথি ৪:১৮-২২ পদে ঘটনাটি ঘটেছে। গালীল হ্রদের ধারে হাঁটার সময়, যিশু তাঁকে অনুসরণ করার জন্য শিমোন, আন্দ্রিয়, যাকোব, এবং যোহনকে আহ্বান করেছিলেন। "সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করলেন" (মথি ৪:২০)। যোহন ১ অধ্যায়ে এই প্রাথমিক আহ্বানের পরে, এই শিষ্যরা মৎস্যজীবী হিসেবে তাঁদের পেশা অব্যাহত রেখেছিল। এবার, যিশু তাঁদেরকে কাজের জন্য আহ্বান জানালেন: "এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে" (লূক ৫:১০)।

এই প্রক্রিয়াটির পরবর্তী ধাপ ছিল যিশুর বারোজন প্রেরিতশিষ্যকে নির্বাচন করা। বহু অনুসরণকারীর (যোহন ৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে "শিষ্যদের") মধ্যে থেকে যিশু বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন যারা তাঁর নিকটতম সহকারী হয়ে উঠেছিল।

বারোজন প্রেরিতশিষ্যকে নির্বাচন করার সময়ে যিশু তাড়াহুড়ো করেননি। দেখা যায় যে প্রক্রিয়াটির জন্য কয়েক মাস সময় লেগেছিল। এটি যিশুকে তাদের প্রত্যেকের সাথে সময় কাটানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই,

[18] Robert Coleman, *The Master Plan of Evangelism.* (Grand Rapids: Baker Book House, ১৯৬৩) থেকে অভিযোজিত।

একজন নেতা কোনো ব্যক্তিকে জানার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় না করেই দ্রুত তাকে উত্তরসূরি নির্বাচন করে ফেলেন। একজন বিচক্ষণ নেতা এমন কিছু কাজ বরাদ্দ করেন যা একজন ব্যক্তির নেতৃত্বদানের ক্ষমতা মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয়।

একজন মেন্টর অবশ্যই তার শিষ্যদের সাথে সময় অতিবাহিত করবেন

► কোনটি বেশি আকর্ষণীয়, অনেকের কাছে পৌঁছানো নাকি অল্প কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া? দীর্ঘমেয়াদের জন্য কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কেন যিশু বারোজন ব্যক্তির জন্য বেশি এত খেটেছিলেন?

যিশু তাঁর সময়ের বেশিরভাগ অংশটাই বারোজন প্রেরিতশিষ্যের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। "তিনি বারোজন শিষ্যকে নিয়োগ করলেন ও তাঁদের "প্রেরিতশিষ্য" বলে ডাকলেন যেন তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও তিনি যেন তাঁদের প্রচারের কাজে চারদিকে পাঠাতে পারেন এবং তাঁরা যেন ভূত তাড়ানোর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন" (মার্ক ৩:১৪-১৫)। প্রথমত, তারা তাঁর পদ্ধতি শেখার জন্য তাঁর সাথে সময় কাটিয়েছিল। কেবল সেই সময়ের পরেই তারা পরিচর্যাকাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

মার্ক গালীল প্রদেশে যিশুর একটি সফরের কথা উল্লেখ করেছেন: "যিশু চাইলেন না, যে তাঁরা কোথায় আছেন, কেউ সেকথা জানুক [কারণ তিনি সেখানে ছিলেন], কারণ যিশু সেই সময় তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন" (মার্ক ৯:৩০-৩১)। বিশাল জনতার কাছে পৌঁছানোর কর্মসূচী গড়ে তোলা যিশুর প্রাথমিক চিন্তা ছিল না, বরং তা ছিল এমন লোকেদের গড়ে তোলা যারা মন্ডলীকে নেতৃত্ব দেবে।

যিশু হাজার হাজার লোকের কাছে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল ভবিষ্যতের পরিচর্যা কাজের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যিশু জানতেন যে প্রশিক্ষণ অনেক বেশি কার্যকর হয় যদি এটি একটি ছোটো দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। রবার্ট কোলম্যান সতর্ক করেছেন, "আপনার মিনিস্ট্রি যত বেড়ে উঠবে, তত প্রত্যেক শিষ্যের জন্য সময় বের করা **কঠিন** হবে। কিন্তু আপনার মিনিস্ট্রি যত বৃদ্ধি পাবে, প্রত্যেক শিষ্যের জন্য সময় বের করা তত **গুরুত্বপূর্ণ** হয়ে উঠবে।"

আপনি যখন সুসমাচার পুস্তকগুলি পড়বেন, আপনি দেখতে পাবেন যে যিশু কখনোই একা পরিচর্যা কাজ করেননি, অন্তত তিনজন শিষ্য তাঁর সাথে থাকতেন। যিশু এবং তাঁর শিষ্যরা প্রায়শই প্রশিক্ষণের জন্য নির্জন এলাকায় ফিরে যেতেন। যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে, তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অনেক বেশি মাত্রায় সময় কাটিয়েছিলেন। জেরুজালেমে থাকার শেষ সপ্তাহে যিশু বেশিরভাগ সময়েই শিষ্যদেরকে তাঁর সাথে রাখতেন। এই ব্যক্তিদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছিল তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একটি ইহুদি প্রবাদে বলা হয়, "একজন শিষ্য হল সেই ব্যক্তি যে তার গুরুর ধুলো খায়।" একজন শিষ্য তার গুরুকে এত নিকটবর্তীভাবে অনুসরণ করত যে তার গুরুর পায়ের ধুলোও গিলে ফেলত। একজন শিষ্য ঠিক সেটাই খেত যা তার গুরু খেতেন; একজন শিষ্য ঠিক সেখানেই যেত যেখানে তার গুরু যেতেন; একজন শিষ্য তার গুরুর শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তের প্রতি সমর্পিত থাকত। যিশুর অনুসরণকারীরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে সময় কাটিয়েছিলেন যতক্ষণ না তারা তাদের গুরুর চরিত্র পরিধান করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তারা "খ্রিষ্টবিশ্বাসী" হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন; তারা তাদের গুরুর মতো হয়ে উঠেছিল।

একইভাবে, পৌলের সাথেও সর্বদা তিমথি, তীত, লূক, বা তূখিক'র মতো অনুসরণকারীরা থাকত। পৌল তাদের সাথে সময় অতিবাহিত করার মাধ্যমে তাদেরকে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

পুনরায়, এটি আজকে আমাদের জন্য একটি মডেল প্রদান করে। আপনি যখন আপনার পরিচর্যা কাজ করেন, আপনি দলের তরুণ সদস্যদের আপনাকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত করতে পারেন, যাতে তারা পরিচর্যা কাজ কীভাবে করতে হয় তা শিখতে পারে। মন্ডলীর এক সফল নেতা বলেছিলেন, "আমি আমার সাথে একজন কম বয়সী পরিচর্যাকারীকে না নিয়ে কখনো পরিচর্যা কাজের জন্য সফর করি না। মন্ডলীর আগামীর লিডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া আমার কাছে আমার নিজের পরিচর্যা কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।" এই পাস্টার বুঝতে পেরেছেন যে কার্যকারী নেতারা অন্য নেতাদের প্রশিক্ষণ দেন।

একজন মেন্টর তার শিষ্যদের জন্য পরিচর্যা কাজের মডেল প্রদর্শন করে দেখাবেন

শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার পর যিশু বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরাও তাই করো" (যোহন ১৩:১৫)। যিশু উদাহরণ দ্বারা শিক্ষা দিতেন। তিনি জানতেন যে "এটা করো" বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে যে এটা **কীভাবে** করতে হয়। যিশু তাঁর শিষ্যদের ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু করতে বলেননি যতক্ষণ না তিনি তা প্রদর্শন করে দেখিয়েছিলেন।

শিষ্যরা যিশুকে প্রার্থনা করতে দেখে বলেছিলেন, "প্রভু...আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিন" (লূক ১১:১)। যিশু কেবল প্রার্থনার বিষয়ে একটি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখে শিষ্যরা প্রার্থনা কি তা বুঝতে আকাঙ্খী হয়ে উঠেছিলেন৷ ছাত্র-ছাত্রীরা যখন শেখার জন্য ক্ষুধার্ত হয়, তখন তারা আরো ভালো করে শেখে!

শিষ্যরা যিশুকে তাঁর প্রচারে শাস্ত্র ব্যবহার করতে শুনেছিলেন। যিশু প্রায়শই পুরাতন নিয়মের উল্লেখ করতেন। তিনি বাইবেল প্রচারের মডেল স্থাপন করেছিলেন। শিষ্যরা কি এই পাঠটি শিখেছিল? অবশ্যই! পিতর যখন প্রেরিত ২ অধ্যায়ে প্রচার করেছিলেন, তিনি যোয়েল, গীত ১৬, এবং গীত ১১০ অধ্যায়ের উল্লেখ করেছিলেন। পিতর যিশুর কাছ থেকে শাস্ত্রের উপর তার প্রচার তৈরি করতে শিখেছিলেন। প্রেরিত পুস্তকের প্রতিটি প্রচার পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করে।

পৌল এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। বারংবার তিনি লিখেছেন, "তোমরা আমার দৃষ্টান্ত দেখেছ। আমার আদর্শ অনুসরণ করো।"[19] পৌল দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তীত এবং তিমথির মতো শিষ্যরা পাস্টার হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষক পৌলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

আজকে, আমরা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই তাদের কাছে আমাদের পরিচর্যা কাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা করা উচিত। তারা আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটোই দেখে। সর্বোপরি তারা আমাদের চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করে, যখন আমরা ভুল স্বীকার করি এবং শিখতে থাকি। শিষ্যরা আমাদের উদাহরণ দেখে পরিচর্যা কাজের বাস্তবতা শেখে।

একজন মেন্টর অবশ্যই তার শিষ্যদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন

► মথি ১০:৫-১১:১ পড়ুন।

[19] অন্যান্য উদাহরণ গুলি হল ১ করিন্থীয় ১১:১, ফিলিপীয় ৩:১৭, ফিলিপীয় ৪:৯।

শুরু থেকেই, শিষ্যদেরকে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রস্তুত করাই যিশুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাঁদেরকে অনুসরণ করার আহ্বান করেছিলেন যাতে তিনি তাঁদেরকে মনুষ্যধারী করতে পারেন (মথি ৪:১৯)।

যিশুর সাথে তাদের প্রথম বছরের বেশিরভাগ সময়ে, শিষ্যরা তাঁর পরিচর্যা কাজ পর্যবেক্ষণ করেছিল। তাঁর উদাহরণ থেকে তারা শিখেছিলেন। তারা পর্যবেক্ষণ করার পর, যিশু শিষ্যদেরকে পরিচর্যা কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন। মথি ১০ অধ্যায় দেখায় যে কীভাবে যিশু শিষ্যদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

তিনি তাদের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন (মথি ১০:১)।

শিষ্যদেরকে প্রেরণ করার আগে, যিশু তাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা পালন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কখনো কখনো লিডাররা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যকারীদের বিশ্বাস করতে ভয় পান। তবে, **যাদেরকে আপনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, এই কর্তৃত্বহীন দায়িত্ব তাদের অক্ষম করে তোলে**। আমাদের সাহায্যকারীদের ততক্ষণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না আমরা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান পারছি।

তিনি স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন (মথি ১০:৫-৪২)।

যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন: স্বর্গরাজ্য প্রচার করো। তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট ছিল। তারা জানতেন যে যিশু তাদের কাছ থেকে কী কাজ প্রত্যাশা করেন।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তাদের কোথায় পরিচর্যা করা উচিত: ইস্রায়েল পরিবারের হারিয়ে যাওয়া মেষদের কাছে। পরে, প্রেরিতরা পরজাতীয়দের কাছে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা যখন পরিচর্যা করতে শিখছিল, তখন যিশু তাদের এলাকা বা বাড়ির কাছাকাছি কাজ শুরু করতে বলেছিলেন। আমাদের শিক্ষার্থীদের সফল হওয়ার জন্য আমাদের সম্ভাব্য সবকিছু করা উচিত। এমন একটি কাজ দিয়ে শুরু করুন যা সম্পাদন করা সহজ। যিশু যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন।

যিশু তাঁর শিষ্যদের তাড়না সম্বন্ধে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তাড়না আসার কারণ এটি নয় যে শিষ্যরা তাদের পরিচর্যা কাজে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু এর কারণ ছিল যিশুর প্রতি অনুগত হওয়ার আহ্বান তাঁর অনুসরণকারীদের এবং যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে বিভাজন নিয়ে আসে।

তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন দলে পাঠিয়েছিলেন (মার্ক ৬: ৭)।

যিশু পরিচর্যা কাজে দলের গুরুত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি দু'টি দলে শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে, যিশু তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে ৭২জনকে দু'টি দলে ভাগ করে পাঠিয়েছিলেন (লূক ১০:১)। এটি প্রথম শতকের মন্ডলীর পরিচর্যার মডেল হয়ে উঠেছিল। পিতর এবং যোহন একসাথে পরিচর্যা করেছিলেন। বার্ণবা এবং শৌল একসাথে ভ্রমণ করেছিলেন। পৌল এবং সীল একসঙ্গে পরিচর্যা করেছিলেন।

একজন মেন্টরকে আবশ্যিকভাবে তার শিষ্যদের তত্ত্বাবধান করতে হবে

শিষ্যরা পরিচর্যা কাজ শেষ করে ফিরে আসার পর যিশুর কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল (মার্ক ৬:৩০)। যিশুর তাঁর শিষ্যদের প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ফলো-আপ করা। দায়িত্ব অর্পণ করাই যথেষ্ট নয়; একজন কার্যকারী নেতা তার শিষ্যের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ খারাপ কর্মক্ষমতার ফলাফল নিয়ে আসে।

► মথি ১৭:১৪-২১ পড়ুন।

হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) দেখিয়েছেন যে শেখার পদ্ধতিতে ব্যর্থতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন আমরা ওই ছেলেটির মধ্যে থেকে মন্দ আত্মাটিকে দূর করতে পারিনি?" তাদেরকে বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে যিশু প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন। যিশু স্বর্গে চলে যাওয়ার পর পরিচর্যা কাজে ব্যর্থ হওয়ার তুলনায় এই প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যর্থ হওয়া অনেক ভালো ছিল।

একজন শিষ্যের প্রতি ফলপ্রসূ তত্ত্বাবধানে মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যিক। যখন একজন শিষ্য কোনো কাজে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে যেন কোনোভাবেই দল থেকে বরখাস্ত না করা হয়। পরিবর্তে, আমাদেরকে ব্যর্থতার কারণটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করতে হবে।

যিশু লূক ৯ অধ্যায়ে এই প্যাটার্ন বা বিন্যাসটি দেখিয়েছেন:

- ৯:১-৬ পদে যিশু বারোজন শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন।
- ৯:১০ পদে তারা যিশুর কাছে তাদের সফরের বিবরণ দিয়েছিল।
- ৯:৩৭-৪৩ পদে শিষ্যরা একটি মন্দ আত্মাকে তাড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল।
- ৯:৪৬-৪৮ পদে যিশু তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের মহানতার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
- ৯:৪৯-৫০ পদে যিশু যোহনকে পরিচর্যা কাজে একটি খারাপ সিদ্ধান্তের জন্য তিরস্কার করেছিলেন।
- ৯:৫২ পদে যিশু শমরিয়ার একটি গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শিষ্যদেরকে পাঠিয়েছিলেন।
- ৯:৫৪-৫৫ পদে যিশু যাকোব এবং যোহনকে পরিচর্যা কাজের আরো একটি খারাপ সিদ্ধান্তের জন্য তিরস্কার করেছিলেন।
- ১০:১ পদে যিশু একটি বড় দলকে পরিচর্যা কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

যিশু শিক্ষা, দায়িত্ব অর্পণ, এবং মূল্যায়নের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতেন। শিষ্যরা ব্যর্থ হলেও তিনি হাল ছাড়েননি। পরিবর্তে, তিনি ব্যর্থতাকে শিক্ষার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

পৌল পরবর্তীকালে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি ক্রীট দ্বীপে মন্ডলীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তীতকে এবং ইফিষীয়তে পাস্টার হিসেবে তিমথিকে নিয়োগ করেছিলেন। তারপর তিনি এই দু'জনকে আরো প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা চিঠি লিখেছিলেন। প্রথম মিশন সফরের মন্ডলীগুলি স্থাপনের পর, মন্ডলীগুলিকে তত্ত্বাবধান প্রদান করার উদ্দেশ্যে পৌল দ্বিতীয় সফরে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৫:৩৬)।

প্রশিক্ষণের এই পদ্ধতিটি আজকেও কার্যকর। বহু লিডাররা একজন তরুণ পরিচর্যাকারীকে কোনো ধারাবাহিক তত্ত্বাবধান বা জবাবদিহিতা ছাড়াই পরিচর্যা কাজে পাঠিয়ে দেন—এবং যখন সেই পরিচর্যাকারী ব্যর্থ হয়, তারা বিস্মিত হন। আমাদের কখনোই এমন ভাবা উচিত নয়, "আমি যা শেখানোর শিখিয়ে দিয়েছি, তাই তারা কাজটা সঠিকভাবেই করবে।" পরিবর্তে,

তত্ত্বাবধান হল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যদি আপনি লিডারদের প্রশিক্ষিত করতে চান, আপনাকে অবশ্যই তত্ত্বাবধানে সময় নিয়োগ করতে হবে।

হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণের চারটি ধাপ তালিকাভুক্ত করেছেন:

১। **বলা**: তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিন। যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে স্বর্গরাজ্যের বার্তা প্রচার করেছিলেন।

২। **দেখানো**: পরিচর্যা কাজের জন্য একটি মডেল বা নমুনা প্রদান করুন। যিশু শিষ্যদের কাছে পরিচর্যা কাজ প্রদর্শন করেছিলেন।

৩। **অনুশীলন**: সরাসরি তত্ত্বাবধানের অধীনে পরিচর্যা কাজ। যিশু তাঁর শিষ্যদের পরিচর্যা কাজে পাঠিয়েছিলেন এবং তারপরে তাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করেছিলেন।

৪। **করা**: সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া পরিচর্যা কাজ। পঞ্চাশত্তমীর পরে, শিষ্যরা যিশুর তত্ত্বাবধান ছাড়া পরিচর্যা কাজ করেছিলেন।

► নেতৃত্বদানে শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আপনি কী করছেন? আমরা যে ধাপগুলি অধ্যয়ন করেছি, তার মধ্যে আপনি কোনটি কার্যকরভাবে করেন? কোন পদক্ষেপটির উন্নতি প্রয়োজন? একটি দল হিসেবে, ভবিষ্যতের লিডারদের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে আরো ফলপ্রসূ হতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করুন। আপনার পরিচর্যা কাজের বিন্যাসে লিডারদের গড়ে তোলার জন্য আপনার প্ল্যান তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এই আলোচনাটি চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

আমাদের শিষ্যরা যেন অবশ্যই অন্য শিষ্যদের তৈরি করে

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি এবং ফলধারণ করবার জন্য নিযুক্ত করেছি—সেই ফল যেন স্থায়ী হয়…" (যোহন ১৫:১৬)। আরো শিষ্য তৈরি করার জন্য যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন।

► মথি ১৩:৩১-৩২ পড়ুন।

যিশুর বলা সর্ষে বীজের দৃষ্টান্তটি দেখিয়েছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য তার আসল আকারের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। যেমন একটি ক্ষুদ্র সর্ষে বীজ তার প্রত্যাশিত আকারের চেয়ে অনেক বড় একটি উদ্ভিদে বেড়ে উঠতে পারে, ঠিক সেইভাবে মন্ডলী কারোর আশার পরিমাপের চেয়ে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন নিয়মে, একটি গাছে থাকা পাখিরা হল বহু দেশসহ একটি মহান রাজ্যের প্রতিনিধি (দানিয়েল ৪:১২ এবং যিহিষ্কেল ৩১:৬)। যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বেশি মাত্রায় শিষ্য তৈরি করার সাথে সাথে মন্ডলী তার আসল আকারের অনুপাতে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্ত জাতির কাছে পৌঁছাবে।

ডঃ রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman) লিখেছেন যে আমাদের পরিচর্যা কাজের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হচ্ছে পুনরুৎপাদন। "এখানে অবশেষে আমাদের সকলকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে যে কীভাবে আমাদের জীবন বহুগুণ হচ্ছে। প্রত্যক্ষভাবে আমাদের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা কি মহান নিযুক্তির [দ্য গ্রেট কমিশন] দৃষ্টিভঙ্গি বহন করবে এবং তারা কি বিশ্বস্ত দাসদের

কাছে তা প্রদান করবে যারা অন্যদেরও তা শিক্ষা দেবে? খুব শীঘ্রই এমন সময় উপস্থিত হবে যখন আমাদের মিনিস্ট্রি তাদের হাতে থাকবে।”[20]

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: যিশুর মহাযাজকীয় প্রার্থনা

যিশুর মহাযাজকীয় প্রার্থনার মধ্যভাগটি তাঁর শিষ্যদের উপর দৃষ্টিবদ্ধ (যোহন **১৭:৬-১৯**)। এই প্রার্থনাটি শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে যিশুর পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শেখায়।[21]

(১) প্রথমে, আমরা যাদের মেন্টর করি তাদেরকে সুরক্ষিত করি।

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “তাদের সঙ্গে থাকার সময়, আমি তাদের রক্ষা করেছি”। সুসমচার পুস্তকগুলিতে ২০ বার যিশু তাঁর শিষ্যদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত করেছিলেন। যখন আমরা শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিই, আমাদের তখন অবশ্যই তাদেরকে তাদের জগতের বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। আমাদের প্রশিক্ষণ অবশ্যই বাস্তবিক হতে হবে।

► আপনার সংস্কৃতিতে নবীন পরিচর্যাকারীরা কোন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়? একজন মেন্টর হিসেবে, আপনি কীভাবে তাদের এই বিপদগুলির জন্য প্রস্তুত করবেন?

(২) তারা পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে, আমরা মেন্টরা তাদের উপর আস্থা রাখি।

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “আমি এই নিবেদন করছি না যে তুমি তাদের জগৎ থেকে নিয়ে নাও কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে তাদের রক্ষা করো” (যোহন ১৭:১৫)। যিশু জানতেন যে শিষ্যরা প্রলোভনের সম্মুখীন হবে, কিন্তু যাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাদের প্রতি তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। আমাদের অবশ্যই আমারা যে তরুণ লিডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, তাদের উপর ভরসা করা শিখতে হবে। এর জন্য আমাদের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অন্যদের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।

অজিত ফার্নান্ডো (Ajith Fernando) লিখেছেন যে লিডাররা তাঁদের অনুসরণকারীদের দু’ভাবে দেখেন।

- দুর্বল লিডাররা তাদের অনুসরণকারীদের দুর্বলতাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
- কার্যকারী লিডাররা তাদের অনুসরণকারীদের প্রবলতার উপরে নজর দেন, পাশাপাশি দুর্বলতাগুলিও সমাধান করার কাজ করে। কার্যকারী লিডাররা অন্যদেরকে “আশার দৃষ্টি” দিয়ে দেখে।

(৩) প্রশিক্ষিত করার পর, আমরা আমাদের শিষ্যদের জগতে পরিচর্যা কাজ করতে প্রেরণ করি।

যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, “তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি” (যোহন ১৭:১৮)। পঞ্চাশত্তমীর পরে, শিষ্যরা সেই মহান মিশন শুরু করেছিল যার জন্য যিশু তাদের প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা শিষ্যদেরকে মেন্টর করি, যাতে তারা এক চাহিদাগ্রস্থ জগতে সুসমাচার নিয়ে যেতে পারে।

---

[20] Robert Coleman, “The Jesus Way to Win the World: Living the Great Commission Every Day.” Evangelical Theological Society, ২০০৩.

[21] Ajith Fernando, *Jesus Driven Ministry* (Wheaton, Illinois: Crossway Books, ২০০২), ১৭২-১৭৩ থেকে অভিযোজিত।

যিশু বলেছিলেন, "তাদেরই মধ্যে আমি মহিমান্বিত হয়েছি" (যোহন ১৭:১০)। আমরা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই তাদের পাঠানোর সময়ে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে যিশু মহিমান্বিত হচ্ছেন। আমরা যাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, আমরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য গৌরব নিতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়তে পারি। অন্যদের শিষ্য করার ক্ষমতা আমাদের আছে–এই বিষয়টি থেকে আমরা গৌরব পাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে পড়তে পারি। এর পরিবর্তে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন একমাত্র ঈশ্বরই মহিমান্বিত হন।

প্রয়োগ: একটি মিনিস্ট্রি টিম বা পরিচর্যাকারী দলের মূল্য

যিশুর উদাহরণ পরিচর্যা কাজে টিম বা দলের গুরুত্ব দেখায়। টিম মিনিস্ট্রিতে নবীন সহকর্মীদের মেন্টর করা এবং সহকর্মী পাস্টারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা উভয়ই জড়িত। আমাদেরকে অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। দল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

দল ভারসাম্য প্রদান করে

যিশু বিভিন্ন পটভূমি থেকে লোকেদের বেছে নিয়েছিলেন। পিতর এবং যোহন নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মথি রোমের জন্য কাজ করেছিল, পাশাপাশি স্বদেশী (জিলট) দলভুক্ত শিমোন যিহুদা প্রদেশ থেকে রোমীয়দের তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এই মানুষগুলি ছিলে বিপরীতমুখী। শিষ্যদের বাছাই করার সময়, যিশু বিভিন্ন ধরণের মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন।

যদিও আমরা সাধারণত একটি দলে এই প্রকার বিরোধী ব্যক্তিদের থাকার অসুবিধাগুলি দেখতে পাই, তবে আমাদের এই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের সুবিধাগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয়। পিতরের মতো একজন প্রেরিতশিষ্য দ্রুত বড় বড় ঘোষণা করতেন। থোমা এবং আন্দ্রিয়'র মতো সতর্ক প্রেরিতশিষ্যরা তার কাজে ভারসাম্য প্রদান করত। নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকার কারণে প্রথম শতকের মন্ডলী উপকৃত হয়েছিল।

বিচক্ষণ লিডাররা বিভিন্ন পটভূমি থেকে দলের সদস্যদের খুঁজে নেন। একটি শক্তিশালী দল মন্ডলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন সামর্থ নিয়ে আসে। দলের একজন সদস্যের আর্থিক বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে পারে; আরেক ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হতে পারে; অন্য একজন বাইবেলের গভীর অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পেতে পারে। মন্ডলীর জন্য ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব প্রদানের কাজে সকলে একত্রিত হয়।

দল সুপরামর্শ প্রদান করে

শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময়, যিশু জানতেন যে তিনি মন্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করছেন। পঞ্চাশত্তমীর পরে, প্রারম্ভিক মন্ডলীকে অনেক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হবে। যিশু জানতেন যে শিষ্যদের একে অপরের প্রয়োজন হবে যখন তারা এই সিদ্ধান্তগুলি নেবেন।

প্রথম শতকের মন্ডলী যে অন্যতম প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির সম্মুখীন হয়েছিল তা ছিল, "কীভাবে পরজাতিয় [অইহুদি বা গ্রিক] বিশ্বাসীরা মন্ডলীর অংশ হয়ে উঠবে? তাদের কি ইহুদি বিধানের সমস্ত রীতি-নীতি পালন করতে হবে?" আমাদের কাছে সহজ বলে মনে হলেও এটি একটি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। এটি কোনো ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় ছিল না; খাবার এবং ত্বকছেদ সংক্রান্ত বিধানগুলি সম্পূর্ণভাবে পুরাতন নিয়মভিত্তিক ছিল। এই সিদ্ধান্তটির দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল ছিল। আজকে, আপনি এবং আমি এই সিদ্ধান্তটির দ্বারা প্রভাবিত; যদি জেরুশালেমের পরিষদ অন্যরকম কিছু সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে পরজাতিয় খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের আজকে ইহুদি বিধান মেনেই চলতে হত।

প্রেরিত ১৫ দেখায় যে কীভাবে প্রথম শতকের মন্ডলী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সামলেছিল। বিভিন্ন মতামত শোনার পর তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। পরজাতি মন্ডলীর প্রতি লেখা চিঠিতে প্রেরিতরা সিদ্ধান্তটি বর্ণনা করার জন্য খুব সুন্দর একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন, "পবিত্র আত্মা ও আমাদের কাছে এ বিষয়ে বিহিত মনে হয়েছে" (প্রেরিত ১৫:২৮)। পবিত্র আত্মা মন্ডলীর নেতাদের একত্রিত করে তাদের মতামত জানাতে দিয়ে, এবং তারপর দলটিকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেন।

হিতোপদেশের লেখক একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

- মূর্খদের পথ তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু জ্ঞানবানেরা পরামর্শ শোনে। (হিতোপদেশ ১২:১৫)
- উপদেশকদের সংখ্যা বেশি হলে জয় সুনিশ্চিত হয়। (হিতোপদেশ ১১:১৪)
- নিশ্চয় যুদ্ধ শুরু করার জন্য তোমার জ্ঞানগর্ভ পরিচালনা প্রয়োজন,ও অনেক পরামর্শদাতার মাধ্যমেই যুদ্ধজয় করা যায়। (হিতোপদেশ ২৪:৬)

এটি মন্ডলীর লিডারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। যদি আপনি অন্যদের কথা শুনতে অনিচ্ছুক হন, তাহলে হিতোপদেশ বলছে যে আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি নন। একজন মূর্খ ব্যক্তি সবসময়ে মনে করে যে সে সঠিক, কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যদের কথা শুনতে ইচ্ছুক থাকে।

যদি একটি দলের উদ্দেশ্য হয় সঠিক পরামর্শ দেওয়া, তাহলে আমাদের এমন লোকেদের প্রয়োজন যারা আমাদের চেয়ে আলাদাভাবে ভাবনা-চিন্তা করে। আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে যে একটি দল নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অবিকল প্রতিরুপ খোঁজ করছি না। আমাদের এমন লোকেদের প্রয়োজন নেই যারা সবসময়ে দ্রুত আমাদের সাথে সহমত হয়ে যায়।

দল উৎসাহ প্রদান করে

উপদেশক টীম বা দলের উপকারিতা বর্ণনা করেছে। "একজনের চেয়ে দুজন ভালো,কারণ তাদের কাজে অনেক ভালো ফল হয় যদি একজন পড়ে যায়,তবে তার সঙ্গী তাকে উঠাতে পারে। কিন্তু হায় সেই লোক যে পড়ে যায় আর কেউ তাকে উঠাবার জন্য নেই" (উপদেশক ৪:৯-১০)।

যখন মন্ডলী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, প্রেরিতরা একে অপরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রথম শতকের মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা বর্ণনা করার জন্য লূক "একযোগে" কথাটি ব্যবহার করেছেন।

বিখ্যাত প্রচারক ও মিশনারি হাডসন টেলর (Hudson Taylor) এই নীতিটি ব্যাখ্যা করেছেন। টেলর পরিচর্যা কাজের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে চীন দেশে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি খুব তাড়াতাড়ি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। তার কিছু সাহায্যকারী তাকে আর্থিক সাহায্য পাঠানো ছেড়ে দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত প্রচারকরা তার সমালোচনা করত। এমনকি ব্রিটিশ সরকারও তার কাজের বিরোধিতা করেছিল। তার বাগদত্তা তাকে ইংল্যান্ড থেকে লিখেছিলেন যে তিনি একজন প্রচারককে বিয়ে করার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছেন না। টেলর নিরুৎসাহিত হয়েছিলেন এবং তিনি বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এই সময়ে, উইলিয়াম বার্নস (William Burns) নামে একজন বয়স্ক স্কটিশ প্রচারক চীন দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারমূলক ভ্রমণে হাডসন টেলরের সাথে সাত মাস কাটিয়েছিলেন। দুই জন একসঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন, একসঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন, এবং একসঙ্গে প্রচার করেছিলেন। সেই সফরের সময় টেলর চীনের জন্য তার দর্শন ফিরে পান। জন পোলক (John Pollock) লিখেছেন, "উইলিয়াম বার্নস হাডসন টেলরকে তাঁর [টেলরের] নিজের থেকে বাঁচিয়েছিলেন।"

হাডসন টেলর পরবর্তীকালে 'চীন ইনল্যান্ড মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিশনারি হিসেবে পরিচিত; উইলিয়াম বার্নস প্রায় অজানাই রয়ে গেছেন। তবে, চীন অভ্যন্তরীণ মিশনের মাধ্যমে জয়ী হাজার হাজার ধর্মান্তরণের জন্য উইলিয়াম বার্নস কিছু কৃতিত্ব দাবি করার যোগ্য। বার্নস একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে হাডসন টেলরকে উৎসাহিত করেছিলেন। দল উৎসাহ প্রদান করে।

দল দায়বদ্ধতা প্রদান করে

আমাদের প্রত্যেকের একটি দুর্বলতা রয়েছে—এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে দেখতে পাই না। আমরা আমাদের পরিচর্যা কাজে দুর্বলতাগুলি বহন করি যা আমাদের পারিবারিক পটভূমি থেকে, আমাদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠার আগের জীবন থেকে এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব থেকে আসে। এই বিষয়গুলি আমাদের পরিচর্যার কাজকে প্রভাবিত করে।

আমরা হয়তো নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলি দেখতে পাই না, কিন্তু দলের অন্যান্য সদস্যরা আমাদের এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে পারে যা আমাদের পরিচর্যা কাজকে ধ্বংস করতে পারে। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে ভালো কাজে পরস্পরকে...উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান করেছেন (ইব্রীয় ১০:২৪)। "উদ্বুদ্ধ করা" কথাটির পিছনে যে মূল গ্রিক শব্দটি আছে তা কাউকে প্ররোচিত করা বা খোঁচা দেওয়ার ধারণাটি বহন করে। কখনো কখনো, এটি অসম্মতিজনক। আমরা কেউই প্ররোচিত হতে পছন্দ করি না, কিন্তু জবাবদিহিতা মূল্যবান। প্রত্যেক খ্রিষ্টীয় নেতার অন্তত এমন একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন যিনি বলতে পারেন, "এই কাজটি বোকামি। আপনার এটা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।"

মধ্যযুগের মঠ এবং ওয়েসলির ক্লাস মিটিং থেকে শুরু করে 'প্রমিস কিপার'-এর মতো আধুনিক গোষ্ঠী – সবক্ষেত্রেই খ্রিষ্টীয় নেতাদের জবাবদিহিতার দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। আজকের দিনে মন্ডলীর লিডাররা সাপ্তাহিক দায়বদ্ধতা থেকে উপকৃত হন। এটি পারস্পরিকভাবে, ছোটো ছোটো দলে বা ফোনের মাধ্যমেও করা যেতে পারে। আমরা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার আগেই এই দায়বদ্ধতা আমাদেরকে আত্মিক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

উত্তম জবাবদিহিতার জন্য প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সততা এবং সদস্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা প্রয়োজন। আপনি জবাবদিহিতা সংক্রান্ত প্রশ্নের বিভিন্ন উদাহরণ খুঁজে পেতে পারেন। নিচের তালিকার প্রশ্নগুলি দেখুন:

- এই সপ্তাহে, আপনি কি ঈশ্বরের সাথে নিয়মিতভাবে সময় কাটিয়েছেন?
- এই সপ্তাহে, আপনি কি কোনোভাবে আপনার সততার সাথে আপস করেছেন?
- এই সপ্তাহে, আপনার ভাবনা-চিন্তা কি পবিত্র ছিল?
- এই সপ্তাহে, আপনি কি কোনো যৌনতাজনিত পাপ করেছেন?
- এই সপ্তাহে, আপনি আপনার স্ত্রীর [বা স্বামীর] সাথে উল্লেখযোগ্য কি কিছু করেছেন?
- এই সপ্তাহে, আপনি কি একজন অবিশ্বাসীর কাছে আপনার বিশ্বাসের কথা বলেছেন?
- আপনি কি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বিশ্বস্তভাবে দিয়েছেন?

প্রলোভনের সময়ে একটি দলের দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। একজন তরুণ পাস্টারের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে পৌল কীভাবে একটি দীর্ঘস্থায়ী মিনিস্ট্রি গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন। পৌল তিমথিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "তুমি যৌবনের সব কু-অভিলাষ থেকে পালিয়ে যাও এবং যারা শুদ্ধচিত্তে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও

শান্তিলাভের অনুধাবন করো" (২ তিমথি ২:২২)। পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে তিমথির আত্মিক জীবন অন্যান্য ঈশ্বর-অনুসারীদের সাথে যোগদানের দ্বারা উপকৃত হবে যারা এক পবিত্র হৃদয় নিয়ে প্রভুকে ডাকে।

► যদি আপনি একটি মিনিস্ট্রি টীমের অংশ হন, তাহলে আপনার দল থেকে পাওয়া কিছু উপকারিতার কথা আলোচনা করুন। একটি মিনিস্ট্রি টীমের অংশ হওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি কী কী?

একটি দলের সাথে কাজ করা

যিশু অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ দলে পরিণত করেছিলেন। যিশু তাদের ভিন্নতাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি দল গঠন করেছিলেন যারা প্রথম শতকের মন্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। মন্ডলীর পিতরের দৃঢ় নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল, এবং ফিলিপের শান্ত স্বভাবেরও প্রয়োজন ছিল। একজন লিডারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল একদল অনুসরণকারীকে একটি দলে পরিণত করা।

শ্রীলঙ্কার একজন চার্চ-লিডার অজিত ফার্নান্ডো (Ajith Fernando) একটি দল তৈরি করার প্রতিকূলতাগুলি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। তিনি লিখছেন:

> ইভাঞ্জেলিক্যাল বা সুসমাচার প্রচারভিত্তিক মন্ডলীর সম্ভাব্য দুঃখের বিষয় হল যে আমরা যেভাবে সিদ্ধান্ত নিই এবং কাজ করি তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুভূতিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় তত্ত্বকে অতিক্রম করে। বাইবেলভিত্তিক খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলেন, "এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার অনুভূতি যাই হোক না কেন, আমি তাকে গ্রহণ করব কারণ ঈশ্বর চান আমি তা করি। এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তিনি আমাকে তার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করার অনুগ্রহ দেন।" আমাদের ধর্মতত্ত্ব বলে যে এই ব্যক্তির সাথে কাজ করার এই প্রচেষ্টা সফল হবে, যদিও আমাদের অনুভূতি অন্য বার্তা দিতে পারে। আমাদের ধর্মতত্ত্ব এই সম্পর্কের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে আমাদের চালিত করে। আমরা সেই ব্যক্তির জন্য এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে প্রার্থনা করব। আমরা নিয়মিত তার সাথে দেখা করব বা যোগাযোগ রাখব। আমরা তার প্রতি খ্রিষ্টীয় প্রেম দেখাব এবং তার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য আমরা যা করতে পারি তা করার চেষ্টা করব। এই ব্যক্তি দলের মাধ্যমে কী অর্জন করতে পারেন, তা নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি।[22]

১ করিন্থীয় ১২:১২-২৫ পদ শিক্ষা দেয় যে, খ্রিষ্টের দেহের মধ্যে কেবল আমাদের পছন্দ নয় বলে কাউকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আমাদের নেই। যদি আপনি একটি মন্ডলী গঠন করেন, সেখানে আপনি এমন সদস্যদের পাবেন যারা আপনার খুশির কারণ নয়। একজন খ্রিষ্টীয় লিডার হিসেবে, আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে, "আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি যেমনই হোক, আমি এই ব্যক্তিকে গ্রহণ করব কারণ ঈশ্বর তাকে আমার দায়িত্বে রেখেছেন। আমি তার সাথে কাজ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ চাইব, এবং ঈশ্বরকে বলব যেন তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন এবং পরিচর্যা কাজে তাকে সমৃদ্ধ করেন।"

[22] Ajith Fernando, *Jesus Driven Ministry* (Wheaton, Illinois: Crossway Books, ২০০২), ১৩৩

একজন কার্যকারী খ্রিষ্টীয় লিডার হল আসলে একজন দাস

আগামীদিনে পাস্টার হতে চলা এক ব্যক্তিকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি পাস্টার হতে চাও কেন?" সেই যুবক উত্তর দিয়েছিল, "আমি এয়ারপোর্টে একজনকে তার পাস্টারের স্যুটকেস বহন করতে দেখেছিলাম। আমি চাই কেউ আমার স্যুটকেস বহন করুক!"

যিশুর দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ রকম আলাদা ছিল! এই যুবকটি সেবা পেতে চেয়েছিল; যিশু সেবা করতে চাইতেন। "কারণ, এমনকি, মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন" (মার্ক ১০:৪৫)। যিশু আমাদের দেখিয়েছেন যে প্রকৃত নেতৃত্বে সেবা করা অন্তর্ভুক্ত। যিশু নিজেকে নত করেছিলেন, একজন দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন (ফিলিপীয় ২:৭)।

► যোহন ১৩:১-২০ পড়ুন।

সুসমাচার পুস্তকগুলিতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে আমরা যিশুর দাসরূপ-নেতৃত্বের আদর্শ অধ্যয়ন করতে পারি, তবে সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল যিশুর তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়ার কাহিনী। এই দৃশ্যে, যিশু একজন দাস হওয়ার অর্থ কী তা দেখিয়েছেন।

কিছু গির্জা শেষ নৈশভোজে যিশুর কাজগুলিকে পুনরায় রূপ দেওয়ার জন্য একটি পা ধোয়ার একটি অনুষ্ঠান রাখে। এটি একটি সুন্দর পরিষেবা হতেই পারে, তবে এটি উপলব্ধি করা আরো জোরালো হবে যে যিশু কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করেননি। এর পরিবর্তে, তিনি এমন একটা কাজ করেছিলেন, যেটা করার প্রয়োজন ছিল।

জেরুশালেমের রাস্তাঘাট ভীষণ ধুলোময় থাকার কারণে কোনো আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে একজন দাসকে বিশেষত অতিথিদের পা ধুইয়ে দেওয়ার জন্যই নিয়োগ করা হত। এটি ছিল নিম্নতম দাসদের জন্য একটি নিচু স্তরের দায়িত্ব। যখন যিশু নিস্তারপর্বের উদযাপনে তাঁর শিষ্যদের সাথে যোগদান করেছিলেন, তখন সেই ঘরে কোনো দাস উপস্থিত ছিল না। কোনো শিষ্যই স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে এই কাজ করতে রাজি ছিল না; তারা যিশুর রাজ্যে বড় বড় পদমর্যাদা আশা করছিল। যিশু হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলেন এবং সর্বনিম্ন দাসের কাজ করতে শুরু করেছিলেন।

এই দৃশ্যটি নেতৃত্বদান সম্পর্কে যিশুর ধারণাকে তুলে ধরে। অন্যেরা পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার জন্য নেতৃত্ব চেয়েছিল। একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ অবস্থান লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যিশু ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিলেন; তিনি শিষ্যদের প্রভু ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় সর্বনিম্ন অবস্থানটি নিয়েছিলেন।

এটাই হল খ্রিষ্টসাদৃশ্য একজন নেতা হওয়ার অর্থ। একজন খ্রিষ্টসাদৃশ্য নেতা সেই কাজগুলিই নেন যা কেউ নিতে চায় না। একজন খ্রিষ্টসাদৃশ্য নেতা চিৎকার করে আদেশ চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দ্বারা নয়, কিন্তু তার বিনম্র পরিষেবা প্রদানের উদাহরণ দ্বারা অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

একজন একবার বলেছিল, "একটি দাসরূপ আত্মার পরীক্ষা হল 'যখন আমার সাথে একজন দাসের মতো ব্যবহার করা হয়, তখন আমি কেমন আচরণ করি?'" একজন লিডার যে যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করে, সে কখনোই দাসের অবস্থানে কাজ করতে অসন্তুষ্ট হয় না। ভুলে যাবেন না যে যিশু অন্যান্য শিষ্যদের সাথে যিহুদারও পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। আপনি কি

> "হেড টেবিলগুলি ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তোয়ালে এবং ওয়াশবাসিনকে বদলে দিয়েছে... এখন তোয়ালে ফিরিয়ে আনার সময় এসেছে।"
>
> - সি. জেন উইলকেস (C. Gene Wilkes)

এমন একটি লোকের পা নম্রভাবে ধুইয়ে দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারেন যে লোকটি ইতিমধ্যেই আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে?

যখন যিশু শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি তখন এই পদমর্যাদাপ্রিয় লোকেদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম, তোমরাও তাই করো" (যোহন ১৩:১৫)। তিরিশ বছর পর শিমোন পিতর সম্ভবত যিশুর এই নম্রতা বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি নতনম্র আচরণ করো" (১ পিতর ৫:৫)। ঠিক যেভাবে যিশু তোয়ালে জড়িয়ে তাঁর শিষ্যদের সেবা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই আমাদেরকে নম্রতা জড়িয়ে আমাদের চারপাশের সকলের সেবা করতে হবে।

খ্রিষ্টীয় লিডার হিসেবে, আমরা সেবার সুযোগের পরিবর্তে পদমর্যাদা খোঁজার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারি। যিশু দেখিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টীয় নেতৃত্ব হল সেবা করা।

উপসংহার: অন্যান্য খ্রিষ্টীয় কর্মীদের পরিচালনা করার গুরুত্ব

আপনার জীবনের শেষ পর্যায়ে, অন্যান্য খ্রিষ্টীয় কর্মীদের একজন পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসেবে আপনার প্রভাবই আপনার পরিচর্যা কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার হয়ে উঠতে পারে। আপনি যদি আপনার পরিচর্যার কাজের সময়কালে মাত্র ১২জন খ্রিষ্টীয় কর্মীকে শিক্ষাদান করেন, তাহলে আপনার প্রভাব সেই ১২জন এবং তারা পরবর্তীকালে যাদের শেখাবে তার দ্বারা বহুগুণ হবে।

দুঃখের বিষয়, যদিও বেশিরভাগ খ্রিষ্টীয় নেতাই শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানে, কিন্তু খুব সংখ্যক নেতাই অন্যদের তৈরি করার ক্ষেত্রে সময় অতিবাহিত করে। কেন আমরা পরিচর্যা কাজের এই দিকটি অগ্রাহ্য করি?

একটি কারণ হল মেন্টরিং বা শিক্ষাদানের **মূল্য**। অন্যকে তৈরি করতে মূল্যবান সময় প্রয়োজন। আমরা প্রায়শই বিশ্বাস করি যে তরুণ লিডারদের তৈরি করার কাজে সময় ব্যয় করার চেয়ে বৃহৎ গোষ্ঠীর পরিচর্যার জন্য আরো ভালোভাবে সময় ব্যয় করা যেতে পারে।

আরেকটি কারণ হল যে মেন্টরিং কাজটির সাথে **হতাশা** যুক্ত থাকে। এটা বলতে খুব ভালো লাগে, "আমি পরবর্তী প্রজন্মের লিডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।" কিন্তু বাস্তব চিত্রটা সাধারণত কম উত্তেজনাপূর্ণ হয়।

বহুবার, যিশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শ্লথ অগ্রগতি দেখে হতাশ হয়েছিলেন। যিশুর সাথে তিন বছর থাকার পর, ফিলিপ বলেছিল, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে" (যোহন ১৪:৮)। যিশু ৫,০০০ লোককে খাওয়ানোর কয়েক সপ্তাহ পরেই, শিষ্যরা ৪,০০০ জনতার সম্মুখীন হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল, "কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরে ওদের তৃপ্ত করার মতো কে এত রুটি জোগাড় করবে?" (মার্ক ৮:৪)।

প্রেরিত পৌলও একই হতাশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথম মিশনারি সফরে যোহন মার্ক সঙ্গ ত্যাগ করেছিল (প্রেরিত ১৩:১৩)। দীমাকে মাসের পর মাস প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর, নিঃসঙ্গ কারাগার থেকে পৌল লিখেছিলেন, "কারণ দীমা, এই জগৎকে ভালোবেসে আমাকে ত্যাগ করে" (২ তিমথি ৪:১০)।

মেন্টরিংয়ের কাজ সময়সাপেক্ষ এবং তা হতাশাজনক হতে পারে, কিন্তু এটি লিডারের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক পরিপক্ক খ্রিষ্টীয় লিডারের আগামীদিনের লিডারদের তৈরি করা উচিত। একই সময়ে, প্রত্যেক খ্রিষ্টীয় লিডারের একজন মেন্টর দরকার যিনি কঠিন সময়ে সহায়তা প্রদান করবেন।

হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) বলেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তিনজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন:

১। প্রত্যেক ব্যক্তির একজন পৌলকে প্রয়োজন, একজন মেন্টর যিনি আপনাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে চ্যালেঞ্জ করেন।

২। প্রত্যেক ব্যক্তির একজন বার্ণবাকে প্রয়োজন, এমন একজন বন্ধু যিনি আপনাকে এতটাই ভালবাসেন যাতে তিনি আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে আপনার প্রতি সততাপরায়ন হতে পারেন।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তির একজন তিমথিকে প্রয়োজন, একজন কমবয়সী ব্যক্তি যাকে শিষ্যত্ব প্রদান করা যায় এবং মিনিস্ট্রির কাজের জন্য তৈরি করে নেওয়া যায়।

► এই প্রশ্নগুলির দ্বারা এই পাঠটি শেষ করুন:

- "কে আমার পৌল?"
- "কে আমার বার্ণবা?"
- "কে আমার তিমথি?"

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) নিচের টেবিলে চারটি ঘটনার কথা উল্লেখ করুন যেখানে শিষ্যরা যিশুর পরিচর্যা কাজ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যিশুকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে শিষ্যরা যা যা শিখেছিলেন তা লিখুন।

(২) দুই বা তিনজনের নাম লিখুন যাদের আপনি আগামীর পরিচর্যা কাজের জন্য মেন্টর করবেন। একটি ছোটো প্যারাগ্রাফে দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিন:

- আমি যে ব্যক্তিকে মেন্টর করছি তার মধ্যে আমি কোন যোগ্যতা বা গুণগুলি দেখতে চাই?
- আমি যে ব্যক্তিকে মেন্টর করছি তার মধ্যে আমি ঈশ্বরের কোন কাজটি সম্পন্ন হতে দেখতে চাই? (নির্দিষ্টভাবে।)

আপনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তাদের মেন্টর করার পদক্ষেপ শুরু করুন। পরিচর্যা কাজের সুযোগের জন্য আপনি কীভাবে তাদের প্রস্তুত করে তুলতে পারেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে পথ দেখান।

ঘটনা	শাস্ত্র	শিষ্যদের জন্য শিক্ষা
একটি মন্দআত্মাগ্রস্থ ছেলেকে যিশুর সুস্থতা দান	মথি ১৭:১৪-২১	বিশ্বাসের শক্তি

পাঠ ৪
যিশুর মতো শিক্ষা দেওয়া

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যে গুণগুলি যিশুকে একজন মহান শিক্ষক করে তুলেছিল তা চিনতে পারবে।
(২) একজন শিক্ষক হিসেবে উন্নতি করার জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলি শিখবে।
(৩) অ্যাসাইনমেন্ট পরিকল্পনা করবে যা ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকে উন্নত করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণের পরে, আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের মতো হবে।

ভূমিকা

► এই পাঠের শেষে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই। পরিবর্তে, গোটা পাঠ জুড়ে "পাঠটি অনুশীলন করুন" – এই শিরোনামের অধীনে অনেকগুলি ছোটো ছোটো অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির জন্য লিখিত বা ব্যবহারিক কার্যক্রমের প্রয়োজন হবে। অন্যগুলি কেবল ভাবনা-চিন্তা বা আলোচনা করার অ্যাসাইনমেন্ট। এই পাঠ্য উপাদানটিতে এগোনোর সাথে সাথে প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট করতে থাকুন।

শিক্ষাদানের শক্তি সম্পর্কে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিবৃতিটি যিশুর কাছ থেকেই এসেছে। "শিষ্য তার গুরুর উর্ধ্বে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করলে প্রত্যেক শিষ্যও তার গুরুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে" (লূক ৬:৪০)। যিশু জানতেন যে যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন, একসময়ে তারা তাঁর নিজের চরিত্রটি প্রতিফলিত করবে। এই কারণে, যিশু বারোজন প্রেরিতশিষ্যকে শিক্ষাদানের জন্য প্রবল সক্রিয়তা উৎসর্গ করেছিলেন।

কিছু কিছু মন্ডলীতে, সানডে স্কুলের শিক্ষকদের কোনো অভিজ্ঞতা এবং কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন রূপান্তরিত বা ছোটো বাচ্চাদের শেখানোর জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করা হয় না।

মন্ডলীর লিডার হিসেবে, আমাদের শিক্ষাদানকে সেই একই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যে অগ্রাধিকারটি যিশু শিক্ষাদানকে দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের শিক্ষকের মতো হয়, তবে শিক্ষাদানের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করা উচিত যেন তারা শিক্ষাগুরু যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করে।

► যিশুর শিক্ষাদানের শৈলী সম্পর্কে আপনি ইতিমধ্যে কী জানেন সে বিষয়ে চিন্তা করুন। তিনটি বা চারটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা করুন যা তাঁকে একজন মহান শিক্ষক করে তুলেছে। এবার আপনি সেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের কথা চিন্তা করুন কাছ যার থেকে আপনি শিক্ষালাভ করেছেন। তিনটি বা চারটি বৈশিষ্ট্যের তালিকা করুন যা এই ব্যক্তিকে একজন মহান শিক্ষক করে তুলেছে। এই দু'টি তালিকার কতগুলি বৈশিষ্ট্যে পরস্পরের সঙ্গে মিল রয়েছে?

শিক্ষাগুরুর হৃদয়: চরিত্র

যিশুর শিক্ষাদানের **পাঠ্য বিষয়বস্তু** শিক্ষকের **চরিত্রের** উপর নির্ভরশীল ছিল। যিশুর হৃদয় তাঁর শিক্ষাদানের মূলভিত্তি প্রদান করেছিল। একজন মহান শিক্ষকের হৃদয় কী?

শিক্ষাগুরু যিশু তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন

► লূক ৪:১৬-২১ পড়ুন।

স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাসের প্রতিটি দিনের জন্য 'লেসন প্ল্যান' প্রস্তুত করেন। 'লেসন প্ল্যান' দেখায় যে প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষক কী কী করবেন। একটি লেসন প্ল্যানে নিম্নলিখিত কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- উদ্দেশ্য: ছাত্র-ছাত্রীরা ভগ্নাংশ যোগ করতে শিখবে।
- কাজ: শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ৮৯ পৃষ্ঠায় যে প্রশ্নমালা আছে সেটির ১-২০ পর্যন্ত অঙ্কগুলি করবে।

যিশুর তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য একটি 'লেসন প্ল্যান' ছিল, কিন্তু তাঁর 'লেসন প্ল্যান' কোনো ওয়ার্কবুকের পৃষ্ঠাগুলিকে তালিকাভুক্ত করেনি। পরিবর্তে, যিশুর লেসন প্ল্যানের মূল বিষয় ছিল তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন। যিশু তাঁর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে:

- দীনহীন কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য।
- বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করার জন্য।
- অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য।
- নিপীড়িতদের নিস্তার করার জন্য।
- প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য (লূক ৪:১৮-১৯)।

যিশুর উদ্দেশ্যগুলি তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করেছিল। যিশুর শিক্ষার্থীরা ধনী সদ্দূকী ছিল না যারা জেরুশালেমে মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ করত এবং সানহেড্রিন মহাসভায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাঁর শিক্ষার্থীরা ছিল সাধারণ ইহুদি জনগণ যারা রোম সাম্রাজ্য দ্বারা নির্যাতিত ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধ বা খোঁড়াও ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র ব্যক্তি ছিল যারা উচ্চমাত্রার ট্যাক্সের জন্য নির্যাতিত হত।

যিশুর 'লেসন প্ল্যান' ছিল সহজ-সরল; তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। তিনি বন্দিদের মুক্ত করবেন। তিনি অন্ধদের দৃষ্টি দেবেন। ইহুদি ক্যালেন্ডারে, প্রসন্নতার বছর [দ্য ইয়ার অফ জুবিলি] ছিল একটি উদযাপনের সময়। ঋণ মকুব করে দেওয়া হত; কোনো জমির প্রকৃত মালিক যে পরিবার, তাদেরকে সেই জমি ফেরত দেওয়া হত; দাসদের মুক্তি দেওয়া হত। যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে যারা নির্যাতিত তাদের জন্য তিনি প্রসন্নতার বছর আনতে এসেছেন।

যিশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের পুরো সময় জুড়েই তাঁর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করেছিলেন। যিশু সবসময়ে লোকেরা যা চাইত তা দেননি, কিন্তু তিনি তাদের যা প্রয়োজন তা দিয়েছেন। শমরীয় নারী জল চেয়েছিল; তার মুক্তি প্রয়োজন ছিল (যোহন ৪:৭-৪২)। পিতর মাছ ধরতে চেয়েছিল; তার একটি লক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল (মথি ৪:১৮-২২)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, যিশু তাঁর শিক্ষার্থীর গভীর প্রয়োজনটি পূরণ করেছিলেন।

► মার্ক ১০:১৭-২২ পড়ুন।

যিশুর কাছে আসা এক ধনী যুবকের কাহিনীতে, কথক বলছেন, "যীশু তার দিকে তাকালেন ও তাকে প্রেম করলেন"। এই পদে *তাকালেন* শব্দটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের চেয়েও গভীর। এর অর্থ নিবিড়ভাবে দেখা এবং স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা। যিশু এই যুবকটির হৃদয় দেখেছিলেন। অন্যরা হয়ত একজন ধনী যুবককেই দেখেছিল; যিশু একটি আকাঙ্খী হৃদয় দেখেছিলেন।

► মার্ক ১৬:১-৮ পড়ুন।

যিশুকে অস্বীকার করার পর পিতরের লজ্জার কথা কল্পনা করুন। এমনকি পুনরুত্থানের আনন্দও তাঁর লজ্জাবোধের কাছে হ্রাস পেয়েছিল কারণ তার সেই মোরগের ডাকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এমন অবস্থায় স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিলেন, "কিন্তু তোমরা যাও, গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকেও বলো, 'তিনি তোমাদের আগেই গালীলে যাচ্ছেন। সেখানে তোমরা তাঁর দর্শন পাবে, যেমন তিনি তোমাদের বলেছিলেন"। যিশু জানতেন যে সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে যার সবচেয়ে বেশি আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল তিনি হলেন পিতর। অন্যরা একজন কাপুরুষকে দেখেছিল যে তার প্রভুকে অস্বীকার করেছিল; যিশু একজন পতিত শিষ্যকে দেখেছিলেন যার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন ছিল।

যিশু জানতেন যে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের বুঝতে না পারি, তাহলে আমরা তাদের শিক্ষা দিতে পারব না। একজন শিক্ষার্থীর মন জয় করতে চাইলে অবশ্যই সেই শিক্ষার্থীর মতো করে ভাবতে হবে। আপনি যাদের শিক্ষা দেন তাদের হৃদয় বুঝতে হবে। একজন শিক্ষক হিসেবে, আপনাকে অবশ্যই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে, তবে তার চেয়েও বেশি, আপনাকে অবশ্যই আপনার শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আপনার শিক্ষার্থীদের চাহিদা বুঝতে হবে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনি যাদের শিক্ষা দেন (হয় আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে) তাদের সম্পর্কে চিন্তা করুন। এমন একজন শিক্ষার্থীর উপর ফোকাস করুন যে প্রতিকূলতায় রয়েছে। এই শিক্ষার্থীর প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনি করতে পারেন এমন ব্যবহারিক বিষয়গুলির একটি তালিকা তৈরি করুন।

শিক্ষাগুরু যিশু ধৈর্যশীল ছিলেন

যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিল, যিশু তাদের প্রতিও ধৈর্যশীল ছিলেন।

► যোহন ৬:৪১-৭১ পড়ুন।

এই কাহিনীটি যিশুর পরিচর্যা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল। বিগত বছরে, যিশু দারুণ জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছিলেন। লোকেরা তাঁর অলৌকিক কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং রুটি ও মাছ উপভোগ করেছিল। এখন যিশু ঘোষণা করলেন, ""আমিই সেই জীবন-খাদ্য"। তিনি এমন কথা বলেছিলেন যা শুনে তাঁর শ্রোতারা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন এবং তাঁর রক্ত পান না করো, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই"। সেই সময় থেকে বহু শিষ্য ফিরে গেল এবং তারা আর তাঁকে অনুসরণ করল না। যিশু হাজার হাজার মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এইটা জেনে যে অনেকেই তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করবে না। তিনি বারোজনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এইটা জেনে যে তাদের মধ্যে একজন দিয়াবল (যোহন ৬:৭০)। তিনি একজন ধৈর্যশীল শিক্ষক ছিলেন।

যারা তাঁকে বুঝতে পারেনি, যিশু তাদের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন।

► মার্ক ৮:২৭-৩৩ পড়ুন।

যিশু সেই শিক্ষার্থীদের প্রতি ধৈর্যশীল ছিলেন যাদের শেখার গতি ধীর ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন সুসমাচার পুস্তকগুলি কতবার শিষ্যদের সন্দেহ এবং অন্ধত্ব নিয়ে উল্লেখ করেছে। এমনকি যখন পিতর স্বীকার করেছিলেন যে "আপনি সেই খ্রীষ্ট", তখনও তিনি প্রকৃতভাবে এটির অর্থ বোঝেননি। মাত্র কয়েকটি পদ পরেই, যিশু পিতরকে তার ভুল ধারণার জন্য তিরস্কার করেছিলেন।

► যোহন ৩:১-২১ পড়ুন।

যিশু একজন ফরিশীর প্রতিও ধৈর্যশীল ছিলেন যিনি তাঁর শিক্ষা বুঝতে পারেননি। যখন নীকদীম বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, যিশু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি ইস্রায়েলের শিক্ষাগুরু, আর এই সমস্ত তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না?" নীকদীমের জানা উচিত ছিল যে যিহিষ্কেল এমন একটি দিনের কথা ভাববাণী করেছিলেন যেদিন ইস্রায়েল জলে এবং পবিত্র আত্মায় জন্মপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে, যিশু ধৈর্য সহকারে নীকদীমকে সেই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।[23]

এখানে একজন শিক্ষকের জন্য ধৈর্যের একটি ভালো পরীক্ষা দেওয়া হল: "কতবার আমি হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে পাঠটির শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি?" যিশু ধৈর্য সহকারে তাঁর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন এবং পুনরায় শেখাতেন। যদি যিশু শিক্ষার্থীদেরকে তাঁর শিক্ষার প্রতি আগ্রহী দেখতেন, তিনি শিক্ষা দিয়েই যেতেন। যিশু, সেই শিক্ষাগুরু, ধৈর্যশীল ছিলেন।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনি কি ধীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দিতে প্রলুব্ধ হন? যখন তারা আপনার শিক্ষাদানে প্রত্যুত্তর দেয় না, তখন কি আপনি হতাশ হয়ে পড়েন? আপনি যাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের প্রতি আপনি কীভাবে সেই শিক্ষাগুরুর ধৈর্য প্রদর্শন করতে পারেন?

শিক্ষাগুরু যিশু তাঁর শিক্ষার্থীদের ভালোবাসতেন

► মার্ক ৬:৩০-৩৪ পড়ুন।

যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গালীল সাগরের ওপারে একটি নির্জন এলাকা খুঁজতে গিয়েছিলেন যেখানে তারা ভিড় এবং পরিচর্যার ক্রমাগত চাপ থেকে বিশ্রাম নিতে পারে। হাজার হাজার লোক দেখেছিল যে, তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং যিশুর সঙ্গে দেখা করার জন্য তারা তীর ধরে দৌড়েছিল। যিশু তীরে গিয়ে দেখেছিলেন সেখানে ৫,০০০ পুরুষ এবং আরো অনেক মহিলা এবং শিশুদের এক বিশাল ভিড় উপস্থিত হয়েছে। যখন তিনি সেই জনতাকে দেখেছিলেন, "তিনি তাদের প্রতি করুণায় পূর্ণ হলেন। কারণ তারা ছিল পালকহীন মেষপালের মতো। তাই তিনি তাদের বহু বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন" (মার্ক ৬:৩৪)। শিক্ষাগুরু যিশু শিক্ষা দিতেন কারণ তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের ভালোবাসতেন।

এই পাঠের শুরুতে, আমরা সেই ধনী যুবকের কাহিনী পড়েছিলাম যে দুঃখার্তভাবে ফিরে গিয়েছিল কারণ সে যিশুকে অনুসরণ করার মূল্য দিতে চাই নি (মার্ক ১০:১৭-২২)। "যীশু তার দিকে তাকালেন ও তাকে প্রেম করলেন" (মার্ক ১০:২১)। সেই শিক্ষাগুরু তাঁর শিক্ষার্থীকে ভালোবেসেছিলেন, এমনকি এমন এক শিক্ষার্থীকেও ভালোবেসেছিলেন যে ফিরে গিয়েছিল।

---

[23] যোহন ৩:৫ মূলত যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৭-এর একটি প্রতিশ্রুতির দিকে নির্দেশ করে। যিহিষ্কেল এমন একটি দিন দেখেছিলেন যখন ঈশ্বরের লোকেদের জল দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হবে এটি অশুচিতা এবং প্রতিমাগুলি থেকে শুচি করে) এবং এক নতুন আত্মা দেওয়া হবে (এটি ঈশ্বরের বিধান পালন করার ইচ্ছা দেয়)।

সেই জনতাকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, এবং এমনকি যারা তাঁকে প্রত্যাখান করেছিল–তাদের সকলকে তিনি করুণার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। একজন প্রচারক একটি সারমন প্রচার করেছিলেন যেটির শিরোনাম ছিল, "যিহুদা, সেই শিষ্য যাকে যিশু ভালোবেসেছিলেন।" এই প্রচারক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যিশু যিহুদাকেও ভালোবেসেছিলেন। যিহুদা বিশ্বাসঘাতকতা করবে জেনেও, যিশু শেষপর্যন্ত তাঁর শিক্ষার্থীকে ভালোবেসেছিলেন।

যে শিক্ষার্থী ক্লাসে সবার আগে আসে, যে সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট ঠিকভাবে শেষ করে এবং যে শেখার আগ্রহ দেখায়, তাকে ভালোবাসা সহজ। সেই যিহুদাকে ভালোবাসা কঠিন যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই ধনী যুবককে ভালোবাসা কঠিন যে ফিরে চলে যায়, সেই পিতরকে ভালোবাসা কঠিন যে ক্রমাগত বুঝতে ব্যর্থ হয়। যিশু, সেই শিক্ষাগুরু, আমাদের দেখিয়েছেন যে আমাদের অবশ্যই সেই শিক্ষার্থীদেরকেও ভালোবাসতে হবে যারা কঠিন প্রকৃতির।

পাঠটি অনুশীলন করুন

এমন এক শিক্ষার্থীর কথা চিন্তা করুন যাকে ভালোবাসা সহজ নয়। এটি কোনো সহকর্মী হতে পারেন যিনি আপনার নেতৃত্বের বিরোধিতা করেন। এটি মন্ডলীর কোনো সদস্য হতে পারেন যিনি আপনার সমালোচনা করেন। প্রার্থনা করা শুরু করুন, "ঈশ্বর, আমি এই ব্যক্তিটিকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হচ্ছি, কিন্তু আমি জানি তুমি তাদেরকে ভালোবাসো। দয়া করে আমাকে তোমার চোখ দিয়ে তাদের দেখতে সাহায্য করো। যেভাবে যিশু তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে ভালোবাসতেন, সেইভাবে তাদেরকে ভালোবাসতে আমাকে সাহায্য করো।"

শিক্ষাগুরুর হাত: পদ্ধতি

"শিক্ষাগুরুর হৃদয়" অংশে আমরা যিশুর চরিত্র দেখেছি। যিশু যা কিছু শিখিয়েছিলেন, সবকিছুই ছিল তাঁর চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। "শিক্ষাগুরুর হাত" অংশে আমরা সেই পদ্ধতিগুলি দেখব যা যিশু ব্যবহার করতেন। যদি আমরা যিশুর মতো শিক্ষা দিতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁর পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষাগুরু যিশু তাঁর লক্ষ্যগুলি জানিয়েছিলেন

► লূক ৫:১-১১ পড়ুন।

যখন যিশু গালীল সাগরের ধারে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, লোকেদের ভিড় তাঁর গায়ের উপর পড়ছিল যতক্ষণ না তিনি শিমোন পিতরের নৌকাতে উঠে বসেছিলেন।[24] শিক্ষাদান শেষ করার পরে, যিশু শিমোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, "নৌকা গভীর জলে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলো" (লূক ৫:৪)।

শিমোন একজন অভিজ্ঞ জেলে ছিলেন যিনি সারা রাত ধরে জাল ফেলেও সফল হননি। তিনি জানতেন যে সেই সময়ে কোনো কিছু ধরার চেষ্টা করাই বৃথা হবে, কিন্তু যিশুর আদেশ অনুযায়ী তিনি তা করেছিলেন। পিতরকে অবাক করে দিয়ে, জেলেরা সেখানে অগণিত মাছ ধরেছিল। যিশু শিমোনকে বলেছিলেন, "এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে" (লূক ৫:১০)।

[24] লূকের "গিনেশরৎ হ্রদ", যোহনের "টাইবেরিয়াস সাগর", মথি এবং মার্কের "গালীল সাগর," এবং মোশির "কিন্নেরত সাগর" (গণনা পুস্তক ৩৪:১১)– এই সবগুলিই বড়ো হ্রদকে নির্দেশ করে যা যিশুর পরিচর্যা কাজের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যিশুর বহু শিষ্য এই হ্রদে মৎস্যজীবী ছিল এবং তাঁর পরিচর্যা কাজের একটা বিশাল অংশ এই গালীল সাগরের তীরে হয়েছিল।

সমস্ত ভালো শিক্ষকদের মতোই, যিশুও তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁর লক্ষ্যগুলি প্রকাশ করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, পিতর দেখিয়েছিলেন যে, যিশু তার জন্য যে লক্ষ্যটি নির্ধারণ করেছিলেন, তা সম্পাদন করার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন।

কার্যকারী শিক্ষকরা তাদের লক্ষ্যগুলি প্রকাশ করেন। তারা শিক্ষার্থীদের বলেন, "এটাই যা তোমরা আজকে শিখবে।" পাঠের শেষে তারা প্রশ্ন করেন, "তোমরা আজকে কী শিখলে?" তারা নিশ্চিত করেন যে শিক্ষার্থীরা পাঠের লক্ষ্য সম্পন্ন হতে দেখেছে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনার পরবর্তী শিক্ষা দেওয়ার সুযোগে একটি বোর্ডে আপনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটি লিখুন যাতে শিক্ষার্থীরা সেটি দেখতে পায়। নিশ্চিত হন যে সেই লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যাচ্ছে। সেশনের শুরুতেই লক্ষ্যটি সম্পর্কে জানান। পাঠের শেষে, শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, "আমরা কি আমাদের লক্ষ্য সম্পন্ন করেছি?"

শিক্ষাগুরু যিশু নির্দেশিত অনুশীলনের জন্য সুযোগ প্রদান করেছিলন

কার্যকর শিক্ষাদান একাধিক বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। প্রকৃতভাবে শেখার জন্য অনুশীলন প্রয়োজন।

► লূক ১০:১-২৪ পড়ুন।

এই শিষ্যরা তখনও সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত ছিল না, কিন্তু যিশু তাদের যা শেখাতেন তা অনুশীলন করতে দিতেন। যখন শিষ্যরা পরিচর্যা কাজের সফর সেরে ফিরে আসত, তারা যিশুর কাছে কাজের রিপোর্ট দিত। তিনি দেখেছিলেন যে তারা সমস্ত শিক্ষা বুঝতে পারেননি, তাই তিনি তাদেরকে আরো নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিতও করেছিলেন, "তোমরা যা দেখছ, যারা তা দেখতে পায় ধন্য তাদের চোখ" (লূক ১০:২৩)। যিশু তাদের অনুশীলনকে পরিচালনা করেছিলেন।

কেবল অনুশীলনের সুযোগ দেওয়াই যথেষ্ট নয়; এই অনুশীলনকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে আরো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। একটি পরিচিত প্রবাদে বলা হয়, "অনুশীলন নিখুঁত করে তোলে।" এটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়। ভুল অনুশীলন কখনোই ভালো কর্মক্ষমতা তৈরি করে না। এটি বলা ভালো, "**নির্দেশিত অনুশীলন** নিখুঁত করে তোলে।" একজন কার্যকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলনের সুযোগ দেবেন, শিক্ষার্থীদের অনুশীলন মূল্যায়ন করবেন, এবং তারপর শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত এবং পরিচালনা করবেন।

পৌল নির্দেশিত অনুশীলনের মূল্য জানতেন। তিনি তিমথি এবং তীতকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, এবং তারপর তাদেরকে পরিচর্যা কাজের স্থানে পাঠিয়েছিলেন। পালকীয় পত্রগুলিতে, পৌল তিমিথি ও তীতকে আরো নির্দেশনা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তিনি তার ছাত্রদের পরিচর্যার নীতিগুলি অনুশীলন করার সময় পরিচালনা করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি স্কুলে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়টি মুখস্থ করেছিল এবং তা সকলের সামনে মুখস্থ বলেছিল। একজন শিক্ষার্থী এই কাজটি নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সংগ্রাম করছিল। সে ঠিকভাবে মনে রাখতে পারছিল না এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সামনে খুবই লজ্জা পেত। অবশেষে একদিন এই ছাত্রটি ক্লাসে পুরো অধ্যায়টি আবৃত্তি করতে সফল হয়।

যখন সে শেষ করেছিল, অন্য শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে সেই যুবকটিকে হাততালি দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিল। কেন? এই অধ্যায়টি প্রেম বা ভালোবাসা সংক্রান্ত, এবং তাদের শিক্ষক তাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে প্রেম অন্যদেরকে উৎসাহিত করে।

তাদের বন্ধুকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে, এই শিক্ষার্থীরা ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়টি অনুশীলন করেছিল! কার্যকারী শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীরা যে নীতিগুলি শিখছে তা অনুশীলন করতে উৎসাহিত করেন।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনার শিক্ষার্থীরা যা শিখছে, তাদেরকে তা অনুশীলন করার সুযোগ দিন। যদি আপনি তরুণ পাস্টারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, তাদেরকে প্রচার করার, কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার, বা একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ করে দিন। তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর, তাদের পরিচর্যা কাজটি মূল্যায়ন করুন, উন্নতির জন্য পরামর্শ দিন, এবং তাদের সফলতার জায়গাগুলি উল্লেখ করে তাদেরকে উৎসাহিত করুন।

শিক্ষাগুরু যিশু নমনীয় ছিলেন

এমন বেশ কিছু জায়গার কথা চিন্তা করুন যেখানে যিশু শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন:

- সমুদ্রের তীরে (লূক ৫)
- প্রবল ঝড় চলাকালীন (লূক ৮:২২-২৫)
- একজন শিক্ষার্থীকে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে দেওয়ার মাধ্যমে (মথি ১৪:২৫-৩৩)
- যখন তাঁর শিক্ষাদানে দর্শনার্থীরা বাধা দিয়েছিল (মথি ১২:৪৬-৫০)
- মন্দিরে সফরকালে (মথি ২৪)
- যখন কিছু ব্যক্তি, তিনি যে ঘরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই ঘরের ছাদ খুলে ফেলেছিল (লূক ৫:১৮-২৬)

সেই শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে দেখুন যারা লূক ৫:১৮-২৬ পদের অলৌকিক কাজ দেখে বাড়ি ফিরেছিল। তারা কখনোই যিশুর ক্ষমতার ব্যাপারে শেখা এই পাঠটি ভোলেনি। লূক লিখেছেন যে "সবাই চমৎকৃত হয়ে ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। তারা ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হয়ে বলল, 'আজ আমরা এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম'" (লূক ৫:২৬)।

যিশু যথেষ্ট নমনীয় ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে একজন উত্তম শিক্ষক শিক্ষাদানের মুহূর্তগুলি তখনই খুঁজে পান যখন শিক্ষার্থীরা শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে। লূক এই নীতিটির একটি উদাহরণ দিয়েছেন। "একদিন যীশু কোনো এক স্থানে প্রার্থনা করছিলেন। যখন শেষ করলেন, তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বললেন, 'প্রভু ...আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিন'" (লূক ১১:১)। যিশু প্রার্থনার ব্যাপারে শেখানোর জন্য এই মুহূর্তটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

আট বছর বয়সী আনন্দী পিয়ানো শেখার জন্য পিয়ানো যে ঘরে রাখা আছে সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, "আজ সকালে আমার প্রিয় বিড়াল মারা গেছে!" আনন্দীর পিয়ানোর কোনো সুর বা পদ্ধতি শেখার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু, যখন তার শিক্ষক তাকে একটি সুরের স্বরলিপি লিখে দিয়ে বলেন যে সেটির নাম, "আমার প্রিয় বিড়াল", আনন্দী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, "আমি এটা আমার বিড়ালছানার স্মৃতিতে শিখতে চাই!"

শিক্ষক হিসেবে, আমাদের অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীদের কথা শুনতে হবে এবং তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নিতে হবে। সেই শিক্ষাগুরু যিশুর মতো, আমাদেরকে আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নমনীয় হতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি মানানসই করে নিতে হবে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনি কি আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নমনীয়? কিছু শেখানোর জন্য অন্তত দু 'টি আলাদা পদ্ধতি পরিকল্পনা করুন। যদি আপনি সাধারণত বক্তৃতাভিত্তিক শিক্ষাদান করেন, তাহলে আলোচনা বা অ্যাক্টিভিটির উপর ভিত্তি করে একটি পাঠ পরিকল্পনা করুন যেখানে কোনো বক্তৃতা থাকবে না। আপনি যদি সাধারণত পাওয়ারপয়েন্ট বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এমন একটি পাঠ পরিকল্পনা করুন যেটির জন্য কোনো বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন নেই। যদি আপনি কোনো ক্লাসরুমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে বাইরে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করুন এবং আপনার পাঠে প্রকৃতিকেও অংশ করে তুলুন।

শিক্ষাগুরু যিশু সৃজনশীলভাবে সংযোগ স্থাপন করতেন

যিশু কখনো এমন করেননি যে তিনি বসলেন এবং বললেন, "আজকে আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ের ২১২ পৃষ্ঠাটি পড়ব। পিতর, তুমি সকলের জন্য প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাও।" পরিবর্তে, যিশু সৃজনশীলভাবে সংযোগ স্থাপনের নতুন নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করতেন।

► যিশুর সৃজনশীল শিক্ষাদান পদ্ধতির এই উদাহরণগুলির প্রত্যেকটি পড়ুন:

- লূক ৬:৩৯-৪২। একজন অন্ধ ব্যক্তির আরেকজন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানোর বিদ্রুপটা নিয়ে চিন্তা করুন। ভেবে দেখুন, একজন ব্যক্তি তার চোখে কড়িকাঠ নিয়ে অন্য এক ব্যক্তির চোখ থেকে বালির কণা বের করার চেষ্টা করছে।
- লূক ১৮:১৮-৩০। পার্থিব ধন-সম্পদ দিয়ে কি ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করা সম্ভব? সূঁচের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করানোর ব্যাপারটি কল্পনা করুন!
- লূক ৯:৪৬-৪৮। নম্রতার একটি জীবন্ত অবজেক্ট লেসন হিসেবে যিশু একটি শিশুকে ব্যবহার করেছিলেন।
- লূক ১৫:১-৭। একজন হারিয়ে যাওয়া আত্মা বাড়ি ফিরে এলে ঈশ্বর কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানান? যিশু কৃষকদেরকে একটি ভেড়ার মূল্য বুঝিয়েছিলেন।
- লূক ১৫:১১-৩২। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, যেখানে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বাবার হাতে থাকত, লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ে, যিশু একটি উপমা বলেছিলেন যেখানে একজন বাবা একজন অবাধ্য পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে দর্শকদের হতবাক করেছিলেন।

যিশু খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পরিবর্তে, তিনি কোনো গল্প-কাহিনী বা অন্য একটি প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দিতেন। লূক ১০-অধ্যায়ে, একজন আইনজীবী যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে ?" যিশু "উত্তম শমরীয়"-র কাহিনীটি বলে উত্তর দিয়েছিলেন (লূক ১০:২৫-৩৭)।

যিশু জানতেন কীভাবে উত্তম প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে হয়। যিশু খুব কম ক্ষেত্রেই এমন কোনো প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর সহজ কোনো "হ্যাঁ" বা "না" হয়। পরিবর্তে, তিনি এমন প্রশ্ন করতেন যা শ্রোতাকে নতুন সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি উন্মোচন করতে বাধ্য করত।

► এই উদাহরণগুলি পড়ুন:

- লূক ৭:৩৬-৫০। একজন ফরিশী, যিনি যিশুর সমালোচনা করেছিলেন, তাকে যিশু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, যাকে বেশি ক্ষমা করা হয়েছে নাকি যাকে সামান্য ক্ষমা করা হয়েছে?"
- মার্ক ৪:৩৬। শিষ্যত্বের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে গিয়ে যিশু প্রশ্ন করেছিলেন, "কোনো মানুষ যদি সমস্ত জগতের অধিকার লাভ করে ও তার প্রাণ হারায়, তাহলে তার কী লাভ হবে?"
- লূক ৬:৪৬। যারা বাধ্য হতে চাইত না, তাদের উদ্দেশ্যে যিশু বলেছিলেন, "কেন তোমরা আমাকে 'প্রভু, প্রভু,' বলে সম্বোধন করো, অথচ আমি যা বলি, তা তোমরা করো না?"

এই প্রশ্নগুলির কোনোটিরই সহজ উত্তর হয় না। প্রত্যেকটিই আমাদেরকে যিশুর শিক্ষাদান সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবার দিকে নিয়ে যায়।

দু'টি উপায় রয়েছে যেখানে শিক্ষকরা প্রশ্নগুলি ভালোভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হন।

১। আমরা সেই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করি যেগুলি খুব সহজ। যদি আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবুক, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞাসা করতে হবে যেগুলির উত্তর "হ্যাঁ" বা "না" বা কোনো পাঠ্যপুস্তকের তথ্য থেকে দেওয়া যায় না।

২। আমরা কোনো উত্তরের জন্য খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করি না। গবেষকরা বলেছেন যে বেশিরভাগ শিক্ষকই একটি উত্তরের জন্য অন্য শিক্ষার্থীর কাছে এগিয়ে যাওয়ার আগে এক সেকেন্ডের কম সময় অপেক্ষা করেন। কোনো শিক্ষার্থীর প্রশ্নটি বুঝতে এবং একটি উত্তর গঠন করা শুরু করতে আপাতভাবে তিন সেকেন্ড সময় লাগে। আপনার প্রশ্নের ব্যবহার উন্নত করতে, একটি উত্তরের জন্য অন্য শিক্ষার্থীর কাছে যাওয়ার আগে সবসময়ে সাত সেকেন্ড অপেক্ষা করুন।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনি কি আপনার শেখানোর পদ্ধতিতে সৃজনশীল? গালাতীয় ৬:৭-৮ পদের উপর একটি পাঠ প্রস্তুত করুন। এমন কিছু প্রশ্ন তৈরি করুন যা শিক্ষার্থীদেরকে শষ্য বপন এবং ছেদনের নীতিটি সম্পর্কে যাতে গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। আপনার প্রশ্ন তৈরি করা হয়ে গেলে, আপনি আরো যে অতিরিক্ত প্রশ্নগুলি করতে পারেন তার জন্য নিচের ফুটনোট দেখুন।[25]

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: উপমার ব্যাখ্যা

রূপক বা উপমা ছিল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যিশুর সবচেয়ে প্রিয় পদ্ধতি। একবার একজন এই উপমা সংজ্ঞা হিসেবে বলেছিল, "একটি পার্থিব কাহিনী যার শিক্ষাটি হল ঐশ্বরিক।" যিশুর উপমাগুলি ছিল বিভিন্ন পরিচিত গ্রাম্যসংস্কৃতি (কৃষক, মেষপালক, এবং ভেড়া), পরিচিত ব্যক্তি (শমরীয়, যাজক, করগ্রাহী, এবং ফরিশী), এবং পরিচিত পরিস্থিতিভিত্তিক (একটি হারিয়ে যাওয়া

[25] গালাতীয় ৬:৭-৮ পদে বীজ বপন এবং শষ্য ছেদনের নীতি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন:
প্রকৃতি বা সমাজের কিছু উদাহরণ দিন যা বপন এবং ছেদনের নীতিকে ব্যাখ্যা করে?
বাইবেলের এমনকিছু চরিত্রের উদাহরণ দিন যারা এই নীতিটিকে প্রদর্শন করেছেন?
আপনি কি এই নীতির কোনো ব্যক্তিগত উদাহরণ জানেন?
আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনি কি এমন কোনো বীজ বপন করছেন যা আপনি কাটতে চান না?

ভেড়া, একটি হারিয়ে যাওয়া মুদ্রা, এবং একজন হারিয়ে যাওয়া পুত্র) যা তাঁর শিক্ষার্থীদের আগ্রহের সাথে সহজে সংযোগ স্থাপন করত।

Shepherds Global Classroom-এর কোর্স *"বাইবেলভিত্তিক ব্যাখ্যার নীতিসমূহ"* (*Principles of Biblical Interpretation*) কোর্সে উপমা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি বিভাগ রয়েছে। সেই কোর্সে যে নীতিগুলি শেখানো হয়েছে, এখানে তার একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হল। একটি উপমা অধ্যয়ন করার সময়, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত:

(১) এই উপমাটি কোন প্রশ্ন বা পরিস্থিতি থেকে অনুপ্রাণিত?

"উত্তম শমরীয়"-র রূপক কাহিনীটিতে, যিশু সেই আইনজীবীর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, "আমার প্রতিবেশী কে?" যিশুর বলা কাহিনীটি উত্তর দেয়, "আমার জীবনের চলার পথে যেকোনো দুঃস্থ ব্যক্তিই আমার প্রতিবেশী এবং আমার দায়িত্ব" (লূক ১০:৩৬-৩৭)।

যিশু সেই ধর্মীয় নেতাদের সামনে হারানো ছেলের রূপকটি বলেছিলন যারা পাপীদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব নিয়ে সমালোচনা করেছিল। "আর কর আদায়কারী ও পাপীরা, তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'এই মানুষটি পাপীদের গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে।' যীশু তখন তাদের এই রূপকটি বললেন" (লূক ১৫:১-৩)।

- একজন মেষপালকের ভেড়া হারিয়ে গিয়েছিল। যখন সে ভেড়াটিকে খুঁজে পেয়েছিল, সে উল্লাসিত হয়েছিল!
- একজন মহিলা তার মুদ্রা হারিয়ে ফেলেছিল। যখন সে মুদ্রাটি খুঁজে পেয়েছিল, সে উল্লাসিত হয়েছিল!
- একজন পিতা তার পুত্রকে হারিয়েছিলেন। যখন তার ছেলে ফিরে এসেছিল, তিনি উল্লাসিত হয়েছিলেন!

যিশু বুঝিয়েছেন, "আমাকে পাপীদের সাথে আহার করতে দেখে তোমাদের হতবাক পাওয়া উচিত নয়। যখন একজন পাপী অনুতাপ করে, তখন স্বর্গে আনন্দ হয়!"

আমাদের ব্যাখ্যা যদি সেই প্রশ্নের উত্তর না দেয় অথবা সেই পরিস্থিতির উত্তর না দেয়, যা যিশুর গল্পটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাহলে আমরা রূপকের মূল বিষয়টিই বুঝতে পারিনি।

(২) উপমাটির প্রাথমিক বিষয়বস্তুটি (বা, বিষয়বস্তুগুলি) কী?

একটি উপমাতে সাধারণত প্রতিটি প্রধান চরিত্রের জন্য একটি মূল বিষয় থাকবে। উপমাটির প্রাথমিক লেসনটি সেই প্রশ্ন বা পরিস্থিতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হবে যা উপমাটিকে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যান্য শিক্ষাগুলি কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র থেকে আসে।

"হারানো ছেলে"-র কাহিনীতে তিনটি চরিত্র রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে কাহিনীর প্রাথমিক লেসন হল অনুতাপকারী পাপীর জন্য স্বর্গে আনন্দ হয়। এই লেসনটি সেই পরিস্থিতির উত্তর দেয় যা যিশুর কাহিনীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। উপমার প্রতিটি চরিত্র কাহিনীটির প্রাথমিক বার্তা সম্পর্কিত লেসন শেখাতে পারে। পিতা চরিত্রটি আমাদের স্বর্গীয় পিতার অপূর্ব ভালোবাসা শেখায়। হারানো ছেলেটি পাপের মূল্য এবং অনুতাপের সম্ভাবনা উভয়ই শেখায়। বড় ভাই সতর্ক করে দেয় যে আমরা ভালো সন্তান হয়েও পিতার ভালোবাসার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারি।

(৩) কোন সাংস্কৃতিক বিশদগুলি উপমাটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

যিশুর উপমাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সংস্কৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেছে। এটাই উপমাগুলিকে স্মরণীয় করে তুলেছে: একজন পিতা একজন অবাধ্য পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাতে দৌড়ে যাচ্ছেন; একজন শমরীয় ব্যক্তি একজন নায়ক; একজন ক্ষমতাহীন বিধবা একজন শক্তিশালী বিচারককে পরাজিত করছে। উপমার সাংস্কৃতিক বিন্যাস যত ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারব, আমরা যিশুর বার্তাও তত ভালোভাবে বুঝতে পারব।

প্রয়োগ: শিক্ষকের সাতটি নীতি

ড. হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks)[26] ৬০ বছরেরও বেশি সময় ডালাস থিওলজিকাল সেমিনারিতে শিক্ষকতা করেছেন। তার শিক্ষকতা জীবনে তিনি ১০,০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছেন। তার বিখ্যাত প্রভাবশালী বইগুলির মধ্যে অন্যতম হল একটি ছোটো বই যেটিতে "শিক্ষকের সাতটি নীতি"-র উপর তার দর্শন সারসংক্ষিপ্ত করা আছে। এই নীতিগুলি যিশুর শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই নীতিগুলি প্রয়োগ করার মাধ্যমে আপনি একজন কার্যকারী শিক্ষক হয়ে উঠবেন।

শিক্ষকের নীতি

শিক্ষকের নীতি: যদি আপনি আজকে বৃদ্ধি পাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনি কালকে শিক্ষকতা বন্ধ করবেন।

ড. হেনড্রিকস প্রশ্ন করেছেন, "আপনি কি একটি মজে যাওয়া পুকুর থেকে জল পান করবেন নাকি প্রবাহিত স্রোত থেকে জল পান করবেন?" প্রবাহিত স্রোতের টাটকা জল অবশ্যই বদ্ধ এবং অপ্রীতিকর জলের চেয়ে উত্তম।

কিছু শিক্ষক বছরের পর বছর তাদের সাবজেক্টের উপর কোনো নতুন বই না পড়ে বা কোনো নতুন ধারণা অর্জন না করেই কাটিয়ে দেন। তাদের শিক্ষকতা বদ্ধ এবং মজে যাওয়া পুকুরের মতো হয়ে ওঠে। শিক্ষক হিসেবে আমাদেরকে সেইভাবেই শিখতে থাকতে হবে, ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের বাক্যে নতুন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য পাস্টারদের ক্রমাগত অধ্যয়ন করতে থাকা উচিত।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► কল্পনা করুন যে এক শিক্ষার্থী আপনাকে প্রশ্ন করেছে, "স্যার/ম্যাডাম, আপনি বাইবেল থেকে সম্প্রতি কী শিখেছেন?" আপনার উত্তর কোথা থেকে আসবে–এই সপ্তাহ, এই মাস, এই বছর, নাকি বহু আগে থেকে? আপনি কি আপনার ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞানে দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছেন?

শিক্ষার নীতি

শিক্ষার নীতি: লোকেরা যেভাবে শেখে তা নির্ধারণ করে যে আপনি কীভাবে শিক্ষা দেবেন।

---

[26] এই বিভাগের উপাদান Howard Hendricks, *Teaching to Change Lives* (Colorado Springs: Multnomah Books, ১৯৮৭) থেকে অভিযোজিত হয়েছে।

যিশু মেষপালকদের ভেড়ার কাহিনী বলে শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি "মনুষ্যধারী" হওয়ার ব্যাপারে কথা বলে মৎস্যজীবীদের শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি জল নিয়ে আলোচনা করে কুয়োর ধারের সেই নারীটিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিশু জানতেন যে একজন কার্যকারী শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের সাথে মানানসই হয়ে ওঠেন।

ড. হেনড্রিকস একজন ফুটবল কোচের কাজের সাথে শিক্ষকতার তুলনা করেছেন। কোচ নিজে খেলাটি খেলেন না; কোচ খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করেন এবং নির্দেশনা দেন। একইভাবে, একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে সব কাজ নিজেই করে দেন না। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে এমনভাবে শিখতে অনুপ্রাণিত করেন যা সেই শিক্ষার্থীটির জন্য কার্যকারী।

> "শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা হল আপনি কী করেন বা আপনি কতটা ভালোভাবে করেন তা নয়, বরং তা হল শিক্ষার্থী কী করছে এবং কতটা ভালোভাবে করছে।"
>
> - ড. হাওয়ার্ড হেনড্রিকস
> (Dr. Howard Hendricks)

বাইবেল ক্লাসে তূর্য নামে এক শিক্ষার্থী ছিল। শিক্ষক চাইতেন যে সকলে যেন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ঠিকভাবে নোট নেয়। তূর্য নোট নিতে চাইত না। পরিবর্তে, যখন শিক্ষক কিছু নিয়ে আলোচনা করতেন, সে তার খাতায় ছবি আঁকত। শিক্ষক ধরে নিয়েছিলেন যে তুর্য শুনত না। বহুবার তিনি বলেছেন, "তূর্য, ছবি এঁকো না। আমি যা বলছি তা লেখো।" শিক্ষক যা বলতেন, তূর্য তা করার চেষ্টা করত, কিন্তু সে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল।

তারপর, সেই শিক্ষক ড. হেনড্রিকস'র "শিক্ষার নীতি" স্মরণ করেন। তিনি বলেন, "তূর্য, চলো একটা ব্যাপার পরখ করে দেখা যাক। তুমি আঁকা চালিয়ে যেতে পারবে, যদি তুমি আমাকে দেখাতে পারো যে আমি ক্লাসে যা যা বলেছি তা তোমার মনে আছে।" এই পরীক্ষাটি সফল হয়েছিল। তূর্য শব্দকে ছবিতে পরিণত করার মাধ্যমে শিখেছিল। সেই শিক্ষক তার প্রত্যাশা পরিবর্তন করতে শিখেছিলেন, কারণ "লোকেরা যেভাবে শেখে তা নির্ধারণ করে যে আপনি কীভাবে শিক্ষা দেবেন।"

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনার কি এমন কোনো শিক্ষার্থী আছে যে আপনার ক্লাসের বাকিদের থেকে আলাদাভাবে শেখে? সেই শিক্ষার্থীটিকে আরো কার্যকরীভাবে শিখতে সাহায্য করার জন্য আপনি কী করতে পারেন?

কার্যকলাপের নীতি

কার্যকলাপের নীতি: সর্বাধিক অংশগ্রহণ সর্বাধিক শিক্ষা প্রদান করে।

যিশু জানতেন যে তিনি যা শিখিয়েছেন তা তাঁর শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে। তিনি তাদেরকে মিনিস্ট্রি ট্রিপে পাঠিয়েছিলেন; তিনি তাদেরকে দিয়ে জনতার মধ্যে রুটি এবং মাছ বিতরণ করিয়েছিলেন; তিনি তাদেরকে নির্জন প্রান্তরে প্রার্থনা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন; তারা যা শিখেছিল তা প্রয়োগ করার সুযোগ তিনি তাদেরকে দিয়েছিলেন। ফলাফল কী ছিল? এই প্রেরিতশিষ্যরা পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেওয়া ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন (প্রেরিত ১৭:৬)।

> "আমি শুনি... এবং আমি ভুলে যাই।
> আমি দেখি... এবং আমি মনে রাখি।
> আমি করি... এবং আমি বুঝতে পারি।"
>
> - চৈনিক প্রবাদ

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে

- আমরা যা শুনি, তার ১০%-এর কম মনে রাখি।

- আমরা যা দেখি এবং শুনি, তার ৫০%-এর কম মনে রাখি, কিন্তু
- আমরা যা দেখি, শুনি এবং করি, তার ৯০%-এর পর্যন্ত মনে রাখি।

সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► যখন আপনি আপনার পরবর্তী ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন কোনো এক্টিভিটি প্রস্তুত করুন যা আপনার শেখানো নীতিটি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করবে।

সংযোগ স্থাপনের নীতি

সংযোগ স্থাপনের নীতি : প্রকৃতভাবে শিক্ষাদানের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক এবং পাস্টার হিসেবে, আমাদের মূল কাজ হল সংযোগ স্থাপন করা। আমাদের কাজ তথ্য দেওয়ার চেয়ে আরো বেশি; আমাদের কাজ হল আমাদের শ্রোতাদেরকে সত্যটি জানানো। সংযোগ স্থাপনের জন্য সমান আগ্রহের স্থান প্রয়োজন। সংযোগ স্থাপনের জন্য আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে একটি সেতু গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শ্রোতাদের সাথে সেতু স্থাপনের জন্য যিশু একটি আদর্শ প্রদান করেছেন। যিশু এবং শমরীয় নারীর মধ্যে জাতিগত, ধর্মীয়, এবং সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বাধা ছিল। যিশু ছিলেন ইহুদি; সেই মহিলা ছিল শমরীয়। যিশু ছিলেন পুরুষ; সে ছিল নারী। যিশু ছিলেন একজন সম্মানীয় রব্বি [গুরু]; তার এক অসচ্চরিত্র অতীত ছিল। এই বাধাগুলি সত্ত্বেও যিশু কীভাবে সেতুটি স্থাপন করেছিলেন? তিনি একটি সমান চাহিদার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন; দুজনেই তৃষ্ণার্ত ছিলেন। একটি শারীরবৃত্তীয় চাহিদা একটি জীবন-পরিবর্তনকারী ঘটনার জন্য সেতু স্থাপন করেছিল (যোহন ৪:১-৪২)।

ড. হেনড্রিকস লিখেছেন যে সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনটি স্তর অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

১। **জ্ঞান** – আমি কিছু একটা জানি। এটি হল সংযোগ স্থাপনের সহজতম স্তর।
২। **আবেগ** – আমি কিছু একটা অনুভব করি। এটি হল সংযোগ স্থাপনের গভীরতম স্তর।
৩। **ক্রিয়া** – আমি কিছু একটা কাজ করি। সংযোগ স্থাপনের এই স্তরটি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে বদলে দেয়।

আফ্রিকায় একজন সেমিনারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার দর্শন একজন ধনী দাতার কাছে যা বলেছিলেন তা যোয়েল শুনেছিল । তিনি সেই দাতাকে অনেকটা পরিমাণ অর্থ দান করার জন্য বলেছিলেন যা যোয়েলের কল্পনার বাইরে! কিন্তু যোয়েলকে অবাক করে দিয়ে সেই দাতা উদারভাবে অর্থ দিয়েছিলেন। কেন? সেই সেমিনারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন:

১। **জ্ঞান** – তিনি আফ্রিকাতে সেমিনারি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা জানতেন।
২। **আবেগ** – তিনি আফ্রিকাতে চার্চ-লিডারদের প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যমী ছিলেন।
৩। **ক্রিয়া** – তিনি আফ্রিকাতে তার সারা জীবন কাটিয়েছেন এবং চার্চ-লিডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রচুর আত্মত্যাগ করেছেন। সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আফ্রিকাতে তার কাজের কথা তুলে ধরেছিলেন।

সক্রিয়ভাবে শেখানোর জন্য আমাদের অবশ্যই আমাদের সাবজেক্টটির প্রতি গভীর আসক্তি থাকা উচিত। এই কথোপকথনটি কল্পনা করুন যা বহু সানডে স্কুলের ক্লাসরুমে শোনা যায়:

শিক্ষক: "আজকে আমরা যোহন ৬ অধ্যায়ে ৫,০০০ লোককে খাওয়ানোর কাহিনীটি দেখব।"

শিক্ষার্থী: "আমার একটা প্রশ্ন আছে। বাইবেলে বলছে তাঁরা কেবল পুরুষদের গুণেছিলেন। এমন কেন?"

শিক্ষক: "আমি জানি না। এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেবল মূল লেসনটির দিকে মনোযোগ দাও।"

হঠাৎ করেই, বাইবেলের একটি আকর্ষণীয় কাহিনী নীরস হয়ে ওঠে। বাচ্চার জানতে চাইবে কীভাবে যিশু ২০,০০০ লোককে কয়েকটি রুটি এবং মাছ দিয়ে আহার করাতে পেরেছিলেন। কীভাবে আমরা এটিকে আকর্ষণহীন করে তুলতে পারি? এই শিক্ষক জ্ঞানের প্রকাশ করছেন না; ইহুদি লেখকরা কেন কেবল পুরুষদের গণনা করেছেন তা বোঝার জন্য তিনি পটভূমি অধ্যয়ন করেননি। শিক্ষক এই আকর্ষণীয় কাহিনীটির জন্য কোনো আবেগ বা উদ্যম অনুভব করেন না। এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষকের জীবন এমনভাবে পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা কম যা তাকে তার শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবর্তন করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► একটি লেসন প্রস্তুত করার সময়ে, আপনার জগৎ এবং আপনার শিক্ষার্থীদের জগতের মধ্যে দূরত্ব সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সেতু তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত সময় নিন। আপনার শিক্ষার্থীদের আগ্রহের সাথে লেসনটিকে সংযুক্ত করার একটি উপায় খুঁজুন।

হৃদয়ের নীতি

হৃদয়ের নীতি: ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য মস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্কের সম্পর্ক নয়; এটি হল হৃদয় থেকে হৃদয়ের বিষয়।

পর্বতের উপরে যিশু যখন তাঁর প্রচার শেষ করেছিলেন, লোকেরা তাঁর শিক্ষায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ তিনি শাস্ত্রবিদদের মতো নয়, কিন্তু একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মতোই শিক্ষা দিলেন (মথি ৭:২৮-২৯)। যিশুর শিক্ষা তাঁর হৃদয় থেকে এসেছিল এবং তাঁর শ্রোতাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

বারংবার, সুসমাচার পুস্তকগুলিতে যিশুর করুণার কথা তুলে ধরে। তাঁর করুণা লোকেদের হৃদয়কে স্পর্শ করত। তাঁর হৃদয় তাদের হৃদয়ে পৌঁছে যেত। হাওয়ার্ড হেনড্রিকস ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের কিছু উপাদান দেখিয়েছেন।

শিক্ষকের চরিত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে।

যদি শিক্ষার্থী শিক্ষকের চরিত্রকে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে সে যা শিখছে সেটির প্রতি তার আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। পাস্টার এবং শিক্ষক হিসেবে আমাদের কখনোই সেই বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত নয়। সবথেকে কঠিন কাজ হল সেই বিশ্বাসটি পুনরায় গঠন করা। বিচক্ষণ খ্রিষ্টীয় লিডাররা সেই সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকেন যা নৈতিক ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার চরিত্র যেন অবশ্যই আপনার শ্রোতাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।

শিক্ষকের সহানুভূতি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেরণা তৈরি করে।

যখন কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষকের সহানুভূতি বুঝতে পারে, সে শেখার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। শিষ্যরা যিশুকে অনুসরণ করেছিল কারণ তারা জানতেন যে তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন। যদি আপনি আপনার শিক্ষার্থীদেরকে না ভালোবাসেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে শেখার জন্য তাদের কোন প্রেরণা থাকবে না।

বাচ্চাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ড. হেনড্রিকস বলেছেন, "যদি দীপ্তি নতুন জুতো পরে আসে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই তার নতুন জুতোটা লক্ষ্য করতে হবে, নয়তো সে কখনোই আপনার নতুন লেসনটি শুনবে না!" আপনি শিক্ষার্থীর প্রতি আগ্রহ দেখানোর পরে (আপনার ভালবাসার কারণে), আপনি যে লেসনটি শেখাতে চলেছেন, তারা তা শিখতে প্রস্তুত।

শিক্ষকের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মধ্যে বোধগম্যতা নিয়ে আসে।

শুধুমাত্র শিক্ষার্থী শেখার জন্য অনুপ্রাণিত হওয়ার পর, আপনি বিষয়বস্তুটি শেখানোর জন্য প্রস্তুত। আপনি তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করার পরে, আপনি আপনার হৃদয় থেকে আপনার শিক্ষার্থীর হৃদয়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনি কি আপনার শিক্ষার্থীদের ভালোবাসেন? ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তারা কি **জানে** যে আপনি তাদের ভালোবাসেন? ঈশ্বর আপনাকে যে শিক্ষার্থীদের পাঠান, তাদের কাছে আপনি কীভাবে আপনার হৃদয় থেকে আরো ভালোভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন?

অনুপ্রেরণার নীতি

অনুপ্রেরণার নীতি: শিক্ষা তখনই সবচেয়ে বেশি কার্যকারী হয়, যখন শিক্ষার্থী সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

তারা যখন *প্রেরণা* শব্দটি শোনে, তখন অনেক শিক্ষক চকলেট, সার্টিফিকেট, গ্রেড বা অন্যান্য উপায়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার কথা চিন্তা করেন। এই পুরস্কারগুলি ভুল নয় এবং তরুণদের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু এই পুরস্কারগুলি প্রকৃত লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কহীন। যে শিক্ষার্থী পুরস্কারের জন্য কাজ করছে, তার পক্ষে সে যে সত্যটি শিখছে সেটির দ্বারা পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে শিক্ষকের আলোচনা করা উচিত।

ড. হেনড্রিকস কিছু অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য তালিকাভুক্ত করেছেন:

- **মালিকানা।** "এটি আমার মন্ডলী। এটিকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করার জন্য, আমি সকলকে আমন্ত্রণ জানাব।"
- **প্রয়োজন।** "প্রলোভনকে পরাস্ত করার জন্য আমার ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োজন, তাই আমি শাস্ত্র মুখস্ত করব।"
- **অনুমোদন।** "আমি আমার শিক্ষককে ভালোবাসি এবং আমি চাই আমার কাজ তাকে সন্তুষ্ট করুক, তাই আমি এই লেসনটি অধ্যয়ন করব।"

এই প্রেরণাগুলি চকলেট বা নম্বরের চেয়েও বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমরা এই অনুপ্রেরণামূলক বিষয়গুলি ব্যবহার করে, আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষালাভে উৎসাহিত করতে পারি।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► মনঃসংযোগে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু বিষয়ের তালিকা করুন যা আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। শেখার উপকারিতা দিয়ে আপনি কীভাবে তাদের উৎসাহিত করতে পারেন?

প্রস্তুতির নীতি

প্রস্তুতির নীতি: শিক্ষাদান তখনই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়, যখন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েই পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত থাকে।

আপনার মন্ডলীতে একটি সাধারণ সানডে স্কুলের ক্লাসে এরকম কথা শুনেছেন, তাই না?

> শিক্ষক: "আজকে আমরা ইফিষীয় ৫ পড়ব। তোমরা সবাই তোমাদের বাইবেল খোলো।"
>
> শিক্ষার্থীরা ভাবছে: "কেন আমাদের ইফিষীয় ৫ পড়তে হবে?"

সেই শিক্ষক একঘণ্টা ধরে ইফিষীয় ৫ অধ্যায় নিয়ে শিক্ষা দিলেন। তিনি একজন ভালো শিক্ষক। একঘণ্টা পরে, শিক্ষার্থীরা পৌলের বার্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হল। ক্লাস শেষ হয়ে গেল, শিক্ষার্থীরা বাড়ি চলে গেল। এক সপ্তাহ পরে, আমরা আবার শুনলাম:

> শিক্ষক: "আজকে আমরা ইফিষীয় ৬ পড়ব। তোমরা সবাই তোমাদের বাইবেল খোলো।"
>
> শিক্ষার্থীরা ভাবছে: "কেন আমাদের ইফিষীয় ৬ পড়তে হবে?"

কত ভালো হতো যদি শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসার আগে ইফিষীয় ৬ অধ্যায়টি ভালো করে পড়ে আসত! শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্নের একটি তালিকা নিয়ে ক্লাসে এলে কি পাঠটি আরো বেশি কার্যকারী হবে? অবশ্যই! কীভাবে আপনি এটি করতে পারেন? অধ্যাপক হেনড্রিকস এমন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার পরামর্শ দেন যা শিক্ষার্থীদের সেই পাঠটির জন্য প্রস্তুত করে। উদাহরণস্বরূপ:

- এমন অ্যাসাইনমেন্ট দিন যা শিক্ষার্থীরা পরের সপ্তাহে যে পাঠটি অধ্যয়ন করবে সেটি সম্পর্কে চিন্তা করতে তাদেরকে সাহায্য করবে। "পৌল কীভাবে ইফিসাস শহরে মন্ডলী শুরু করেছিলেন তা জানতে পরের রবিবারের মধ্যে প্রেরিত ১৯ অধ্যায়টি পড়ে ফেলবে।"
- এমন অ্যাসাইনমেন্ট দিন যা পাঠটির জন্য একটি পটভূমি প্রদান করে। "আগামী রবিবারের মধ্যে, ইফিসাসে আর্টেমিসের মন্দির সম্পর্কে জানতে বাইবেলের অভিধান পড়ো। এটি ইফিষীয় ৬:১০-২০ পদে পৌল কেন আত্মিক যুদ্ধের উপর জোর দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে।"
- এমন অ্যাসাইনমেন্ট দিন যা শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন করার ক্ষমতা বিকাশ করে। "এই সপ্তাহে প্রতিদিন একবার করে ইফিষীয় ৬ অধ্যায়টি পড়বে। পড়তে পড়তে, এই অধ্যায় সম্পর্কে যা যা প্রশ্ন তোমাদের মনে হবে, তা লিখবে। আগামী রবিবার, আমরা সকলের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।"

পাঠটি অনুশীলন করুন

► আপনার পরবর্তী ক্লাসে, শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য পরের লেসনের উপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট দিন। তারা যে পাঠটি অধ্যয়ন করবে তা আরো ভালভাবে বোঝার জন্য অ্যাসাইনমেন্টটি যে তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করছে তা নিশ্চিত করুন।

উপসংহার: শিক্ষকের চরিত্রের গুরুত্ব

যিশু জানতেন যে "সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করলে প্রত্যেক শিষ্যও তার গুরুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে" (লূক ৬:৪০)। তাঁর শিষ্যরা এই নীতিটির প্রকাশ দেখিয়েছেন। প্রকৃত প্রেমের আদর্শে প্রশিক্ষিত হয়ে, "বজ্রতনয়" যোহন হয়ে উঠেছিলেন "প্রেমের প্রেরিত"। বিশ্বাসের আদর্শে প্রশিক্ষিত হয়ে, "অবিশ্বাসী থোমা" হয়ে উঠেছিলেন সেই থোমা যিনি ভারতে প্রথম সুসমাচার নিয়ে এসেছিলেন। সম্পূর্ণরূপে প্রশিক্ষণের পর, শিষ্যরা তাদের শিক্ষকের মতোই হয়ে উঠেছিল।

একজন শিক্ষকের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল, **আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের যেমন গড়ে তুলে চান, আগে তা নিজে হয়ে উঠুন**। যিশু নিজেকে স্থিতিশীলতার এক আদর্শ হিসেবে প্রকাশ না করে পরিবর্তনশীল পিতরকে "পাথর"-এ পরিণত করতে পারতেন না। আমাদেরকে অবশ্যই আগে সেটি হয়ে উঠতে হবে যা আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলতে চাই।

পৌল এই নীতিটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি করিন্থীয়দের বলেছিলেন, "তোমরা আমার আদর্শ অনুকরণ করো, যেমন আমিও খ্রীষ্টের আদর্শ অনুকরণ করি" (১ করিন্থীয় ১১:১)। কী জোরালো একটি বক্তব্য! পৌল জোর দিয়ে বলেছেন, "যদি তোমরা সঠিক জীবন যাপন করতে চাও, আমাকে অনুকরণ করো।" যেহেতু পৌল খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতেন, তাই পৌলকে অনুসরণ করা করিন্থীয়দের জন্য নিরাপদ ছিল।

আমার শিক্ষার্থীরা যদি আমার মতো হয়ে ওঠে, তাহলে আমি অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করব, "আমি কি এমন কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করি যা আমার শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করলে আমি লজ্জিত হব?" যদি আমি শিক্ষার্থীদের সাথে রাগ এবং অধৈর্যতার আচরণ করি, তাহলে আমার শিক্ষার্থীরা "সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষিত হওয়ার পর", অন্যদের প্রতি রাগ এবং অধৈর্যতা প্রকাশ করলে আমি অবশ্যই অবাক হব না।

চরিত্র হল শিক্ষকের জন্য কেন্দ্রীয় বিষয়। আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন চরিত্রের গুণাবলী বিকাশ করতে পারবেন না যা আপনি নিজের জীবনে প্রকাশ করেন না। একজন শিক্ষকের অন্যদের কাছে তার অসাধারণ শিক্ষা প্রদর্শন করা চেয়ে ধার্মিক চরিত্র প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে যেমন গড়ে তুলতে চাই, আমাদেরকে অবশ্যই আগে তেমন হতে হবে।

পাঠটি অনুশীলন করুন

► যিশুর মতো শিক্ষাদানের এই পাঠটি শেষ করার সময়ে, যদি আপনার এমন কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা আপনি চান না যে আপনার শিক্ষার্থীরা অনুকরণ করুন, তাহলে তা ঈশ্বরকে জানান। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ চান, যাতে আপনার শিক্ষার্থীরা যখন পুরোপুরি প্রশিক্ষিত হয়ে যাবে তখন আপনি তাদের জীবনে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত হতে দেখতে পান।

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠের অ্যাসাইনমেন্টগুলি পাঠটি চলাকালীনই সম্পন্ন হয়ে গেছে। যদি আপনি পুরো পাঠটি জুড়ে তালিকাভুক্ত কার্যক্রমগুলি সম্পন্ন করে থাকেন, তাহলে ৪ নং পাঠের জন্য আর অতিরিক্ত কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই।

পাঠ ৫
যিশুর মতো প্রচার করা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যে গুণগুলি যিশুকে একজন সার্থক প্রচারক করে তুলেছিল তা বুঝতে পারবে।
(২) কার্যকারী প্রচারে পবিত্র আত্মার ভূমিকা বুঝতে পারবে।
(৩) একজন পালক-প্রচারক হিসেবে বিশ্বস্ততার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।
(৪) একটি সারমন তৈরি করবে যা প্রচারের জন্য যিশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

কার্যকারী প্রচার কেবল মানুষের একার প্রচেষ্টার ফলাফল নয়; কার্যকারী প্রচার পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হয়।

ভূমিকা

যিশু যে জনতার কাছে প্রচার করেছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়া দেখুন।

- "যীশু যখন এসব বিষয় বলা শেষ করলেন তখন লোকেরা...আশ্চর্য হয়ে গেল" (মথি ৭:২৮-২৯)।
- "লোকসকল তার উপদেশে চমৎকৃত হয়েছিল" (মার্ক ১১:১৮)।
- "বিস্তর লোক আনন্দের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছিল" (মার্ক ১২:৩৭)।

যিশুর প্রচার ছিল শক্তিশালী। তাঁর প্রচার শুনতে হাজার হাজার লোক জড়ো হত। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রচারশৈলী আজ আমাদের জন্য একটি আদর্শ হওয়া উচিত। মনে রাখবেন যে পৃথিবীতে, যিশু তাঁর মানবতায় পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। মনে করবেন না, "অবশ্যই যিশু একজন শক্তিশালী প্রচারক; কারণ তিনি ঈশ্বর ছিলেন।" পরিবর্তে, চিন্তা করুন, "যিশু—মানুষ হিসেবে—এমনভাবে প্রচার করেছিলেন যা শক্তি এবং কর্তৃত্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছিল। তাঁর প্রচার শ্রোতাদের সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। আমি যিশুর কাছ থেকে কী শিখতে পারি যা আমাকে সুসমাচারের আরও কার্যকারী প্রচারক করে তুলবে?"

► কল্পনা করুন যে আপনি ৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাস করছেন এবং যিশুকে প্রচার করতে শুনছেন। আপনি কি দেখতে এবং শুনতে আশা করবেন?

যিশু কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করতেন

► ২ করিন্থীয় ৪:১-৬ পড়ুন।

যখন যিশু কফরনাহুমে প্রচার করেছিলেন, লোকেরা তাঁর শিক্ষায়, তাঁর কথা বলার ক্ষমতায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল (লূক ৪:৩২)। পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষার পর, "লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ তিনি শাস্ত্রবিদদের মতো নয়,

কিন্তু একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মতোই শিক্ষা দিলেন" (মথি ৭:২৮-২৯)। শাস্ত্রবিদরা তাদের তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য অন্যান্য রব্বিদের [গুরুদের] উক্তি উল্লেখ করতেন, কিন্তু যিশু কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করতেন।

পাস্টার হিসেবে, আমাদেরকে অবশ্যই কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করতে হবে। আমাদের কর্তৃত্ব যিশুর কর্তৃত্ব থেকে আলাদা। তাঁর কর্তৃত্ব ছিল তাঁর নিজের মধ্যে সহজাত ছিল; কিন্তু আমাদেরকে যিশুখ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে; আমাদের কর্তৃত্ব আমরা যে বার্তা প্রচার করি তা থেকে উদ্ভূত।

যিশুখ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা কর্তৃত্বের সহকারে প্রচার করি

যিশু বলেছিলেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে"। পরের পদে, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে এক বিশেষ কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন, "অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো.... আর আমি নিশ্চিতরূপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৮-২০)। আমাদের কর্তৃত্ব আছে, কারণ আমরা যিশুর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি।

১৭৮৩ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এবং রাজা তৃতীয় জর্জ-এর প্রতিনিধিরা প্যারিস শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ সেই শান্তি চুক্তি সই করতে প্যারিসে যাননি। জর্জ ওয়াশিংটন-ও নিজে সেই চুক্তি স্বাক্ষর করেননি। প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিদের তাদের শাসকের নামের সেই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতা ছিল।

একইভাবে, যিশুখ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রচার করি। পৌল লিখেছেন, "কারণ আমরা নিজেদের বিষয়ে প্রচার করি না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে প্রভুরূপে করি এবং যীশুর কারণে নিজেদের পরিচয় দিই তোমাদের দাসরূপে" (২ করিন্থীয় ৪:৫)। পৌলের ক্ষমতাটি তার নিজস্ব ক্ষমতা ছিল না। তিনি একজন দাস ছিলেন, কিন্তু যিশুখ্রিষ্টকে প্রভু মেনে তিনি তার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আমাদেরকে প্রদত্ত বার্তার কারণে আমরা কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করি

আমরা যে শাস্ত্র প্রচার করি, তা-ই আমাদের কর্তৃত্বের ভিত্তি। পৌল লিখেছেন, "আমরা ধূর্ততার আশ্রয় নিই না, কিংবা ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃতও করি না। এর বিপরীতে, সহজসরলভাবে সত্যকে প্রকাশ করে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের যোগ্য করে তুলি" (২ করিন্থীয় ৪:২)। পৌল কোনো অসৎকাজ বা এমন কোনো কাজ করতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা ঈশ্বরের বাক্যের উপর তার বার্তাকে দুর্বল করে দিতে পারে।

কিছু প্রচারক এমন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন যেগুলি তাদেরকে বাইবেলকে বিশ্বাস না করতে শিখিয়েছে। তারা আর কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করেন না। পরিবর্তে, তারা সন্দেহে পরিপূর্ণ। কেন? তারা বাইবেলের কর্তৃত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন; তারা কেবল মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন। ঈশ্বরের দাস হিসেবে, আমাদের কর্তৃত্ব অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তিশীল হতে হবে।

যদি আপনি ঈশ্বরের বাক্যের বার্তাটি না বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনার ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার কোনো কারণ নেই। আমরা কেবল তখনই কর্তৃত্বের সাথে প্রচার করতে পারি, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের বার্তাটি বিশ্বাস করি।

আমাদের কর্তৃত্ব যিশুর থেকে এবং আমরা যে বার্তা প্রচার করি সেখান থেকে এসেছে – এই বোধগম্যটি আমাদেরকে পাস্টারদের জন্য দু'টি বিপদ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে।

(১) প্রথম বিপদটি হল একটি ঔদ্ধত্য যেটি বলে, "আমি পাস্টার, আমি বস! কেউ আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না।"

এই ঔদ্ধত্য মানুষকে সুসমাচার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। পৌল বলেছেন, "আমরা নিজেদের বিষয়ে প্রচার করি না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে প্রভুরূপে করি" (২ করিন্থীয় ৪:৫)। আমাদের কর্তৃত্ব যিশুর কাছ থেকে এবং ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসে।

আমরা কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করার নম্রতা আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে। একজন পাস্টার একবার বলেছিলেন, "আমি কোনো ভুল করলে তা আমি কখনো মন্ডলীকে জানাই না। যদি জানাই, তাহলে তারা আমার কর্তৃত্বের উপর থেকে ভরসা হারিয়ে ফেলবে।" এই পাস্টার ভুলে গেছিলেন যে আমাদের কর্তৃত্ব আমাদের নিজেদের অভ্রান্ততার উপর ভিত্তিশীল নয়; আমাদের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তিশীল। আমাদের মন্ডলীকে ঈশ্বরের অন্তিম কর্তৃত্বের দিকেই এগিয়ে দেওয়া উচিত। আমার কথা গুরুত্বপূর্ণ নয়; ঈশ্বরের বাক্যই কেবল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(২) দ্বিতীয় বিপদটি হল একটি মিথ্যা নম্রতা যেটি বলে, "আমি কেবলই একজন পাস্টার। আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। পেশাদার কাউন্সেলররাই মনোবিজ্ঞান বেশি জানেন; পৃথিবীর উৎস নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক বেশি জানেন; মানুষের যৌন চাহিদা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদরাই ভালো জানেন। আমি আবেগজনিত চাহিদা, সৃষ্টি, বা নৈতিকতা নিয়ে কথা বলতে পারি না কারণ আমি এইসব ব্যাপারে কোনো দক্ষ ব্যক্তি নই।"

পৌল বলেছেন, "আমরা দাস, কিন্তু যিশুখ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা কর্তৃত্বের অধিকারী।" দাস হিসেবে, আমাদেরকে অবশ্যই নম্রতায় জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু যিশুখ্রিষ্টের প্রতিনিধি হিসেবে, আমাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রচার করতে হবে। যখন আমরা যথার্থভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করি, তখন আমরা মহাবিশ্বের রাজার কর্তৃত্বে সেই পরিচর্যা কাজ করি।

যিশুর প্রচারগুলি অভাবী-দুঃস্থ ব্যক্তিদের কাছে সুসমাচার নিয়ে এসেছিল

যিশু তাঁর শ্রোতাদের তাদের প্রয়োজনের কথা বলতেন। যিশু যখন স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করে গালীলের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি জনতার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন, কারণ তারা "বিপর্যস্ত ও দিশেহারা" ছিল (মথি ৯:৩৫-৩৬)। ইহুদিরা রোমের দাসত্বে ছিল; দরিদ্রদের উন্নতির কোনো আশাই ছিল না; কুষ্ঠরোগীরা ছিল বহিষ্কৃত; কর-আদায়কারীরা ছিল সমাজচ্যুত। এদের প্রত্যেকের কাছে, যিশু আশার কথা বলেছিলেন।

যখন আপনি মানুষের প্রয়োজন নিয়ে কথা বলেন, তখন আপনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। যদি আমি আজকে কোনো মরুভূমিতে বাস করি এবং আপনি বলেন, "আজকে আমি জীবনজল নিয়ে প্রচার করব", আমি মন দিয়ে শুনব! যদি আমি বয়স্ক এবং দুর্বল হই এবং আপনি বলেন, "আমি আজকে সেই ঈশ্বরের ব্যাপারে প্রচার করব যিনি ঈগল পাখির মতো যৌবন দেন," আমি শুনবই!

যিশু সবসময়ে মনে রেখেছেন যে *সুসমাচার* মানে হল "শুভ সংবাদ"। যাদের আশার প্রয়োজন ছিল, তাদের কাছে এই শুভ সংবাদ দিতেই তিনি এসেছিলেন। কার্যকারী প্রচার অবশ্যই আমাদের শ্রোতাদের জীবনে আশা নিয়ে আসে। যিশুর মতো, আমরাও অবশ্যই প্রশ্ন করব, "কাদের কাছে আমি প্রচার করছি? তাদের প্রয়োজনগুলি কী কী?"

কল্পনা করুন যে আপনার একটি গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মারাত্মক রক্তপাত হচ্ছে। হাসপাতালে ডাক্তার আপনাকে গাড়ি দুর্ঘটনার নানারকম পরিসংখ্যান বিভিন্ন রঙের চার্ট বানিয়ে দেখালেন। তিনি আপনাকে স্টেথোস্কোপের ঐতিহাসিক বিকাশের কাহিনী শোনালেন। অবশেষে, তিনি আপনাকে অসতর্কভাবে ড্রাইভিংয়ের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করলেন।

ডাক্তার যা যা বললেন সেই সবই ঠিক, কিন্তু এটি আপনার চাহিদা পূরণ করে না। আপনার এমন কাউকে প্রয়োজন যে আপনার ক্ষততে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবে এবং আপনাকে ব্যাথার ওষুধ দেবে। প্রচার অবশ্যই বাস্তবিক সত্যগুলির চেয়ে বেশি কিছু হতে হবে; প্রচারে অবশ্যই আমাদের শ্রোতাদের প্রয়োজনগুলির ব্যাপারে কথা বলতে হবে।

আমাদের এই পতিত জগতের খারাপ খবরগুলি দেখা খুবই সহজ। কিন্তু সুসমাচার আরো বেশি কিছু করে; এটি একটি রসাতলে যাওয়া পৃথিবীতে আশা নিয়ে আসে। যিশু সবসময়ে তাঁর শ্রোতাদের জন্য আশা নিয়ে এসেছিলেন। যিশু কখনো সত্যকে আপোশ করেননি, এবং আমাদেরও কখনোই সত্যের সঙ্গে আপোশ করা উচিত নয়। কিন্তু যিশু জানতেন যে সত্যকে যথার্থভাবে প্রচার করলে তা আশা নিয়ে আসে। একজন বয়স্ক প্রচারক বলেছিলেন, "তোমাকে সেখানেই আঁচড় দিতে হবে যেখানে লোকেদের চুলকায়।" আপনি যাদের কাছে পৌঁছাতে চাইছেন, তাদের প্রয়োজনগুলি নিয়ে আপনাকে অবশ্যই কথা বলতে হবে।

যিশুর প্রচারগুলি ছিল দোষী সাব্যস্তকারী

যিশু তাঁর শ্রোতাদের প্রয়োজন নিয়ে কথা বলা দিয়ে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তাদের ক্ষততে সাধারণভাবে সাময়িক পট্টি লাগিয়ে দেওয়ার চেয়েও বেশি গভীর ছিল। যিশুর প্রচার তাদের বিবেককে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং তাদের জীবন পরিবর্তন করেছিল।

যিশু তাঁর শ্রোতাদেরকে তাদের পাপের বিচারের বার্তা নিয়ে মুখোমুখি করে তুলতে ভয় পাননি। ব্যাভিচারিতার দোষে ধরা পড়া নারীটিকে যিশু বলেছিলেন, "তাহলে আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না", কিন্তু তিনি এটাও বলেছিলেন, "এখন যাও, আর কখনও পাপ কোরো না" (যোহন ৮:১১)।

যোহন যিশুর পরিচর্যা কাজে বেথেসদা সরোবরের কাছে এক পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তির কাহিনী বলেছেন। সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করার পরে যিশু বলেছিলেন, "দেখো, তুমি এবার সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর পাপ কোরো না, না হলে তোমার জীবনে এর থেকেও বেশি অমঙ্গল ঘটতে পারে" (যোহন ৫:১৪)। পাপের মুখোমুখি হতে যিশু ভীত ছিলেন না।

যখন যিশু প্রচার করতেন, তাঁর শ্রোতারা দোষী সাব্যস্ত হত। যিশু একটি ধার্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতেন, যা নিয়ে সমসাময়িক বহু প্রচারক প্রচার করেন না। যিশু কোথাও বলেননি, "আমার পিতা তোমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন না যে তোমরা তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন করবে।" পরিবর্তে, যিশু বলেছিলেন, "তোমাদের ধার্মিকতা যদি ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের থেকে অধিক না হয়, তোমরা নিশ্চিতরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ৫:২০)। যারা যিশুর প্রচার শুনত, তা প্রত্যেককেই দণ্ডবোধের অবস্থানে নিয়ে আসত।

যিশুর প্রচার জীবন পরিবর্তন করত

> "কেবল নিছকভাবে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য বাইবেল দেওয়া হয়নি, বরং এটি আমাদের জীবন পরিবর্তন করার জন্য দেওয়া হয়েছে।"
>
> - ডি. এল. মুডি (D.L. Moody)-
> র লেখা থেকে গৃহিত

আমেরিকান গৃহযুদ্ধ চলাকালীন প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) একটি মন্ডলীতে গিয়েছিলেন যেখানে পাস্টার ছিলেন ড. ফিনিয়াস গুরলে (Phineas Gurley)। একটি সভা শেষ হওয়ার পর এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, "সারমন কেমন লাগল?" লিঙ্কন বলেছিলেন, "দুর্দান্ত উপস্থাপনা ছিল এবং এটি আমাকে সুন্দর কিছু ভাবনা দিয়েছে।"

বন্ধুটি বলেন, "তার মানে এটা তোমার পছন্দ হয়েছে?" লিঙ্কন ইতস্তত করেন এবং তারপর বলেন, "না। আমার মনে হয় রেভারেন্ড গুরলে আজকে ব্যর্থ হয়েছেন।" সেই বন্ধু হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "তুমি এরকম বলছ কেন?" লিঙ্কন উত্তর দিয়েছিলেন, "তিনি আমাদেরকে মহান কিছু করতে বলেননি।" প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন বিশ্বাস করতেন যে একটি সারমনের প্রতি সাড়া দেবার জন্য একটি আহ্বান থাকা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি সারমন জীবন পরিবর্তন করা উচিত।

► মথি ১৮ অধ্যায় পড়ুন।

যিশু জীবন পরিবর্তন করার জন্য প্রচার করতেন। তাঁর প্রচার খুবই বাস্তবিক ছিল। মথি ১৮ "স্বর্গরাজ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক"-এর উপর যিশুর প্রচার তুলে ধরেছে। যিশু নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন:

- নম্রতার গুরুত্ব (১৮:২-৬)
- প্রলোভনের প্রতি প্রতিক্রিয়া (১৮:৭-৯)
- হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া (১৮:১০-১৪)
- আপনার বিরুদ্ধে যে পাপ করেছে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া (১৮:১৫-২০)
- ক্ষমাশীল মানসিকতার প্রয়োজনীয়তা (১৮:২১-৩৫)

এগুলি হল দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা। যিশু তাঁর শ্রোতাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলতেন। জীবন পরিবর্তন করার জন্য যিশু প্রচার করতেন।

এক জন্মান্ধ ব্যক্তিকে যিশু সুস্থ করেছিলেন, তারপর তিনি তাকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন যা সেই ব্যক্তিটির জীবন অনন্তকালের জন্য বদলে দিয়েছিল।

> যীশু শুনতে পেলেন তারা লোকটিকে বের করে দিয়েছে। তিনি তাকে যখন দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, "তুমি কি মনুষ্যপুত্রে বিশ্বাস করো?"সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু তিনি কে? আমাকে বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি।"যীশু বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।""প্রভু, আমি বিশ্বাস করি," একথা বলে সে তাঁকে প্রণাম করল। (যোহন ৯:৩৫-৩৮)

যারা ক্ষুধার্ত ছিল, সেই লোকেদের যিশু আগে রুটি জোগান দিয়েছিলেন, তারপর তাদের কাছে সত্যের ব্যাপারে প্রচার করেছিলেন যা অনন্তকালের জন্য তাদের জীবন বদলে দিয়েছিল। "আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে আমার কাছে আসে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে আমাকে বিশ্বাস করে, সে কোনোদিনই পিপাসিত হবে না" (যোহন ৬:৩৫)।

জীবন পরিবর্তনকারী বিষয় নিয়ে প্রচার করা একসাথে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য এবং লোকেদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসে। কার্যকারী প্রচার মানুষের প্রয়োজনের সামনে ঈশ্বরের সত্যের কথা বলে।

যখন যিশু প্রচার করতেন তিনি মন, আবেগ, এবং ইচ্ছার উপর জোর দিতেন। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত।

মনের সঙ্গে যিশু কথা বলেছিলেন

যখন আপনি মথি ১৮ অধ্যায়ে যিশুর সারমন পড়ছেন, আপনি সম্পর্কের উপর সবচেয়ে জ্ঞানময় একটি শিক্ষা পড়ছেন যা আগে কখনো দেওয়া হয়নি। এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন যেখানে লোকেরা পরস্পরের সাথে নম্রতার আচরণ করে। এমন একটি সমাজের কথা কল্পনা করুন যেখানে ক্ষমা করা একটি সাধারণ আচরণ। যিশু তাঁর শ্রোতাদের মনে জ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন।

আবেগের সঙ্গে যিশু কথা বলেছিলেন

৩৪ বার সুসমাচার পুস্তকগুলি যিশুর শ্রোতাদের বিস্মিত হওয়ার, অবাক হওয়ার এবং চমৎকৃত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। ইম্মায়ুসের পথে সেই শিষ্যরা বলেছিলেন, "আমাদের সঙ্গে পথ চলতে চলতে তিনি যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছিলেন,তখন কি আমাদের অন্তরে এক আবেগের উত্তাপ অনুভব হচ্ছিল না?" (লূক ২৪:৩২)। যারা যিশুর কথা শুনেছিল তারা তাঁর অনুগ্রহপূর্ণ বাক্যে আনন্দ অনুভব করেছিল, তাদের পাপের জন্য দুঃখিত হয়েছিল, এবং সবকিছুর উপর, ভবিষ্যতের জন্য আশাযুক্ত হয়েছিল।

ইচ্ছার সঙ্গে যিশু কথা বলেছিলেন

যিশু নিছক শ্রোতা পেয়েই সন্তুষ্ট হননি; তিনি তাদেরকে অনুসরণকারী হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন দিয়ে যিশু সন্তুষ্ট হননি; তিনি হৃদয় এবং জীবন পরিবর্তন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একটি পাপময় অতীতসম্পন্ন শমরীয় নারী হোক বা সতর্কভাবে বিধান মান্য করে চলা সেই ধনী যুবকটিই হোক না কেন, যিশু তাঁর সমস্ত শ্রোতাকে আহ্বান করেছিলেন যেন তারা তাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। যখন আমরা যিশুর মতো প্রচার করি, তখন আমরা আমাদের শ্রোতাদেরকে জীবনের একটি নতুন বিন্যাসে আহ্বান করব।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: আপনি কি সুসমাচার প্রচার করছেন?

একজন প্রচারক রোমীয় ১ অধ্যায় থেকে সমকামিতার পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। তিনি সত্য প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কিছু একটা বাদ ছিল... সেই সভাতে ওই সময়ে এক তরুণ বসেছিল যে সমলিঙ্গের আকর্ষণ নিয়ে লড়াই করেছিল। এই তরুণটি জানে যে সমকামিতা পাপ এবং সে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা শুরু করেছিল। সে তার পাপের এই সত্যটি জানে; তার সেই সুসংবাদটি শোনা প্রয়োজন যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর প্রলোভনের উপর বিজয় দিতে পারেন।

একজন প্রচারক বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে যিশুর সতর্কবার্তার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেই সমস্ত আইনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন যেগুলি সহজেই বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দেয়। কিন্তু কিছু একটা বাদ ছিল... সেই সপ্তাহে এক তরুণ দম্পতি তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য এক উকিলের সাথে দেখা করেছিল. কারণ তারা সেই মতবিরোধের সমাধান করতে পারেনি যা তাদের বিবাহকে বিচ্ছেদের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তারা জানে যে বিবাহবিচ্ছেদ পাপ; তাদের সেই সুসংবাদটি শোনা প্রয়োজন যেখানে বলা হয়েছে যে যিশু বিষণ্ণ বৈবাহিক সম্পর্ককে নিরাময় করে তুলতে পারেন।

একজন পাস্টার চিৎকার করে বলেছিলেন যে "গর্ভপাত হল এক নির্দোষ শিশুকে খুন করা।" তিনি সত্য প্রচার করেছিলেন। কিন্তু কিছু একটা বাদ ছিল... সেই সভাতে এক মধ্যবয়সী মহিলা ছিলেন, তিনি একজন অপরিপক্ক কিশোরী হিসেবে একটি গর্ভপাতের ক্লিনিকে যাওয়ার দিনের কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন। ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করবেন কিনা সেই নিয়ে তিনি কুড়ি বছর পরেও সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। তিনি জানেন যে গর্ভপাত পাপ; তার সেই সুসংবাদটি শোনা প্রয়োজন যেখানে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তার অতীতের জন্য ক্ষমা প্রদান করেছেন।

যিশু যেমন কখনো সত্যকে আপস করেননি, তেমন তিনি কখনোই আশার কথা বলতেও ভুলে যাননি। তিনি জানতেন যে সুসমাচার জীবন পরিবর্তন করে। সমকামিতার আকর্ষণ নিয়ে সংঘর্ষে থাকা তরুণটিকে যিশু বলতেন, "প্রলোভনের উপর তোমাকে বিজয় দেওয়ার জন্য আমার অনুগ্রহই যথেষ্ট।" বৈবাহিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সম্মুখীন হওয়া দম্পতিটিকে যিশু বলতেন, "আমি কঠোর সঙ্গীর হৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ দিতে পারি।" গর্ভস্থিত শিশুটির বিরুদ্ধে পাপ করা মহিলাটিকে যিশু বলতেন, "আমি গর্ভপাতের পাপটিও ক্ষমা করব ঠিক যেভাবে আমি অন্যান্য পাপও ক্ষমা করেছি। যাও, আর কখনো পাপ কোরো না।"

সুসমাচারে পাপের প্রতি বিচারের বার্তা অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে অবশ্যই কর্তৃত্বের সাথে বিচার সম্পর্কে প্রচার করতে হবে। কিন্তু যিশুর মতো প্রচার করতে গেলে, আমাদের কখনোই জীবন পরিবর্তনের জন্য অনুগ্রহের শক্তি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমাদেরকে অবশ্যই এই ভগ্ন পৃথিবীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসংবাদ নিয়ে আসতে হবে।

সুসমাচার সর্বদাই সুসংবাদের দু'টি অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথম, সুসমাচার আমাদেরকে বলে যে ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন। এটি একটি আশাহীন পৃথিবীতে আশা নিয়ে আসে।

তারপর, সুসমাচার আমাদেরকে জানায় যে পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা কী হয়ে উঠতে পারি। সুসমাচার কখনোই আমাদেরকে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ছেড়ে আসে না; এটি আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে আরো নিবিড়তম পথচলার জন্য আহ্বান জানায়।

যিশুর সারমনগুলি ছিল সহজ এবং অবিস্মরণীয়

যিশু কখনোই লোকেদের নিরস সত্যে ক্লান্ত করে দেননি। তিনি জানতেন কীভাবে সহজ এবং সরাসরি পদ্ধতিতে প্রচার করতে হয়। তিনি গভীর সত্য উপস্থাপন করতেন, কিন্তু সেই সাথে তিনি দর্শকাসনে থাকা সবচেয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিটিরও আগ্রহ ধরে রাখতেন।

একজন কার্যকারী প্রচারকের লক্ষ্য তার জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করা নয়। ঈশ্বরের বাক্যকে সহজভাবে এবং শক্তিশালীভাবে উপস্থাপন করা এবং পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্য দিয়ে শ্রোতাদের দোষীসাব্যস্ত করার অনুমতি দেওয়াই একজন প্রচারকের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যিশু কীভাবে তাঁর প্রচারগুলি সহজ এবং আকর্ষণীয় করে তুলতেন?

যিশু নানারকম গল্প বলতেন

যারা যিশুর প্রচার শুনত, তারা প্রায়শই এই কথাগুলি শুনত, "আমি তোমাদের একটা গল্প বলি।" তাঁর গল্পগুলি তাঁর দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখত এবং তাঁর বার্তার প্রতি লোকেদের কান খুলে দিত।

তিন-পয়েন্টের আউটলাইন মনে রাখার চেয়ে আমরা একটি গল্পকে বেশি সময় ধরে মনে রাখতে পারি। ভালো গল্প একটি প্রচারকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যা আমাদেরকে সেই প্রচারের মূল বিষয়বস্তুটি মনে রাখতে সাহায্য করে। একটি দুর্দান্ত গল্প মূলত প্রচারক যে বার্তাটি দিতে চাইছেন সেটিকে সারসংক্ষেপে প্রকাশ করে।

► আপনি শেষ যে গল্পটি কোনো সারমনে শুনেছেন তা নিয়ে আলোচনা করুন। এটি কি প্রচারকের বার্তাটিকে কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করেছিল? আপনার কি গল্পটির উদ্দেশ্যটি মনে আছে? সারমনটি কি সেই গল্পটি ছাড়া একইরকম ফলদায়ক এবং স্মরণীয় হত?

যিশু সহজ ভাষা ব্যবহার করতেন

একজন শিক্ষক যত ভালোভাবে একটি কনসেপ্ট বা ধারণাকে বুঝতে পারেন, তিনি তত সহজভাবেই সেটিকে একজন শিক্ষার্থীর কাছে বিশ্লেষণ করতে পারেন। যে শিক্ষক কোনো ধারণা বোঝানোর জন্য কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি সাধারণত তার বোঝার অভাবটিকে ঢাকার চেষ্টা করেন। আপনি কোনোকিছু যত ভালোভাবে বুঝবেন, আপনি তত সহজেই সেটি বোঝাতে বা উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

যিশু জানতেন কীভাবে সত্যকে তাঁর দর্শকদের বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। তিনি কৃষকদের কাছে বীজ বপনের ব্যাপারে প্রচার করেছিলেন। তিনি মেষপালকদের কাছে ভেড়াদের ব্যাপারে প্রচার করেছিলেন। তিনি জেলেদের কাছে মাছের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। অনেকেই যিশুর বার্তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু কেউই তাঁর প্রচার শুনে একঘেয়েমি বোধ করেনি।

যিশুর বার্তা মৎস্যজীবী, কৃষক, গৃহবধূদের মতো মানুষদের কাছে বোধগম্য হয়েছিল। কিন্তু, সেইসাথে তা শাস্ত্রবিদ, ধর্মীয় নেতা, এবং রাজনৈতিক আধিকারিকদের সমস্যাগুলিকেও তুলে ধরেছিল। তাঁর প্রচার সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যাপারে কথা বলেছিল। সহজ মানে অগভীর নয়। আমাদের প্রচারও অবশ্যই সুস্পষ্টতা এবং সহজতা সহযোগে সুসমাচারের মহান সত্যগুলোকে প্রকাশ করা উচিত।

যিশু পুনরাবৃত্ত করতেন

এক তরুণ পাস্টার তার মন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তাদের এটি ইতিমধ্যেই জানা উচিত; আমি দু'বছর আগেই এটা নিয়ে প্রচার করেছিলাম।" তাঁর বন্ধু তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে যিশু একই বার্তা বারবার প্রচার করতেন যতক্ষণ না সেটি তাঁর শিষ্যদের বোধগম্য হত।

সেই বন্ধু এই পাস্টারকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমার কি মনে হয় যে তোমার প্রচার যিশুর চেয়েও বেশি ভালো?"

"অবশ্যই না!"

"তোমার কি মনে হয় যে তোমার মন্ডলীর সদস্যরা শিষ্যদের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান?"

"না!"

"তাহলে তোমাকে সেই সত্যগুলি পুনরাবৃত্ত করে যেতেই হবে, যেমন যিশু করতেন।"

যিশু একই সত্য বারবার প্রচার করতেন। বারংবার, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান নিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বহুবার স্বর্গরাজ্যের বার্তা প্রচার করেছিলেন। যিশু জানতেন যে এই সত্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তাই তিনি তাঁর শ্রোতাদের কাছে বার্তাটি পৌঁছানোর জন্য যতবার প্রয়োজন ততবার প্রচার করেছিলেন।

যিশুর সারমনগুলি অকৃত্রিম ছিল

যিশুর প্রচার ছিল খাঁটি এবং অকৃত্রিম। তাঁর জীবন তাঁর বার্তার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। যিশু যে কেবল ধার্মিক জীবনযাপনের কথা প্রচার করতেন তা নয়; তিনি একটি ধার্মিক জীবন যাপনও করতেন। কেউই যিশুর বার্তা এবং তাঁর জীবনের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখাতে পারেনি। যিশু যা প্রচার করতেন তেমনই জীবন যাপন করেছিলেন।

মনে করুন যে আপনি গাড়ি চালানো শিখতে চাইছেন। আপনি দু'জন শিক্ষকের খোঁজ পেয়েছেন যারা গাড়ি চালানো শেখান। একজন শিক্ষক যিনি কোনোদিনও গাড়ি চালাননি, কিন্তু ড্রাইভিং সম্পর্কে প্রচুর বই পড়েছেন। অপর শিক্ষকের বহু বছর ধরে একজন সুদক্ষ গাড়িচালক হিসেবে সুনাম আছে। আপনি কোন শিক্ষককে বেছে নেবেন?

এবার কল্পনা করুন যে আপনি খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন সম্পর্কে শিখতে চান। আপনি দু'জন পাস্টারকে খুঁজে পেলেন। একজন পাস্টার পাপময় জীবন যাপন করেন, কিন্তু তিনি ভালো সারমন প্রচার করেন। অন্য পাস্টার এমনভাবে জীবন যাপন করেন যা ঈশ্বরের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ককে প্রকাশ করে। আপনি কোন পাস্টারকে বেছে নেবেন?

> "যিশু কখনোই বলেননি, 'তোমরা তাদেরকে তাদের মিনিস্ট্রির পরিমাপ দেখে চিনবে।' তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের ফল দেখে চিনবে' – যা হল পিতার ইচ্ছার প্রতি তাদের আনুগত্য।"
>
> - ক্রেগ কিনার (Craig Keener)

আমাদের প্রচার অবশ্যই খাঁটি হতে হবে। আমরা যা প্রচার করি আমাদের অবশ্যই সেই জীবন যাপন করতে হবে। বহু প্রচারক দেখিয়েছেন যে কিছু সময়ের জন্য নকলি সততা সম্ভব। লোকেরা এমন একজন প্রচারকের দ্বারা প্রতারিত হতে পারে যে সততা নিয়ে প্রচার করার পাশাপাশি মন্ডলীতে দেওয়া অফারিং থেকে টাকা চুরি করছে। তারা এমন একজন প্রচারকের দ্বারা ভুল পথে চালিত হতে পারে যে নৈতিকতার শিক্ষা দিলেও নিজে ব্যাভিচারিতা করছে। তারা এমন একজন প্রচারকের দ্বারা ঠকতে পারে যে প্রেমের কথা প্রচার করলেও নিজের স্ত্রী'কে মারধোর করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, সত্য প্রকাশিত হবে। একটি শূন্য হৃদয়ের ফল হবে এমন একটি মিনিস্ট্রি যা আত্মিক শক্তিহীন। ঈশ্বর তখনই আমাদের মাধ্যমে কাজ করেন যখন আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে কাজ করার অনুমতি দিই।

কখনোই প্রচারের চটকদারিতে একটি পাপময় জীবনকে লুকিয়ে রাখার অনুমতি দেবেন না। কার্যকারী প্রচার এমন একটি হৃদয় থেকে শুরু হয় যে ঈশ্বরকে চেনে।

প্রয়োগ: মেষপালকের ভূমিকায় পাস্টার

► মার্ক ৬:৩০-৩৪ পড়ুন।

একজন পাস্টারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় হল সে একজন মেষপালক। "অনেক লোককে দেখতে পেলেন, তিনি তাদের প্রতি করুণায় পূর্ণ হলেন। কারণ তারা ছিল পালকহীন মেষপালের মতো। তাই তিনি তাদের বহু বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন"। যিশু ভিড় জনতার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং একদল মেষকে দেখেছিলেন যাদের একজন মেষপালকের প্রয়োজন ছিল।

► কল্পনা করার চেষ্টা করুন যে মার্ক ৬ অধ্যায়ে উল্লিখিত সেই ৫,০০০ জনতার মধ্যে কারা থাকতে পারে। একটি তালিকা তৈরি করুন।

- আপনার তালিকায় কি করগ্রাহীরা আছে যারা লোকেদের ঠকাত? তারা সেখানে ছিল। সেই অসৎ করগ্রাহীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করা খুব সহজ কাজই হত, কিন্তু যিশু হারানো মেষদের দেখেছিলেন যাদের উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন ছিল।

- আপনার তালিকায় কি বিচার-মনোভাবী ফরিশীরা অন্তর্ভুক্ত যারা যিশুকে একটি ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল? তারাও সেখানে ছিল। যিশুর পক্ষে ভিড় জনতার সামনে তাদেরকে বিব্রত করা খুবই সহজ কাজ ছিল, কিন্তু যিশু একদল জেদি মেষকে দেখেছিলেন যাদের সঠিক পথের প্রয়োজন ছিল।

- আপনার তালিকা কি একজন অবিশ্বস্ত স্বামীকে অন্তর্ভুক্ত করে যার হৃদয় তাকে তার ব্যাভিচারিতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে? সেও সেখানে ছিল। যিশু একটি পতিত মেষকে দেখেছিল যার সংশোধন এবং তারপর সুস্থতা প্রয়োজন ছিল।

- আপনার তালিকায় কি এমন কিশোররা আছে যারা তাদের বাড়িতে অবাধ্য হয়েছিল এবং অজানা ভিড়ে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল? তারাও সেখানে ছিল। যিশু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো কিছু মেষকে দেখেছিলেন যাদের পুনরায় হারিয়ে যাওয়ার আগে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন ছিল।

যখন আপনি প্রচার করেন, তখন আপনি কাদেরকে দেখেন? আপনি কি কেবল আপনার মন্ডলীর সদস্যদের ত্রুটিগুলিই দেখেন, নাকি আপনি আপনার মেষদের গভীর প্রয়োজনগুলি দেখতে পান? আপনি কি কেবল একজন রুষ্ট বোর্ড মেম্বারকে দেখেন, নাকি একটি আহত মেষকে দেখেন যে অন্যদেরকে আঘাত করে? আপনি কি কেবল একজন পিছু হঠে যাওয়া ব্যক্তিকেই দেখেন, নাকি আপনি এমন একটি মেষকে দেখেন যে পাপের কারণে সংগ্রাম করছে? যিশু দুঃস্থ মেষদের দেখেছিলেন।

► যোহন ১০:১-১৮ পড়ুন।

পাস্টার হিসেবে আমরা মেষপালক হওয়ার জন্য আহুত। একজন মেষপালক কীভাবে মেষেদের পরিচর্যা করে? যোহন ১০ অধ্যায় একটি দৃষ্টান্ত বা আদর্শ প্রদান করে।

একজন মেষপালক মেষদের নেতৃত্ব দেয়

আপনি যদি একজন মেষপালককে দেখেন, আপনি তাকে দেখবেন না যে সে মুগুর দিয়ে আঘাত করে ভেড়ার দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তে, একজন মেষপালক সঠিক পথে ভেড়াগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। যিশু বলেছেন, "মেষ তার গলার স্বর শোনে। সে নিজের মেষদের নাম ধরে ডেকে তাদের বাইরে নিয়ে যায়। নিজের সব মেষকে বাইরে নিয়ে এসে সে তাদের সামনে সামনে এগিয়ে চলে। তার মেষেরা তাকে অনুসরণ করে, কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে" (যোহন ১০:৩-৪)।

সুসমাচার পুস্তকগুলি পড়ার সময়ে, বহুবার আমাদের মনে হয়েছে যে যিশু পিতর, যোহন, বা থোমাকে মুগুর দিয়ে আঘাত করলেই ভালো হত! বারবার, তারা সমস্যায় পড়েছেন। কিন্তু, তাদেরকে আঘাত করার পরিবর্তে যিশু এই দুর্বল, প্রতিকূলতার সাথে লড়তে থাকা শিষ্যদের তুলে ধরার জন্য এবং তাদেরকে সঠিক পথে সুস্থির করার জন্য একজন মেষপালকের যষ্ঠিই ব্যবহার করেছেন।

একজন মেষপালক হিসেবে, ঈশ্বর আপনার মন্ডলীতে যে মেষদের [সদস্যদের] দিয়েছেন, তাদেরকে কি নেতৃত্ব দেন নাকি তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান? আপনি কি মেষদের **নেতৃত্ব দেওয়া** মেষপালক নাকি মেষদের বাধ্য হয়ে চলার জন্য **আদেশ দেওয়া** ম্যানেজার?

একজন মেষপালক তার মেষদের যত্ন নেয়

আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, "কত ভালো হত, যদি আমি একটা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা'র চাকরি করতাম যেখানে শনি-রবি দু'দিন ছুটি থাকত আর বিকেল ৫টা'র পর কোনো ফোন আসত না"? এটা কিছু কিছু সময়ে শুনতে দারুণ লাগে! কিন্তু সেটা একজন মেষপালকের জীবন নয়।

একজন মেষপালক কেবল অফিসের নির্ধারিত সময়টিতেই নয়, মেষদের যখনই সাহায্যের প্রয়োজন, তখনই তাদের যত্ন নেয়, খেয়াল রাখে। সে কখনোই একটি আহত মেষকে বলে না, "আমি আবার আগামীকাল কাজে আসব, অতএব সকাল ৯টা অবধি অপেক্ষা করো।" মেষপালক মেষকে উদ্ধার করার জন্য রাতের ঘুম ছেড়েও বেরিয়ে যায়।

একইভাবে, পাস্টারও তাঁর মেষদের যত্ন নেন যখনই তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রচারের চেয়েও বড় বিষয় হল আত্মিক মেষদের যত্ন নেওয়া। এটিতে প্রচার করা অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এটিতে কাউন্সেলিং করা, ভিসিট করা, মন দিয়ে শোনা, প্রার্থনা করা, এবং কিছু কিছু সময়ে একটি আহত মেষের সাথে বসে কিছুটা সময় কাটানোও অন্তর্ভুক্ত।

হ্যাঁ, পাস্টাররা, আপনারা নিজেদেরও যত্ন নেবেন। আপনি একজন কার্যকারী মেষপালক হতে পারবেন না যদি আপনি দৈহিকভাবে, আবেগের দিক থেকে, এবং আত্মিকভাবে নিজের ক্ষয় করেন। যিশু একাকী সময় কাটাতেন, এবং আপনাকেও অবশ্যই নিজের জন্য একাকী সময় কাটাতে হবে। কিন্তু, এমন অনেক সময়ও ছিল যখন যিশু জানতেন যে মেষদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাঁকে তাঁর নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে হবে।

পরিচর্যা কাজ এবং বিশ্রামের ভারসাম্য রাখা কঠিন হতে পারে। একজন বিচক্ষণ প্রচারক-পালক হিসেবে, আপনাকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার নির্দেশনা এবং আপনার চারপাশের বিজ্ঞ পরামর্শের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনুন যখন তিনি বলছেন, "এটা বিশ্রামের এবং পুনর্নবীকরণের সময়।" আপনার স্ত্রী বা আপনার সহকর্মীর কথা শুনুন যিনি বলছেন, "তোমার কিছুটা ব্যক্তিগত বিশ্রামের সময় প্রয়োজন।" ঈশ্বর পুনর্নবীকরণের পর এক নতুন উদ্যম নিয়ে আপনার দায়িত্বে যে মেষদের দিয়েছেন তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য ফিরুন।

একজন মেষপালক তার মেষদের সুরক্ষিত রাখে

বিপদের সময় দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া এক ভাড়াটে লোকের সাথে যিশু এক উত্তম মেষপালকের তুলনা করেছিলেন যে প্রয়োজনে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তার মেষদের রক্ষা করে। ভাড়াটে লোক মেষদের বিন্দুমাত্রও যত্ন নেয় না, কিন্তু মেষপালক মেষদের জন্য তার নিজের জীবনও দিয়ে দেয় (যোহন ১০:১৩, ১৫)।

যিশু তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতেও তাঁর শিষ্যদের ব্যাপারে চিন্তা করেছিলেন। শেষ নৈশভোজে, তিনি তাঁদেরকে সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন যেটির সম্মুখীন তারা দ্রুত হতে চলেছিল। গেৎশিমানী বাগানে যিশু পিতর, যাকোব, এবং যোহনকে শিক্ষা দেওয়া অব্যাহত রেখেছিলেন। ক্রুশের উপর থেকে তিনি মরিয়মের দায়িত্ব যোহনকে দিয়েছিলেন। শেষ মুহূর্তেও একজন উত্তম মেষপালক তাঁর মেষদের জন্য যত্নশীল ছিলেন।

পৌল ইফিষীয় মন্ডলীর প্রাচীনদেরকে মেষপালক হিসেবে পরিচর্যা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের কাজ ছিল সেই লোকেদের যত্ন নেওয়া যাদেরকে যিশুর মূল্যবান রক্ত দিয়ে কেনা হয়েছিল। পরবর্তী পদে, পৌল হিংস্র নেকড়েদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন যা মেষপালকে আক্রমণ করে। মেষপালকরা মেষপালকে সুরক্ষিত রাখার জন্য দায়বদ্ধ ছিল (প্রেরিত ২০:২৮-৩১)।

একজন প্রচারক-পালক হিসেবে, আপনি কি সেই মেষদের সুরক্ষিত রাখেন যাদেরকে ঈশ্বর আপনার মন্ডলীতে রেখেছেন? আপনি কি তাদেরকে ধর্মতত্ত্বগত ভুল থেকে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পরিবারের উপর আসা আঘাত থেকে, এবং অন্যান্য আত্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করেন? আপনি কি মেষপালক নাকি একজন ভাড়া করা লোক?

পরের রবিবারে প্রচার করার আগে, আপনার মেষদের কী প্রয়োজন আছে তা ঈশ্বরের কাছে জানতে চান। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন আপনাকে আপনার মেষপালের মধ্যে থাকা দুঃখার্ত হৃদয়গুলিকে দেখিয়ে দেন। যখন আপনি প্রচার করেন, তখন সেই মেষদের দেখুন যারা হেনস্থা এবং অসহায়তা বোধ করে এবং যাদের একজন ঈশ্বরীয় মেষপালকের প্রেমের প্রয়োজন রয়েছে।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: "ধিক!"

► মথি ২৩:১-৩৯ পড়ুন।

যিশু "ধিক্ তোমাকে" কথাটি ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি সেই শহরগুলির উল্লেখ করেছিল যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি ১১:২১), সেই সমস্ত ফরিশী এবং শাস্ত্রবিদদের উদ্দেশ্যে এই কথাটি বলেছিলেন যারা লোকেদেরকে ভুল পথে চালনা করেছিল (মথি ২৩:১৩-২৯), এবং যিহুদার ব্যাপারে বলেছিলেন যিনি যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল (মার্ক ১৪:২১)। আমরা কখনো কখনো এই "ধিক্" কথাটি রাগত স্বরে পড়ি যা যিশুর প্রেমের কথা ভুলিয়ে দেয়, এমনকি তাদের প্রতি প্রেমের কথাও ভুলিয়ে দেয় যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ধিক্ শব্দটির মধ্যে একটি বিচার রয়েছে, কিন্তু সেখানে একটি দুঃখও রয়েছে। যাদের বিচার করা হয়েছে, তাদের জন্য "ধিক্" শব্দটি বিচার এবং "দুঃখ ও করুণা" – উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটি "তাদের প্রতি যিশুর দুঃখকে প্রকাশ করেছে যারা তাদের অবস্থার প্রকৃত দুর্দশা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়"।[27] "ধিক্" শব্দটি গভীর দুঃখের পাশাপাশি সতর্কতাও প্রকাশ করে।

যিশু তাঁর প্রিয় শহরের ভাগ্যের জন্য রোদন করে ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর রায় ঘোষণার সমাপ্তি করেছিলেন। "হায়! জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদীদের হত্যা করো ও তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথরের আঘাত করে থাকো। কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করতে চেয়েছি, যেমন মুরগি তার শাবকদের নিজের ডানার তলায় একত্র করে, কিন্তু তোমরা ইচ্ছুক হওনি"। যিশু সেই শহরের ভাগ্যের জন্য কেঁদেছিলেন যে শহরটি শীঘ্রই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবে (মথি ২৩:৩৭ এবং লূক ১৯:৪১)।

বিচার নিয়ে প্রচার করার জন্য এটি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমাদের প্রচারে অবশ্যই পাপের বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং যারা অনুতাপ করা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের উপর বিচারের বার্তা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের বার্তা যেন অবশ্যই পাপের প্রতি আমাদের দুঃখকে প্রকাশ করে; পাপীর প্রতি আমাদের রাগকে নয়।

---

[27]Martin H. Manser, *Dictionary of Bible Themes.* (London: Martin Manser, ২০০৯). এছাড়াও দেখুন, Joel B. Green and Scot McKnight, *Dictionary of Jesus and the Gospels.* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, ১৯৯২).

এক অবাধ্য কিশোর নরকের উপর একটি প্রচার শুনে বাড়ি ফিরেছিল। তার বাবা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কীরে, সারমন কেমন লাগল?" ছেলেটি উত্তর দিয়েছিল, "আমার এটা মোটেও পছন্দ হয়নি। আমার মাথা গরম হয়ে গেছে!" পরের সপ্তাহে, ছেলেটি আরেকজন প্রচারককে নরকের উপর প্রচার করতে শোনে। তার বাবা আবার জানতে চান, "কীরে, সারমন কেমন লাগল?" ছেলেটি উত্তর দিয়েছিল, "আমি অবশ্যই যিশুর সেবা করব। আমি কোনোমতেই ওই জঘন্য কষ্টদায়ক জায়গায় যেতে চাই না!"

বাবা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। "গত সপ্তাহে, নরকের উপর একটা সারমন শুনে তুই রেগে গিয়েছিলিস। এই সপ্তাহে, নরকের উপর একটা সারমন তোকে অনুতপ্ত করেছে। পার্থক্যটা কী?" ছেলেটি বলেছিল, "এই প্রচারক যখন আমাকে নরক নিয়ে সতর্ক করছিলেন, তখন তিনি নিজেও কাঁদছিলেন।"

যখন আপনি বিচারের বিষয়ে কথা প্রচার করেন, তখন কি আপনি কাঁদেন? যখন আপনি নরকের উপর কোনো সারমন তৈরি করেন, তখন কি আপনি কাঁদেন? আপনি কি এমন একজন মেষপালক যিনি তাঁর মেষদের ভালোবাসেন, এমনকি সেইসময়েও ভালোবাসেন যখন আপনাকে অবশ্যই বিচারের ব্যাপারে সতর্কতা দিতে হবে?

উপসংহার: প্রচারে পবিত্র আত্মার ভূমিকা

প্রচারক হিসেবে, আমাদের শ্রোতাদের প্রতি দণ্ডবোধ নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র আত্মার শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। আমরা যদি আবেগজনক আবেদন তৈরি করতে মানব নির্মিত কৌশল ব্যবহার করি, আমরা হয়ত দ্রুত ফলাফল দেখতে পাব, কিন্তু আত্মিক ফলাফলগুলির অভাব থাকবে। একমাত্র পবিত্র আত্মাই আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেন।

► ১ করিন্থীয় ২:১-১৬ পড়ুন।

পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মিক পরিবর্তন কেবল পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমেই ঘটে। আরেয়পাগের সভায় দার্শনিকদের সাথে তর্কবিতর্ক করার পরে তিনি এথেন্স ছেড়ে করিন্থে এসেছিলেন (প্রেরিত ১৭:১৬-১৮:১)। করিন্থে তিনি স্থির করেছিলেন যে তিনি কোনো উচ্চমাত্রার বাক্য ব্যবহার করবেন না বা জ্ঞানগর্ভ কথা বলবেন না, এবং তিনি যিশুখ্রিষ্ট এবং তাঁর ক্রুশারোপণ ছাড়া অন্যকিছু প্রচারও করবেন না। তিনি "পবিত্র আত্মার পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত" প্রচার করেছিলেন (১ করিন্থীয় ২:১-৫)।

পৌল জানতেন যে যারা আত্মিক তাদের কাছে পবিত্র আত্মা আত্মিক সত্যগুলি প্রকাশ করেন (১ করিন্থীয় ২:১৩)। পৌল শিক্ষাকে মূল্য দিতেন; তিনি নিজে একজন মহান শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি জনসমক্ষে কার্যকারী বক্তৃতার গুরুত্ব জানতেন, তিনি মহান গ্রিক বাগ্মীদের বক্তব্য অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি জানতেন কীভাবে যৌক্তিক বক্তব্য গড়ে তুলতে হয়; রোমীয় অধ্যায়টি হল যৌক্তিক বিন্যাসের একটি অতুলনীয় রচনা। কিন্তু সবকিছুর উপরে, পৌল পবিত্র আত্মার শক্তিকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি জানতেন যে প্রকৃত দণ্ডবোধ কেবল পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারাই আসে।

পৌল করিন্থীয় মন্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে "এই সম্পদ আমরা মাটির পাত্রে ধারণ করছি, যেন এরকম প্রত্যক্ষ হয় যে সর্বগুণে উৎকৃষ্টতর এই পরাক্রম আমাদের থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে" (২ করিন্থীয় ৪:৭)। পাত্রটি মহাসম্পদ নয়! মিনিস্ট্রি লিডার হিসেবে আমরা হলাম ভগ্ন পাত্র যা মাটি দিয়ে নির্মিত। কিন্তু, আমরা যাদের পরিচর্যা করছি, তাদের কাছে সেই মহাসম্পদ অর্থাৎ সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়ার একটি অপূর্ব সুযোগ আমাদের কাছে আছে।

এটি হল মিনিস্ট্রি লিডারদের জন্য শক্তিশালী সতর্কতা। পাত্রটি যে মহাসম্পদ ধারণ করেছে সেটির পরিবর্তে পাত্রটির উপর মনোনিবেশ করা সহজ। আমরা বার্তার চেয়েও বেশি মনোযোগ আমাদের উপস্থাপনায় দিই; আমরা মহাসম্পদের চেয়েও বেশি মনোযোগ সেই পাত্রটিকে দিই। পৌল আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন যে ঈশ্বর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মাটির পাত্র ব্যবহার করেছেন, এটি বোঝানোর জন্য যে শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর নিজে; আমরা নই। ঈশ্বরের শক্তির পথে আমাদের কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়। যে গৌরব তাঁর একার, আমাদের কখনোই সেই গৌরব নেওয়া উচিত নয়। পবিত্র আত্মার শক্তিতেই আমাদের প্রচার করতে হবে।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) মথি লিখিত সুসমাচারে পাঁচটি প্রধান সারমন রয়েছে। প্রতিটি সারমন পড়ুন এবং সেই সারমনের একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন যা এটিকে কার্যকারী করে তুলেছে এবং সেটি নিচের টেবিলে লিখুন। এই অ্যাসাইনমেন্টে কোনো ঠিক বা ভুল উত্তরের ব্যাপার নেই। প্রশ্ন করুন, "কীভাবে যিশু আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন, বা তাঁর বার্তাটি আমাকে মনে রাখতে এবং প্রয়োগ করতে সাহায্য করেছেন?"

(২) যখন আপনি আপনার পরবর্তী সারমনটি প্রস্তুত করবেন, তখন যিশুর সারমনে আপনি যে বৈশিষ্ট্যগুলি পেয়েছেন সেগুলি পর্যালোচনা করুন। কার্যকারীভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য তাঁর সারমনগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করুন। ক্লাসের অন্যদের সাথে এই সারমনটি আলোচনা করুন। এই প্রশ্নটি দিয়ে সারমনটির মূল্যায়ন করুন, "আমি কি আমার সারমনটিকে যিশুর আদর্শে সাজিয়েছি?"

সারমন	বৈশিষ্ট্যসমূহ
পর্বতের উপর প্রচার (মথি ৫-৭)	
প্রেরিতদের প্রেরণ (মথি ১০)	
স্বর্গরাজ্যের রূপক (মথি ১৩)	
স্বর্গরাজ্যের জীবন (মথি ১৮)	
জলপাই পর্বতের উপর শিক্ষাদান (মথি ২৪-২৫)	

পাঠ ৬
যিশু এবং ঈশ্বরের রাজ্য

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) সুসমাচার পুস্তকগুলিতে উল্লিখিত ঈশ্বরের রাজ্যের অর্থ বুঝতে পারবে।
(২) ঈশ্বরের রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকগুলি বুঝতে পারবে।
(৩) পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার থেকে স্বর্গরাজ্যের জীবনের জন্য যিশুর নীতিগুলি বুঝতে পারবে।
(৪) স্বর্গরাজ্য নিয়ে যিশুর বলা রূপকগুলিকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
(৫) শিষ্যত্বের জন্য যিশুর দেওয়া শর্তগুলি পালন করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী রাজদূত হিসেবে পরিচর্যা কাজ করি।

ভূমিকা

ঈশ্বরের রাজ্য হল নতুন নিয়মের একটি প্রাথমিক বিষয়বস্তু।[28] *রাজ্য* কথাটি মথিতে ৫৪ বার, মার্কে ১৪ বার, লূকে ৩৯ বার, এবং যোহনে ৫ বার উল্লিখিত হয়েছে।[29]

যিশুর বলা কাহিনীগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেকটিই ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। তিনি রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করেছেন। তিনি রাজ্যের শক্তি প্রকাশ করার জন্য সুস্থ করেছেন এবং মন্দ আত্মাদের তাড়িয়েছেন। তাঁর স্বর্গারোহণের পর, প্রথম শতকের মন্ডলী ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ৮:১২, প্রেরিত ২৮:২৩)।

---

[28] এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত উৎসগুলি হল:
D. Matthew Allen, "The Kingdom in Matthew." (১৯৯৯). এটি https://bible.org/article/kingdom-matthew থেকে প্রাপ্ত। মার্চ ২২, ২০২১ তারিখে।
Darrell L. Bock, *Luke*: *Baker Exegetical Commentary on the New Testament*. (Grand Rapids: Baker Books, ১৯৯৪-১৯৯৬)
J. Dwight Pentecost, *The Words and Works of Jesus Christ.* (Grand Rapids: Zondervan, ১৯৮১)
Martyn Lloyd-Jones, *Studies in the Sermon on the Mount.* (Grand Rapids: Eerdmans, ১৯৫৯)

[29] মথি সাধারণত "স্বর্গরাজ্য" নির্দেশ করেছেন, যেখানে লূক "ঈশ্বরের রাজ্য" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মথির প্রথম পাঠকরা ছিল ইহুদি; ইহুদিরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা এড়িয়ে চলত এবং সাধারণত ঈশ্বরের জন্য একটি শব্দার্থ হিসাবে "স্বর্গ" কথাটি ব্যবহার করত। দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মথি "ঈশ্বরের রাজ্য"-কে পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। এই পাঠে আমি মথি'র উল্লেখ ছাড়া "ঈশ্বরের রাজ্য" কথাটি ব্যবহার করব।

এই পাঠে, আমরা যিশুর পরিচর্যা কাজে ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাপারে এবং আজকের দিনে পরিচর্যা কাজে রাজ্যের প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। এই কোর্সের শেষে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে নাইজেরিয়াতে প্রচার করা একটি সারমন রয়েছে। এই সারমনটি দেখায় যে কীভাবে রাজ্যের বার্তা আমাদের জগতে পরিচর্যা কাজকে প্রভাবিত করে।

ঈশ্বরের রাজ্য

এক্ষেত্রে দু'টি প্রশ্ন আছে যা ঈশ্বরের রাজ্যের অধ্যয়নটির সূচনা করে।[30]

১। ঈশ্বরের রাজ্য কী?

২। কখন ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

ঈশ্বরের রাজ্য কী?

► প্রেরিত ১:১-৮ পড়ুন।

পুনরুত্থানের পরে ৪০ দিন ধরে শিষ্যদের সাথে থাকার সময়ে যিশু ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাপারে তাদেরকে বলেছিলেন। তাঁর স্বর্গারোহণের ঠিক আগের মুহূর্তে, শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিলেন, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলীদের কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চলেছেন ?" শিষ্যরা আশা করেছিলেন:

১। **একটি তাৎক্ষণিক রাজ্য**: "এই সময়ে" / তারা আশা করেছিল যে যিশু অবিলম্বে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

২। **একটি রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক রাজ্য**: "ফিরিয়ে দিতে" / তারা আশা করেছিল যে যিশু রোম সাম্রাজ্যকে উৎখাত করবেন এবং ইস্রায়েলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করবেন।

৩। **একটি জাতীয় রাজ্য**: "ইস্রায়েলীদের কাছে রাজ্য" / তারা আশা করেছিল যে পুরাতন নিয়মের অন্যান্য দায়ূদীয় রাজাদের মতোই যিশু দেশ শাসন করবেন।[31]

যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, "পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে"।

যিশুর উত্তর দেখায় যে তাঁর রাজ্য ছিল:

১। **একটি অন্তহীন রাজ্য**: "পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"। যিশুর রাজ্য মানুষের সময়কালের উপর নয়, কিন্তু পিতার সময়ের উপর নির্ভরশীল।

২। **একটি অতিপ্রাকৃত রাজ্য**: "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে"। যিশুর রাজ্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপর নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তির উপর নির্ভরশীল।

---

[30] ঈশ্বরের রাজ্যের উপর একটি ভিডিও লেকচারের জন্য আপনি দেখতে পারেন Scot McKnight, "What and Where is the Kingdom of God?" at http://www.seedbed.com/where-is-the-kingdom-of-god/ (মার্চ ২২, ২০২১ তারিখে উপলব্ধ।)

[31] John Stott, *The Message of Acts* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, ১৯৯০), ৪১

৩। **একটি বিশ্বজনীন রাজ্য**: "পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত"। যিশুর রাজ্য সমস্ত দেশ-জাতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি ইস্রায়েলের মধ্যে সীমিত ছিল না।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তাদের সেই সময়কাল সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, তাদের দু'টি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে: পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করা এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হওয়া।

কখন ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

> "রাজ্য এসে গেছে;
> রাজ্য আসছে;
> রাজ্য রাজ্য এখনও আসা বাকি।
>
> -মার্টিন লয়েড-জোনস"
> (Martyn Lloyd-Jones)

ঈশতত্ত্ববিদদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য নিয়ে তিনটি প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে।

রাজ্য আসবে।

কিছু কিছু ঈশতত্ত্ববিদ দেখেন যে সহস্রাব্দে যিশু যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন তখন শেষ সময়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লেখকরা মথি ২৪-২৫-এর মতো শাস্ত্রীয় অংশগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যা সেই রাজ্যের রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক দিকগুলির উপর জোর দেয়।

রাজ্য এসে পড়েছে।

কিছু ঈশতত্ত্ববিদ শিক্ষা দেন যে যিশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা সেই সমস্ত শাস্ত্রাংশগুলির উপর জোর দেন যেখানে যিশু বলেছেন যে "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" এবং "তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের উপরে এসে পড়েছে" (মথি ৪:১৭ এবং লূক ১১:২০)। রাজ্য সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রাজ্যের আত্মিক প্রকৃতি এবং বিশ্বাসীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শাসনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

রাজ্য ইতিমধ্যেই এসে গেছে, কিন্তু এখনও তা সম্পূর্ণরূপে সুসম্পূর্ণ হয়নি।

অনেক ঈশতত্ত্ববিদ শিক্ষা দেন যে রাজ্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যত – উভয় দিকই অন্তর্ভুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের রাজ্য যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল; এটি মন্ডলীর কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে; খ্রিষ্ট যখন শাসন করতে ফিরে আসবেন তখন এটি সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত হবে।[32] খ্রিষ্ট তাঁর প্রত্যাবর্তনে, তিনি প্রতিটি শাসন এবং প্রতিটি কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাকে ধ্বংস করার পরে ঈশ্বর পিতার কাছে রাজ্যটি তুলে দেবেন (১ করিন্থীয় ১৫:২৪)। এটি হল ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

► রাজ্য সম্পর্কে এগুলির মধ্যে কোন ধারণাটি আপনি মেনে চলেন? পরিচর্যা কাজের জন্য প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবিক প্রভাব কী?

এই পাঠে, আমরা রাজ্যের সেই দিকগুলি দেখব যা ইতিমধ্যেই কাজ করছে এবং রাজ্যের সেই দিকগুলি দেখব যা পূর্ণ হতে বাকি রয়েছে। একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল:

- **একজন রাজা**: তাঁর জন্মের সময়ের সেই পন্ডিতরা থেকে ক্রুশের শিলালিপি পর্যন্ত, যিশু রাজা হিসেবে এসেছিলেন।

[32] ভাষ্যকাররা যিশুর পার্থিব পরিচর্যার সময়ে রাজ্যের শুরুকে বোঝাতে "রাজ্যের সূচনা" কথাটি ব্যবহার করেন। "রাজ্যের সুসম্পূর্ণতা" হল খ্রিষ্টের প্রত্যাবর্তনে রাজ্যের প্রতিশ্রুতির চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা।

- **কর্তৃত্ব**: যিশু তাঁর অলৌকিক কাজ এবং কবরের উপর বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।
- **বিধান**: পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষায় যিশু রাজ্যের সমস্ত আইন সারসংক্ষিপ্ত করেছিল।
- **রাজ্যক্ষেত্র:** যিশু শিখিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্য পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হবে এবং সমস্ত ভাষা ও সমস্ত জাতি থেকে সমস্ত লোককে অন্তর্ভুক্ত করবে।
- **জনগণ**: যত লোক রাজার দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে এবং তাঁর শাসনাধীন, তারা সকলেই যিশুর রাজ্যের নাগরিক।

স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতি

► মথি ৩:১-১২ পড়ুন।

নতুন নিয়মে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারে। পুরাতন চুক্তির শেষ ভাববাদী হিসেবে, যোহন ইস্রায়েলের ধর্মীয় নেতাদের ভণ্ডামির নিন্দা করেছিলেন। প্রথম নতুন নিয়মের বার্তাবাহক হিসেবে, তিনি এক নতুন রাজার জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন। "মন পরিবর্তন করো, কারণ স্বর্গরাজ্য এসে পড়ল" (মথি ৩:২)। "এসে পড়ল" কথাটি বোঝায় যে স্বর্গরাজ্য দ্রুত আসতে চলেছিল। এটি তখনও আসেনি, কিন্তু তা খুব নিকটবর্তী ছিল। যোহন ইস্রায়েলকে মশীহের আগমনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচার করেছিলেন যিনি একটি নতুন রাজ্যের সূচনা করবেন।

যোহন গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই যিশু জনসমক্ষে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার জন্য গালীলের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন (মথি ৪:২৩)। যোহন বাপ্তাইজকের মতো, যিশু ঘোষণা করেছিলেন, "মন পরিবর্তন করো, কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" (মথি ৪:১৭)।

► মথি ১০:৫-৪২ পড়ুন।

ইস্রায়েল জাতির হারানো মেষদের কাছে রাজ্যের বার্তা প্রচার করতে যিশু বারোজন শিষ্যকে প্রেরণ করেছিলেন। যোহন বাপ্তাইজক এবং যিশুর মতোই, তারা প্রচার করেছিলেন, "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট" (মথি ১০:৫-৭)।

শিষ্যদের পরিচর্যা কাজ তাদের প্রভুর পরিচর্যা কাজের অনুরূপ ছিল। যিশুর মতো, তাদেরকেও রাজ্যের কথা ঘোষণা করতে এবং মানুষের শারীরিক চাহিদাগুলি মেটাতে হয়েছিল। যিশুর মতো, তারাও অসুস্থদের সুস্থ করেছিল এবং শয়তানের রাজত্বে ঈশ্বরের রাজ্য প্রবেশ করার চিহ্ন হিসেবে মন্দ আত্মাদের তাড়িয়েছিল। যিশু অসুস্থদের সুস্থ করতে, মৃতদের জীবিত করতে, কুষ্ঠরোগীদের শুচি করতে এবং মন্দ আত্মাদের তাড়াতে তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিলেন (মথি ১০:৮)।

স্বর্গরাজ্যের সূচনা

► মথি ১২:২২-৩২ পড়ুন।

রাজ্যের প্রতিশ্রুতি কোনো নতুন বিষয় ছিল না। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা আগামীর রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে, যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে সেই রাজ্যটি কেবল ভবিষ্যতের আশা নয়, বরং তা এক তাৎক্ষণিক বাস্তবতা। যিশু ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা ঘোষণা করেছিলেন। যিশু যেখানে উপস্থিত থাকতেন, সেখানেই ঈশ্বরের রাজ্য উপস্থিত থাকত।

মন্দ আত্মাদের উপর তাঁর ক্ষমতার সাহায্যে যিশু সেই রাজার কর্তৃত্ব দেখিয়েছিলেন যিনি শয়তানের রাজ্যকে পরাস্ত করেছেন। তিনি একজন ভূত-নিপীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করার পরে, ফরিশীরা দাবি করেছিল যে যিশু ভূতেদের অধিপতি বেলসবুলের শক্তির মাধ্যমে তাদের তাড়িয়েছিলেন। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের শক্তির মাধ্যমে শয়তানের রাজ্য জয় করছেন: "যদি আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে ভূতদের বিতাড়িত করি, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের উপরে এসে পড়েছে" (মথি ১২:২৮)। যিশু শয়তানের রাজ্যকে আক্রমণ করেছিলেন।

► মথি ১১:১-২৪ পড়ুন।

যিশুর অলৌকিক কাজগুলিই ছিল তাঁর রাজ্য শুরু হওয়ার চিহ্ন। যোহনের সুসমাচারে যিশুর অলৌকিক কাজের জন্য "চিহ্নকাজ" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অলৌকিক কাজগুলি ছিল যিশুর ঈশ্বরত্বের চিহ্ন এবং নতুন রাজ্যের প্রমাণ।

যোহন বাপ্তাইজক ঘোষণা করেছিলেন যে "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট"। তিনি আশা করেছিলেন যে একটি রাজনৈতিক রাজ্য ইস্রায়েলের জন্য মুক্তি নিয়ে আসতে চলেছে। পরিবর্তে, যোহন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন! তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে জানতে পাঠিয়েছিলেন, "যাঁর আসার কথা ছিল আপনিই কি তিনি না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?" (মথি ১১:৩) যিশুর পরিচর্যা কাজ একজন রাজনৈতিক মশীহ সম্পর্কে যোহনের প্রত্যাশার সাথে মেলেনি, কারণ যোহন আশা করেছিলেন সেই মশীহ পার্থিব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

যিশু তাঁর মশীহ সংক্রান্ত কাজের দিকে নির্দেশ করে উত্তর দিয়েছিলেন।

> তোমরা যা শুনছ ও দেখছ, ফিরে গিয়ে যোহন কে সেই কথা বলো। যারা অন্ধ তারা দৃষ্টি পাচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে, যারা কুষ্ঠরোগী তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে, যারা কালা তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা মৃত তারা উত্থাপিত হচ্ছে ও যারা দরিদ্র তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে আমার কারণে বাধা পায় না (মথি ১১:৪-৬)।

যিশু যোহনকে মশীহ সম্বন্ধে ভাববাণী করা চিহ্নগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যা পূর্ণ হচ্ছিল। যদিও যিশু যোহনের শক্তি এবং সাহসের প্রশংসা করেছিলেন, তবুও তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তিও যোহনের চেয়ে মহান। কেন? যিশু রাজ্যের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে একটি নতুন চুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন। নতুন নিয়মের সর্বনিম্ন বিশ্বাসী সেই বিশেষাধিকারের অধিকারী ছিল যা পুরাতন নিয়মের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুও কখনো দেখেননি। নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতা দেখেছিল। প্রতিশ্রুত রাজ্য শুরু হয়েছিল।

স্বর্গরাজ্যের জীবন: পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার

সুসমাচার পুস্তকগুলিতে দীর্ঘতম একক সারমন হিসেবে যা নথিভুক্ত রয়েছে তা হল যিশুর পাহাড়ের উপরে দেওয়া শিক্ষা [যা "সারমন অন দ্য মাউন্ট" নামেও পরিচিত]। ঈশ্বরের রাজ্য হল এই প্রচারের একটি সমন্বয়সাধনকারী বিষয়বস্তু। এটি বিভিন্ন উপায়ে দেখা যায়:

- প্রথম উপদেশটি শেখায় যে স্বর্গরাজ্য তাদের জন্য, যারা আত্মায় দীনহীন (মথি ৫:৩)। শেষ উপদেশটি শেখায় যে স্বর্গরাজ্য তাদের জন্য, যারা ধার্মিকতার কারণে তাড়িত (মথি ৫:১০)। এই দু'টিই সমগ্র উপদেশের বাকি অংশের চারপাশে একটি মলাট তৈরি করে যা দেখায় যে উপদেশের প্রাথমিক বিষয়বস্তু হল স্বর্গরাজ্য।

- যিশু বিধান পুনর্গঠন করার কর্তৃত্ব দাবি করেছেন (মথি ৫:২১-৪৮)। এটি একজন রাজার কাজ যার কাছে তাঁর রাজ্যের বিধানগুলি তৈরি করার এবং প্রয়োগ করার অধিকার বা ক্ষমতা আছে।
- যিশু শিষ্যদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন, "তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক" (মথি ৬:৯-১৩)। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির জন্য আমাদেরকে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যখন ঈশ্বরের লোকেরা পর্বতের উপরে দেওয়া সেই শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তখন রাজ্যের প্রসার ঘটে এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্ব রাজ্যের নতুন নাগরিকদের কাছে প্রসারিত হয়।
- সারমনের শেষে, যিশু শিখিয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য কেবল কঠিন পরিশ্রমই যথেষ্ঠ নয়। কেবল তারাই রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে যারা পিতার ইচ্ছা পালন করে (মথি ৭:২১)।

পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার পড়ার নীতিসমূহ

পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার পড়ার সময়ে আমাদেরকে তিনটি নীতি মনে রাখতে হবে।

(১) পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচারের আদেশগুলি মেনে চলা কখনোই স্বর্গরাজ্যের নাগরিকত্ব "অর্জন" করে না।

আমাদের কখনোই ভাবা উচিত নয়, "এইভাবে জীবন যাপন করলেই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীতে পরিণত হওয়া যাবে।" পরিবর্তে, স্বর্গরাজ্যের নাগরিক হিসেবে জীবন যাপনের একটি নির্দেশিকা হিসেবে আমাদের এই উপদেশটি পড়তে হবে: "এইভাবে জীবনযাপন করতে হবে, কারণ আমি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী।" আমরা কেবল অনুগ্রহেই রক্ষা পেয়েছি; তাই, ঈশ্বরের রাজ্যের সদস্য হিসেবে, আমরা তাঁর আদেশ পালন করি।

(২) পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার শিষ্যদের জন্য প্রযোজ্য, অবিশ্বাসীদের জন্য নয়।

এটি কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য একটি সংবিধান নয়। যদি আপনার অবিশ্বাসী প্রতিবেশী এই নীতিগুলির দ্বারা জীবন যাপন করতে অস্বীকার করে, তাহলে অবাক হবেন না! এটি হল ঈশ্বর রাজ্যের জীবনের একটি বর্ণনা, মানুষের রাজ্যের জীবন যাপনের বর্ণনা নয়।

(৩) পর্বতের উপরে দেওয়া প্রচার *প্রত্যেক* বিশ্বাসীর জন্য প্রযোজ্য।

অনেকে এই যুক্তি দিয়ে এই সারমনের দাবি এড়াতে চেষ্টা করেছে যে এই নীতিগুলি সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেউ কেউ বলেছেন, "এই বিধান আগামী সহস্রাব্দের রাজত্বের জন্য।" কেউ কেউ বলেছেন, "এটি কিছু সাধুর জন্য। বেশিরভাগ খ্রিষ্টবিশ্বাসীই এই আদেশগুলি অনুসরণ করতে পারবে না।" কেউ কেউ বলেছেন, "এই সারমনটি দেখায় যে আমরা কখনোই ঈশ্বরের আদেশকে সন্তুষ্ট করতে পারব না। যখন আমরা দেখি যে আমরা কখনোই ঈশ্বরের চাহিদা পূরণ করতে পারব না, তখন আমরা কেবল অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করব।"

তবে, প্রথম শতকের মন্ডলী প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে এই সারমন পাঠ করেছিল। যাকোব এবং ১ পিতর এই উপদেশের অনেকগুলি আদেশের পুনরাবৃত্তি করেছে। যিশু ঈশ্বরের পবিত্রতার মানকে দুর্বল করতে অস্বীকার করেছিলেন। ফরিশীদের চেয়ে নিম্নমানের পরিবর্তে, যিশু তাঁর অনুসারীদেরকে উচ্চতর মানদণ্ডে অধিষ্ঠিত করেছিলেন: "তোমাদের ধার্মিকতা যদি ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের থেকে অধিক না হয়, তোমরা নিশ্চিতরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ৫:২০)।

> "পবিত্র হৃদয়ের ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরকে দেখে তা নয়, বরং সে এমন এক চিঠি হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে সমাজ ঈশ্বরকে দেখে।"
>
> - লিওন হিনসন (Leon Hynson)

ঈশ্বরের রাজ্যের জীবন

► মথি ৫-৭ অধ্যায় পড়ুন।

যিশু যদি তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের সময়ে সেই রাজ্য শুরু করে থাকেন, তাহলে আমরা এখন ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করছি। পর্বতের উপর দেওয়া শিক্ষা স্বর্গরাজ্যের একজন নাগরিকের চরিত্র বর্ণনা করে। এখানে সেই উপদেশের বিষয়গুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) ঈশ্বরের রাজ্যের মূল্যবোধ এই পৃথিবীর মূল্যবোধের বিপরীত।

পৃথিবীর কোনো শাসক কখনো বলেন না যে দরিদ্র হওয়া, শোক করা, আমাদের অধিকার সমর্পণ করা বা নির্যাতিত হওয়া ধন্য। পর্বতের উপরের প্রচারগুলি ["ধন্য তারা ..."] যিশুর সময়কালের রোম সাম্রাজ্যের মূল্যবোধের এবং আমাদের আজকের বিশ্বের মূল্যবোধের ঠিক বিপরীত কথা বলে। ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের রাজ্যের চেয়ে আলাদা।

(২) ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিকদের তাদের বিশ্বকে প্রভাবিত করা উচিত।

যিশুর সময়কালে এসীন সম্প্রদায় (Essenes) শিক্ষা দিত যে ধার্মিক ব্যক্তিদের সমাজ থেকে সরে আসা উচিত এবং বিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যিশু বলেছিলেন, "না! তোমাদেরকে অবশ্যই লবণ হতে হবে, যা তোমাদের জগৎকে সংরক্ষণ করে এবং আস্বাদযুক্ত করে। তোমাদেরকে অবশ্যই আলো হতে হবে, যাতে স্বর্গে তোমাদের পিতা গৌরবান্বিত হন।" ঈশ্বরের রাজ্য প্রাথমিকভাবে আত্মিক হলেও, স্বর্গরাজ্যের নাগরিকদের উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে উপকৃত হওয়া উচিত।

আমরা এমন অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর উদাহরণ তালিকাভুক্ত করতে পারি যারা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের লবণ এবং আলোস্বরূপ ছিলেন। উইলিয়াম উইলবারফোর্স (William Wilberforce) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস বাণিজ্য বাতিল করার জন্য পার্লামেন্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; মেথডিস্ট আন্দোলন ইংরেজ সমাজের সকল স্তরে সামাজিক সংস্কার এনেছিল; উইলিয়াম কেরী (William Carey) ভারতে ভ্রূণহত্যা এবং সতীদাহ প্রথার (বিধবাদের পুড়িয়ে মেরে ফেরার রীতি) বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়েছিলেন; খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অনেক দেশে সাক্ষরতা ছড়িয়েছে, বহু হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং দরিদ্র ও অভাবীদের সেবা করেছে।

(৩) ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিকরা পিতার ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য বিধানের ন্যূনতম চাহিদাও অতিক্রম করে যায়।

যিশু বিধানকে প্রতিস্থাপন করতে নয়, বরং বিধান পরিপূর্ণ করতে এসেছিলেন। "সেগুলি লোপ করার জন্য আমি আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করার জন্যই এসেছি" (মথি ৫:১৭)। কোনো কিছুকে পূর্ণ করা মানে হল সেটিতে সম্পূর্ণতা লাভ করা বা সেটি সম্পন্ন করা। যিশু বিধান বাতিল করতে আসেননি, বরং বিধানের পিছনে থাকা আত্মাকে প্রকাশ করতে এসেছিলেন। ছয়টি উদাহরণের একটি সিরিজে, যিশু দেখিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যের নাগরিকদের ধার্মিকতাকে অবশ্যই শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীদের ধার্মিকতাকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

বিধান	স্বর্গরাজ্যের নাগরিক
বিধান হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে।	স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা মূল কারণ—রাগকে চিহ্নিত করে।
বিধান ব্যাভিচারিতাকে নিষিদ্ধ করেছে।	স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা শারীরিক অভিলাষের দৃষ্টিতে কোনো নারীর দিকে তাকায় না।
বিধান "বিচ্ছেদের ত্যাগপত্র" দাবি করেছে।	স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরোনোর অজুহাত খোঁজার পরিবর্তে সেই সম্পর্কে টিকে থাকার উপায় খোঁজে।
বিধান মিথ্যা শপথ নিতে বারণ করেছে।	স্বর্গরাজ্যের একজন নাগরিকের "হ্যাঁ বা না"-ই যথেষ্ট।
বিধান প্রতিশোধকে সীমিত করেছে ("চোখের পরিবর্তে চোখ")।	স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা প্রেম প্রদর্শন করে, প্রতিশোধ নয়।
বিধান চায় আপনি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন।	স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা তাদের শত্রুদেরকেও ভালোবাসে।[33] তারা স্বর্গস্থ পিতার প্রেম এবং করুণা প্রদর্শন করে (লূক ৬:৩৬)।

(৪) স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা অন্যদের সন্তুষ্ট করার চেয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী।

ফরিশীরা চাইত লোকেরা তাদের উদারতা দেখুক; স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা গোপনে দান করে। ভণ্ডরা চাইত লোকেরা তাদের চিত্তাকর্ষক প্রার্থনা শুনুক; স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা সহজভাবে এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করে। ফরিশীরা চাইত লোকেরা তাদের দীর্ঘ উপবাসের জন্য সম্মান ও সহানুভূতি দেখাক; স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা কেবল পিতার কাছ থেকে পুরস্কারের জন্য উপবাস করে।

(৫) স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা তাদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয় বা তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তিত নয়।

পরিবর্তে, তারা তাদের স্বর্গস্থ পিতার বন্দোবস্তে বিশ্বাস রেখে চলে।

[33] পুরাতন নিয়ম কখনোই ইস্রায়েলকে এই আদেশ দেয় না যে "তোমার শত্রুকে ঘৃণা করো"। এটি পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা।

(৬) স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা অন্যদের বিচার করে না।

তবে, তারা ভ্রান্ত শিক্ষককের মন্দ ফল বুঝতে সতর্ক থাকে।

(৭) স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা তাদের প্রার্থনায় আত্মবিশ্বাসী।

স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা তাদের প্রার্থনায় আত্মবিশ্বাসী, কারণ তারা জানে যে তাদের পিতা যিনি স্বর্গে আছেন তিনি তাদেরকে উত্তম জিনিস দেন যারা তাঁর কাছে তা চায়! (মথি ৭:১১)

(৮) স্বর্গের নাগরিকরা জানে যে কেবলমাত্র দু'টিই পথ আছে।

একটি প্রশস্ত দ্বার এবং একটি সংকীর্ণ দ্বার আছে। একটি উত্তম গাছ এবং একটি মন্দ গাছ আছে। একজন জ্ঞানী নির্মাতা এবং একজন নির্বোধ নির্মাতা আছে। স্বর্গরাজ্যের নাগরিকরা বিচক্ষণ।

স্বর্গরাজ্যের নীতি দ্বারা জীবনযাপন করা

কীভাবে আমরা পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষার নীতিসমূহের দ্বারা জীবন যাপন পারি? মূল চাবিকাঠিটি হল মথি ৫:৪৮। স্বর্গরাজ্যের নাগরিকদেরকে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার মতো হওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। যিশুর শিক্ষা যতটা সহজ, তা ততটাই কঠিন। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহই আমাদেরকে যিশুর শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা শক্তি দেয়। আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায়, আমরা কখনই এই সারমনের দাবি পূরণ করতে পারি না। কেবল পবিত্র আত্মাই স্বর্গরাজ্যের জীবনকে সম্ভব করে তোলে।

> "পর্বতের উপর দেওয়া উপদেশ হল কোনোকিছুর বিনিময়ে ভালোবাসা, নিজের লাভের জন্য ভালোবাসা, বা প্রকৃত ধার্মিকতার আহ্বানকে উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা। প্রকৃতপক্ষে, এই সারমনটি হল ক্ষমা, দান, কৃতজ্ঞতা এবং করুণাময় প্রেমের ধরণ প্রদর্শন করার জন্য একটি আহ্বান যা আসলে ঈশ্বরের সদৃশ।"
>
> - ড্যারেল বক (Darrell Bock)

আমরা যখন পর্বতের উপরে দেওয়া শিক্ষা" নিয়ে প্রচার করি, তখন আমাদের এই নীতিটি বুঝতে হবে। আমরা যদি কেবল বিধান বা নীতি হিসেবে সেই উপদেশগুলি প্রচার করি, তাহলে আমরা লোকেদের হতাশ ও নিরুৎসাহিত করব। কেবল যখন আমরা স্বর্গরাজ্যের জীবনের আদেশ হিসেবে সেই উপদেশ প্রচার করি - যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা প্রদত্ত, পুত্রের বলিদান দ্বারা ক্রীত, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত - তখনই পর্বতের উপরে দেওয়া সারমন প্রকৃত সুসমাচার, সেই "সু-সংবাদ" হয়ে ওঠে।

► পর্বতের উপরে দেওয়া সারমনটি সম্পূর্ণরূপে পড়ার পর এবং এই সারাংশটি পর্যালোচনা করার পর, আলোচনা করুন:

- আপনার সমাজের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য সারমনের কোন শিক্ষাগুলি সবচেয়ে কঠিন?
- একজন খ্রিষ্টীয় নেতা হিসেবে সারমনের কোন শিক্ষাগুলি আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন?

স্বর্গরাজ্যের গুপ্তরহস্য: স্বর্গরাজ্যের বিভিন্ন রূপককাহিনী

ইহুদি শিক্ষকরা জানতেন যে আমরা প্রস্তাবিত বিবৃতি মনে রাখার চেয়ে গল্পকে অনেক বেশি মনে রাখতে সক্ষম। এই কারণে, উপমা বা রূপক কাহিনীর ব্যবহার ইহুদি রব্বিদের কাছে একটি জনপ্রিয় শিক্ষাপদ্ধতি ছিল। যিশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে গভীর সত্যগুলি উপস্থাপন করা জন্য রূপকের ব্যবহার করেছিলেন।

যিশুর পরিচর্যা কাজের প্রথম দিকে, বিভিন্ন রূপক কাহিনীর ব্যবহার তাঁর শত্রুদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধ এড়িয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে, যিশু জেরুশালেমে সরাসরিভাবে ধর্মীয় নেতাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন; কিন্তু এই প্রাথমিক বছরগু লিতে, তাঁর মনোযোগ শিষ্যদের শিক্ষাদানের প্রতিই ছিল।

অনেকেই এই রূপক কাহিনীগুলি শুনেছিল, কিন্তু তা বুঝতে পারেনি। তারা শোনে কিন্তু কখনো বুঝতে পারে না; তারা দেখেন কিন্তু কখনো হৃদয়ে গ্রহণ করে না (মথি ১৩:১৪)। কেন? কারণ তারা তাদের হৃদয় কঠিন করে ফেলেছে। যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী করেছিলেন:

> কারণ এই লোকেদের হৃদয় অনুভূতিহীন হয়েছে, তারা কদাচিৎ তাদের কান দিয়ে শোনে এবং তারা তাদের চোখ বন্ধ করেছে।অন্যথায়,তারা হয়তো তাদের চোখ দিয়ে দেখবে,তাদের কান দিয়ে শুনবে,তাদের মন দিয়ে বুঝবে ও ফিরে আসবে,যেন আমি তাদের আরোগ্য দান করি। (মথি ১৩:১৫, উল্লেখ্য যিশাইয় ৬:৯)

বিভিন্ন রূপক কাহিনীর মাধ্যমে, যিশু তাদেরকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যাদের কান খোলা ছিল।

মথি ১৩ অধ্যায় স্বর্গরাজ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন রূপক কাহিনীর একটি সিরিজ উপস্থাপন করে (মথি ১৩:১১)। এই উপমাগুলি যিশুর অনুগামীদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃতি প্রকাশ করে, পাশাপাশি অবিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে তাঁর শিক্ষার বেশিরভাগ অংশ গোপন রাখে।

► আরো এগিয়ে যাওয়ার আগে, কিছুক্ষণ সময় নিন ও মথি ১৩:১-৫২ এবং লূক ১৯:১১-২৭ পড়ুন। যখন আপনি রূপক কাহিনীগুলি পড়ছেন, তখন প্রত্যেকটির প্রাথমিক বিষয়বস্তুটি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া টেবিলটিতে একটি বা দু'টি বাক্যে লিখুন। প্রতিটি রূপকের জন্য, আজকের পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রয়োগ খুঁজে বের করুন। উদাহরণ হিসেবে প্রথম রূপকটি আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে।

স্বর্গরাজ্যের রূপকসমূহ		
রূপক	**বিষয়বস্তু**	**আজকের দিনে পরিচর্যা কাজের জন্য শিক্ষা**
কৃষক	বীজের প্রতি শ্রোতার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে যে এটি কেমন ফল ধারণ করবে।	যখন আমি প্রচার করি এবং শিক্ষা দিই, আমাকে অবশ্যই ফলাফলের জন্য ঈশ্বররের উপর নির্ভর করতে হবে। ফলনের দায়িত্ব আমার নয়; আমি বিশ্বস্তভাবে বীজ বপন করার জন্য দায়বদ্ধ।
শ্যামাঘাস		
সর্ষে বীজ		
খামির		
গুপ্তধন		
বহুমূল্য মুক্তো		
টানা-জাল		
গৃহস্বামী		
দশটি মিনা		

কৃষকের রূপক (মথি ১৩:৩-৯, ১৮-২৩; লূক ৮:৫-১৮)

স্বর্গরাজ্য সম্পর্কিত এই রূপক কাহিনীটির সিরিজে প্রথম রূপকটি শেখায় যে বীজের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া বীজের ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে। স্বর্গরাজ্যে, কেউ কেউ বিশ্বাস করবে এবং ফল ধারণ করবে, পাশাপাশি অনেকেই বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করবে বা একটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরেই পড়ে যাবে।

এই রূপকটিকে জমির রূপক বলা যেতে পারে, কারণ এটি বিভিন্ন ধরণের জমির গল্প; ভিন্ন কৃষকের নয়। প্রতিটি উদাহরণে, বীজ একই ছিল এবং কৃষক একই ছিল; পার্থক্য ছিল মাটির ক্ষেত্রে। আমরা যখন স্বর্গরাজ্যের বার্তা ঘোষণা করি, তখন কিছু শ্রোতা অন্যদের তুলনায় কম গ্রহণকারী হলে আমাদের হতবাক হওয়া উচিত নয়। আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। যিশু শিখিয়েছিলেন যে কিছু শ্রোতা উর্বর জমি হবে, পাশাপাশি কেউ কেউ ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে নিজেদের কঠিন করবে।

কৃষকের রূপক কাহিনীটিতে লূকের উপসংহার দেখায় যে এটি হল সত্য শোনার একটি দৃষ্টান্ত। "কাজেই কীভাবে শুনছ, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো। যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে; যার নেই, এমনকি, কিছু আছে বলে যদি সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে" (লূক ৮:১৮)। যখন কোনো ব্যক্তি সত্যের প্রতি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়, তখন সে আরো সত্য গ্রহণ করে। সেই উপদেশে অন্যান্য দৃষ্টান্ত দেওয়ার আগে, যিশু তাঁর শ্রোতাদের শিখিয়েছিলেন কীভাবে এক ফলদায়ক বা উর্বর জমির মতো হয়ে শুনতে হয়।

শ্যামাঘাসের রূপক (মথি ১৩:২৪-৩০, ৩৬-৪৩)

ইহুদিরা আশা করেছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য দুষ্টদের অবিলম্বে বিচার করবে। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে এমন একটি সময়ের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন যে সময়ে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়ই পৃথিবীতে একসাথে বাস করবে। এই রূপক কাহিনীটিতে, ক্ষেত্র হল পৃথিবী (মথি ১৩:৩৮)। কেবল যুগের শেষে স্বর্গদূতেরা শ্যামাঘাস বা আগাছা জড়ো করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে (মথি ১৩:৪০)। ঈশ্বরের রাজ্য ঈশ্বরের সময়ে বিকশিত হবে; মানুষের সময়ে নয়।

সর্ষে বীজের রূপক (মথি ১৩:৩১-৩২)

যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজ দেখা কোনো ব্যক্তিই বিশ্বজুড়ে মন্ডলীর বিস্তারের পূর্বাভাস দিতে পারেনি। শিষ্যরা ছিলেন অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং ভীতু। তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভা, সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাব ছিল। তাঁরা ছিলেন সর্ষে বীজের মতো। কিন্তু একটি ছোটো সর্ষে বীজ যেমন একটি বড় গাছ বা ঝোপে বেড়ে ওঠে, তেমনভাবেই ঈশ্বরের রাজ্য সারা বিশ্বে পৌঁছে যাবে।

যিশুর শ্রোতারা ঈশ্বরের রাজ্যকে সর্ষে বীজের সাথে তুলনা করার কথা শুনে হয়তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। ইহুদি রব্বিরা আশা করেছিল ঈশ্বরের রাজ্য শক্তি ও গৌরবের সাথে আসবে। তারা পাপীদের বিচারের একটি প্রদর্শন আশা করেছিল; তারা রোমের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহ আশা করেছিল; নতুন ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তারা সামাজিক উত্থান আশা করেছিল। পরিবর্তে, যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে স্বর্গরাজ্যের এক মুগ্ধতাহীন সূচনার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

যখন আমরা নতুন নিয়ম পড়ি, আমরা প্রথম শতাব্দীতে যিহুদা প্রদেশের গুরুত্বহীনতা ভুলে যেতে পারি। যিহুদা প্রদেশ নতুন নিয়মের কেন্দ্র, কিন্তু এটি প্রথম শতাব্দীর বিশ্বের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিল। আপনার দেশের রাজধানীর কথা চিন্তা করুন। প্রথম শতকে যিহুদা প্রদেশের ভূমিকা এটি ছিল না; সেই ভূমিকাটির অধিকারী ছিল রোম। এমন একটি শহরের কথা

চিন্তা করুন যেখানে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম শতকে যিহুদা প্রদেশের ভূমিকা এটি ছিল না; সেই ভূমিকাটির অধিকারী ছিল এথেন্স বা আলেক্সান্ড্রিয়া।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যিহুদা প্রদেশ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; এটা অর্থনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; এটা সামাজিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আপনার দেশের সবচেয়ে নগণ্যতম অঞ্চলটির কথা চিন্তা করুন; সেটাই ছিল রোম সাম্রাজ্যে যিহুদা প্রদেশের অবস্থান।

সর্ষে বীজের উপমাটি রোম সাম্রাজ্যের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের একটি ছোটো দল থেকে এক মহীরূহ হয়ে ওঠার মতো ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি দেখায়, যা সমস্ত দেশ-জাতির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।[34] ইহুদি রব্বিরা শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য কেবল ইহুদিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; যিশু শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

খামিরের রূপক (মথি ১৩:৩৩)

খামিরের দৃষ্টান্তটি স্বর্গরাজ্যের অতিপ্রাকৃত বৃদ্ধিকেও চিত্রিত করে। যিশু খামিরকে [এটি মূলত ইস্ট বা ছত্রাক] স্বর্গরাজ্যের বিস্তারের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনকাপ ময়দা দিয়ে ১০০ জনের জন্য রুটি তৈরি করা যেত। এটির তুচ্ছ সূচনা সত্ত্বেও, স্বর্গরাজ্য একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হবে।

খামিরের রূপকটি স্বর্গরাজ্যের অবিচল এবং দৃঢ় বৃদ্ধিকে তুলে ধরে। খামির নাটকীয় নয়; এটি ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরিত হয় না; এটি নিঃশব্দে ময়দার তালের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। ইহুদি রব্বিরা শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বব্যাপী চিহ্নের দ্বারা প্রবর্তিত হবে; যিশু দেখিয়েছিলেন যে যতক্ষণ না এটি সারা বিশ্বে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য ধীরে ধীরে, কিন্তু অবিচলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

গুপ্তধন এবং মহামূল্য মুক্তোর রূপক (মথি ১৩:৪৪-৪৬)

এই দু'টি রূপক কাহিনী স্বর্গরাজ্যের আনন্দ সংক্রান্ত। দু'টিতেই, এক ব্যক্তি মহামূল্য কিছু খুঁজে পেয়েছে যেখানে সে তার সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে সেটি কিনেছে। এই রূপকগুলির মূল বিষয়বস্তু লোকটির ত্যাগস্বীকার নয়, কিন্তু মহামূল্য কিছু খুঁজে পাওয়ায় তার আনন্দই এখানে মূখ্য বিষয়। সে আনন্দে সে তার সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছে! প্রকৃত শিষ্যরা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করার জন্য সবকিছু দিয়ে দেওয়াতেই আনন্দ করে।

এই রূপক কাহিনীগুলি স্বর্গরাজ্যের চূড়ান্ত মূল্যবোধকে দেখায়। ঈশ্বরের রাজ্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করে। আরেকটি জায়গায়, যিশু বলেছেন, "তোমার চোখ যদি পাপের কারণ হয়, তা উপড়ে ফেলে দাও। কারণ দুই চোখ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে, বরং এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা ভালো" (মার্ক ৯:৪৭)। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা যেকোনো পার্থিব পার্থিব ত্যাগস্বীকারের যোগ্য।

[34] দানিয়েল ৪:১২ এবং যিহিষ্কেল ৩১:৬ পদে একটি গাছে নানা পাখির বাসা বহু দেশ/জাতির মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রসারকে উপস্থাপন করেছিল।

টানা-জালের রূপক (মথি ১৩:৪৭-৫০)

গালীল সাগরে মাছধরা নৌকাগুলি একটা বড় জাল ফেলত, যার মধ্যে খাওয়ার যোগ্য এবং অযোগ্য দু'ধরনের মাছই ধরা পড়ত। তীরে আসার পর, জেলেরা ভালো মাছগুলিকে মন্দ মাছগুলির থেকে আলাদা করত।

শ্যামাঘাসের রূপকটির মতোই, এই দৃষ্টান্তটিও শিষ্যদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিল যে যুগের শেষে বিচার উপস্থিত হবে। দ্রুত বিচারের পরিবর্তে, তাঁদেরকে এটা জেনে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপারে প্রচার করতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সময় মতো দুষ্ট এবং ধার্মিকের বিচারের করবেন। একটি চূড়ান্ত বিচার হবে যা ভালোকে মন্দ থেকে পৃথক করবে, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই সেই সময়কালটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিতে হবে।

গৃহস্বামীর রূপক (মথি ১৩:৫১-৫২)

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে রূপক কাহিনীর এই সিরিজটি শুরু করেছিলেন যাতে তারা অবশ্যই এক ফলপ্রসূ জমি হয়ে ওঠে। তিনি তাদেরকে অন্যদের কাছে এই রূপকগুলি প্রচার করার দায়িত্বটি শিখিয়ে সিরিজটি শেষ করেছিলেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক শাস্ত্রবিদকে অবশ্যই তার জ্ঞানের ভান্ডার থেকে অন্যদের শেখানোর জন্য কিছু বের করতে হবে। আমরা কেবল আমাদের নিজেদের সুবিধার জন্য শিখি, তা নয়। শিষ্যদরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা অন্য শিষ্যদেরকেও প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

দশটি মিনার রূপক[35] (লূক ১৯:১১-২৭)

► লূক ১৯:১১-২৭ পড়ুন।

এই রূপকটি লূক থেকে এসেছে, কিন্তু মথিতেও অনুরূপ একটি রূপক রয়েছে যা যিশু জলপাই পর্বতের উপর শিক্ষাদানের [এটি "অলিভেট ডিসকোর্স" নামেও পরিচিত] সময়ে বলেছিলেন। যখন যিশু জেরুশালেমের কাছাকাছি ছিলেন, তখন তিনি দশটি মিনা [প্রাচীন মুদ্রা] বা তালন্তের এই রূপকটি বলেছিলেন, কারণ লোকেরা ভেবেছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য শীঘ্রই আসতে চলেছে (লূক ১৯:১১)।

যখন যিশু জেরুশালেমে আসছিলেন, লোকেরা একজন রাজনৈতিক মশীহ বা মুক্তিদাতা নিয়ে তাদের প্রত্যাশায় মারাত্মকরকম উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করার সময় বিশ্বস্ত থাকতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই রূপক কাহিনীটি বলেছিলেন। প্রভু তাদেরকে যা শিখিয়েছিলেন তা তাদের সতর্কভাবে লুকিয়ে রাখার বিষয় ছিল না; বরং, তাদেরকে এই সবকিছু স্বর্গরাজ্যের বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে হবে।

স্বর্গরাজ্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা

► মথি ২৪-২৫ পড়ুন।

যিশুর প্রথম দিকের শিক্ষাদানের বেশিরভাগই স্বর্গরাজ্যের দ্রুত সূচনার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করেছিল। যিশু যখন তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছান, তখন তিনি ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্যের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরো অনেককিছু

[35] "মিনা" ছিল অর্থের একটি পরিমাপ। এটি একজন দাসের তিন মাসের বেতনের সমতুল্য ছিল।

জানিয়েছিলেন। মথি ২৪ এবং ২৫ অধ্যায়ের জলপাই পর্বতের উপর শিক্ষাদান হল স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতিগুলির ভবিষ্যত পূর্ণতা সম্পর্কে যিশুর সবচেয়ে বর্ধিত শিক্ষাদান।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: হেরোদের মন্দির

১৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রাজা হেরোদ দ্য গ্রেট মন্দিরের এক বড় সংস্কার শুরু করেছিলেন।[36] এই মন্দির ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সরুব্বাবিল'র দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, যা শলোমনের আসল মন্দিরটির চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোটো এবং সাধারণ ছিল। হেরোদ মন্দিরটিকে তার প্রাচীন সৌন্দর্য ও গৌরবের আদলেই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি একটি পুনর্নির্মাণ প্রকল্প চালু করেছিলেন যা ৮০ বছর ধরে চলেছিল। হেরোদ ১০,০০০ সুদক্ষ কর্মচারী-শ্রমিককে নিযুক্ত করেছিলেন এবং ১,০০০ লেবীয়কে মন্দিরের সেই বিভাগের জন্য প্রশিক্ষিত করেছিলেন যেখানে কেবল যাজকরাই প্রবেশ করতে পারতেন।

হেরোদ আশা করেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যিশুর পরিচর্যা কাজের সময়কালে, ৪৬ বছর ধরে মন্দির নির্মাণের কাজ চলেছিল (যোহন ২:২০)। ৬৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে সমগ্র মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি এবং তা মাত্র সাত বছরের মধ্যে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান জেনারেল টাইটাস দ্বারা জেরুশালেম অবরোধের পর ধ্বংস হয়ে যায়।

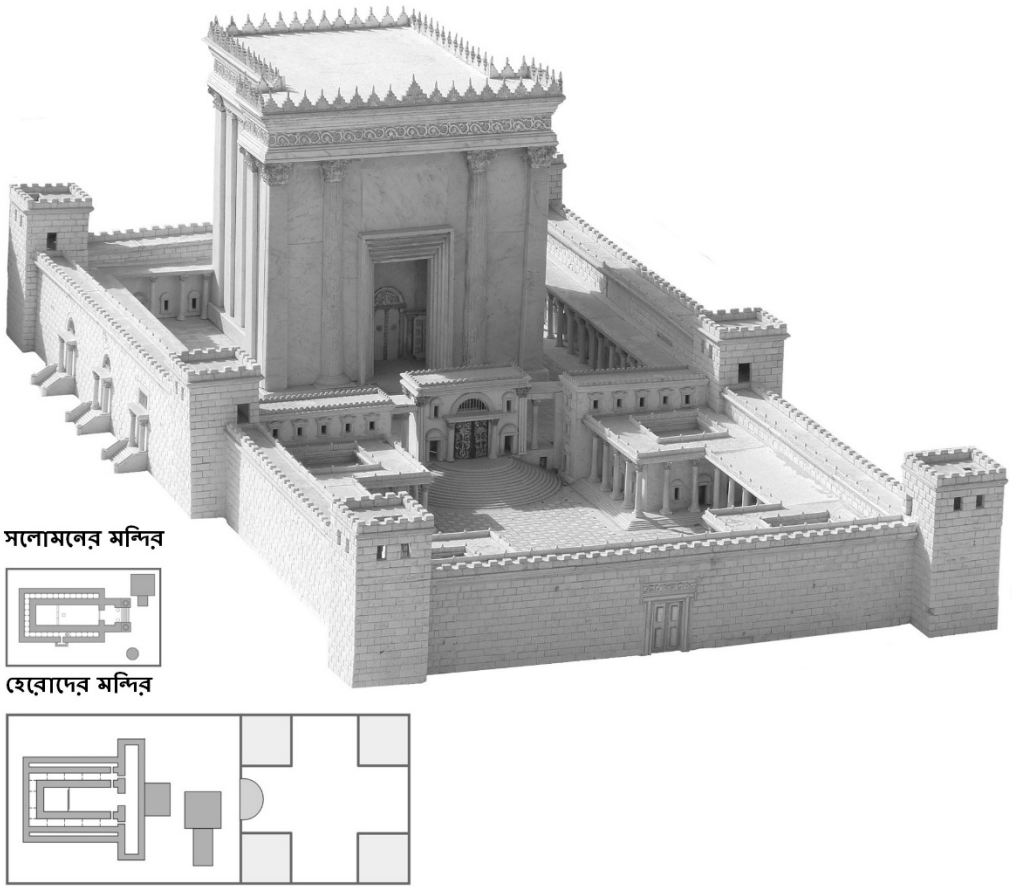

[36] "Temple Comparison"-টি Ricardo Gandelman (CC BY 2.0)-র চিত্রের সাহায্যে এবং EB Vol. IV and Gal m-এর মন্দিরের নকশা থেকে SGC দ্বারা সৃষ্ট। https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52345523784, (CC0) পাবলিক ডোমেইনে লভ্য।

হেরোদের মন্দির মূলত শলোমনের মন্দিরের চেয়ে আকারে দ্বিগুণ বড়ো ছিল, যেখানে জেরুশালেমে বিভিন্ন উৎসব বা পর্বের জন্য হাজার হাজার ইহুদি তীর্থযাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল। এটি রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম বিস্ময় ছিল।

স্বর্গরাজ্যের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা (ক্রমশ)

জেরুশালেমে যিশুর শেষ সপ্তাহে, শিষ্যরা তাঁকে মন্দিরের ভবনগুলি দেখাচ্ছিলেন। যেহেতু মন্দিরের নির্মাণ কাজ তখনও চলছিল, তারা সম্ভবত একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছিলেন যা মন্দিরে তাদের পূর্ববর্তী দর্শনের পর থেকে পরিবর্তিত হয়েছিল।

মন্দির ধ্বংস সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে যিশু তার প্রতিক্রিয়া জানান। "তোমরা কি এসব জিনিস দেখছ? আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এদের একটি পাথরও অন্যটির উপরে থাকবে না, সবকটিকেই ভূমিসাৎ করা হবে"। তখন শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিল, "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটনা ঘটবে এবং আপনার আগমনের, বা যুগান্তের চিহ্নই বা কী কী হবে ?" (মথি ২৪:২, ৩)

শিষ্যদের প্রশ্নের দু'টি ভাগ ছিল; যিশুর উত্তরেরও দু'টি ভাগ ছিল। ঠিক যেমন পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী – উভয় দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনই যিশুর ভাববাণীও এমন কিছু ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা শিঘ্রই ঘটবে এবং এমন কিছু ঘটনা ছিল যা যুগের শেষের দিকে ঘটবে।

- শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিল, "কখন এসব ঘটনা ঘটবে?" "এসব ঘটনা" (মন্দিরের পতন যেখানে একটা পাথরের উপর আরেকটা পাথর থাকবে না) ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ঘটেছিল।
- শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিল, "আপনার আগমনের, বা যুগান্তের চিহ্নই বা কী কী হবে?" যিশু ভবিষ্যতের আগমন সম্পর্কে বলেছিলেন, "তারা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে, তিনি পরাক্রমে ও মহামহিমায় আবির্ভূত হবেন" (মথি ২৪:৩০)।

যিশু দেখিয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে সমস্ত দেশ থেকে ইহুদি এবং অইহুদি – সব ধরণের লোকেরাই অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্যে পরজাতিদের আগমন "জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে" ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল (মথি ২৫:৩৪)। ঈশ্বরের রাজ্য ছিল তাঁর লোকেদের জন্য ঈশ্বরের এক অন্তনকালীন পরিকল্পনা।

জলপাই পর্বতের উপরে করা প্রচারে উল্লিখিত দু'টি রূপক কাহিনী শেখায় যে, যখন আমরা স্বর্গরাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছি, তখন আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে হবে। সেই বোকা পাঁচ কুমারী অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু সেই অপেক্ষায় যথার্থ প্রস্তুতি ছিল না। এক তালন্ত পাওয়া সেই দাস অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু বিশ্বস্তভাবে তা করেনি। স্বর্গরাজ্যের নাগরিক হিসেবে, আমরা সেই রাজার পরিচর্যার জন্য বিশ্বস্ততা এবং অধ্যবসায়ের প্রতি আহুত।

অন্তিম বিচারে, মথি ১৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত সেই ভালো এবং মন্দের পৃথকীকরণ ঘটবে। এই বিচার কখন এবং কীভাবে ঘটবে তা প্রাথমিক শিক্ষা নয়। পরিবর্তে, যিশুর শিক্ষাটি হল কীভাবে স্বর্গরাজ্যের নাগরিকদেরকে অন্তিম বিচারের প্রস্তুতির জন্য আজকে জীবনযাপন করতে হবে। সেদিন রাজা বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন তা আমারই প্রতি করেছিলে" (মথি ২৫:৪০)। রাজার পুনরাগমনের জন্য আমাদেরকে ক্রমাগত প্রস্তুতির মধ্যে থাকতে হবে। যখন তিনি আসবেন তখন তিনি যেন আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ত দেখতে পান।

প্রয়োগ: শিষ্যত্বের মূল্য

► লূক ৯:২১-২৭ পড়ুন।

ঈশ্বরের রাজ্যে নাগরিকত্ব কেবল অনুগ্রহের দ্বারাই পাওয়া যায়। আমরা ভালো কাজের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্যের নাগরিক হই না। তবে, এর মানে এই নয় যে শিষ্যত্বের জীবনে কোনো মূল্য দিতে হবে না। লূক ৯ অধ্যায়ে, যিশু তাঁর অনুগামীদেরকে শিষ্যত্বের মূল্য সম্পর্কে শিখিয়েছেন।

ডালাস উইলার্ড (Dallas Willard) লিখেছেন, "অনুগ্রহ প্রচেষ্টার বিরোধী নয়, অনুগ্রহ অর্জনের বিরোধী।"[37] শিষ্য হিসাবে আমরা যে প্রচেষ্টা করি তা অনুগ্রহের বিরোধী নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের শিষ্যত্ব অনুসরণ করার ক্ষমতা একমাত্র উপায় ঈশ্বরের অনুগ্রহের *কারণে*।

যিশুর শিক্ষাদানের এই বিন্যাসটি লক্ষ্য করুন: **ক্রুশ এবং তার পরবর্তী মহিমা।**

- যিশু তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান নিয়ে ভাববাণী করেছিলেন (লূক ৯:২১-২২)। এটিই ছিল সেই মূল্য যা স্বর্গরাজ্যে আমাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য যিশু প্রদান করেছিলেন।
- যিশু তাঁর অনুগামীদেরকে বলেছিলেন যে তাঁর শিষ্য হতে গেলে মূল্য প্রদান করতে হবে (লূক ৯:২৩-২৫)। "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, প্রতিদিন তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে"। যিশু ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ক্রুশের উপর কষ্টভোগ করেছিলেন; যদি আমরা স্বর্গরাজ্যে বাস করতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও অবশ্যই ক্রুশ তুলে নিতে হবে।
- যিশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে কথা বলেছেন (লূক ৯:২৬-২৭)। "কেউ যদি আমার ও আমার বাক্যের জন্য লজ্জাবোধ করে, মনুষ্যপুত্র যখন তাঁর নিজের মহিমায় ও তাঁর পিতা এবং পবিত্র স্বর্গদূতদের মহিমায় আসবেন, তিনিও তার জন্য লজ্জাবোধ করবেন"।

ক্রুশের সহভাগী না হলে আমরা স্বর্গরাজ্যের মহিমার সহভাগীও হতে পারব না। যিশু "নিজেকে অবনত করলেন;মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত,অনুগত থাকলেন। সেই কারণে, ঈশ্বর তাঁকে সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত করলেন …" (ফিলিপীয় ২:৮-৯)।

ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, আমরা একই প্যাটার্ন অনুসরণ করি। "আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত মহিমা প্রদানের জন্য তোমাদের আহ্বান করেছেন, সাময়িক কষ্টভোগ করার পর তিনি স্বয়ং তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তোমাদের শক্তিশালী, সুদৃঢ় ও অবিচল করবেন" (১ পিতর ৫:১০)। এটি হল স্বর্গরাজ্যে জীবনের আকার। গৌরবে মহিমান্বিত হওয়ার আগে খ্রিষ্ট ক্রুশের যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তাঁর অনুগামীদেরকেও অনন্ত গৌরব উপভোগ করার আগে ক্রুশ তুলে নিতে হবে।

---

[37] Dallas Willard, *The Great Omission*: *Reclaiming Jesus's Essential Teachings on Discipleship*. (New York: HarperOne, ২০০৬)

যিশু একনিষ্ঠ শিষ্যদের খোঁজ করেছিলেন। তিনি চাননি যে তাঁর শিষ্যদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা থাকবে; তিনি চেয়েছিলেন যে তারা অনুগত হৃদয়ের অধিকারী হবেন। একজন শিষ্য হয়ে উঠতে কত মূল্য দিতে হয়? "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে" (মথি ১৬:২৪)।

১। **একজন শিষ্যকে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করতে হবে।** নিজেকে "না" বলা একটি কঠিন কাজ।

২। **একজন শিষ্যকে অবশ্যই তার ক্রুশ তুলে নিতে হবে।** যিশুর অনুগামীরা বুঝতে পেরেছিল যে ক্রুশ মানে মৃত্যু। ক্রুশ হল কষ্টভোগ এবং লজ্জার প্রতিতিনিধি। কিন্তু প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা জানতেন যে শিষ্যত্বের জন্য ক্রুশ প্রয়োজন। যখন ইগনাসিয়াস (Ignatius)-কে শহীদ হওয়ার জন্য রোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "আমি একজন শিষ্য হওয়া শুরু করছি।" শিষ্যত্বের জন্য একটি ক্রুশ প্রয়োজন।

৩। **চরিত্র এবং আচরণে একজন শিষ্যকে ক্রমাগত যিশুকে অনুসরণ করে চলতে হবে।** এই *অনুসরণ* করে চলা হল বর্তমান কালের কাজ।

শিষ্যত্বের জন্য এই মূল্য দেওয়া কি যথাযথ? যিশু শিষ্য হওয়ার তিনটি কারণ দিয়েছেন। হাস্যকরভাবে, এই কারণগুলির জন্যই অনেকে শিষ্যত্ব এড়িয়ে চলে। কেন আমাদের শিষ্যত্বের মূল্য দিতে হবে?

১। **নিরাপত্তা**। ক্রুশকে এড়িয়ে যে নিজের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করে, সে বিনষ্ট হবে (লূক ৯:২৪)।
২। **প্রকৃত ধন**। যে নিজেকে খ্রিষ্টের সাথে চিহ্নিত করা প্রত্যাখ্যান করে, সে সবকিছু হারাবে (লূক ৯:২৫)।
৩। **পুরস্কার**। যারা খ্রিষ্টকে অনুসরণ করে, কেবল তাদেরকেই স্বর্গরাজ্যে স্বাগত জানানো হবে (লূক ৯:২৬-২৭)।

► লূক ১৪:২৫-৩৩ পড়ুন।

যিশু পরবর্তীকালে শিষ্যত্বের উপর আরো অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশাবলী তিনটি বিভাগে বিভক্ত:

১। শিষ্যত্বের মূল্য (লূক ১৪:২৬-২৭)
২। মূল্যের কথা চিন্তা না করেই শিষ্য হয়ে ওঠার বোকামি (লূক ১৪:২৮-৩২)
৩। শিষ্যত্বের মূল্যের স্মরণিকা (লূক ১৪:৩৩)

আপনি যদি গাড়ি কিনতে যান, সেলসম্যান মাঝে মাঝে গাড়ির চূড়ান্ত মূল্যটি লুকানোর চেষ্টা করবেন। তিনি বলবেন, "এই চমৎকার গাড়িটি দেখুন!" "এই গাড়িটার শক্তিটা অনুভব করুন!" আপনি গাড়িটার প্রেমে পড়ে যাবার পর তিনি আপনাকে দামটা বলবেন।

যিশু কখনোই তাঁর অনুগামীদেরকে স্বর্গরাজ্যের একটি সহজ পথের প্রস্তাব দেননি। তিনি শুরুতেই মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

> কেউ যদি আমার কাছে আসে এবং তার বাবা ও মা, স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও বোন, এমনকি, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। যে আমার অনুগামী হতে চায় অথচ নিজের ক্রুশ বহন করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না । (লূক ১৪:২৬-২৭)

এই অনুচ্ছেদে, কোনো কিছুকে অপ্রিয় মনে করার অর্থ হল সেটিকে অন্য কোনোকিছুর চেয়ে কম ভালোবাসা। যিশু বলছেন, "তুমি আমার শিষ্য হতে পারবে না যদি না তুমি আমাকে তোমার নিজের বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই, বোন, এমনকি তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসো!"

একজন শিষ্য হতে হলে কত মূল্য দিতে হয়? সবকিছু! খ্রিষ্টের শিষ্য হওয়া মশীহের প্রতিশ্রুতির আনন্দে অংশ নেওয়ার চেয়েও বেশি; এটির জন্য ক্রুশের সহভাগী হওয়া প্রয়োজন।

► যোহন লিখিত সুসমাচারে শিষ্যত্বের জন্য তিনটি অতিরিক্ত শর্ত দিয়েছে। যোহন ৮:৩১, যোহন ১৩:৩৫, এবং যোহন ১৫:৮ পড়ুন। আপনি কি আপনার মিনিস্ট্রিতে লূক এবং যোহনের শিষ্যত্বের শর্তের উপর ভিত্তি করে শিষ্য তৈরি করছেন?

উপসংহার: ঈশ্বরের রাজ্য কী?

যতক্ষণ না খ্রিষ্ট ফিরে আসছেন, আমরা ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার সমস্ত বিবরণ বুঝতে পারব না। তবে, সুসমাচার পুস্তকগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখায়:

- ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি আত্মিক রাজ্য। "কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজনপানের বিষয় নয়, কিন্তু ধার্মিকতার, শান্তির ও পবিত্র আত্মায় আনন্দের" (রোমীয় ১৪:১৭)। নতুন জন্ম আমাদেরকে শয়তানের শক্তি থেকে উদ্ধার করেছে এবং আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ করে তুলেছে।
- ঈশ্বরের রাজ্য শেষ সময়ে একটি দৃশ্যমান, রাজনৈতিক রাজত্বকে অন্তর্ভুক্ত করবে।
- ঈশ্বরের রাজ্য বিশ্বজনীন; এটি কেবল ইহুদি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।
- ঈশ্বরের রাজ্য হল পৃথিবীতে কার্যকারী ঈশ্বরের শক্তি। এই রাজ্য কোনো দৃশ্যমান আধিপত্য নয়। ১০টি মিনা'র রূপকে, রাজ্যটি ছিল করার কর্তৃত্বের, কোনো ভৌগোলিক অঞ্চল নয় (লূক ১৯:১১-১২)।
- ঈশ্বরের রাজ্য হল অতিপ্রাকৃত। মানুষ বীজ বপন করে; কিন্তু সে এটিকে বৃদ্ধি করতে পারে না। স্বর্গরাজ্য ঈশ্বরের শক্তির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।
- ঈশ্বরের রাজ্য কোনো অস্পষ্ট ভবিষ্যতের আশা নয়; এটি একটি বর্তমান বাস্তবতা যা অবিলম্বে একটি জবাব দাবি করে।
- ঈশ্বরের রাজ্য যিশুর পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। মন্দ আত্মাদের উপর তাঁর শক্তি শয়তানের রাজত্বের উপর ঈশ্বরের রাজ্যের বিজয়কে প্রদর্শন করেছিল।
- ঈশ্বরের রাজ্য মন্ডলীর কাজের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। পর্বতের উপর দেওয়া প্রচারটি দেখায় কীভাবে বর্তমান যুগে বসবাস করার জন্য বিশ্বাসীদের আহ্বান করা হয়েছে।
- খ্রিষ্টের গৌরবময়ভাবে রাজত্ব করার চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। শয়তানের শক্তি ভেঙ্গে যাবে, এবং ঈশ্বর অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।

► এই কোর্সের শেষে "স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার" শিরোনামে একটি সারমন রয়েছে। ৭ নং পাঠে এগিয়ে যাওয়ার আগে এটি পড়ুন।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

পর্বতের উপর যিশু যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার উপর ভিত্তি করে তিনটি সারমনের একটি সিরিজ প্রস্তুত করুন। আপনার সারমনগুলির বিষয়বস্তু হওয়া উচিত "ঈশ্বরের রাজ্যের জীবন।" দেখান যে কীভাবে আজকে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করতে হবে। নিশ্চিত হোন যে আপনি সারমনটি একটি সুসংবাদ হিসেবে প্রচার করছেন। দেখান যে কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করার জন্য শক্তিযুক্ত করে।

পাঠ ৭
যিশুর মতো ভালোবাসা

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) যিশুর জীবন এবং পরিচর্যা কাজে প্রেমের কেন্দ্রিকতা উপলব্ধি করবে।

(২) ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক, ঈশ্বরের বাক্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা জড়িত, তা বুঝতে পারবে।

(৩) পরিচর্যা কাজে সকলের জন্য যিশুর প্রেম প্রদর্শন করবে।

(৪) ঈশ্বরের প্রতি ক্রমাগত সমর্পণের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

(৫) দৈনন্দিন জীবনে যিশুর চরিত্র প্রকাশ করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

খ্রিষ্টসাদৃশ্য প্রেম হল খ্রিখ্রিষ্টসাদৃশ্য পরিচর্যা কাজের অনুপ্রেরণা।

ভূমিকা

যিশুর সমগ্র জীবন এবং পরিচর্যা কাজ প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। বারংবার, তিনি দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর জীবন ও পরিচর্যা কাজের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা যদি যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করি, তাহলে প্রেমকে অবশ্যই আমাদের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে। এই বিষয়টির উদাহরণ উত্তম শমরীয়'র দৃষ্টান্তের চেয়ে আর কোথাও স্পষ্ট না।

► লূক ১০:২৫-৩৭ পড়ুন।

এই রূপক কাহিনীটি বলার আগে, যিশু বলেছিলেন যে ঈশ্বর "এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষদের কাছ থেকে গোপন রেখে ছোটো শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছেন" (লূক ১০:২১)। এটি আত্মিক বোধগম্যতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শেখায়। আত্মিক সত্য বোঝার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। এটির জন্য আত্মিক প্রত্যাদেশ প্রয়োজন। ঈশ্বরের সত্য একজন শিশুর পক্ষে ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে বোঝার জন্য যথেষ্ট সহজ, কিন্তু একজন পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে কেবল তার নিজস্ব মানসিক ক্ষমতা দিয়ে বোঝার জন্য এটি অত্যন্ত গভীর।

এটি কীভাবে হতে পারে? যারা সত্যের আকাঙ্খা করে, তাদের থেকে কি ঈশ্বর তা লুকিয়ে রাখেন? উত্তরটিতে দু'টি নীতি অন্তর্ভুক্ত।

১। **আত্মিক সত্য কেবল পবিত্র আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হয়।** পৌল লিখেছেন যে "ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না"। এই কারণে, আমাদেরকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে যা "পবিত্র আত্মার দ্বারা শেখানো ... যা আত্মিক বিভিন্ন সত্যকে আত্মিক ভাষায় ব্যক্ত করে" (১ করিন্থীয় ২:১১, ১৩)।

২। **আত্মিক সত্য কেবল গ্রহণকারী শ্রোতাদের কাছেই প্রকাশিত হয়।** পৌল আরো বলেছেন, "প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মা থেকে আগত বিষয়গুলি গ্রহণ করতে পারে না, কারণ সেসব তার কাছে মূর্খতা। সে সেগুলি বুঝতেও পারে না, কারণ সেগুলিকে আত্মিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়" (১ করিন্থীয় ২:১৪)।

কৃষকের রূপকটি দেখায় যে শ্রোতার মনোভাব বীজের ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে (মথি ১৩:১-২৩)। কেবল যারা সত্যকে গ্রহণ করে, তারাই সত্য বুঝবে যা তারা শুনেছে।[38]

লূক ১০:২৫-এ আইনজীবী হলেন এই দ্বিতীয় নীতিটির একটি বাস্তব জীবনের চিত্র। আইনজীবীর প্রশ্নটি সত্যের ক্ষুধা বা আকাঙ্খা থেকে আসেনি, কিন্তু যিশুকে ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা থেকে এসেছিল; তিনি তাঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। যিশুর উত্তর শোনার পর, আইনজীবীর প্রতিক্রিয়াটি "ফলদায়ী মাটির" মতো প্রতিক্রিয়া ছিল না। পরিবর্তে, তিনি নিজেকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন (লূক ১০:২৯)।

"অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?", যিশু এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তরটি মোশির বিধানেই লেখা ছিল, "'তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে'; এবং, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে'" (লূক ১০:২৭)।

এটি আমাদের জন্য যিশুর দৃষ্টান্তের কেন্দ্রবিন্দু। যিশুর মতো জীবনযাপন এবং পরিচর্যা কাজ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীকে যিশুর মতো করেই ভালোবাসতে হবে৷ খ্রিষ্টস্বরূপ প্রেম ছাড়া, এই কোর্সের অন্য কোনো পাঠ সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রেমবিহীন—প্রার্থনা, নেতৃত্বদান, শিক্ষাদান, এবং প্রচার—এর কোনোটাই প্রকৃত অর্থে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সম্ভবত এটি খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে। আপনি বলতেই পারেন, "অবশ্যই, আমাদের ঈশ্বরকে এবং মানুষকে ভালোবাসতে হবে। আমি আগে থেকেই এটা জানি!" কিন্তু দিন প্রতিদিন মিনিস্ট্রির কাজের চাপে আমরা প্রেমের হৃদয়টি হারিয়ে ফেলতে পারি। আমাদের মন্ডলীর সদস্যদেরকে না ভালোবেসেও তাদের সেবা করা সম্ভব। পরিবারের লোকেদেরকে না ভালোবেসেও তাদের সেবা করা সম্ভব। ঈশ্বরকে না ভালোবেসেও খ্রিষ্টীয় কাজ করা সম্ভব। খ্রিষ্টীয় পরিচর্যা কাজের জন্য আমাদের প্রেরণা অবশ্যই খ্রিষ্টস্বরূপ প্রেম হতে হবে।

[38] বিশেষ করে নোট করুন যে মথি ১৩:১২। যে সত্যকে গ্রহণ করে, সে আরো সত্য গ্রহণ করতে পারবে: "যার কাছে আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে"। যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে সে সেই সত্যের প্রতিও অন্ধ হয়ে যায় যা সে ইতিমধ্যে শুনেছে: "যার কাছে নেই, তার কাছে যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।"

যিশুর মতো করে ঈশ্বরকে ভালোবাসা

মানবজাতির প্রতি যিশুর সেবা পিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পরিচর্যা কাজে বিরক্তি এবং হতাশা এড়াতে, মানুষের প্রতি আমাদের সেবা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া পরিচর্যা কাজ দ্রুত শূন্য ও ফলহীন হয়ে যাবে।

পিতার প্রতি যিশুর ভালোবাসার তিনটি দিক আমাদের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করা উচিত: সম্পর্ক, জ্ঞান, এবং আস্থা।

যিশু তাঁর পিতার সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন

বারংবার, সুসমাচার পুস্তকগুলি যিশুর তাঁর পিতার সাথে নিবিড় সম্পর্ককে দেখিয়েছে। এটি:

- যিশুর তাঁর বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে দেখা গেছে, "তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহে থাকতে হবে?" (লূক ২:৪৯)
- যোহন ১৭-এ যিশুর নিবিড় প্রার্থনায় দেখা গেছে।
- ক্রুশে যিশুর যন্ত্রণার কান্নায় দেখা গেছে, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ ?" (মথি ২৭:৪৬)।

গেৎশিমানী বাগানে, যিশু ঈশ্বরকে একটি নিবিড় পারিবারিক নামে সম্বোধন করেছিলেন, "আব্বা, পিতা" (মার্ক ১৪:৩৬)। এটি ছিল একটি পুত্রের ভাষা যে তার পিতার সাথে এক সুরক্ষিত সম্পর্কে ছিল।

পরম্পরাগত ইহুদি প্রার্থনায় ঈশ্বরের বহু নাম ব্যবহৃত হত: অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর; আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর; পরমধন্য; পরাক্রমী; ইস্রায়েলের মুক্তিদাতা। যিশু সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ নাম "আব্বা " ব্যবহার করেছিলেন। যিশু তাঁর পিতার সাথে একটি নিবিড় সম্পর্কে থাকতেন।

কেনেথ ই. বেইলি (Kenneth E. Bailey) বহু বছর মধ্যপ্রাচে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের বাচ্চাদের প্রথম বলতে শেখা শব্দটি হলআব্বা। আব্বা হল সেই শব্দ যে নামে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো বাচ্চা তার বাবাকে ডাকে।

পৌল আমাদের বলেছেন যে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদেরও "আব্বা! পিতা" বলে ডাকার অধিকার আছে (রোমীয় ৮:১৫, গালাতীয় ৪:৬)। আমরা এমন ঈশ্বরের উপাসনা করি না যিনি দূরে থাকেন। পরিবর্তে, যিশুর মতো আমরাও আমাদের পিতার প্রেমে নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করি।

পাস্টার হিসেবে, আমরা আমাদের মিনিস্ট্রির সাফল্যের ভিত্তিতে নিজেদেরকে পরিমাপ করার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারি। যদি আমাদের মূল্য আমাদের মন্ডলীর আকার, আমাদের মন্ডলীর অনুমোদন বা আমাদের সহকর্মীদের স্বীকৃতি থেকে আসে, তবে আমরা সাফল্যের জন্য সততা ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ হব। আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা নিরুৎসাহিত হব। কিন্তু, আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হই যে আমাদের সফলতা যেমনই হোক, আমাদের আব্বা আমাদের ভালোবাসেন, তাহলে আমরা ফলাফলের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিতে পারি। তাঁর ভালোবাসা আমাদের কাজের উপর নির্ভর করে না।

যিশু তাঁর পিতার ইচ্ছা জানতেন

তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষে, যিশু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "তোমার দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ … করেছি" (যোহন ১৭:৪)। যিশু জানতেন যে তাঁর পিতা তাঁকে সম্পন্ন করতে পাঠিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর সারা জীবন সেই উদ্দেশ্যসাধন করতেই উৎসর্গ করেছিলেন।

যিশু তাঁর মানবতায়, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে শিখেছিলেন। প্রার্থনার মাধ্যমে, যিশু পিতার ইচ্ছা জানতে পারতেন।

যিশু বাক্যের মাধ্যমে পিতার ইচ্ছাও বুঝতে শিখেছিলেন। কফরনাহুমে, যিশু তাঁর কাজকে ভাববাদী যিশাইয়'র ভাববাণীগুলির পরিপূর্ণতা হিসেবে সারসংক্ষিপ্ত করেছিলেন (লূক ৪:১৮-১৯)। যখন যিশু যোহন বাপ্তাইজকের শিষ্যদেরকে উত্তর দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর মশীহ-সম্বন্ধীয় (Messianic) পরিচর্যা কাজের প্রমাণ হিসেবে ভাববাদী যিশাইয়'র কথাগুলি উল্লেখ করেছিলেন (মথি ১১:৪-৫)। যিশু ঈশ্বরের বাক্য জানতেন।

গোটা নতুন নিয়ম জুড়ে, আমরা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে প্রতিকূল অবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে শাস্ত্রের উল্লেখ করতে দেখতে পাই। সাক্ষ্যমর হওয়ার সময়ে, স্তিফানের সর্বশেষ প্রচারটির প্রাথমিক বিষয়বস্তু ছিল পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র এবং যিশুখ্রিষ্টে সেগুলির পরিপূর্ণতা (প্রেরিত ৭:১-৫৩)। যখন ইহুদি নেতারা খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে যিশুর বার্তা ঘোষণা করা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল, তখন মন্ডলী প্রার্থনার জন্য একত্রিত হয়েছিল। তাদের প্রার্থনায় গীত ২ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে (প্রেরিত ৪:২৪-৩০, গীত ২:১-২)। প্রথম শতকের বিশ্বাসীরা শাস্ত্র জানতেন। প্রচার এবং প্রার্থনার জন্য এটাই ছিল তাদের স্বাভাবিক ভাষা।

মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে, যে সকল প্রচারক বিশ্বকে পরিবর্তন করেছেন তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের বাক্যের ব্যক্তি ছিলেন। জার্মানির ডায়েট অফ ওয়ার্মস (Diet of Worms)-এর কাউন্সিলে মার্টিন লুথার (Martin Luther) সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আমি শাস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ এবং আমার বিবেক ঈশ্বরের বাক্যে বন্দী।" জন ওয়েসলি (John Wesley) নিজেকে "ম্যান অফ ওয়ান বুক" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। চার্লস স্পারজন (Charles Spurgeon) বলেছিলেন যে প্রচারকদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য ভোজন করা যতক্ষণ না "বাইবেলের মূল সারমর্ম আপনার মধ্যে থেকে প্রবাহিত হয়।" হাডসন টেলর (Hudson Taylor) ঈশ্বরের বাক্যে এত বেশি সময় ব্যয় করতেন যে একজন লেখক লিখেছিলেন, "বাইবেলই ছিল সেই পরিবেশ যেখানে টেলর থাকতেন।" এই লোকেরা তাদের বিশ্বকে বদলে দিয়েছিলেন কারণ তারা কর্তৃত্বের সাথে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছিলেন।

> "কখনও ভালো বইকে বাইবেলের জায়গা নিতে দেবেন না। কূপ থেকেই পান করুন!"
>
> - অ্যামি কারমাইকেল (Amy Carmichael)

আমরা যদি যিশুর মতো, প্রথম শতকের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মতো এবং ইতিহাসের মহান প্রচারকদের মতো পরিচর্যা কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও অবশ্যই আমাদের মনোভাব এবং চিন্তাভাবনাকে ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে গঠন করতে হবে। শাস্ত্র ছিল পৌলের পরিচর্যা কাজের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (২ তিমথি ৩:১৬-১৭)। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে যেন তাঁর শিষ্যদেরকে পরিচর্যা কাজের জন্য পবিত্রকৃত বা পৃথক করা হয়। এটি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে: "সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো, তোমার বাক্যই সত্য" (যোহন ১৭:১৭)। ঈশ্বরের বাক্য শিষ্যদেরকে পরিচর্যা কাজে কার্যকরী করে তুলেছিল; ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকেও পরিচর্যা কাজে কার্যকরী করে তোলে।

অজিত ফার্নান্ডো (Ajith Fernando) শ্রীলঙ্কাতে পরিচর্যা কাজে তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে তিনি শাস্ত্রের উপর ভিত্তি না করে প্রচারে কোনো বড় বিবৃতি না দেওয়ার অভ্যাস করেছেন। এটি তার প্রচারকে ঈশ্বরের বাক্যের উপর স্থির রাখে। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা ঈশ্বরকে তাঁর বাক্যের মাধ্যমেই জানি। পরিচর্যাকারী হিসেবে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তিশীল পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে শক্তিশালী মন্ডলী গড়ে তুলি।

যিশু তাঁর পিতাকে বিশ্বাস করতেন

যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের সময়কালে পিতার সাথে তাঁর সম্পর্ক গেৎশিমানী বাগানে তাঁর প্রার্থনার কথাগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, "তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক" (মথি ২৬:৩৯)। এটি হল পরম আস্থা এবং সমর্পণের ভাষা।

আমরা যার উপর আস্থা রাখি না তার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সমর্পণ করা কঠিন। আমরা বাহ্যিকভাবে সমর্পণ করতে বাধ্য হতে পারি, কিন্তু আমাদের হৃদয় এমন একজন ব্যক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধা দেয় যাকে আমরা বিশ্বাস করি না। যিশু পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কারণ পিতার ভালোবাসা এবং উত্তমতার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।

► যোহন ৫:১-৪৭ পড়ুন।

যিশুর সম্পূর্ণ পরিচর্যা কাজ পিতার প্রতি পরম নির্ভরতার এই মনোভাবকে তুলে ধরে। যখন ইহুদি নেতারা বিশ্রামবারে একজন খোঁড়া লোককে সুস্থ করার জন্য যিশুর বিরোধিতা করেছিল, তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল:

> আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করেন না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, তিনি কেবল তাই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন, পুত্রও তাই করেন .... আমি আমার ইচ্ছামতো কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, কেবল তেমনই বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য কারণ আমি নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালনের চেষ্টা করি। (যোহন ৫:১৯, ৩০)

যিশু ইতিমধ্যেই তাঁর ঈশ্বরত্বের দাবি করেছিলেন: "আমার পিতা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, আর আমিও কাজ করে চলেছি" (যোহন ৫:১৭)। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক থাকা সত্ত্বেও, যিশু স্বেচ্ছায় তাঁর পার্থিব উদ্দেশ্যের অধীনস্থ ভূমিকায় নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি এবং পিতা সমান, কিন্তু তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন।

যখন শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীরা কয়েক মাস পরেই যিশুর বিরোধিতা করেছিল, তখন তিনি পুনরায় তাঁর পিতার কর্তৃত্বের প্রতি নির্দেশ করে তাঁর কাজগুলির সপক্ষে কথা বলেছিলেন, "আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যা শিক্ষা দেন, আমি শুধু তাই বলি" (যোহন ৮:২৮)। যেহেতু যিশু সম্পূর্ণভাবে পিতার উপর আস্থা রেখেছিলেন, তাই তিনি স্বেচ্ছায় পিতার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করতে পেরেছিলেন।

মন্ডলীতে নেতৃত্বদানের জন্য একটি মুশকিল ভারসাম্য প্রয়োজন। বহু পাস্টার এবং চার্চ-লিডারের নেতৃত্বদানের সুদৃঢ় দক্ষতা থাকে। লিডার হিসেবে, তারা দৃঢ় মতামত এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এটি লিডারের জন্য একটি মূল্যবান শক্তি হতে পারে। তবে, এই শক্তি অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে স্বেচ্ছাসমর্পণের সাথে ভারসাম্যযুক্ত হওয়া উচিত। আমরা যদি আস্থা সহকারে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ না করি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের পথে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে আমাদের নিজস্ব পথে জোর খাটানোর প্রবণতা রাখব।

বাইবেলের সবচেয়ে সেরা উদাহরণ হতে পারেন মোশি। মোশি, একজন অত্যন্ত নম্র, ভূপৃষ্ঠ নিবাসী যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর নম্র ছিলেন (গণনা পুস্তক ১২:৩)। মোশি দৃঢ় ছিলেন, কিন্তু তিনি নম্রও ছিলেন। তিনি মিশরের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, রাজা ফরৌণের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি ইস্রায়েলের একগুঁয়ে লোকেদেরকে মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মোশি একজন দৃঢ় নেতা ছিলেন। কিন্তু, একই সময়ে, তিনি ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত ছিলেন। মন্ডলীতে সক্রিয় নেতৃত্বের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক শক্তিকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত করা প্রয়োজন। এটা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে জীবনে ঈশ্বরের সাথে পথ চলি।

► পিতার প্রতি ভালোবাসার এই তিনটি দিকের (সম্পর্ক, তাঁর বাক্যের জ্ঞান, এবং আস্থার ভিত্তিতে সমর্পণ) মধ্যে, আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কোনটি?

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: যিশু কি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন?

মরমনবাদ (Mormonism) এবং যিহোবার সাক্ষী (Jehovah's Witnesses)-এর মতো ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাস, এবং পাশাপাশি ইসলামের মতো অখ্রিষ্টীয় ধর্মগুলি অস্বীকার করে যে যিশু প্রকৃতই ঈশ্বর ছিলেন। তারা যিশুকে একজন মহান শিক্ষক বা নবী হিসেবে, প্রথম-সৃষ্ট সত্তা হিসেবে, এবং এমনকি মশীহ হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। কিন্তু, তারা অস্বীকার করে যে তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর ছিলেন।[39]

এই সমস্ত ধর্মের অনুগামীরা সবসময়ে দাবি করবে, "যিশু কখনোই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। তিনি বলেছিলেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ঠিক যেমন আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের পুত্র [সন্তান]।"

যিশু কি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন? হ্যাঁ। যারা যিশুর কথা শুনেছিল, তারা তাঁর দাবিগুলি বুঝতে পেরেছিল। যখন যিশু ঈশ্বরকে "**আমার পিতা**" বলে উল্লেখ করেছিলেন, ইহুদি নেতারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কেন? "এই কারণে ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কারণ তিনি যে শুধু বিশ্রামদিন লঙ্ঘন করছিলেন, তা নয়, তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেও সম্বোধন করে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করেছিলেন" (যোহন ৫:১৮)।

যিশুর নিজেকে ঈশ্বর বলার অন্যতম এক স্পষ্ট দাবির উল্লেখ পাওয়া যায় যখন তিনি ইহুদি নেতাদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকেই আমি আছি" (যোহন ৮:৫৮)। এই কথাগুলিই ঈশ্বর বলেছিলেন যখন তিনি সেই জ্বলন্ত ঝোপে মোশির কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন: "ইস্রায়েলীদের তোমাকে একথাই বলতে হবে: 'আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন'" (যাত্রা পুস্তক ৩:১৪)। এই কথাগুলি বলে যিশু নিজেকে সেই ঈশ্বর বলে দাবি করছিলেন যিনি মোশির কাছে এসেছিলেন। ইহুদি নেতারা জানত যে যিশু তাঁর কথায় ঠিক কী বোঝাতে চাইছিলেন। প্রত্যুত্তরে, তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য পাথর তুলে নিয়েছিল। এটাই ছিল ঈশ্বরনিন্দার—মিথ্যাভাবে ঈশ্বর বলে দাবি করার যথার্থ শাস্তি (লেবীয় পুস্তক ২৪:১৬)।

যিশুর বিচার চলাকালীন, কায়াফা প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমিই কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র?" যিশুর উত্তর খুবই নির্দিষ্ট ছিল: "আমিই তিনি। আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডানদিকে বসে থাকতে ও স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে।" এই উত্তর দিয়ে যিশু দাবি করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন এবং তিনিই দানিয়েল

[39] এই ভ্রান্ত-ধর্মবিশ্বাসগুলির শিক্ষা সম্বন্ধে জানতে অধ্যয়ন করুন Shepherds Global Classroom-এর কোর্স, *Faith Traditions of the World (বিশ্বের ধর্মীয় পরম্পরা সমূহ)।*

ভাববাদীর ভাববাণী করা সেই মনুষ্যপুত্র যিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন (গীত ১১০:১ এবং দানিয়েল ৭:১৩-১৪)। কায়াফা জানতেন যে যিশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছেন। তিনি নিজের পোশাক ছিঁড়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "তোমরা তো ঈশ্বরনিন্দা শুনলে" (মার্ক ১৪:৬১-৬৪)।

আপনি যিশুর দাবিগুলি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু, যিশু নিজেই নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছেন তা স্বীকার না করে আপনি মনোযোগ দিয়ে সুসমাচার পুস্তকগুলি পড়তে পারবেন না। তাঁর শ্রোতারা তাঁর দাবি শুনেছিল এবং হয় তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করতে বা তাঁকে মিথ্যা ভাববাদী এবং ঈশ্বরের নিন্দাকারী হিসেবে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

যিশুর মতো করে আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা

যিশুর শিক্ষাদানকালে, তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রোতা হিসেবে করগ্রাহী এবং পাপীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। যিশু কেবল এই লোকদের শিক্ষাই দিতেন তা নয়, তিনি তাদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়াও করতেন। যখন ফরিশীরা দেখেছিল যে যিশু স্বেচ্ছায় পাপীদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করছেন, তখন তারা তাঁর সমালোচনা করতে শুরু করেছিল। যিশু তিনটি গল্প বলে এর উত্তর দিয়েছিলেন। আপনি যখন এই গল্পগুলি পড়েন, তখন পটভূমির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনার উপলব্ধি করা উচিত।

১। যিশুর সময়কালে, একজন ব্যক্তির সাথে বসে খাবার খাওয়ার অর্থ হল আপনি তার সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছন।[40] যখন যিশু পাপীদের সাথে বসে খেয়েছিলেন, এর তিনি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। যিশু দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর লোকেদের তাঁর কাছে আসার জন্য অপেক্ষা করেন না; পরিবর্তে, ঈশ্বর সক্রিয়ভাবে যারা হারিয়ে গেছে তাদের সন্ধান করেন।

২। যিশুর সময়কালে ইহুদিরা আশা করত যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি পাপীদের সাহচর্য এড়িয়ে চলবে। রব্বিরা শেখাতেন যে যখন মশীহ আসবেন, তিনি দুষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সমস্ত সংযোগ এড়িয়ে চলবেন এবং কেবল ধার্মিকের সাথেই ভোজন করবেন।

► লূক ১৫:১-৩২ পড়ুন।

এটি তিনটি অংশে বিভক্ত একটি বড় রূপক কাহিনী: একটি হারানো মেষ, একটি হারানো মুদ্রা এবং একটি হারানো পুত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রে, উপমার মূল বিষয় হল সেই ব্যক্তির আনন্দ যে তার হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি খুঁজে পেয়েছে। যিশু দেখিয়েছেন যে যখন পাপীরা মন-পরিবর্তন করে, তখন স্বর্গে আনন্দ হয়।

রব্বিদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় প্রবাদ ছিল: "যখন একজন পাপী ঈশ্বরের সামনে ধ্বংস হয়, তখন স্বর্গে আনন্দ হয়।" যিশু এটাকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন: "একজন পাপী মন পরিবর্তন করলে স্বর্গে অনেক বেশি আনন্দ হবে"। যিশু এবং অন্যান্য রব্বিদের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? প্রেম। এক প্রেমময় হৃদয় থেকে পরিচর্যা কাজের অর্থ কী তা যিশু দেখিয়েছিলেন।

> "এই উপমাগুলি দেখায় যে সুসমাচার তাদের জন্য নয় যাদের সবকিছু ঠিক আছে। সুসমাচার তাদের জন্য যারা জানে যে তাদের কিছুই ঠিক নেই।"
>
> - স্যামুয়েল ল্যামারসন (Samuel Lamerson)

[40] হিতোপদেশ পুস্তকে এটি চিত্রিত হয়েছে। 'নারীরূপী প্রজ্ঞা' তার টেবিলে খাওয়ার জন্য "অনভিজ্ঞকে" আমন্ত্রণ জানায় (হিতোপদেশ ৯:১-৬)। প্রজ্ঞা সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানী হয়ে উঠবে।

যখন আমরা ভালোবাসা ছাড়া পরিচর্যা কাজ করি, তখন মানুষের চেয়েও পদমর্যাদা এবং অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে, আমরা যখন ভালোবাসার হৃদয় থেকে পরিচর্যা করি, তখন আমরা হারিয়ে যাওয়া আত্মাদের জন্য মর্যাদা ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকি। যিশু ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনা সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন মূলত সেইসব ব্যক্তিদের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর জন্য যাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার প্রয়োজন ছিল।

► আমরা যদি জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি অপব্যয়ী পুত্রের প্রতি ভালোবাসা দেখাবেন?" আমরা সবার উত্তর হবে, "হ্যাঁ।" আমরা সঠিক উত্তরটা জানি! পরিবর্তে, জিজ্ঞাসা করুন, "আমার জীবনের পথে সেই অপব্যয়ী কে ছিল? আমি কীভাবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছিলাম?"

যিশু দুঃখার্তদের প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন

সুসমাচার পুস্তকগুলি পড়ার সময়ে, আপনি কখনো লক্ষ্য করেছেন যে, যে সকল পাপীরা অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের থেকে *দূরে* পালাত, তারা যিশুর *কাছে* দৌড়ে যেত? কোন বিষয়টির জন্য পাপীরা যিশুর উপস্থিতি খুঁজত?

এটা নয় যে যিশু তাদের পাপ উপেক্ষা করেছিলেন; তিনি যেকোনো ফরিশীর চেয়ে ধার্মিকতার উচ্চতর মান দাবি করেছিলেন (মথি ৫:২০)। পাপীরা যিশুর কাছে দৌড়ে যেত কারণ তিনি একজন করুণাময় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাপকে অব্যাহতি দিতেন না, কিন্তু তিনি পাপের কবলে পড়া ব্যক্তির জন্য করুণা অনুভব করতেন।

আমরা এটি ব্যাভিচারিতার দায়ে ধরা পড়া এক নারীর প্রতি যিশুর বলা কথাগুলিতে দেখতে পাই। তার অভিযোগকারীরা চলে যাওয়ার পর, যিশু বলেছিলেন, "তাহলে আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না। এখন যাও, আর কখনও পাপ কোরো না" (যোহন ৮:১১)। যিশু পাপকে অব্যাহতি দেননি; তিনি চেয়েছিলেন এই মহিলাটি সারা জীবনের জন্য তার পাপের জীবন ত্যাগ করুক। তাই, তিনি দণ্ডাজ্ঞার বদলে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন।

লূকের সুসমাচার যিশুর করুণা বা সহানুভূতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। লূক সক্কেয়'র কাহিনী বলেছেন, যে একজন করগ্রাহী ছিল এবং তাকে সমস্ত ধর্মীয় নেতারাই ঘৃণা করত। দর্শকদের অবাক করে দিয়ে, যিশু নিজেকে এমন এক ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি করেছিলেন যে একজন পাপী ছিল (লূক ১৯:৭)।

► লূক ৫:১২-১৬ পড়ুন।

এই সুস্থতার কাহিনী উল্লেখ করার সময়ে, লূক একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যা জনতাকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। যিশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলেন। প্রাচীন পৃথিবীতে কেউ কখনো কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করেনি! সংক্রমণের সম্ভাবনার কারণে এটি চিকিৎসাগতভাবে বিপজ্জনক ছিল। এবং একজন ইহুদির ক্ষেত্রে, এটি একজন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি করে তুলত।

কেন যিশু এই কুষ্ঠরোগীটিকে স্পর্শ করেছিলেন? তিনি করুণাবিষ্ট করেছিলেন। "করুণায় পূর্ণ হয়ে যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করলেন" (মার্ক ১:৪১)। এই কুষ্ঠরোগীর শারীরিক নিরাময়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু, সেইসাথে তার মানসিক নিরাময়েরও প্রয়োজন ছিল। কুষ্ঠরোগীদেরকে অন্য লোকেদের থেকে দূরে থাকতে হত। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর, এই মানুষটি কখনো অন্য মানুষের স্পর্শ অনুভব করেননি। যিশু এই বিকৃত চেহারার ব্যক্তিকে স্পর্শ না করেই সুস্থ করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে কুষ্ঠরোগীটির অন্য ব্যক্তির স্পর্শ প্রয়োজন। যিশু করুণা অনুভব করেছিলেন।

> "যতক্ষণ না লোকেরা জানতে পারছে আপনি কতটা যত্নশীল, ততক্ষণ আপনি কতটা জ্ঞানের অধিকারী, তাতে তাদের কিছু এসে যায় না।"
>
> — থিওডর রুজভেল্ট
> (Theodore Roosevelt)

আমরা যদি যিশুর মতো পরিচর্যা কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যিশুর মতো এক করুণাময় হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। যখন পাপী লোকেরা যিশুর চোখের দিকে তাকাত, তখন তারা প্রেমময় করুণা দেখতে পেত। পাপী লোকেরা যখন আপনার চোখের দিকে তাকায়, তারা কী দেখতে পায়?

যিশু দুঃস্থদের প্রতি তাঁর সেবার মাধ্যমে প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন

এটি বলা সহজ, "আমি অভাবীদের জন্য করুণা বোধ করি"; কিন্তু, তাদের চাহিদা পূরণ করা অনেক কঠিন কাজ। যিশু তাঁর চারপাশের লোকেদের চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে প্রেম দেখিয়েছিলেন। যিশুর পুরো পরিচর্যা কাজই ছিল একটি সেবা। পৌল লিখেছেন যে যিশু একজন দাসের রূপ নিয়ে নিজেকে শূন্য করেছেন (ফিলিপীয় ২:৭)। যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, "কারণ, এমনকি, মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন" (মার্ক ১০:৪৫)।

যিশুর অলৌকিক কাজগুলি অন্যদের কাছে তাঁর সেবাকে প্রকাশ করে। অলৌকিক কাজগুলি ছিল তাঁর মশীহ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যের চিহ্ন, কিন্তু সেগুলি মানুষের প্রয়োজন মেটানোর একটি মাধ্যমও ছিল। কিছুক্ষেত্রে অলৌকিক কাজগুলি কেবল অল্প সংখ্যক লোকের জন্য করা হয়েছিল। কিছুক্ষেত্রে সেগুলি ক্ষমতাহীন বা প্রভাবহীন লোকেদের উপকার করেছিল। কিছুক্ষেত্রে (সাব্বাথ বা বিশ্রামবারে) তাঁর অলৌকিক কাজগুলি তাঁকে আরো প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

যিশু ক্ষমতাবানদের আনুকূল্য লাভের জন্য অলৌকিক কাজ করেননি; তিনি অভাবীদের সেবা করার জন্য অলৌকিক কাজ করেছিলেন। শাস্ত্রে দু'বার দেখা গেছে যে যিশু অলৌকিক কাজ করতে অস্বীকার করেছেন। ফরিশীরা তাঁর সাথে বিতর্ক শুরু করেছিল, "তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তারা এক স্বর্গীয় নিদর্শন দেখতে চাইল" (মার্ক ৮:১১)। যিশু কোনো নিদর্শন দেখাতে অস্বীকার করেছিলেন। তারপর যিশুর বিচার চলাকালীন, হেরোদ তাঁর কাছে তাঁর করা কিছু চিহ্নকাজ দেখতে চেয়েছিলেন (লূক ২৩:৮)। যিশু হেরোদকেও উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। যিশু কারোর দাবিতে বা সন্দেহপ্রবণ দর্শকদের প্রভাবিত করার জন্য অলৌকিক কাজ করেননি।

যিশু হেরোদ আন্তিপাস-এর জন্য কোনো অলৌকিক কাজ করতে অস্বীকার করলেও একজন মৎস্যজীবীর শাশুড়িকে, কুষ্ঠরোগীদের, অন্ধ ভিখারিদের, এবং মন্দ আত্মাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করেছিলেন যারা তাঁকে বিনিময়ে কিছুই দিতে পারেনি। তিনি ৫,০০০ লোককে খাবার দিয়েছিলেন যারা তাঁকে ত্যাগ করে কৃতজ্ঞতার অভাব দেখিয়েছিল এবং তিনি সেই মহাযাজকের দাসকে সুস্থ করেছিলেন যিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিলেন। যিশু তাঁর অলৌকিক কাজের মাধ্যমে অভাবীদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

পাস্টার এবং মন্ডলীর লিডার হিসেবে, যারা আমাদের সাহায্য করতে পারে তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত করা সহজ। আমরা দরিদ্রদের চেয়ে ধনীদের সাথে বেশি সময় কাটিয়ে এই যুক্তি দিতে পারি, "ওই ব্যবসায়ী মন্ডলীর পরিচর্যা কাজকে সহায়তা করতে পারে।" যখন আমরা একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার সাথে দেখা করার জন্য একজন বিধবার সাথে দেখা করা বাতিল করি, তখন আমরা এটাকে অজুহাত দিতে পারি, "ওই ব্যক্তি যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং ঈশ্বরের কাজে সাহায্য করতে পারেন।" যিশু কখনো এমন করেননি। আমরা যদি যিশুর মতো পরিচর্যা কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই যিশুর মতো সেবক হতে হবে। তাঁর মতো আমদেরকেও নিজেদের সেবা পাওয়ার দিকে নয়, বরং অন্যদের সেবা করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে (মথি ২০:২৮)। পৌল লিখেছেন, "কারণ আমরা নিজেদের বিষয়ে প্রচার করি না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে প্রভুরূপে করি এবং যীশুর কারণে নিজেদের পরিচয় দিই তোমাদের দাসরূপে" (২ করিন্থীয় ৪:৫)।

কিছু পাস্টার মনে করেন, "আমি যথেষ্ট শিক্ষিত। আমি আমার মন্ডলীতে কোনো কৃষকের দাস নই।" পৌল কখনো এভাবে ভাবেননি। পৌলের শিক্ষাগত যোগ্যতা অতুলনীয় ছিল, কিন্তু তিনি যিশুর জন্য করিন্থীয়দের সেবক হয়েছিলেন। তিনি বলতেই পারতেন, "আমার শিক্ষাগত যোগতা দেখো; আমি ইহুদি সাহিত্য, গ্রিক দর্শন, এবং খ্রিষ্টীয় তত্ত্বে প্রশিক্ষিত। আমি সমাজগৃহে, গ্রিক আরেয়পাগের সভায়, এবং রোমীয় সেনেটে বক্তৃতা দিতে পারি।" পরিবর্তে তিনি বলেছিলেন, "আমি আমার প্রভু যিশুর জন্য করিন্থের সবচেয়ে কম-শিক্ষিত ব্যক্তিটির দাস।"

আমরা যদি যিশুর মতো পরিচর্যা করতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই একজন দাসের মতো জীবনযাপন করার নম্রতা থাকতে হবে। সেবক হিসেবে, আমাদের জীবনধারা একজন গভর্নরের মতো বিলাসবহুল জীবনধারা নয়। আমরা যদি যিশুর মতো ভালোবাসতে চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই নম্র দাসের মতো হতে হবে।

যিশু তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে প্রেম প্রদর্শন করেছিলেন

► মথি ৫:৪৩-৪৮ পড়ুন।

যিশু তাঁর অনুগামীদেরকে শিখিয়েছিলেন যে স্বর্গস্থ পিতার মতো সিদ্ধ হওয়ার অর্থ হল স্বর্গস্থ পিতা যেমন ভালোবাসেন, সেইভাবে ভালোবাসা। এর মানে হল "তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো।" যখন আপনি এই ধরণের প্রেম প্রদর্শন করবেন, তখন জগৎ জানবে যে আপনি আপনার স্বর্গস্থ পিতার সন্তান।

যিশু পর্বতের উপরে যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তার প্রায় ২০০ বছর আগে, একজন ইহুদি শাস্ত্রবিদ বেশকিছু শিক্ষা লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা *সিরাখ* (Sirach) নামে পরিচিত। দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে তিনি তাঁর অনুগামীদের সেই লোকেদের সাথে আচরণ করতে শিখিয়েছিলেন যারা সাহায্যের যোগ্য নয়:[41]

- তুমি যখন একটি ভালো কাজ করো, নিশ্চিত থাকো যে তুমি জানো যে কে এতে উপকৃত হচ্ছে; তাহলে তুমি যা করবে তা নষ্ট হবে না।
- নম্র লোকেদের ভালো করো, কিন্তু যারা ধার্মিক নয় তাদের কিছু দিও না।

[41] সিরাখ ১২:১-৭ *Good News Translation*

- তাদের খাবার দিও না, নয়তো তারা তোমার বিরুদ্ধে তোমার দয়া ব্যবহার করবে। এই জাতীয় লোকেদের জন্য তুমি যে ভালো কাজ করবে তার বিনিময়ে তোমাকে দ্বিগুণ কষ্ট দেবে।
- সর্বশক্তিমান নিজে পাপীদের ঘৃণা করেন, এবং তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।
- ধার্মিকদের দান করো, কিন্তু পাপীদের সাহায্য কোরো না।

বেন সিরা (Ben Sira)'র লেখাগুলিকে যিশুর সময়কালের ইহুদিরা ধর্মশাস্ত্র বলে বিবেচনা করত। যিশু যখন বলেছিলেন, "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, 'তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম কোরো' ও 'তোমার শত্রুকে ঘৃণা কোরো,'" (মথি ৫:৪৩), এটি সেই লেখা যা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সিরাখ-এ বলা হয়েছিল, "শুধু ধার্মিকদের জন্যই ভালো কাজ করো। মন্দদের জন্য ভালো কাজ নষ্ট করো না।"

► এখন আবার মথি ৫:৪৩-৪৮ পড়ুন। আপনি বুঝতে পারলেন যে কেন যিশুর শিক্ষা তাঁর শ্রোতাদের হতবাক করে দিয়েছিল?

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে তাদের শত্রুদেরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন। এটি নতুন ছিল না। পুরাতন নিয়মের উপর একটি ক্লাসে একজন অধ্যাপক তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন।

আপনার প্রতিবেশী মন্ডলীর শত্রু। আপনি যখন সামনে দিয়ে যান, সে আপনাকে অভিশাপ দেয়। সে আপনাকে ঠকাতে চেষ্টা করে, এমনকি আপনার গবাদি পশুও চুরি করার চেষ্টা করে। একদিন ঝড়-বৃষ্টির সময়ে, আপনি দেখতে পান আপনার প্রতিবেশীর গরুটির বাঁধন আলগা হয়ে গেছে এবং গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রতিবেশীর প্রতি আপনার দায়িত্ব কী?

১। আপনি কি গরুটাকে চাবুক মেরে আরো দূরে তাড়িয়ে দেবেন?

শিক্ষার্থীরা জানে যে এটি সঠিক উত্তর নয়!

২। আপনি এটি উপেক্ষা করেন এবং বলেন, "এটা আমার সমস্যা নয়"?

অনেক শিক্ষার্থীই এই বিকল্পটি বেছে নেয়। তারা বলে, "এটা প্রতিবেশীর গরু, আমার গরু নয়। আমি আমার নিজের কাজ করব। এছাড়া, ওই প্রতিবেশী আমাকে পছন্দ করে না; সে আমার সাহায্যের কদর করবে না।"

৩। আপনি কি যাত্রা পুস্তক ২৩:৪ মান্য করেন? "তোমার শত্রুর বলদ অথবা গাধাকে যদি তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে চরতে দেখো, তবে নিঃসন্দেহে সেটি ফিরিয়ে দেবে"।

পুরাতন নিয়মেও, ঈশ্বরের লোকেদেরকে বলা হয়েছিল যেন তারা তাদের শত্রুদের ভালোবাসে। কিন্তু, যিশুর সময়কালে, লোকেরা *সিরাখের* তুলনায় যাত্রাপুস্তক ২৩ কমই উদ্ধৃত করত। তারা সেই শিক্ষাই পছন্দ করত যা তাদেরকে তাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার এবং তাদের শত্রুকে ঘৃণা করার অনুমতি দিত! যিশু বলেছেন, "তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো, … যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ তিনি ভালোমন্দ, সব মানুষে"-কে ভালোবাসেন।

বাস্তব জীবনে এটা কেমন হয়? আপনার পরিচর্যা কাজে এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করুন:

একদল লোক যারা আপনার অনেক বিশ্বাসের সাথে সহমত হলেও তারা বারবার জনসমক্ষে আপনার বিরোধিতা করে। তারা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যার উদ্দেশ্য হল আপনাকে ফাঁদে ফেলা; তারা আপনার সদস্যদের বলে যে আপনি একজন ভ্রান্ত

শিক্ষক; তারা আশা করে যে আপনি এমন কিছু করবেন যা আপনাকে আপনার অনুগামীদের সাথে সমস্যায় ফেলবে। আপনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন?

১। *তাদের তাড়িয়ে দেবেন এবং বলবেন যেন তারা কখনো ফিরে না আসে?*
২। *তারা আপনার সাথে যে আচরণ করেছে, তাদের সাথে সেই একই আচরণ করবেন?*
৩। *তাদের ভুলের ব্যাপারে সৎ থাকবেন, কিন্তু প্রেমে তাদের উত্তর দেবেন?*

ফরিশীরা সম্ভাব্য সমস্ত উপায়েই যিশুর বিরোধিতা করতে চেয়েছিল। তিনি তাদের ভুলগুলির ব্যাপারে সৎ ছিলেন; তিনি তাদের সত্য শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তিনি সবসময়ে তাদের প্রতি প্রেমের আচরণ বজায় রেখেছিলেন।

যদি আমরা যিশুর মতো পরিচর্যা কাজ করতে চাই, আমাদের অবশ্যই আমাদের শত্রুদেরকে ভালোবাসতে হবে। এটি হল যিশুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যে আমাদের বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, যে আমাদেরকে নির্যাতন করেছে – সকলের প্রতিই আমাদের যিশুর শর্তহীন প্রেম প্রদর্শন করতে হবে।

প্রয়োগ: একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে যিশুর চরিত্র

ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে ভালোবাসা সম্পর্কে লেখা সহজ। কিন্তু সেই ভালোবাসা দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন। আমরা যখন আমাদের নিজেদের জীবনে যিশুর চরিত্র গড়ে তুলি তখনই আমরা তাঁকে আমাদের জগতের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত হই।

আমাদের পক্ষে কি যিশুর চরিত্রের অধিকারী হওয়া সম্ভব? শাস্ত্র শেখায় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে তাঁর মতো ভাবনা-চিন্তা করতে সক্ষম করতে পারেন। তিনি তাঁর লোকেদের একটি নতুন আত্মা দিতে চান যা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চাইতে এবং তিনি আমাদের যেভাবে জীবন যাপন করার আহ্বান করেছেন সেইভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে (যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭)। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর পুত্রের চরিত্র বিকাশ করতে চান।

দৈনন্দিন পরিষেবায় বিশ্বস্ততার ব্যাপারে অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers) কী বলেছেন তা দেখা যাক:

> যখন আপনার ঈশ্বরের থেকে আর কোনো দর্শন নেই, আমার জীবনে আর কোনো উদ্যম অবশিষ্ট নেই, এবং আর কেউ আপনাকে দেখছে না বা অনুপ্রাণিত করছে না, তখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে পরের ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার পরাক্রমী ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন... সুসমাচার প্রচার করার চেয়ে বরং সেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং তাঁর উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার বিষয়ে আরও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।
>
> যে জিনিসটি সত্যই ঈশ্বরের জন্য সাক্ষ্য দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য সাক্ষ্য দেয় তা হল অবিচল অধ্যবসায়, এমনকি সেই সময়েও তা বজায় রাখা যখন কাজটি অন্যরা দেখতে পায় না। এবং অপরাজিত জীবন যাপনের একমাত্র উপায় হল ক্রমাগত ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকা। ঈশ্বরকে বলুন তিনি যেন পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের প্রতি আপনার আত্মার চোখ খোলা রাখেন...[42]

[42] Oswald Chambers, *My Utmost for His Highest* (মার্চ ৬ তারিখে লিপিভুক্ত). https://utmost.org/taking-the-next-step/ থেকে মার্চ ২২, ২০২১ তারিখে উপলব্ধ।

আমরা কীভাবে পরিচর্যা কাজে এই বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে পারি? আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদেরকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর ক্রমাগত ভালোবেসে যেতে পারি? আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যিশুর চরিত্র প্রকাশ করতে হবে। এটি প্রয়োজন যে আমরা খ্রিষ্টের মানসিকতার অধিকারী হই।

খ্রিষ্টের মনোভাবের একটি বর্ণনা

► ফিলিপীয় ২:১-১৬ পড়ুন।

ফিলিপীয় মন্ডলীর জন্য পৌলের দেওয়া নির্দেশনা হল একটি শক্তিশালী সহায়িকা যেখানে যিশু খ্রিষ্টের চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভাজিত একটি মন্ডলীকে পৌল লিখেছেন, "স্বার্থযুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ভ্রান্ত দম্ভের বশবর্তী হয়ে কিছু কোরো না, কিন্তু নম্রতা সহকারে অন্যকে নিজেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করো। নিজেদেরই বিষয়ে নয়, কিন্তু তোমরা অন্যদের বিষয়েও চিন্তা করো" (ফিলিপীয় ২:৩-৪)।

কীভাবে তারা এটির অধিকারী হয়ে উঠতে পারত? কেবল যদি তারা পৌলের নির্দেশনা মেনে চলত, যেখানে বলা হয়েছে, "খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)।

পৌল চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যা খ্রিষ্টীয় জীবনে বেমানান।[43] এই বৈশিষ্ট্যগুলি খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যকে নষ্ট করে এবং একজন খ্রিষ্টীয় পরিচর্যাকারীর সক্রিয়তাকে ধ্বংস করে। পৌল বলেছেন:

(১) স্বার্থযুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা...বশবর্তী হয়ে কিছু কোরো না (ফিলিপীয় ২:৩)।

স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা প্রশ্ন করে, "এটায় আমার কী লাভ? এটা থেকে আমি কীভাবে উপকৃত হব?" আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে যিশু কোনো কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার আগে বা ক্রুশীয় কষ্টভোগের আগে প্রশ্ন করছেন, "এতে আমার কী লাভ?" অবশ্যই না!

পৌল বলছেন, "যদি আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের মনোভাব থাকে–যদি আমরা খ্রিষ্টের মতো ভাবনা-চিন্তা করি–তাহলে আমরা কোনোকিছুই স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে করব না।" আমাদের মনোভাব হবে একজন দাসের মনোভাবের মতো হবে। আমরা প্রশ্ন করব না, "কীভাবে আমি সেবা পাব?", বরং আমাদের প্রশ্ন হবে, "কীভাবে আমি সেবা করব?"

(২) ভ্রান্ত দম্ভের বশবর্তী হয়ে কিছু কোরো না (ফিলিপীয় ২:৩)।

দাম্ভিকতা প্রশ্ন করে, "এটায় আমাকে কেমন লাগবে? লোকেরা কি প্রভাবিত হবে?" আবারও, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে কূপের ধারে সেই শমরীয় নারীর সাথে সাক্ষাৎ করার আগে যিশু প্রশ্ন করছেন, "লোকেরা কি প্রভাবিত হবে?" অবশ্যই না!

পৌল বলছেন, "যদি আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের মনোভাব থাকে–যদি আমরা খ্রিষ্টের মতো ভাবনা-চিন্তা করি–তাহলে আমরা কোনোকিছুই অহংকারের বশবর্তী হয়ে করব না।" আমরা সামাজিক মর্যাদা লাভের সুযোগ খুঁজব না, বরং, খ্রিষ্টকে প্রদর্শন করার সুযোগ খুঁজব।

[43] এই বিভাগটি Dennis F. Kinlaw, *The Mind of Christ* (Anderson, Indiana: Warner Press, ১৯৮৮), ১০১-১০৭ থেকে অভিযোজিত।

(৩) অভিযোগ...না করে সব কাজ করো (ফিলিপীয় ২:১৪)।

অসন্তোষ বলে, "আমি এর চেয়েও ভালোর যোগ্য!" আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে যিশু বলছেন, "আমার মোটেই শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমি গুরু। আমি আরো ভালো পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য।" অবশ্যই না!

পৌল বলছেন, "যদি আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের মনোভাব থাকে–যদি আমরা খ্রিষ্টের মতো ভাবনা-চিন্তা করি–তাহলে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ না করে পরিচর্যা কাজ করব, এমনকি কঠিন পরিস্থিতিতেও তা মেনে চলব।" আমরা উপলব্ধি করব যে আমরা কোনোকিছুরই যোগ্য নই। যখন আমরা মনে রাখি যে আমাদের যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি উপহার, তখন এটি পরিচর্যা কাজের প্রতিকূলতা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়।

হেলেন রোজভেয়ার (Helen Roseveare) ছিলেন বিংশ শতকের এক অন্যতম মহান মিশনারি। তিনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত একজন ডাক্তার। আফ্রিকার জায়ার [Zaire] দেশে মিশনারি হিসেবে পরিচর্যা কাজ করার সময়ে তিনি একটি হাসপাতাল তৈরি করতে চেয়েছিলেন।। যেহেতু সেখানে কোনো উপাদানই ছিল না, তাই প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইঁট তৈরি করা। ইঁটভাটায় ইঁট তৈরি করা আফ্রিকান শ্রমিকদের সাথে ডঃ রোজভেয়ার'ও কাজ করেছিলেন।

ইঁট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, তার নরম হাত রক্তাক্ত হয়ে যেত। তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, "ঈশ্বর, আমি আফ্রিকাতে এসেছিলাম একজন শল্যচিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে, ইঁট বানাতে নয়! অবশ্যই এখানে এই তুচ্ছ কাজটা করার জন্য অন্য অনেক লোকেরা আছে।"

কিছু সপ্তাহ পরে, আফ্রিকান শ্রমিকদের মধ্যে একজন এসে তাকে বলেছিল, "ডাক্তার, যখন তুমি অপারেশন রুমে থাকো, তখন তোমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখে আমাদের খুব ভয় লাগে। কিন্তু যখন আমাদের সাথে ইঁট নিয়ে কাজ করছ, আর সেটা করতে গিয়ে আমাদের মতো তোমার আঙুল থেকেও রক্ত পড়ে, তখন তুমি আমাদের দিদি, এবং আমরা তোমাকে ভালোবাসি।" ডঃ রোজভেয়ার তখন হঠাতই উপলব্ধি করেছিলেন, "ঈশ্বর কেবল একজন ডাক্তার হিসেবে আমাকে আফ্রিকাতে পাঠাননি; তিনি আমাকে খ্রিষ্টের প্রেম প্রদর্শন করার জন্য পাঠিয়েছেন।"

(৪) তর্কবিতর্ক না করে সব কাজ করো (ফিলিপীয় ২:১৪)।

বাদানুবাদ বলে, "হ্যাঁ, প্রভু, কিন্তু... আমি অনুগত হতে ইচ্ছুক, কিন্তু...।" পুনরায়, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে যিশু বলছেন, "পিতা, আমি এখানে তোমার সেবা করতে এসেছি; কেন তুমি এটাকে এত কঠিন করেছ?" আমরা কখনোই কল্পনা করতে পারি না যিশু পিতার সাথে বাদানুবাদ করছেন।

পৌল বলছেন, "যদি আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের মনোভাব থাকে–যদি আমরা খ্রিষ্টের মতো ভাবনা-চিন্তা করি–তাহলে আমরা কখনো তর্ক করব না এবং তুলনামূলকভাবে সহজতর পথ খুঁজব না।" আমরা একটি সহজতর পথের জন্য দর কষাকষি করে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সমঝোতা করব না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের উত্তর হবে, "হ্যাঁ, প্রভু।" আমরা খ্রিষ্টের মানসিকতার অধিকারী হব।

যখন পৌল ফিলিপীয়দের খ্রিষ্টের মনোভাবের অধিকারী হতে বলেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি সম্ভব। তিনি জানতেন যে তারা নম্র, অনুগত স্বভাবের অধিকারী হতে পারে যা যিশুর জীবনকে চিহ্নিত করেছিল। আমরা কীভাবে খ্রিষ্টের এই মনোভাব লাভ করতে পারি?

আমাদের মন শাস্ত্রের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়

এই পাঠের শুরুতে আমরা দেখেছি যে কীভাবে শাস্ত্র আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা শেখায়। যিশু ঈশ্বরের বাক্য জানতেন। প্রেরিতশিষ্যরা ঈশ্বরের বাক্য জানতেন। মন্ডলীর ইতিহাসে প্রতিটি দীর্ঘস্থায়ী পুনর্জাগরণ ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়ন দিয়েই শুরু হয়েছে।

পৌল ফিলিপীয় বিশ্বাসীদেরকে জীবনের বাক্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন (ফিলিপীয় ২:১৬)। সুসমাচারের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং অঙ্গীকার তাদেরকে তাদের জগতে আলোস্বরূপ করে তুলেছিল।

ঈশ্বরের বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা যিশুর মতো চিন্তা করতে শুরু করি, খ্রিষ্টের মন ধারণ করি।। তার মানে এই নয় যে শাস্ত্র বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই গ্রিক ও হিব্রু ভাষা জানতে হবে; এর মানে এই নয় যে আপনার কাছে বাইবেলের টীকা সংক্রান্ত বইয়ের একটি বিরাট লাইব্রেরি থাকতে হবে; এর সহজ অর্থ হল যে আপনাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে সময় ব্যয় করতে হবে। এটি আপনার দৈনন্দিন আহারের অংশ হতে হবে।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য হওয়া উচিত। এটি একটি আনন্দ হওয়া উচিত, কেবল একটি কর্তব্য নয়। একজন সুস্থ ব্যক্তিকে কেউ বলে না, "আজ তোমাকে খেতে হবে! তুমি যদি না খাও, তাহলে তুমি দুর্বল হয়ে যাবে।" আপনাকে যা করতে হবে তা হল ভালো খাবার পাওয়া, এবং একজন সুস্থ ব্যক্তি খেতে চায়! ঈশ্বরের বাক্য প্রতিটি ক্ষুধার্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য খাদ্য হওয়া উচিত।

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের মন, ভাবনা-চিন্তা সবকিছুই খ্রিষ্টের মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়। বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসীই নতুন জন্ম পেয়েছে, কিন্তু তারা সেই একইভাবে ভাবনা-চিন্তা করা বজায় রেখেছে যা তারা অবিশ্বাসী হিসেবে করত। তাদের মন খ্রিষ্টের মানসিকতায় রূপান্তরিত হয়নি। কেন?

নতুন বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদের অবশ্যই খ্রিষ্টের মতো চিন্তা করার জন্য আমাদের মনকে পুনরায় বিন্যাস করতে হবে। আপনি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার আগে, আপনি প্রথমে আপনার নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করেতেন। সম্ভবত আপনি একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনি ভেবেছিলেন, "আমার নিজের অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। আমি সেই লোকটিকে দিতে পারব না।" একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আপনি ঈশ্বরের বাক্যে পড়েছেন, "যারা দরিদ্রদের দান করে তাদের কোনো কিছুর অভাব হয় না" (হিতোপদেশ ২৮:২৭)। আপনি যিশুর কথা শুনেছেন, "দান কোরো, তোমাদেরও দেওয়া হবে। প্রচুর পরিমাণে, ঠেসে, ঝাঁকিয়ে তোমাদের পাত্র এমনভাবে তোমাদের কোলে ভরিয়ে দেওয়া হবে, যেন তা উপচে পড়ে। কারণ যে মানদণ্ডে তোমরা পরিমাপ করবে, সেই একই মানদণ্ডে পরিমাপ করে তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে" (লূক ৬:৩৮)। আপনি অর্থ সম্পর্কে ঠিক সেইভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন, যেভাবে খ্রিষ্ট অর্থ সম্পর্কে ভেবেছিলেন। আপনি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে খ্রিষ্টের মন লাভ করছেন।

খ্রিষ্টবিশ্বাসী হওয়ার আগে, আমাদেরকে যারা কষ্ট দিত, আমরাও তাদেরকে পাল্টা আঘাত করার চেষ্টা করেছি। যখন কেউ আমাদেরকে অপমান করেছে, আমরা তীব্র রাগ প্রকাশ করেছি। কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমরা পড়েছি, "সহিষ্ণুতায় নিজেদের আবৃত করো।" (কলসীয় ৩:১২)। আমরা পড়েছি, "মন্দের পরিশোধে মন্দ বা অপমানের পরিশোধে অপমান কোরো না, বরং আশীর্বাদ কোরো; কারণ এর জন্যই তোমাদের আহ্বান করা হয়েছ, যেন তোমরা আশীর্বাদের অধিকারী হতে

পারো" (১ পিতর ৩:৯)। আমরা অন্যদেরকে সেইভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো শুরু করেছি ঠিক যেভাবে খ্রিষ্ট সেই ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যারা তাঁকে আঘাত করেছিল। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে খ্রিষ্টের মন লাভ করছি।

আমাদের মন দৈনন্দিন সমর্পণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়

পৌল ফিলিপীয় বিশ্বাসীদেরকে সেই মনোভাবের অধিকারী হতে বলেছিলেন যা খ্রিষ্ট যিশুর ছিল। তিনি এই মানসিকতা বর্ণনা করেছেন এবং তারপর তাদেরকে বলেছেন যে কীভাবে এটি তাদের জীবনে সম্ভব হতে পারে। তাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণের কাজ করে যেতে হবে, তবে তা *তাদের পরিত্রাণ অর্জনের জন্য নয়* – কিন্তু এর কারণ হল ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কাজ করছেন, "তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন ও কাজ করার জন্য" (ফিলিপীয় ২:১২-১৩)। যখন তারা নম্রভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পন করি, তখন তিনি তাদেরকে ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করার আকাঙ্ক্ষা ("ইচ্ছা") এবং শক্তি ("কাজ করার") প্রদান করেন।

যখন আমরা একটি সমর্পিত জীবন যাপন করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে সেই একই বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ করেন যা আমরা যিশুর জীবন এবং পরিচর্যা কাজে দেখেছি। আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টের মনোভাব লাভ করি না; আমরা সমর্পণের মাধ্যমে খ্রিষ্টের মনোভাব লাভ করি।

এটি অবশ্যই একটি দৈনন্দিন সমর্পণ হওয়া উচিত। পৌল আমাদেরকে আমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করার জন্য আহ্বান করেছেন (রোমীয় ১২:১)। একটি জীবন্ত বলিদান মৃত নয়; এটি ক্রমাগত জীবিত। একটি **সমর্পণ** আছে যেখানে আমরা আমাদের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিই, কিন্তু এমন **অনেক সমর্পণও** আছে যেখানে আমাদেরকে প্রতিদিন তাঁর ইচ্ছার কাছে ক্রমাগত সমর্পণ করে যেতে হয়।

ন্যান্সি লেই ডি'মস (Nancy Leigh DeMoss) সমর্পিত জীবনের একটি চিত্র দিয়েছেন।[44] যখন আপনি এই বর্ণনাগুলি পড়ছেন, তখন প্রশ্ন করুন, "আমি কি এই ক্ষেত্রটিতে দৈনন্দিন সমর্পণের জীবন যাপন করছি? আমি কি এই ক্ষেত্রটিতে খ্রিষ্টের মনের প্রকাশ করছি?"

- যখন আপনার মাংস কোনো কোনো সমালোচনামূলক কথা পুনরাবৃত্ত করতে চায়, তখন পবিত্র আত্মা বলেন, "যেন কারও নিন্দা না করে" (তীত ৩:২)। সমর্পিত হৃদয় বলে, "হ্যাঁ।"
- যখন আপনার মাংস কোনো প্রতিকূলতা নিয়ে অভিযোগ করতে চায়, তখন পবিত্র আত্মা বলেন, "সমস্ত পরিস্থিতিতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো" (১ থিষলনীকীয় ৫:১৮)। সমর্পিত হৃদয় বলে, "হ্যাঁ।"
- যখন আপনার মাংস একটি অযৌক্তিক মনিবকে প্রতিরোধ করতে চায়, তখন পবিত্র আত্মা বলেন, "প্রভুর কারণে ...বশ্যতাস্বীকার করো" (১ পিতর ২:১৩)। সমর্পিত হৃদয় বলে, "হ্যাঁ।"

[44] Nancy Leigh DeMoss, *Surrender.* (Chicago: Moody Press, ২০০৮), ২২৩-২২৪ থেকে অভিযোজিত।

আমাদের সমর্পণে, খ্রিষ্টের মধ্যে যে পবিত্র আত্মা ছিলেন, সেই একই পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে–আমাদের উত্তম ইচ্ছার মাধ্যমে নয়–দৈনন্দিন জীবনের হতাশার সামনে, পরিচর্যা কাজের হতাশার সামনে, এবং শয়তানের দেওয়া প্রলোভনের সামনে খ্রিষ্টের মতো আচরণ করার জন্য শক্তিযুক্ত আমরা হই।

> "একটি পবিত্র জীবনের রহস্য যিশুকে অনুকরণ করার মধ্যে নয়, কিন্তু স্বয়ং যিশুকে আমার জীবনে প্রকাশ করার মধ্যে রয়েছে…. পবিত্রীকরণ যিশুর কাছ থেকে নেওয়া পবিত্র হওয়ার শক্তি নয়; এটি যিশুর কাছ থেকে সেই পবিত্রতা নেওয়া যা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।"
>
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স (Oswald Chambers)

► সাম্প্রতিক সময়ের কথা উল্লেখ করুন যখন কোনো মাংসিক ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হয়েছে। যখন এই প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন আপনি কীভাবে প্রতিদিনের আত্মসমর্পণে জীবনযাপন করেছিলেন? এমন কোনো বর্তমান প্রলোভন কী আছে যেখানে আপনাকে আবার ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে? একটি ক্লাস হিসেবে, এই ক্ষেত্রগুলিতে একে অপরের জন্য প্রার্থনা করুন।

উপসংহার: ঈশ্বর খ্রিষ্টসাদৃশ্য প্রেমের মাধ্যমে কাজ করেন

আমরা একটি অস্থির পৃথিবীতে বাস করি। যারা এই পাঠগুলি পড়ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে বাস করে যেখানে মন্ডলী শাসনব্যবস্থা, ভ্রান্ত ধর্মমত বা সামাজিক চাপ দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়। এটি ভাবা কি যুক্তিযুক্ত যে আমরা আমাদের শত্রুকে ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বকে প্রকৃত অর্থে পরিবর্তন করতে পারি? আমাদের শত্রু যখন আমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করছে তখন আমরা কীভাবে আমাদের শত্রুকে ভালোবাসতে পারি?

একবার একজন সাংবাদিক বাগদাদে বসবাসকারী এক ইরাকি খ্রিষ্টবিশ্বাসীর সাথে কথা বলেছিলেন।[45] সাংবাদিক যখন সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলেন, তখন আইসিস [ISIS] সৈন্যরা তার বাড়ি থেকে মাত্র ৪০ মিনিট দূরত্বে ছিল। সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমাদের মন্ডলী কি এখনো আরাধনা করার জন্য মিলিত হচ্ছে?" সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী উত্তর দিয়েছিল: "হ্যাঁ! এমনকি, আমরা আমাদের মন্ডলীতে দুটো প্রার্থনার গ্রুপ চালু করেছি–উত্তর দিকে আমাদের যে নির্যাতিত ভাই-বোনেরা রয়েছে তাদের জন্য প্রার্থনা করার একটা গ্রুপ এবং আমাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করার একটা গ্রুপ।"

বাগদাদের সেন্ট জর্জ'স চার্চ'র সসদ্যরা তাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করে। তারা ~~মুসলিম~~ অখ্রিস্টিয়ান বিধবাদেরকে খাবারের প্যাকেট দেয়। তারা তাদের শত্রুদের ভালোবাসে, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা যিশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্যই আহুত।

এই নিবন্ধটি আমাদের সেই সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয় যা মন্ডলীর ইতিহাস জুড়ে দেখা যায়। ঈশ্বরের কাজ করার পদ্ধতি সর্বদা মানুষের পথের বিপরীত। মানুষ মধ্যযুগে অখ্রিস্টিয়ানদের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রুসেডের মাধ্যমে কাজ করেছে; ঈশ্বর রেমন্ড লাল (Raymond Lull) নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করেছেন যিনি ৮২ বছর বয়সে বিশ্বে তার একাধিক মিশনারি ভ্রমণের শেষ সফরের সময়ে মারা গিয়েছিলেন। মানুষ সামরিক শক্তির মাধ্যমে কাজ করে; ঈশ্বর একজন হাডসন টেলর (Hudson Taylor)-এর মাধ্যমে কাজ করেন যিনি চিনদেশের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য তার জীবন দিয়েছেন। মানুষ শক্তির মাধ্যমে কাজ করে; ঈশ্বর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্বলতার মাধ্যমে কাজ করেন।

[45] Mindy Belz, "How Does the Church Move the World?" *World Magazine*, ২৭শে মে, ২০১৭

ঈশ্বরের পথ কখনোই মানুষের পথ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের পথই বিজয়ী। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যিশুর মতো ভালোবাসে বলেই আমাদের পৃথিবী অনন্তকালের জন্য পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনটি ধীর এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক, কিন্তু এটিই হল আমাদের পতিত জগতে তাঁর কাজ করার জন্য ঈশ্বরের উপায়।

যিশুর মতো পরিচর্যা কাজ করার জন্য আমাদেরকে যিশুর মতো প্রেমও করতে হবে। একবার একজন বয়স্ক প্রচারককে তার পরিচর্যা কাজের রহস্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "লোকেরা একমাত্র একটি উপায়েই বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর তাদের কতটা ভালোবাসেন এবং সেটি হল আপনি তাদের কতটা ভালোবাসেন তা প্রকাশ করা।" এই প্রচারক বুঝতে পেরেছিলেন যে খ্রিষ্টের প্রেম আমাদের মাধ্যমে আলোকিত হয়, আমরা বিশ্বকে ঈশ্বরের কাছে আকৃষ্ট করি। এটাই হল যিশুর মতো ভালোবাসার অর্থ।

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

এই পাঠে আমরা দেখেছি কীভাবে যিশু ভালোবেসেছেন। এই অ্যাসাইনমেন্টে আপনাকে এমন উপায়গুলি খুঁজে বের হবে যেখানে আপনি আপনার প্রতিবেশীকে প্রেম করার ক্ষেত্রে যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করতে পারেন। অ্যাসাইনমেন্ট করতে বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়; এটা বাস্তবায়িত বা অনুশীলন করতে অনেক বেশি সময় লাগতে পারে! এটি অনুশীলন করতে ব্যর্থ হবেন না। যিশু যেমন ভালোবেসেছেন, তেমনভাবে ভালোবাসার জন্যই আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে।

সুসমাচার পুস্তকগুলি থেকে মানুষের প্রতি যিশুর ভালোবাসার তিনটি নির্দিষ্ট উদাহরণ লিখুন। তারপর আপনার জীবনের জন্য তিনটি নির্দিষ্ট প্রয়োগ উল্লেখ করুন। আপনি কীভাবে যিশুর উদাহরণ অনুসরণ করবেন? এই অ্যাসাইনমেন্টটি আপনার জন্য; যতটা সম্ভব নির্দিষ্ট হন।

যিশুর উদাহরণ	আমার প্রয়োগ

পাঠ ৮
ক্রুশ এবং পুনরুত্থান

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) দুঃখভোগ সপ্তাহে যিশুর পরিচর্যা কাজের বিবিধ প্রতিক্রিয়াগুলি বুঝতে পারবে।
(২) একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়ার অর্থটি বুঝবে।
(৩) যে দুর্বলতাটি পিতরকে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলে তা চিহ্নিত করতে পারবে।
(৪) খ্রিষ্টীয় জীবন এবং পরিচর্যা কাজের ভিত্তিমূল হিসেবে ক্রুশ এবং পুনরুত্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

সমস্ত ফলপ্রসূ পরিচর্যা কাজ ক্রুশ এবং পুনরুত্থানের শক্তিতেই সম্পন্ন হয়।

ভূমিকা

সুসমাচার পুস্তকগুলির চূড়ান্ত বিষয় হল দুঃখভোগের কাহিনী। সুসমাচার পুস্তকগুলির ৮৯টি অধ্যায়ের মধ্যে ৩০টি অধ্যায় জেরুশালেমে যিশুর বিজয়ের প্রবেশ এবং পুনরুত্থানের মাঝের সপ্তাহের প্রতিই নিবেদিত। যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রায় অর্ধেকটাই এই সপ্তাহটি নিয়ে লেখা হয়েছে। এটাই হল চূড়ান্ত সময় যেটির প্রতি যিশুর সমগ্র জীবন এবং পরিচর্যা কাজ নির্দেশিত ছিল। এই পাঠে আমরা আমাদের জীবন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহটি অধ্যয়ন করব।

► এই পাঠে এগিয়ে যাওয়ার আগে, দু'টি প্রশ্ন আলোচনা করুন:

- তাত্ত্বিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ক্রুশারোপণের অর্থ কী?
- তাত্ত্বিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে পুনরুত্থানের অর্থ কী?

যিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়াসমূহ: জনসমক্ষে যিশুর পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহ

সুসমাচার প্রচারকদের প্রাথমিক গুরুত্বের মধ্যে একটি হল যারা যিশুর সাথে মিলিত হয়েছিল তাদের প্রতিক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, যিশুর জীবনের শুরুতে, যিনি এই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই হেরোদের প্রতিক্রিয়ার সাথে মথি পণ্ডিতদের উপাসনার তুলনা করেছেন। যোহন কূপের কাছের সেই অশিক্ষিত শমরীয় মহিলাটির সাথে ইহুদি রব্বি নীকোদীমের প্রশ্নাত্মক প্রতিবেদনের তুলনা করেছেন।

► মথি ১০:৩২-৩৯ পড়ুন।

যিশুর বার্তা সম্পর্কে কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না; আমরা হয় তাঁর দাবি মেনে নিই অথবা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করি। যিশু তাঁর পরিচর্যা কাজকে একটি তলোয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা এই দু'টি দলকে বিভক্ত করে। বহু পরিবার যিশুর প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া দ্বারা বিভক্ত হয়েছিল; এমনকি যিশুর নিজের পরিবারও এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিল (যোহন ৭:৫, মার্ক ৩:২১)। কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি।

যিশুর প্রতি বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি তাঁর জনসমক্ষে পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহে আরো বেশি নাটকীয় হয়ে উঠেছিল। এই বৈপরীত্য স্বয়ং ক্রুশ পর্যন্ত চলতে থাকে, যেখানে দু'জন চোর যিশুর প্রতি ভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়াসমূহ

► যোহন ১১:১-৫৭ পড়ুন।

এমনকি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার আগেও, ধর্মীয় নেতারা যিশুর বিরোধিতা করেছিল। যিশু যখন শীতকালে "মন্দির-উৎসর্গের পর্ব" (Feast of Dedication)-এর সময় মন্দিরে গিয়েছিলেন, তখন ইহুদি নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ এনেছিল এবং তাঁকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু তখনও তাঁর বলিদানের সময় হয়নি, যিশু সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং জেরুশালেমের ধর্মীয় কেন্দ্র থেকে দূরে জর্দন নদীর অন্য পাড়ে পৌঁছেছিলেন (যোহন ১০:২২-৪২)।

যখন লাসারের মৃত্যুর খবর আসে, তখন শিষ্যরা জানতেন যে যিশুর পক্ষে যিহুদা প্রদেশে ফিরে আসা বিপজ্জনক হবে। পাঠকরা সর্বদাই থোমার সন্দেহ এবং হতাশাবাদকে উপহাস করে, কিন্তু প্রভুর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল। তিনি অনুমান করেছিলেন (সঠিকভাবে) যে যিশুকে যিহুদা প্রদেশে হত্যা করা হবে, কিন্তু থোমা অনুগত ছিলেন। যিশু যখন যিহুদা প্রদেশে ফিরে আসার জন্য জোর দিচ্ছেন, থোমা বাকি শিষ্যদের বলেন, "চলো, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারি" (যোহন ১১:১৬)। থোমার পরবর্তী সন্দেহ নির্বিশেষে, আমাদের এই ভীত শিষ্যের আনুগত্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে যিশুর পুনরুত্থানের পরে, থোমা ভারতে সুসমাচার প্রচারকাজে শহীদ হয়ে মারা যান?

বেথানীর মতো একটা ছোটো গ্রামে, লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার ঘটনা কোনোমতেই গুপ্ত থাকত না। ধর্মীয় নেতাদের কাছে নাটকীয় ঘটনাটি লুকিয়ে রাখার মতো কোনো উপায়ই ছিল না। যোহন এই অলৌকিক ঘটনাটির প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।

জনগণের প্রতিক্রিয়া

লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই জনগণ নিশ্চিত হয়েছিল যে যিশু রোমকে উৎখাত করবেন এবং জেরুশালেমে দায়ূদের সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। তারা নিশ্চিত ছিল যে যিশুই সেই প্রতিশ্রুত মশীহ। "তখন ইহুদিদের অনেকে যারা মরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তারা যীশুকে এই কাজ করতে দেখে তাঁকে বিশ্বাস করল" (যোহন ১১:৪৫ এবং ১২:১১)। এত লোক যিশুকে বিশ্বাস করেছিল যে তা দেখে ফরিশীরা বলেছিল, "চেয়ে দেখো, সমস্ত জগৎ কেমন তাঁর পিছনে ছুটে চলেছে!" (যোহন ১২:১৯)। যিশু যখন একটি গাধায় চড়ে জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন, তখন এটি জনতার উৎসাহকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া

লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার ঘটনাটি ধর্মীয় নেতাদের যিশুর নিজেকে মশীহ হওয়ার দাবিকে উপেক্ষা করার যেকোনো সুযোগকেই নষ্ট করে দিয়েছিল। যেহেতু জনতা যিশুর দিকে ঝুঁকছিল, ধর্মীয় নেতাদের কাছে মাত্র দু'টি বিকল্প ছিল:

১। **যিশুর নিজের সম্পর্কে করা দাবি মেনে নেওয়া।** তবে, এর জন্য তাদেরকে ক্ষমতার প্রতি তাদের যে উচ্চাকাঙ্খা ছিল তা সমর্পণ করতে হত। যিশু ইতিমধ্যেই তাদের ভণ্ড আচরণের নিন্দা করেছিলেন। যদি তারা স্বীকার করে যে যিশুই সেই মশীহ, তাহলে তারা ইহুদি জনগণের নেতা হিসেবে তাদের অবস্থান হারাবে।

২। **যিশুকে গ্রেপ্তার করা এবং হত্যা করা।** যদি তারা যিশুকে মশীহ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের অবশ্যই তাঁকে হত্যা করতে হবে।

ধর্মীয় নেতারা যিশুকে হত্যা করার সিদ্ধান্তকে জাতির জন্য সর্বোত্তম বলেই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। ইতিহাস জুড়ে অন্যান্য দুর্বল নেতাদের মতোই, তারা তাদের সিদ্ধান্তের অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। "আমরা কী করছি? এই লোকটি তো বহু চিহ্নকাজ করে যাচ্ছে। আমরা যদি ওকে এভাবে চলতে দিই, তাহলে প্রত্যেকেই ওকে বিশ্বাস করবে। তখন রোমীয়রা এসে আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই ধ্বংস করবে" (যোহন **১১:৪৭-৪৮**)। যিশু রোমের বিরুদ্ধে কোনো বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন – এই ভেবে তারা ভয় পেয়েছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে তাঁর রাজ্য ছিল আত্মিক।

"আমাদের স্থান" সম্ভবত মন্দিরকে বোঝায়, এবং "আমাদের জাতি" সেই সমস্ত স্বাধীনতাকে বোঝায় যেগুলির অনুমতি রোম ইহুদিদেরকে দিয়েছিল (প্রেরিত ৬:১৩ এবং প্রেরিত ২১:২৮ দেখুন)। যদিও যিহুদা প্রদেশ রোমের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তবুও ইহুদিদেরকে মন্দিরে উপাসনা করার, ধর্মীয় আইন পালন করার এবং মহাসভার মাধ্যমে কিছু বেসামরিক শাসন বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রোম বিদ্রোহ দমন করলে এই সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কায়াফা মহাসভাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে পুরো জাতির কষ্টভোগ করার চেয়ে একজন মানুষের মৃত্যু হওয়া বেশি ভালো (যোহন ১১:৪৯-৫০)। হাস্যকরভাবে, যিশুকে হত্যা করার পর, মহাসভা যা নিয়ে ভয় পেয়েছিল ঠিক সেটাই ঘটেছিল। যিশুকে হত্যা করার চল্লিশ বছর পর, রোমীয়রা মন্দির ধ্বংস করেছিল, ইহুদি জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এবং কায়াফা যা যা এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন সেই সবকিছু করেই তারা একটি ইহুদি বিদ্রোহকে চূর্ণ করে দিয়েছিল।

যেহেতু তারা সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস না করে এই অলৌকিক ঘটনাটি লুকিয়ে রাখতে পারত না, তাই সমগ্র ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করার জন্য মহাসভা যিশু এবং লাসার উভয়কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (যোহন ১১:৫৩ এবং যোহন ১২:১০)। অলৌকিক ঘটনা অবিশ্বাসীদের উপলব্ধি করানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। আমরা সাধারণত মনে করি, "যদি ঈশ্বর একটি অলৌকিক কাজ দ্বারা নিজেকে 'প্রমাণ' করেন, তাহলে সবাই বিশ্বাস করবে।" কিন্তু, একটি অলৌকিক ঘটনা একজন সন্দেহবাদীকে কেবল তার অবিশ্বাসেই আরো দৃঢ় করে তুলতে পারে।

ধনী ব্যক্তি এবং লাসারের (যিশু যে লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন, তিনি নন) কাহিনীটিতে, ধনী ব্যক্তিটি অব্রাহামের কাছে কাতরভাব নিবেদন করেছিল যে তার ভাইদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তিনি যেন লাসারকে পাঠান। অব্রাহাম বলেছিলেন, "তারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের কথায় কর্ণপাত না করে, তাহলে মৃত্যুলোক থেকে উঠে কেউ গেলেও তারা তাকে বিশ্বাস করবে না" (লূক **১৬:৩১**)। শাস্ত্র নিজেই সত্যের জন্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্য। যদি আমরা শাস্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে অন্য কোনো প্রমাণই আমাদেরকে উপলব্ধি করাতে পারবে না।

যিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়া: মরিয়ম

► মথি ২৬:৬-১৩ *এবং* যোহন ১২:১-১১ পড়ুন।

যিশুর পার্থিব পরিচর্যা কাজের গোটা সময়কাল জুড়েই, লাসার এবং মার্থার বোন মরিয়ম ছিল তাঁর অন্যতম একনিষ্ঠ অনুগামী। আগের একটি ঘটনায়, মার্থা অভিযোগ করেছিল কারণ মার্থা কাজে ব্যস্ত থাকলেও মরিয়ম বসে বসে যিশুর কথা শুনছিল। সেই ঘটনায়, যিশু মরিয়মের প্রশংসা করে বলেছিলেন যে মরিয়ম "সেই উত্তম বিষয়টিই মনোনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না" (লূক ১০:৪২)।

তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে, যিশু এবং তাঁর শিষ্যরা শিমোন নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়েছিলেন যে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল। লাসার এবং তার বোনেদেরকেও দলে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। খাওয়ার সময়, মরিয়ম যিশুর মাথায় এবং পায়ের উপর একটি দামী সুগন্ধি তেল ঢেলে দিয়েছিলেন। এই সুগন্ধি তেলের দাম ছিল ৩০০ দিনারি, যা প্রায় এক বছরের বেতনের সমান। এমন একটি সময়কালে, যখন কোনো ব্যাংক ছিল না, সেইসময়ে এটি সম্ভবত মরিয়মের সঞ্চয়কে তুলে ধরে।

মরিয়ম অত্যাধিক টাকা নষ্ট করেছেন বলে শিষ্যরা রেগে গিয়েছিল (মথি ২৬:৮, মার্ক ১৪:৫), কিন্তু মরিয়ম কেবল একজন ব্যক্তির মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং সেই ব্যক্তি হলেন স্বয়ং যিশু। তিনি এমন একটি প্রেমের বশবর্তী হয়ে কাজ করেছিলেন যা তাকে অন্য সবার মতামতের প্রতি অন্ধ করে দিয়েছিল। সেই সুগন্ধি তেলের দাম কত তা তিনি চিন্তা করেননি, এবং অন্যরা কী ভাবছে তা নিয়ে তিনি পরোয়া করেননি। তিনি তার প্রভুর উপাসনা করেছিলেন, এবং সেটা ছাড়া আর কিছুই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

শিষ্যরা যখন মরিয়মের কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন, তখন যিশু তাঁদের তিরস্কার করেছিলেন: "ওকে ছেড়ে দাও... ও আমার প্রতি এক অপূর্ব কাজ করেছে" (মার্ক **১৪:৬**)। মাত্র কয়েকদিন পরেই ক্রুশীয় মৃত্যু হতে চলেছে জেনে, যিশু মরিয়মের কাজের এই প্রতীকটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন: "আমাকে সমাধির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করল" (মথি **২৬:১২**)। যিশু এই নারীটিকে সম্মানিত করেছিলেন যিনি প্রেমময় উপাসনার নিঃস্বার্থ কাজে তার সর্বোত্তমটি উজাড় করে দিয়েছিল।

যখন আমরা মরিয়মের যিশুকে অভিষিক্ত করার ঘটনাটি পড়ি, তখন আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, "আমি যিশুকে কতটা ভালোবাসি? আমি কি তাঁর প্রতি বেশি যত্নশীল নাকি অন্যদের মতামতের প্রতি বেশি যত্নশীল? মরিয়ম সত্যিই যিশুকে ভালোবাসতেন।

যিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়া: বিজয়ী প্রবেশ

► মথি ২১:১-১১ এবং যোহন ১২:১২-১৯ পড়ুন।

রবিবারে, যিশু একটি গাধায় চড়ে জেরুশালেমে গিয়েছিলেন। একটি সাধারণ দিনে, এই ঘটনায় অস্বাভাবিক কিছুই হবে না; একজন গালীলীয় শিক্ষকের সাথে অনুগামীদের একটি ছোটো দল জেরুশালেমে নিস্তারপর্বের উৎসবে যাত্রা করছেন। কিন্তু এটা কোনো সাধারণ সময় ছিল না। লাসারের মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠা এই নিস্তারপর্বের তীর্থযাত্রাকে একটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ঘটনায় পরিবর্তিত করেছিল।

মথি জেরুশালেমে যিশুর প্রবেশের ধর্মীয় প্রভাব তুলে ধরেছেন। মথি দেখিয়েছেন যে যিশুর প্রবেশ সখরিয় ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ করেছে। জনতার কথাগুলি গীত **১১৮** অধ্যায় থেকে এসেছে, এটি হল নিস্তারপর্বের একটি গান যা জেরুশালেমে একটি বিজয়ী শোভাযাত্রাকে বর্ণনা করেছে (মথি **২১:৪-১১**, সখরিয় **৯:৯**, গীত **১১৮:২৬**)।

এই শোভাযাত্রাটি রাজনৈতিক ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ ছিল:

- একজন রাজার প্রতি বশীভূত থাকার জন্য জনতা রাস্তায় কাপড় ছড়িয়ে দিয়েছিল (মথি ২১:৮, 2 রাজাবলি ৯:১৩)
- মেকাবীয় যুগ (Maccabean period) থেকে খেজুর পাতা কোনো সামরিক শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতীকস্বরূপ ছিল (যোহন ১২:১৩, ১ মেকাবী ১৩:৫১)।
- "হোশান্না!" কথাটির অর্থ ছিল "আমাদের রক্ষা করুন", উদ্ধার পাওয়ার জন্য আর্তচিৎকার।
- "দাউদের পুত্র" ছিল একটি রাজকীয় এবং মশীহ-সংক্রান্ত উপাধি।

লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে রোমকে উৎখাত করতে এবং তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যিশু জেরুশালেমে প্রবেশ করছেন। দায়ূদ কুলের রাজার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হয়েছিল। ভাববাদীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছিল।

মাত্র কয়েকদিন পরেই, এই একই লোকেদের মধ্যে অনেকেই চিৎকার করেছিল, "ওকে ক্রুশে দিন!" কেন? কারণ তারা ভুল কারণে যিশুকে নিয়ে উল্লাস করছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি রোমকে উৎখাত করবেন, কিন্তু তাঁর সামরিক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তারা একটি রাজনৈতিক রাজ্য চেয়েছিল, কিন্তু তিনি একটি আত্মিক রাজ্য নিয়ে এসেছিলেন। তাদের এই হতাশায়, এই জনতা শীঘ্রই যিশুর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

সানহেদ্রিন মহাসভার রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং সামাজিকভাবে অভিজাত সদস্যরা ইতিমধ্যেই যিশুকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; ক্ষমতাহীনদের শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছিল। সামনে কি হতে চলেছে তা জেনে, যিশু সেই শহরের ভাগ্যের জন্য কেঁদেছিলেন যেটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে (লূক **১৯:৪১-৪৪**)। যিশু জানতেন যে তাঁর বিজয় মিছিল ক্রুশের দিকে পরিচালিত হবে। ভিড় জনতা গীত **১১৮:২৬** উল্লেখ করে জয়ধ্বনি করেছিল, "ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি সদাপ্রভুর নামে আসেন"। যিশু এই গীতের পরবর্তী পদটি জানতেন, "বলির পশু নাও, আর দড়ি দিয়ে তা বেদির উপর বেঁধে রাখো" (গীত **১১৮:২৭**)। যিশু একটি বলিদান হিসেবে জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন যাকে শীঘ্রই "বেদীতে", অর্থাৎ সেই রোমীয় ক্রুশে বাঁধা হবে।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: যিশু একটি ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেন

► মার্ক **১১:১২-২৫** পড়ুন।

সিনপটিক গসপেলের **[মথি, মার্ক, লূক]** প্রতিটিতে যিশুর জনসমক্ষে পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহে একটি নিষ্ফলা ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়ার কাহিনীটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সোমবার বেথানীতে রাত কাটিয়ে জেরুশালেমে যাওয়ার সময়ে যিশু ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার শিষ্যরা দেখেছিলেন যে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গাছটি শুকিয়ে গেছে।

যদিও তখন ডুমুরের মরশুম ছিল না (মার্ক ১১:১৩), তবে পাতার উপস্থিতির অর্থ ছিল যে গাছটিতে সবুজ ডুমুর থাকা উচিত ছিল। ডুমুর গাছের ফল পাতার জন্মানোর অল্প সময় পরেই দেখা যায়। যদি কোনো ডুমুর গাছ কচি ডুমুর না হওয়া সত্ত্বেও পাতায় ভর্তি থাকত, তাহলে সেই গাছটি সেই বছর আর ফল ধারণ করত না।

এই কাহিনীটি ছিল ইস্রায়েলের ফলধারণে ব্যর্থতার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।[46] পৃথিবীর সব দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনোনীত করেছিলেন (আদি পুস্তক ১২:৩)। পরিবর্তে, ইস্রায়েল যিহোবা'র নামকে লজ্জিত করেছিল।

মন্দিরটি সকল জাতির লোকের জন্য প্রার্থনাগৃহ হওয়ার কথা ছিল (যিশাইয় ৫৬:৭)। পরিবর্তে, মন্দিরটি হয়ে উঠেছিল দস্যুদের আস্তানা, যেখানে ক্ষমতাশালী প্রধান পুরোহিতরা গরীবদের ঠকাতো।

ডুমুর গাছটি নিষ্ফলা ছিল; ইস্রায়েল ফলহীন ছিল। ডুমুর গাছটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল; ইস্রায়েল দ্রুতই প্রত্যাখ্যাত হতে চলেছিল।

ডুমুর গাছের প্রতি অভিশাপ হল যিশুর জনসমক্ষে পরিচর্যা কাজের শেষ দিনগুলিতে বিচার সম্বন্ধীয় বার্তাগুলির একটি সিরিজ:

১। নিষ্ফলা ডুমুর গাছের জীবন্ত দৃষ্টান্ত (মার্ক ১১:১২-১৪, ২০-২৫)।
২। মন্দির পরিষ্কার (মার্ক ১১:১৫-১৯)।
৩। অবিশ্বস্থ ভাড়াটেদের (ভাগচাষী) রূপক (মার্ক ১২:১-১২)।
৪। ধর্মীয় নেতাদের সাথে দ্বন্দ্ব (মার্ক ১২:১৩-৪০)।
৫। মন্দিরের ধ্বংসের বিষয়ে যিশুর ভাববাণী (মার্ক ১৩:১-৩৭)।

যিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়া: যিশুর জনসমক্ষে প্রচার কাজের চূড়ান্ত সপ্তাহ (ক্রমশ)

যিশুর প্রতি প্রতিক্রিয়া: ধর্মীয় নেতৃবর্গ

► মথি ২১:২৩-২২:৪৬ পড়ুন।

লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার পর, ধর্মীয় নেতারা যিশুকে হত্যা করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা এটিকে কঠিন করে তুলেছিল। তারা জনতার সামনে যিশুকে সম্মানহানি করার কোনো সুযোগ খুঁজছিল। যিশুর বিজয় প্রবেশের পরের দিনগুলিতে, ধর্মীয় নেতারা মন্দিরে একের পর এক বিরোধিতার কৌশল করেছিল। তারা যিশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা বারবার ব্যর্থ হয়েছিল। পরিবর্তে, জনতা দেখেছিল যে যিশু বারংবার তাঁর প্রজ্ঞা এবং রসিকতা দিয়ে ধর্মীয় নেতাদের বিব্রত করেছিলেন।

প্রথমে, প্রধান পুরোহিত এবং প্রাচীনরা মন্দির পরিষ্কার করার এবং প্রকাশ্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যিশু যোহন বাপ্তাইজক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দিয়ে তাদের ফাঁদে ফেলে জবাব দিয়েছিলেন।

এরপর যিশু তিনটি রূপক কাহিনী বলেছিলেন যা ধর্মীয় নেতাদের দোষীসাব্যস্ত করেছিল। দুই পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল যে কেবল পেশা নয়, আনুগত্য ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পর্ক প্রমাণ করে। দুষ্ট ভাড়াটেদের দৃষ্টান্তটি যিশুকে মশীহ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতিগুলিকে চিত্রিত করেছিল। অবশেষে, বিবাহভোজের দৃষ্টান্তটি প্রকাশ করেছিল যে, যে ধর্মীয় নেতাদের ভোজে

[46] পুরাতন নিয়মে, একটি ডুমুর গাছ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে (যেমন যিরমিয় ৮:১৩, হোশেয় ৯:১০, যোয়েল ১:৭)।

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল মূলত আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া সেইসব ব্যক্তিদের স্বপক্ষে, যাদের কম যোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল।

যিশুকে সম্মানহানি করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় নেতারা তাঁকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করার জন্য একাধিক প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল। সত্য শেখা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; তাদের উদ্দেশ্য ছিল যিশুকে নির্মূল করা। যিশু জানতেন যে তারা সত্যের আকাঙ্খী নয়, তাই তিনি তাদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেননি।

যিশুকে ফাঁদে ফেলতে ব্যর্থ হওয়ার পর নেতারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মথি তাদের ব্যর্থতা দেখিয়ে এই বিভাগটি শেষ করেছেন: "প্রত্যুত্তরে তারা কেউ একটি কথাও বলতে পারল না। সেদিন থেকে আর কেউ তাঁকে কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পেল না" (মথি **২২:৪৬**)। মার্ক শেষ করেছেন সাধারণ মানুষের আনন্দের কথা উল্লেখ করে যারা এই বিতর্কগুলি দেখেছিল, "বিস্তর লোক আনন্দের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছিল" (মার্ক **১২:৩৭**)।

► একজন পাস্টার বা খ্রিষ্টীয় লিডার হিসেবে, আপনি প্রায়শই বিভিন্ন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। আপনি কীভাবে সঠিক মনোভাবাপন্ন প্রশ্নকর্তা এবং যারা আপনাকে ফাঁদে ফেলতে চায় তাদের মধ্যে পার্থক্য করবেন? এই দুই ধরণের প্রশ্নকর্তার প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত? *(*এই পার্থক্যটি দেখার জন্য হিতোপদেশ **২৬:৪-৫** দেখুন।)

বিচার এবং ক্রুশারোপণ

► **১** করিন্থীয় **১৫:১-৮** পড়ুন।

যিশুর স্বর্গারোহণের কুড়ি বছর পরে, পৌল করিন্থে একটি মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। এই মন্ডলীটি বিভিন্ন পটভূমি থেকে রূপান্তরিত হওয়া লোকেদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ইহুদিরা যারা হিব্রু শাস্ত্র জানত এবং অইহুদিরা যারা সত্য ঈশ্বরের কিছুই জানত না – উভয়েই মন্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

করিন্থের মন্ডলীটি নানারকম দ্বন্দ্বের দ্বারা বিছিন্ন হয়েছিল এবং ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সমস্যার উত্তর দিয়ে, পৌল করিন্থীয়দের সেই বার্তাটি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে বার্তাটি তিনি প্রথম প্রচার করেছিলেন। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী এত বড়ো শহরে পৌলের প্রথম বার্তাগুলি চারটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর দৃষ্টিপাত করে:

- খ্রিষ্ট আমাদের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।
- তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- তিনি তৃতীয় দিনে উত্থাপিত হয়েছেন।
- তিনি জনসমক্ষে দর্শন দিয়েছিলেন— কৈফাকে, বারোজন শিষ্যকে, ভাইদের মধ্যে ৫০০ জনেরও বেশিজনকে একসাথে, যাকোবকে, সকল প্রেরিতশিষ্যকে, এবং অবশেষে পৌলকে।

করিন্থে পৌলের প্রচারিত বার্তার প্রথম অংশটি ছিল ক্রুশের বিষয়ে: "খ্রীষ্ট আমাদের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন"। ক্রুশের বার্তা হল খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু।

পুরাতন নিয়মে, যে ব্যক্তি বলিদানের জন্য একটি মেষশাবক নিয়ে আসত, সে সেই বলিদানস্বরূপ মৃত্যুর সাথে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্য মেষশাবকের মাথায় হাত রাখত। মেষশাবকের মাথায় হাত রেখে উপাসক বলত, "এই মেষশাবকটি আমার জায়গায় মারা যাচ্ছে। আমার পাপের জন্য আমি মৃত্যুর যোগ্য।" একইভাবে, আমরা আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর যোগ্য ছিলাম, কিন্তু খ্রিষ্ট আমাদের জায়গায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য ছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি।

"তাঁকে কি চাবুক মারা হয়েছিল?

এটি হয়েছিল যাতে তাঁর আঘাতের মাধ্যমে আমরা সুস্থ হতে পারি।

তিনি কি নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও নিন্দিত হয়েছিলেন?

এটি হয়েছিল যাতে আমরা অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পেতে পারি।

তিনি কি কাঁটার মুকুট পরেছিলেন?

এটি হয়েছিল যাতে আমরা মহিমার মুকুটে ভূষিত হতে পারি।

তাঁর পোশাকও কি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল?

এটি হয়েছিল যাতে আমরা চিরস্থায়ী ধার্মিকতার বস্ত্র পরিধান করতে পারি।

তাঁকে কি উপহাস এবং অপমান করা হয়েছিল?

এটি হয়েছিল যাতে আমরা সম্মানিত এবং আশীর্বাদযুক্ত হতে পারি।

তাঁকে কি একজন অপরাধী এবং পাপী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল?

এটি করা হয়েছিল যাতে আমরা সমস্ত পাপ থেকে নির্দোষ এবং ন্যায়পরায়ণরূপে গণিত হতে পারি।

তিনি কি নিজেকে বাঁচাতে অক্ষম হয়েছিলেন?

এটি হয়েছিল যাতে তিনি অন্যদেরকে সর্বোত্তমভাবে বাঁচাতে সক্ষম হন।

তিনি কি শেষপর্যন্ত মারা গিয়েছিলেন যা ছিল সবচেয়ে বেদনাদায়ক এবং লজ্জাজনক মৃত্যু?

এটি হয়েছিল যাতে আমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারি, এবং সর্বোচ্চ মহিমায় মহিমান্বিত হতে পারি।"

- বিশপ রায়ল (Bishop Ryle)

গ্রেপ্তার

► মথি ২৬:১-৫, ১৪-৫৬ পড়ুন।

দুঃখভোগ সপ্তাহের বুধবারে, যিশু ঠিক দু'দিন পরেই তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাববাণী করেছিলেন। মহাসভা, যিশুকে তাঁর ভাববাণীর সময় থেকে অন্তত নয়দিনের মধ্যে, নিস্তারপর্ব উদযাপনের পর জনতা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেই, গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেছিল। মূলত, যখন যিহুদা তার প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাব দিয়েছিল, তখনই তারা যিশুকে গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ তাদের তাঁর একজন অনুসারীর সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল।

প্রধান যাজকদের যিহুদাকে প্রকেন য়োজন হয়েছিল? যিশু যখন জনতার থেকে দূরে ছিলেন, তখনই তাদের তাঁকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন ছিল। তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে প্রকাশ্যে গ্রেপ্তার করলে দাঙ্গা বেঁধে যেত।

শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ সম্পন্ন করার পরে, যিশু প্রার্থনা করার জন্য গেৎশিমানী বাগানে গিয়েছিলেন। ক্রুশের শারীরিক অত্যাচার এবং পিতার থেকে বিচ্ছেদের আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগে, যিশু প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূর করে দাও। তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক" (মথি ২৬:৩৯)। এমনকি এই সর্বোচ্চ বিচারেও, যিশু পিতার ইচ্ছার বশীভূত হয়েছিলেন।

> "যিশু তাঁর ঈশ্বরত্বের কাছে মানবিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি খোঁজেননি; তিনি প্রার্থনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।"
>
> - টি. বি. কিলপ্যাট্রিক (T.B. Kilpatrick)-এর লেখা থেকে অভিযোজিত

পরে সেই সন্ধ্যায়, যিহূদা বিস্তর লোকের সঙ্গে যিশুকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল।[47] যিহুদা যিশুকে চুম্বনের মাধ্যমে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর, যিশু সৈন্যদের সাথে কথা বলেন। "'আমিই তিনি,' যীশুর এই কথা শুনে তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল" (যোহন **১৮:৬**)। সৈন্যদের এই বড় দলটি এমন একজন ব্যক্তিকে ভয় পেয়েছিল যিনি মৃত্যুর উপর ক্ষমতা রাখেন। তাঁর শত্রুদের হাতে নয়, কিন্তু যিশুর হাতেই ক্ষমতা ছিল। ১৯ শতকের একজন প্রচারক, অক্টাভিয়াস উইনস্লো (Octavius Winslow) লিখেছেন, "কে যিশুকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করেছিল? টাকার জন্য যিহুদা নয়। ভয় পেয়ে যাওয়া পীলাত নয়। হিংসার বশবর্তী হওয়া ইহুদিরা নয়। তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন স্বয়ং পিতা, ভালোবাসার জন্য!"[48]

বিচার

► মথি ২৬:৫৭-২৭:২৬, লূক ২২:৫৪-২৩:২৫, যোহন ১৮:১২-১৯:১৬ পড়ুন।

যিশুর বিচারের মধ্যে একটি ইহুদি বিচার এবং একটি রোমীয় বিচার – দুটোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদি আইন ছিল প্রাচীন আইনি ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে মানবিক আইন; ইহুদি আইন জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত। রোমীয় আইন তার কঠোর নিয়ম এবং সর্বাঙ্গীণতার জন্য পরিচিত ছিল। এই দু'টি ছিল প্রাচীন বিশ্বের সেরা আইন ব্যবস্থা, কিন্তু তারা ঈশ্বরের পুত্রকে হত্যা করা থেকে পাপী ব্যক্তিদের বিরত করেনি।

গ্রেপ্তারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, যিশুকে ছয়টি আইনি শুনানি বা বিচারের সম্মুখীন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ইহুদি ধর্মীয় বিচার এবং রোমীয় নাগরিক বিচার – দুটোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে ইহুদিদের এই বিচার ইহুদি আইন অনুযায়ী অবৈধ ছিল। যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করার তাড়াহুড়োয়, সানহেদ্রিন মহাসভা:

- রাত্রিকালীন বিচার আয়োজন করেছিল (অবৈধ)
- যিশুকে গ্রেপ্তার করার আগে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেনি (অবৈধ)
- যিশুকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো সাক্ষীকে ডাকার অনুমতি দেয়নি (অবৈধ)
- ইহুদি আইনে বিচারের জন্য যতটা সময় নির্ধারিত থাকে, তার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক তাড়াহুড়োতে তা সম্পন্ন করেছিল (অবৈধ)

---

[47] যোহন ১৮:৩ এই দলটিকে সৈন্যদের একটি "ব্যান্ড" বা "কোহর্ট" হিসেবে চিহ্নিত করে। একটি রোমীয় কোহর্ট সাধারণত ৬০০ জন পুরুষ নিয়ে গঠিত হত।

[48] John Stott, *The Message of Romans* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, ১৯৯৪),২৫৫-এ উদ্ধৃত।

পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, এইসব ঘটেছিল যাতে তারা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে এবং নিস্তারপর্বের আগে তাঁর দেহ সরিয়ে ফেলতে পারে। তারা ঈশ্বরের মেষশাবককে হত্যা করেছিল যাতে তারা সঠিক সময়সূচীতে নিস্তারপর্বের মাংস খেতে পারে!

বিচারের বিভিন্ন পর্যায়ে

(১) হাননের সামনে ইহুদি শুনানি (যোহন ১৮:১২-১৪, ১৯-২৩)

হাননকে সারাজীবনের জন্য মহাযাজক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এমনকি রোমীয়রা হাননকে পদচ্যুত করে তার জামাই কায়াফাকে সেই পদে অভিষিক্ত করার পরেও, বেশিরভাগ ইহুদি হাননকেই "মহাযাজক" উপাধি দিয়ে ডাকতে থাকে। হাননের সামনে এই প্রথম শুনানিটি ছিল অনানুষ্ঠানিক। এতে কোনো অভিযোগ বা সাক্ষী অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

(২) মহাসভার সামনে ইহুদি শুনানি (মথি ২৬:৫৭-৬৮)

সম্পূর্ণ সানহেদ্রিন মহাসভার সামনে প্রথম শুনানি সম্ভবত রাত ২টোর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও সূর্যোদয়ের আগে আইনি বিচার করার অনুমতি ছিল না, কিন্তু ইহুদি নেতারা দ্রুত এগোতে চেয়েছিল। যেহেতু আনুষ্ঠানিক রাত্রিকালীন বিচার বেআইনি ছিল, তাই মহাসভা একটি অনানুষ্ঠানিক শুনানির আয়োজন করেছিল যা ঈশ্বরনিন্দার জন্য যিশুকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং নির্ধারণ করেছিল যে তিনি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য।

(৩) মহাসভার সামনে আনুষ্ঠানিক ইহুদি বিচার (লূক ২২:৬৬-৭১)

সূর্যোদয়ের পরে মহাসভা একটি আনুষ্ঠানিক বিচারের আয়োজন করেছিল। এই বিচারে মহাসভা ঈশ্বরনিন্দার দায়ে যিশুকে সরকারিভাবে অপরাধী হিসেবে দোষীসাব্যস্ত করেছিল।

(৪) পীলাতের সামনে প্রথম রোমীয় বিচার (লূক ২৩:১-৫, যোহন ১৮:২৮-৩৮)

অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার রোম মহাসভাকে দেয়নি (যোহন ১৮:৩১)। পীলাতের কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাওয়ার জন্য, ইহুদি নেতারা তাদের অভিযোগকে ঈশ্বরনিন্দার মতো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে বিদ্রোহের মতো রাজনৈতিক দোষের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। যারা যিশুর নামে অভিযোগ করেছিল, "আমাদের জাতিকে বিপথে নিয়ে ...সে কৈসরকে কর দিতে নিষেধ করে, আর নিজেকে খ্রীষ্ট, একজন রাজা বলে দাবি করে" (লূক ২৩:২)।

নিস্তারপর্বের সময়ে, ইহুদিরা অশুচি হয়ে যাওয়ার ভয়ে এবং নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণে বাধা আসার ভয়ে কোনো রোমীয় ভবনে প্রবেশ করত না। তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে না বলে, পীলাত প্রাসাদের দরজার বাইরের প্রাঙ্গনে শুনানি করেছিলেন।

(৫) হেরোদ অন্তিপাসের সামনে রোমীয় বিচার (লূক ২৩:৬-১২)

পীলাত জানতেন যে যিশু নির্দোষ ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহুদি নেতাদের ক্রুদ্ধ করতে চাননি। যখন তিনি শুনেছিলেন যে যিশু "তার শিক্ষায় সমগ্র যিহূদিয়ার লোকদের উত্তেজিত করে তুলেছে। গালীল থেকে শুরু করে ও এখানেও এসে পৌঁছেছে" (লূক ২৩:৫), তখন পীলাত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাকে এই সঙ্কট থেকে বেরোতে হবে। নিস্তারপর্বের সপ্তাহে, হেরোদ অন্তিপাস, যিনি গালীল প্রদেশের শাসক ছিলেন, জেরুশালেমে ছিলেন।[49] যেহেতু যিশু গালীল প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন, পীলাত

[49] কোনো অভ্যুত্থান সামলাতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, নিস্তারপর্ববের সপ্তাহ চলাকালীন, প্যালেস্টাইনের সমস্ত রোমীয় আধিকারিক

চেয়েছিলেন হেরোদ এই মামলায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব সামলাক। পীলাত যিশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু হেরোদ হস্তক্ষেপ করতে প্রত্যাখ্যান করেন।

(৬) পীলাতের সামনে চূড়ান্ত রোমীয় বিচার (মথি ২৭:১৫-২৬, লূক ২৩:১৩-২৫, যোহন ১৮:৩৯-১৯:১৬)

যখন যিশুকে পুনরায় পীলাতের কাছে ফেরত পাঠানো হয়, তখন পীলাত অন্য আরেকটি সমাধানের খোঁজ করেছিলেন। পীলাত জানতেন যে যিশু নির্দোষ ছিলেন: "তোমাদের সাক্ষাতে আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি আমি খুঁজে পাইনি" (লূক **২৩:১৪**)। পীলাত যিশুকে, একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে চাননি।

যখন নেতারা পীলাতকে তার আনুগত্যহীনতা নিয়ে সিজারের [কৈসর] কাছে নালিশ করার হুমকি দেয়, তখন পীলাত তাদের দাবি মেনে নেন। পীলাত একজন দুর্বল শাসক ছিলেন। পূর্বের একটি দ্বন্দ্বে, পীলাত সৈন্যদেরকে সম্রাটের মূর্তি বহন করে জেরুশালেমে প্রবেশ করিয়েছিলেন। একটি ইহুদি দল পীলাতের প্রাসাদের বাইরে পাঁচ দিন ধরে প্রতিবাদ করেছিল। তিনি বিক্ষোভকারীদের হত্যার হুমকি দিলে তারা পবিত্র নগরীতে সিজারের মূর্তি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে মৃত্যু গ্রহণ করার ঘোষণা করেছিল। পীলাত পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অভিজ্ঞতার কারণে পীলাত ইহুদি জনতাকে নিয়ে ভীত ছিলেন। তাছাড়া, রোমে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সেজানাস (Sejanus), যিহুদা প্রদেশের লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে পীলাতের ক্ষমতার উপর ভরসা করতেন না। যখন নেতারা হুমকি দিয়েছিল যে তিনি যদি যিশুকে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা সিজারের কাছে নালিশ জানাবে, তখন পীলাত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করলেন (যোহন ১৯:১৬)। পীলাত যিশুকে দোষী বলে বিশ্বাস করতেন বলে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তা নয়, বরং এর কারণ ছিল তার নিজের দুর্বলতা।

বিচার চলাকালীন, পিতর যিশুকে অস্বীকার করেন।

নিস্তারপর্বের নৈশভোজের সময়ে, যিশু পিতরকে সতর্ক করেছিলেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে" (যোহন ১৩:৩৮)। যিশুর বিচার চলাকালীন, পিতর যিশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন।

আমরা যখন পিতরের লজ্জাজনক পতনের কথা পড়ি, তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে পিতর কেবল সেই ব্যক্তিই ছিলেন না যে ওই রাতে যিশুকে ব্যর্থ করেছিল। কেবল পিতর এবং যোহনই বিচারে উপস্থিত ছিল। অন্য শিষ্যরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

স্পষ্টতই, পিতর যিশুকে ভালোবাসতেন। তাহলে, কেন তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন? এর আগে, আমরা প্রলোভনের মোকাবিলা করার পাঠ শেখার জন্য যিশুর প্রলোভন অধ্যয়ন করেছি। পিতরের পতন থেকে আমরা আমাদের প্রলোভনের সময়ে নিজেদেরকে সাহায্য করার জন্য সতর্কবার্তাটি দেখতে পাই। অন্তত দু'টি বৈশিষ্ট্য পিতরের পতনের জন্য দায়ী ছিল:

(১) অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস

যিশু যখন শয়তানের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তখন পিতর গর্ব করে বলেছিল, "আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়, তাহলেও আমি আপনাকে কখনোই অস্বীকার করব না" (মথি ২৬:৩৫)। আমরা যখন অতিরিক্ত

জেরুশালেমে চলে আসত।

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি, তখন আমাদের পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। আমরা কেবল পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমেই একটি বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করতে পারি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস হল আত্মিক ব্যর্থতার প্রথম ধাপ।

(২) প্রার্থনাহীনতা

গেৎশিমানী বাগানে যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে সতর্ক করেছিলেন, "প্রার্থনা করো, যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়ো" (লূক ২২:৪০)। আসন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার জন্য শক্তি প্রার্থনা করার পরিবর্তে, পিতর ঘুমিয়েছিলেন।

প্রার্থনাহীনতা অনিবার্যভাবে আত্মিক ব্যর্থতার দিকে নিয়ে যায়। একটি প্রাণবন্ত প্রার্থনাশীল জীবন ছাড়া একটি বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবন বজায় রাখা অসম্ভব। যতক্ষণ আমাদের প্রার্থনার জন্য সময় থাকে না, শয়তান খ্রিষ্টীয় কর্মীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত নানারকম কাজে জড়িত রাখার চেষ্টা করে। সে জানে যে আমরা যদি এতই ব্যস্ত থাকি যে প্রার্থনা করার সময় পাচ্ছি না, তাহলে আমরা শীঘ্রই পড়ে যাব।

► আপনার গোটা খ্রিষ্টীয় জীবন এবং পরিচর্যা কাজের দিকে ফিরে তাকান। আপনি যেখানে প্রলোভনে পড়েছিলেন বা যেখানে আপনি পতনের কাছাকাছি এসেছিলেন সেগুলির সম্পর্কে চিন্তা করুন। এই পতনে কোন কারণগুলির অবদান রয়েছে? আপনি কি পরিচর্যা কাজের সাফল্যের সম্মুখীন হচ্ছিলেন যা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছিল? আপনি কি খুবই ব্যস্ত ছিলেন এবং প্রার্থনায় পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন? এমন কি অন্যান্য কোনো কারণ আছে যা ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতার সংকেত হিসেবে কাজ করতে পারে?

বিচার চলাকালীন, যিহুদা আত্মহত্যা করে।

পিতরের অস্বীকারের বিবরণের ঠিক পরেই, মথি যিহুদার আত্মহত্যার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। নিজের বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল দেখে, যিহুদা তার মন পরিবর্তন করেন এবং প্রধান যাজকদের এবং প্রাচীনদের কাছে ৩০টি রূপোর মুদ্রা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "নির্দোষ মানুষের রক্ত সমর্পণ করে আমি পাপ করেছি" (মথি ২৭:৩-৪)। যিহুদা তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে রৌপ্যমুদ্রা তাকে দেওয়া হয়েছিল তা ফেলে দেন এবং নিজেকে ফাঁসি দেন (মথি ২৭:৫)। যিহুদা আজীবন অপরাধবোধ বয়ে বেড়াবার পরিবর্তে আত্মহত্যা বেছে নিয়েছিল।

মথির বিবরণ পিতরের অনুতাপ এবং যিহুদার অনুশোচনাকে পাশাপাশি রেখেছে। পিতর এবং যিহুদা দু'জনেই তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত ছিল। কিন্তু, যিহুদার জন্য, মথি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা একজনের মন পরিবর্তনের ধারণা প্রকাশ করে; তা সত্যিকারের অনুতাপের জন্য প্রচলিত শব্দটি নয়। এই পার্থক্যটি পাপের শাস্তির প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পৌল অনুশোচনা (পাপের ফলাফলের জন্য দুঃখ) এবং অনুতাপের (পাপের জন্য দুঃখ এবং দিক পরিবর্তন) মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে লিখেছেন। প্রেরিত লিখেছেন: "ঐশ্বরিক দুঃখ নিয়ে আসে অনুতাপ, যা পরিত্রাণের পথে চালিত করে; সেখানে অনুশোচনার কোনও অবকাশ নেই; কিন্তু জাগতিক দুঃখ নিয়ে আসে মৃত্যু" (২ করিন্থীয় ৭:১০)।

ঐশ্বরিক দুঃখ সত্যিকারের অনুতাপ নিয়ে আসে, যা পরিত্রাণ ও জীবনের দিকে নিয়ে যায়। পার্থিব দুঃখ অনুশোচনা নিয়ে আসে, যা কেবল অপরাধবোধ এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। পিতর এবং যিহুদা দু'জনেই দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু কেবল পিতর সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

যিহুদা তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল দেখেছিল এবং লজ্জা ও অপরাধবোধের পরিবর্তে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল; সে অনুশোচনা অনুভব করেছিলেন, কিন্তু অনুতপ্ত হননি। পিতর তার ব্যর্থতার ফলাফল দেখেছিল এবং সত্যিকারের অনুতাপ বেছে নিয়েছিল। যিহুদার অনুশোচনার ফলাফল ছিল মৃত্যু; পিতরের অনুতাপের ফলাফল ছিল আজীবন ফলপ্রসূ পরিচর্যা কাজ।

► আপনি কি এমন লোকেদের দেখেছেন যারা পাপের জন্য অনুশোচনা অনুভব করেছে, কিন্তু সত্যিকারের অনুতপ্ত হয়নি? ফলাফল কী ছিল? আমাদের প্রচারে, কীভাবে আমরা মানুষকে সত্যিকারের অনুতাপের জায়গায় নিয়ে যেতে পারি?

ক্রুশারোপণ

► মথি ২৭:২৭-৫৪ পড়ুন।

যিহুদা প্রদেশ ছিল একজন রোমীয় সৈন্যের জন্য একটি ভয়ঙ্কর কর্মক্ষেত্র। লোকেরা রোমীয় সৈন্যদের ঘৃণা করত এবং জেলট-রা (Zealots) তাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। নিস্তারপর্বের সময়ে, সেনাবাহিনীকে দাঙ্গার জন্য অবিরাম সতর্ক থাকতে হত। একজন সৈনিকের জন্য এর চেয়ে খারাপ কার্যভার আর কিছু ছিল না। যখন একজন ইহুদি বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, তখন সৈন্যরা দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ করত।

যিশুর সাথে যা যা করা হয়েছিল—মারধোর, উপহাস, কাঁটার মুকুট—কঠোর সৈন্যদের নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরে যারা তাদের এসাইনমেন্টকে ঘৃণা করত, যারা তাদের চারপাশের লোকদের ঘৃণা করত এবং লড়াই করতে পারবে না এমন কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পেত। যিশু এই সৈন্যদের প্রতি কোনোরকম রাগ ছাড়াই এই সবকিছু সহ্য করেছিলেন।

বহু লেখক ক্রুশ থেকে বলা যিশুর সাতটি বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কাহিনীটি অধ্যয়ন করেছেন। একজন ব্যক্তির শেষ কথাগুলিই সেই ব্যক্তির কাছে কি গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশ করে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যিশু কী বলেছিলেন?

ক্ষমার বাণী

যিশুকে যখন তারা ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ করেছিল, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে" (লূক ২৩:৩৪)। শেষ পর্যন্ত, তিনি প্রেম এবং ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন।

মৃত্যুর যোগ্য এক চোরকে যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে উপস্থিত হবে" (লূক ২৩:৪৩)।

সহানুভূতির বাণী

যিশু যোহনকে তাঁর মায়ের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "নারী, ওই দেখো, তোমার পুত্র!" এবং যোহনকে বলেছিলেন, "ওই দেখো, তোমার মা!" (যোহন ১৯:২৬-২৭)। এর আগে, যিশু শিখিয়েছিলেন যে গভীরতম পারিবারিক বন্ধন হল আত্মিক। "এই যে আমার মা ও ভাইয়েরা। কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই, বোন ও মা" (মথি ১২:৪৯-৫০)।

যিশুর মৃত্যুকালে, তাঁর নিজের সৎ-ভাইরা অবিশ্বাসী ছিলেন; তাঁরা তাঁর আত্মিক পরিবারের অংশ ছিলেন না। তাই, যিশু তাঁর মায়ের দায়িত্ব তাঁর আত্মিক ভাই, প্রিয় যোহনকে দিয়েছিলেন।

দৈহিক যন্ত্রণার বাণী

ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় যিশুকে ক্রুশের শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়নি। তিনি একজন দণ্ডিত অপরাধীর সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তীব্র গরমে জল ছাড়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকার পর, যিশু চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে" (যোহন ১৯:২৮)।

আত্মিক যন্ত্রণার বাণী

মথি এবং মার্ক কেবল একটি বাণীই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সম্ভবত এই কথাগুলিই ছিল ক্রুশের উপর থেকে বলা সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক কথা: "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?" (মথি ২৭:৪৬, মার্ক ১৫:৩৪)।

নিশ্চিতভাবেই যিশুর সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা ছিল পিতার কাছ থেকে তাঁর বিচ্ছেদ। পিতা এবং পুত্র অনন্তকাল থেকে এক অবিচ্ছেদ্য সহভাগিতায় জীবন যাপন করেছিলেন। এখন, যেহেতু যিশু আমাদের পাপ বহন করেছেন, তিনি পিতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

ক্রুশের উপরে, ঈশ্বর "তাঁকে পাপস্বরূপ করেছিলেন যিনি কোনো পাপ জানতেন না, যাতে তাঁর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার হতে পারি" (২ করিন্থীয় ৫:২১)। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে ভাববাদী সেই "অত্যাচারিত দাস"-এর কথা বলেছেন যিনি আমাদের সমস্ত পাপ বহন করবেন (যিশাইয় ৫৩:৪-১২)। পৌল দেখিয়েছেন যে এই প্রতিস্থাপনমূলক প্রায়শ্চিত্ত ক্রুশে সম্পন্ন হয়েছিল।

যিশু আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হয়েছিলেন "যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি" (2 করিন্থীয় ৫:২১)। আমরা আর পাপের দাসত্বে নেই; ক্রিষ্টের মৃত্যুর মাধ্যমে, আমরা ধার্মিক হয়েছি। পৌল কেবল বলেননি যে আমাদেরকে তাতে এক নিছক ধার্মিক হওয়ার জন্য *আহ্বান করা হয়েছে*। বরং, তিনি বলেছেন যে তাঁর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা *হয়েছি*। ক্রুশের উপরে খ্রিষ্টের কাজের মাধ্যমে, একটি প্রকৃত পরিবর্তন ঘটেছে। খ্রিষ্ট পাপস্বরূপ হয়েছিলেন যেন আমরা ধার্মিকতা হই।

সমর্পণের বাণী

"পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা সমর্পণ করি" (লূক ২৩:৪৬)। যিশু তাঁর সমগ্র জীবনকালে পিতার প্রতি এক বিশ্বস্ত সমর্পণে জীবনযাপন করেছিলেন। ক্রুশের কষ্ট নিয়ে, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, "তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক" (মথি ২৬:৩৯)। এখন তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে তাঁর সমর্পণের চূড়ান্ত স্বীকারোক্তিটি ঘোষণা করলেন।

বিজয়ের বাণী

"সমাপ্ত হল" (যোহন ১৯:৩০)। বিজয়ের এই চীৎকারে যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে পিতা তাঁকে যে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন তা তিনি সম্পন্ন করেছেন। পাপের মূল্য প্রদান করে দেওয়া হয়েছিল; শয়তান পরাজিত হয়েছিল। পুরাতন নিয়মে পূর্বাভাসিত মেষশাবকের প্রায়শ্চিত্ত এবং যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন হয়েছিল।

সমাধি

► মথি ২৭:৫৭-৬১ পড়ুন।

করিন্থে পৌল তার বার্তায় প্রচার করেছিলেন যে যিশু আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)। পৌল এবং প্রথম শতকের মন্ডলীর কাছে সমাধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

অনেক দুঃখভোগ সপ্তাহ (Passion Week) উদযাপন আজকাল সরাসরি গুড ফ্রাইডে থেকে ইষ্টার সানডে-তে চলে যায়। কিন্তু মন্ডলীর ইতিহাসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, "পবিত্র শনিবার" (হোলি স্যাটারডে) ইষ্টার ভিজিল'র (ইষ্টারের আগের নিশিযাপন) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। সমাধির তাৎপর্য কী?[50]

ঐতিহাসিক তাৎপর্য

সমাধি দেখায় যে যিশু সত্যিই মারা গিয়েছিলেন। ~~ইসলামিক~~ অন্যান্য দাবির বিপরীতে, যেখানে বলা হয় যে, যিশু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি পরে জেগে উঠেছিলেন, সমাধি দেখায় যে তিনি মারা গিয়েছিলেন। রোমীয়রা খুব ভালো করেই জানত যে কীভাবে একজন দণ্ডিত বন্দিকে হত্যা করতে হয়। এমন কোনো সম্ভাবনাই ছিল না যে মৃত্যু হওয়ার আগে ক্রুশ থেকে সেই ব্যক্তিকে তারা নামিয়ে নিয়ে যাবে।

এছাড়াও, ভারী পাথর এবং রক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিল যে কেউ কবর থেকে পালাতে পারবে না। এমনকি যদি রোমীয় সৈন্যরা ভুলবশত যিশুকে তাঁর মৃত্যুর আগে কবর দিয়েও থাকে, তবে এটা অকল্পনীয় যে ক্রুশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রণা সহ্য করা একজন ব্যক্তি কবর-বস্ত্র ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে, ভারী পাথরটি দূরে ঠেলে দিতে পারে এবং পেশাদার প্রহরীদের একটি দলকে পরাস্ত করতে পারে। সমাধি এই ঐতিহাসিক সত্যটি নিশ্চিত করে যে নাসরতের যিশু মারা গিয়েছিলেন।

ভাববাণীমূলক তাৎপর্য

মেষশাবক সম্পর্কে লেখা হত্যার দিকে পরিচালিত করে, যিশাইয় ভাববাণী করেছিলেন, "তাঁকে দুষ্টজনেদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল, মৃত্যুতে তিনি ধনী ব্যক্তির সঙ্গী হলেন" (যিশাইয় ৫৩:৯)। যিশুর সমাধি মশীহ সংক্রান্ত ভাববাণী পূরণ করেছিল।

যিশু মারা যাওয়ার পর, আরিমাথীয় জোসেফ মৃতদেহটি নেওয়ার জন্য পীলাতের কাছে যান। জোসেফ সানহেদ্রিন মহাসভার সদস্য ছিলেন, কিন্তু তিনি যিশুর মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তে রাজি ছিলেন না। এমনকি বেশিরভাগ নেতারা যিশুর বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার পরেও, কেউ কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান করছিল। জোসেফ এই গোপন শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি এবং নীকদীম জোসেফের সমাধিতে যিশুর দেহ কবর দিয়েছিলেন (মথি ২৭:৫৭-৬০, মার্ক ১৫:৪২-৪৬, লূক ২৩:৫০-৫৪, যোহন ১৯:৩৮-৪২)।

এটি করতে কতটা সাহসের প্রয়োজন ছিল ভেবে দেখুন। এমনকি শিষ্যরা যিশুকে পরিত্যাগ করার পরেও, জোসেফ একজন দোষীসাব্যস্ত অপরাধীর সাথে নিজের পরিচয়যুক্ত করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন। জনসমক্ষে এই কাজ মহাসভায় জোসেফের অবস্থান এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অবস্থানকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এছাড়াও, জোসেফ পীলাতের ক্রোধের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। রোমীয় অধিকর্তারা খুব কম ক্ষেত্রেই বন্ধুদের বা আত্মীয়দেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া দেহের সমাধির অনুমতি দিত। অন্যান্য অপরাধীদের জন্য একটি সতর্কবাণী হিসেবে মৃতদেহগুলি

---

[50] James Boice, "The Burial of Jesus." থেকে অভিযোজিত। মার্চ ২২, ২০২১-এর http://www.alliancenet.org/tab/the-burial-of-jesus-christ-part-one দেখুন।

জনসাধারণের সামনে রেখে দেওয়া হত। পীলাতের অনুমতি হল আরো একটি প্রমাণ যে পীলাত জানতেন যিশু যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রেই নির্দোষ ছিলেন।

ঈশতাত্ত্বিক তাৎপর্য

পৌল আমাদের বাপ্তিস্মকে যিশুর সমাধিস্থ হওয়ার সাথে সমতুল্য করেছেন:

> অথবা, তোমরা কি জানো না, আমরা যারা খ্রীষ্ট যীশুতে বাপ্তাইজিত হয়েছি, আমরা সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হয়েছি? সেই কারণে আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমার মাধ্যমে মৃতলোক থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, তেমনই আমরাও এক নতুন জীবন লাভ করি। (রোমীয় ৬:৩-৪)

সমাধি ছিল যিশুর মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য নিশ্চিতকরণ। একইভাবে, বাপ্তিস্ম হল যিশুর মৃত্যুতে আমাদের অংশগ্রহণের একটি প্রকাশ্য সাক্ষ্য। বাপ্তিস্মে, আমাদেরকে পুরনো জীবনধারার কাছে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সমাধি হল একজন ব্যক্তির মৃত্যুকে স্বীকারোক্তি দেওয়ার চূড়ান্ত ধাপ। পশ্চিমের দেশগুলিতে, শোকার্তরা এই পৃথিবীতে "বিদায়"-এর চূড়ান্ততাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমাধিস্থ কফিনবাক্সে মাটি ফেলে। পৌল পাপের প্রতি আমাদের মৃত্যুর চূড়ান্ততার উপর জোর দিয়েছেন। খ্রিষ্টের মৃত্যুর মতোই, আমরা পাপের কাছে মৃত। আমরা খ্রিষ্টের সাথে সমাধিস্থ হওয়ার পরে আবার পাপে ফিরে আসা একটি মৃতদেহকে মাটি খুঁড়ে বের করে আনার মতো।[51] আমরা খ্রিষ্টের সাথে সমাধিস্থ হয়েছি; আমরা আর পাপের প্রতি জীবিত নই।

পুনরুত্থান

পৌল ক্রুশ সম্পর্কে করিন্থে প্রচার করেছিলেন; খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরপরে, পৌল পুনরুত্থান নিয়ে প্রচার করেছিলেন; খ্রিষ্ট তৃতীয় দিনে উঠেছিলেন এবং বহু সাক্ষীকে দেখা দিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৮)। পুনরুত্থান হল খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু।

► মথি ২৭:৬২-২৮:১৫ পড়ুন।

ধর্মীয় নেতারা পীলাতকে ক্রুশের লিপি পরিবর্তন করতে বললে তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। তিনি যিশুকে একটি স্মারকচিহ্ন সহ ক্রুশারোপিত করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল, "নাসরতের যীশু, ইহুদিদের রাজা" (যোহন ১৯:১৯)। একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর জন্য এই উপাধি ব্যবহার করে পীলাত ইহুদিদেরকে উপহাস করেছিলেন যাদের তিনি ঘৃণা করতেন।

ক্রুশারোপণের পর, ধর্মীয় নেতারা পুনরায় পীলাতের কাছে গিয়েছিল, এবং কবরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য রোমীয় সৈন্য মোতায়েন করতে বলেছিল।

> মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকাকালীন বলেছিল, 'তিন দিন পরে আমি আবার উত্থিত হব।' সেই কারণে, তিন দিন পর্যন্ত সমাধিটি পাহারা দিতে আদেশ দিন, তা না হলে, তাঁর শিষ্যেরা এসে সেই দেহ

[51] James Boice, "The Burial of Jesus." থেকে অভিযোজিত। মার্চ ২২, ২০২১-এর http://www.alliancenet.org/tab/the-burial-of-jesus-christ-part-one দেখুন।

> চুরি করে নিয়ে যাবে ও লোকদের বলবে যে তিনি মৃতলোক থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। তাহলে শেষের এই প্রতারণা প্রথমের থেকে আরও গুরুতর হবে। (মথি ২৭:৬৩-৬৪)

পীলাতের অনুমতি নিয়ে, তারা কবরটি আবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং যারা যিশুকে গেৎশিমানী বাগান থেকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। হঠাৎই:

> সেখানে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তিনি সমাধির কাছে গিয়ে সেই পাথরটি গড়িয়ে দিলেন ও তাঁর উপরে বসলেন। তাঁর বস্ত্র ছিল বিদ্যুতের মতো এবং তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মতো ধবধবে সাদা। তাঁকে দেখে প্রহরীরা এত ভয়ভীত হয়েছিল, যে তারা কাঁপতে লাগল ও মরার মতো পড়ে রইল। (মথি ২৮:২-৪)

যিশু জীবিত হয়ে উঠেছিলেন!

► যোহন ২০:১-২৯ পড়ুন।

সুসমাচার পুস্তকগুলি যিশুর পুনরুত্থান-পরবর্তী একাধিক আবির্ভাবের উল্লেখ করেছে। তিনি বহু লোকের কাছে একাধিক ভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সংশয়বাদীরা (Skeptics) মাঝে মাঝে তর্ক করে, "সেই মহিলারা সমাধিস্থানে হ্যালুশিনেট [অলীক কোন অস্তিত্বে বিশ্বাস] করছিল। তারা সেটাই দেখেছিল যা তারা দেখতে চেয়েছিল।" কিন্তু, এই সাক্ষীরা যিশুকে জীবিত দেখার প্রত্যাশা **করেননি**; তারা জানতেন যে তিনি মারা গেছেন! তারা তখনও তাঁর পুনরুত্থান নিয়ে করা ভাববাণীগুলি বোঝেননি (যোহন ২০:৯)। এমনকি, যখন প্রথম সাক্ষীরা বলেছিলেন যে তারা যিশুকে দেখেছে, তখন বাকি শিষ্যরা সন্দেহ করেছিল (মার্ক ১৬:১৩)। তারা আশা করেননি যে যিশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।

ধীরে ধীরে, মগদলীনী মরিয়মের কাছে (যোহন ২০:১১-১৮), ইম্মায়ুসের পথে সফররত দু'জন শিষ্যের কাছে (লূক ২৪:১৩-৩২), এগারোজন প্রেরিতশিষ্যের কাছে (যোহন ২০:১৯-৩১), এবং এমনকি ৫০০ জন লোকের একটি দলের কাছে আবির্ভাবের মাধ্যমে, যিশুর অনুগামীরা উপলব্ধি করেছিল যে তিনি সত্যিই জীবিত হয়েছেন। প্রারম্ভিক মন্ডলী এই কথাগুলি দিয়েই আরাধনা করা শুরু করেছিল, "তিনি জীবিত। তিনি সত্যিই জীবিত!"

প্রয়োগ: ক্রুশ এবং পুনরুত্থানের শক্তিতে পরিচর্যা কাজ

অনেক উদারপন্থী ঈশতত্ত্ববিদরা (liberal theologians) পুনরুত্থানকে একটি পৌরাণিক কাহিনী হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, যিশুর জীবনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্পের উপর প্রেরিতদের বিশ্বাস ভিত্তিশীল ছিল না, বরং তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দৃঢ় সত্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল। প্রেরিতরা জানতেন যে যিশু মারা গেছেন এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। এটি তাদেরকে অত্যাচার সহ্য করার, এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল। কীভাবে যিশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান আজও পরিচর্যা কাজের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত?

ক্রুশের শক্তিতে পরিচর্যা কাজ

► ১ করিন্থীয় ১:১৭-২:৫ পড়ুন।

পৌল তার দ্বিতীয় মিশনারি সফরে, এথেন্স থেকে করিন্থে যান যেখানে তিনি আরেয়পাগে প্রচার করেছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে পৌল এথেন্সে তার পরিচর্যা কাজ থেকে কেবল সীমিত ফলাফল দেখেছিলেন (প্রেরিত ১৭:১৬-৩৪)। তিনি এথেন্সে কোনো মন্ডলী স্থাপন করেননি, এবং দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন এথেনীয়রা পুনরুত্থান সম্পর্কে তার বার্তাকে উপহাস করেছিল। এথেন্স থেকে, পৌল ৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে, আখায়া (Achaia) প্রদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী শহর করিন্থে যাত্রা করেছিলেন।

থিষলনিকা, বেরিয়া এবং এথেন্স: পরপর তিনটি শহরে বিরোধিতার পর পৌল করিন্থে আসেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি বলেছেন, "আমি দুর্বলতায় ও ভয়ে এবং মহাকম্পিত হয়ে তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম" (১ করিন্থীয় ২:৩)। যদিও গ্রিক শ্রোতারা বাগ্মীতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার খোঁজ করেছিল, কিন্তু পৌল কেবল ক্রুশকে প্রচার করার জন্যই দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তার বার্তার শক্তি তার বাগ্মীতা থেকে নয় বরং ক্রুশ থেকেই এসেছিল। পৌল প্রচার করেছিলেন, "কিন্তু তা মানবিক জ্ঞানের বাক্য দিয়ে নয় কারণ এতে খ্রীষ্টের ক্রুশের পরাক্রম ক্ষুণ্ণ হয়" (১ করিন্থীয় ১:১৭)।

করিন্থে পৌল বলেছিলেন, "আমি মনস্থির করেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়, আমি যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ বলে জানা ছাড়া আর কিছুই জানতে চাইব না" (১ করিন্থীয় ২:২)। পৌল জানতেন যে ক্রুশের বার্তা অনেককে অসন্তুষ্ট করবে।।

> ইহুদিরা অলৌকিক বিভিন্ন চিহ্ন দাবি করে এবং গ্রিকেরা জ্ঞানের খোঁজ করে, কিন্তু আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি ইহুদিদের কাছে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ ও অইহুদিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ। (১ করিন্থীয় ১:২২-২৩)

এই বার্তাটি ইহুদিদের কাছে একটি প্রতিবন্ধকতা বা কলঙ্ক ছিল। তারা মশীহকে প্রমাণিত করে এমন লক্ষণগুলির সন্ধান করেছিল। একজন ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি মনোনীত মশীহ হতে পারে – এই ধারণাটিই তাদের কাছে ছিল অযৌক্তিক। বিধানে বলা হয়েছে, "যাকে গাছে টাঙানো হয় সে ঈশ্বরের অভিশপ্ত" (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩)। ক্রুশারোপিত যিশুই যে মশীহ – এই দাবিটাই একজন ইহুদির কাছে কলঙ্কস্বরূপ ছিল।

ক্রুশের বার্তা অইহুদিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ ছিল। গ্রিকরা একজন শহীদের মহৎ মৃত্যুকে সম্মান করত। যিশু যদি রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হতেন, তাহলে গ্রিক দার্শনিকরা তাকে তার সাহসিকতার জন্য সম্মানিত করতেন। কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সেই ভুক্তভোগী ব্যক্তির পক্ষে অসম্মানজনক ছিল; এটি কোনো মহৎ মৃত্যু ছিল না। ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ব্যক্তিদের সাধারণত যথাযথভাবে কবর দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হত। তাদের মাংস পাখি বা ইঁদুর খেয়ে ফেলত এবং হাড়গুলি একটি আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হত। ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এক ইহুদি গ্রাম্য ব্যক্তিকে "প্রভু" হিসেবে দাবি করা একজন অইহুদি শ্রোতার কাছে অযৌক্তিক ছিল।

ক্রুশ ইহুদিদের কাছে একটি কলঙ্ক এবং অইহুদিদের কাছে একটি মূর্খতাস্বরূপ ছিল, কিন্তু পৌল কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই ক্রুশের বার্তা প্রচার করেছিলেন। পৌলের দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য একটি আদর্শস্বরূপ। আজকেও, প্রথম শতকের মতোই, ক্রুশ অনেকেই অসন্তুষ্ট করবে, এবং অনেকেরই এটিকে মূর্খতা বলে মনে হবে, কিন্তু এটাই হল সেই বার্তা যা আমাদের অবশ্যই প্রচার করতে হবে।

পরিচর্যাকারী এবং চার্চ-লিডার হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাস আমাদের সামর্থ্য থেকে আসে না; আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি হল ক্রুশের বার্তা। পৌল এক অত্যুত্তম শিক্ষাগত যোগ্যতা, একটি অপূর্ব মেধার অধিকারী ছিলেন, এবং তিনি তার সময়কালের সবচেয়ে মহান জ্ঞানীদের সাথে তর্ক করার জন্য পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তার চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি ছিল

ক্রুশ। যখন আমরা লোকেদেরকে কেবল তর্কের দ্বারা জয় করি, তাদের বিশ্বাস কেবল মানুষের জ্ঞানের উপরেই থেকে যায়; কিন্তু যখন আমরা তাদেরকে ক্রুশের দিকে নির্দেশ করি, তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল হয়ে ওঠে ঈশ্বরের শক্তি (১ করিন্থীয় ২:৫)।

পুনরুত্থানের শক্তিতে পরিচর্যা কাজ

► প্রেরিত ২:২২-৩৬ পড়ুন।

প্রেরিত পুস্তকটি দেখায় যে প্রাথমিক খ্রিষ্টীয় প্রচারের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল পুনরুত্থান। পঞ্চাশত্তমীতে, পিতর পুনরুত্থানকে একটি প্রমাণ হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন যা দেখিয়েছে যে যিশু ভাববাদীদের দ্বারা করা প্রতিশ্রুতিগুলির পূর্ণতা ছিলেন।

আগ্রিপ্প'র সামনে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে পৌল বলেছিলেন, "আর এখন, ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন, তারই উপর আমার প্রত্যাশার জন্য, আজ আমি বিচারের সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের বারো গোষ্ঠী সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার প্রত্যাশায়"। এই প্রতিশ্রুতি কী ছিল? পুনরুত্থান। "ঈশ্বর মৃতজনকে উত্থাপিত করেন, কেন একথা বিশ্বাস করা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়?" (প্রেরিত ২৬:৬-৮)।

► ১ করিন্থীয় ১৫:১২-৩৪ পড়ুন।

১ করিন্থীয়তে, পৌল দেখিয়েছেন যে তাঁর পরিচর্যা কাজ কেবল ক্রুশের শক্তিতে নয়, পুনরুত্থানের শক্তির ওপরেও ভিত্তিশীল। পৌল জোর দিয়েছেন যে পুনরুত্থান ছাড়া, তাঁর পরিচর্যা কাজ অর্থহীন। "আবার খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হয়ে থাকেন তবে আমাদের প্রচার করা ও তোমাদের বিশ্বাস করা, সব অর্থহীন হয়েছে" (১ করিন্থীয় ১৫:১৪)। পুনরুত্থান ছাড়া যিশু আরেকজন ব্যর্থ মশীহ ছাড়া আর কেউ নন। পুনরুত্থান ছাড়া, যিশু হয়ত একজন দুর্ভাগ্য শহীদ, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত মশীহ নন।

পুনরুত্থান হল আমাদের খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। "আর যদি খ্রীষ্ট উত্থাপিত না হয়েছেন, তোমাদের বিশ্বাস নিরর্থক, তোমরা এখনও তোমাদের পাপের মধ্যে রয়েছ" (১ করিন্থীয় ১৫:১৭)। ক্রুশের উপরে, খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করেছিলেন, কিন্তু পুনরুত্থানই ছিল সেই বিষয় যা মৃত্যু এবং পাপের উপর খ্রিষ্টের ক্ষমতা প্রমাণ করেছিল। যদি পুনরুত্থান না থাকে, তাহলে পৌল বলছেন, আপনার বিশ্বাস শূন্য এবং আপনি এখনো আপনার পাপের দাসত্বে আছেন।

পুনরুত্থান হল আমাদের খ্রিষ্টীয় আশার ভিত্তিমূল। "কারণ মৃত্যু যেহেতু একজন মানুষের মাধ্যমে এসেছিল, মৃতদের পুনরুত্থানও তেমনই একজন মানুষের মাধ্যমেই আসে। কারণ আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, তেমনই খ্রীষ্টে সকলেই পুনর্জীবিত হবে" (১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২)। পৌল করিন্থীয়দের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তারা পুনরুত্থানের আশার অধিকারী কারণ খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে, লুসিয়ান (Lucian) নামের এক গ্রিক ঔপন্যাসিক, পুনরুত্থানে বিশ্বাসের জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদেরকে উপহাস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হতভাগ্য দরিদ্ররা প্ররোচিত হয় যে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে। এই কারণে, তারা মৃত্যুকে হেয় জ্ঞান করে এবং তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক।" লুসিয়ান খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উপহাস করেছিলেন, কিন্তু তার কথা সত্য ছিল। লুসিয়ান যেমন বলেছিলেন, দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেছিল যে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে। সেই বিশ্বাসের কারণে তারা বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতেও রাজি ছিল।

বর্তমান সময়েও আমাদের জন্য সত্য হওয়া উচিত। আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করি যে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তাহলে তা আমাদের নির্যাতন এমনকি মৃত্যুর মুখেও আস্থা প্রদান করবে। পুনরুত্থান হল আমাদের খ্রিষ্টীয় আশার ভিত্তি।

পুনরুত্থান হল আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবনের আশার ভিত্তি। পৌল পুনরুত্থানতত্ত্বের একটি চমকপ্রদ ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছেন। "মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তাহলে,'এসো আমরা ভোজন ও পান করি,কারণ আগামীকাল আমরা মারা যাব'...তোমাদের যেমন হওয়া উচিত, চেতনায় ফিরে এসো এবং পাপ করা থেকে ক্ষান্ত হও" (১ করিন্থীয় ১৫:৩২, ৩৪)। পৌলের বক্তব্য অনুযায়ী, পুনরুত্থান আমাদেরকে ঈশ্বরীয় জীবন যাপনের জন্য একটি কারণ প্রদান করে। যদি পুনরুত্থান না থাকে, তাহলে আমরা এপিকুরিয়ান (Epicurean)-দের মতো জীবন যাপন করব, যারা বলেছিল, "খাও আর পান করো কারণ আমরা শীঘ্রই মারা যাব।" যদি পুনরুত্থান না থাকে, তাহলে অনন্তকালের জন্য জীবন যাপন করার কোনো কারণই নেই। কিন্তু পৌল আরো বলেছেন, যদি পুনরুত্থান থেকে থাকে, তাহলে ওঠো এবং পাপমুক্ত এক জীবন যাপন করো। পাপের উপরে আমাদের বিজয় পুনরুত্থানের আমাদের আত্মবিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত।

পরিচর্যা কাজে চ্যালেঞ্জের মুখে পুনরুত্থানের কাহিনীটির আমাদের বিশ্বাসের অভাবের জন্য আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত। আমরা কতবার ভাবি যে আমরা প্রার্থনার উত্তর পাবো না? কেন? কারণ আমরা পুনরুত্থানের শক্তি ভুলে যাই! বিজয়ের সামান্য আস্থা রেখে আমরা কতবার প্রলোভনের মুখোমুখি হই? কেন? কারণ আমরা পৌলের প্রতিশ্রুতি ভুলে যাই: "যিনি যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তাহলে যিনি খ্রীষ্টকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তিনি তোমাদের নশ্বর শরীরকেও তাঁর আত্মার মাধ্যমে সঞ্জীবিত করবেন, যিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন" (রোমীয় ৮:১১)।

যদি খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন, আমরা আর মাংসে জীবন যাপন করি না; আমরা আর পাপে বন্দি নই। এটি হল পুনরুত্থানের শক্তিতে যাপন করা জীবন। যে শক্তি যিশুকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করেছিল, সেই একই শক্তি আমাদের প্রতিদিন পাপের উপর বিজয় দেয়। এটিই হল পুনরুত্থানের শক্তিতে বেঁচে থাকার এবং পরিচর্যা করার অর্থ।

উপসংহার: একটি খ্রিষ্টসাদৃশ্য জীবন এবং পরিচর্যা কাজের চিহ্নসমূহ

আপনার জীবন কি খ্রিষ্টের মতো?

লূক লিখেছেন, "আর আন্তিয়খেই শিষ্যেরা সর্বপ্রথম খ্রীষ্টিয়ান নামে আখ্যাত হল" (প্রেরিত ১১:২৬)। লোকেরা আন্তিয়খের বিশ্বাসীদের দেখে বলতে শুরু করেছিল, "ওই লোকগুলো খ্রিষ্টের মতো আচরণ করে৷ আমাদের তাদেরকে 'খ্রিষ্টীয়ান' বলা উচিত।'" এই পদটি পড়ার সময়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমার প্রতিবেশীরা কি আমার আচরণ, কথা এবং মনোভাব দেখে 'খ্রিষ্টীয়ান' কথাটি ভাববে? আমাকে কি খ্রিষ্টের মতো দেখতে লাগে?" আন্তিয়খের বিশ্বাসীরা এমনভাবে জীবন যাপন করত যা যিশুখ্রিষ্টের চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছিল; তারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী ছিল।

বহু বছর ধরে পাস্টার হিসেবে কাজ করার পর, ড. এইচ. বি. লন্ডন (H. B. London) এখন তরুণ পাস্টারদের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি পাস্টাররা সম্মুখীন হতে পারে এমন আত্মিক বিপদগুলি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। "একজন ব্যক্তি পবিত্র না হয়েও পবিত্র বিষয়ের কাছাকাছি থাকতে পারে। ক্ষমা না করেও ক্ষমা করার বিষয়ে প্রচার করা সম্ভব।

পরিচর্যাকারীরা মিনিস্ট্রির জন্য এত বেশি পরিশ্রম করতে পারেন যে তারা তাদের আত্মার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করেন।"[52] অন্যদের কাছে প্রচার করা এবং তারপরে নিজেকে অযোগ্য করা তোলাও সম্ভব (১ করিন্থীয় ৯:২৭)।

ড. লন্ডন পাস্টারদেরকে অন্যদের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় আত্মিক ব্যর্থতা এড়াতে সাহায্য করার জন্য কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রগুলি আমাদেরকে খ্রিষ্টের মতো জীবন বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। তিনি লিখেছেন:

- **আপনি যা প্রচার করেন সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করুন।** যা আপনি নিজের জীবনে প্রথমে প্রয়োগ করেননি তা কখনোই অন্যদের কাছে প্রচার করবেন না।

- **আপনার আত্মার যত্ন নিন।** কিছু কিছু ডাক্তার অস্বাস্থ্যকর। তারা অন্যদের যত্ন নেয়, কিন্তু তাদের নিজেদের স্বাস্থ্যকে অবজ্ঞা করে। কিছু কিছু পাস্টার আত্মিকভাবে অস্বাস্থ্যকর। একজন পাস্টার হিসেবে, আপনার আত্মিক উন্নতির জন্য যত্ন নেওয়ায় সময় নিন।

- **নিজেকে নম্র করুন।** মনে রাখবেন একজন পাস্টার হল একজন মেষপালক; ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ নন। একজন সেবক হোন।

- **হতাশার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠুন।** আপনি মিনিস্ট্রি কাজে হতাশ হবেন। আপনার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ বিপথগামী হবে। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনার বিরুদ্ধে যাবে। মন্ডলীর সদস্যরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু হতাশার মাঝে আপনার আশা হারাবেন না। যিহুদা যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। দীমা পৌলকে পরিত্যাগ করেছিলেন। চোখের জলের মধ্যে দিয়েও, বেড়ে উঠতে থাকুন এবং সেই মেষপালকে পালন করতে থাকুন।

আপনার পরিচর্যা কাজ কি খ্রিষ্টের মতো?

যিশুর জীবন ও পরিচর্যা কাজের এই পাঠগুলিতে, আমরা যিশুর পরিচর্যা কাজের অনেক বৈশিষ্ট্য দেখেছি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কি আপনার পরিচর্যা কাজে দেখা যায়?

আপনার পরিচর্যা কাজের মূল্যায়নের জন্য এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল:

- পাপীরা কি পরিত্রাণ পাচ্ছে? যিশু যখন প্রচার করতেন, লোকেরা নতুন জীবন পেয়েছিল। আপনি কি মানুষজনকে নতুন জন্মে নিয়ে আসছেন?

- বিশ্বাসীরা কি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হচ্ছে? যিশু তাঁর সন্তানদের কাছে পবিত্র আত্মাকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপনি যাদের সেবা করেন তাদের মধ্যে কি এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে?

- শয়তান কি পরাজিত হচ্ছে? শয়তানের দৃঢ়দুর্গগুলি কি ভাঙছে? যিশুর পরিচর্যা কাজ আত্মিক কর্তৃত্ব দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

[52] H. B. London, *They Call Me Pastor*. (Grand Rapids: Baker Books, ২০০০), ১৪৫

- অসুস্থ লোকেরা কি সুস্থতা পাচ্ছে? ভেঙে যাওয়া পরিবারগুলি কি পুনর্মিলিত হচ্ছে? ভগ্ন জীবনগুলি কি পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে? ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলি কি জোড়া লাগছে? যারা শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক ক্ষত ভোগ করেছিল, তাদের যিশু সুস্থ করেছিলেন।

- লোকেরা কি অনুগ্রহ এবং সত্য দেখতে পাচ্ছে? আমি কি তাদেরকে যিশুর কাছে আকর্ষিত করছি, নাকি তাদেরকে যিশুর থেকে দূরে করে দিচ্ছি? যিশু দোষী সাব্যস্থ করার মাধ্যমে এবং অনুগ্রহের সাহায্যে সত্যের প্রচার করেছিলেন।

► আপনি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে, খ্রিষ্টসাদৃশ্যতায় আপনার পরিচর্যা কাজ বৃদ্ধি পেতে পারে এমন ক্ষেত্রগুলির সন্ধান করুন। মনে রাখবেন যে প্রত্যেক পরিচর্যাকারীরই বেড়ে ওঠার জায়গা আছে, তাই এই তালিকাটিকে আত্ম-নিন্দার হাতিয়ার না করে বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করুন।

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) "ক্রুশের উপর সাতটি বাণী"-র উপর একটি সারমন বা বাইবেল পাঠ প্রস্তুত করুন। বর্তমানের খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য যিশুর এই বাণীগুলির বার্তার উপর জোর দিন।

(২) দৈনন্দিন খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য পুনরুত্থানের তাৎপর্যের উপর একটি সারমন বা বাইবেল পাঠ প্রস্তুত করুন। আপনার প্রস্তুতিতে সুসমাচার পুস্তকগুলি এবং ১ করিন্থীয় ১৫:১৫-১৭-এ পৌলের কথাগুলি – উভয় থেকেই পুনরুত্থানের কাহিনী ব্যবহার করুন।

পাঠ ৯
একটি ঐতিহ্য রেখে যাওয়া

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা:

(১) শিষ্যদের কাছে এবং মন্ডলীর কাছে যিশুর চূড়ান্ত ঐতিহ্যটি বুঝবে।
(২) যিশুর ঐতিহ্যে তাঁর উদ্দেশ্যটির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।
(৩) প্রেরিত পুস্তকে শিষ্যদের মাধ্যমে যিশুর পরিচর্যা কাজের চলমান প্রভাব উপলব্ধি করবে।
(৪) তার নিজের পরিচর্যা কাজের ঐতিহ্য রেখে রাখার জন্য বাস্তবিক পদক্ষেপ গড়ে তুলবে।

পরিচর্যা কাজের নীতি

আমাদের পরিচর্যা কাজের চূড়ান্ত পরীক্ষাটি হল যখন আমরা চলে যাব, তখন আমরা কী রেখে যাব।

ভূমিকা

একজন সম্মানিত পাস্টার হিসেবে বহু বছর কাজ করার পর তপন-এর অবসরের সময় এসে গিয়েছিল। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি আপনার অবসরের পরবর্তী সময়ের জন্য মন্ডলীকে কীভাবে প্রস্তুত করছেন? আগামী ১০ বছরের জন্য মন্ডলীর লক্ষ্য কী?" তপন উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি এখানে থাকব না, তাই আমি চলে যাওয়ার পরে কী ঘটবে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই।" এই পাস্টার পরিচর্যা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি বুঝতে পারেননি: আমাদের পরিচর্যা কাজের চূড়ান্ত পরীক্ষা হল আমরা চলে যাওয়ার পরে কী ঘটছে।

এই পাস্টারকে নির্মল-এর সঙ্গে তুলনা করা যাক। নির্মল ২৫ বছর ধরে পরিচর্যা কাজ করার পর হঠাৎ করেই তিনি মারা যান। তার কর্মজীবনে, নির্মল তার স্থানীয় মন্ডলীর বেশ কয়েকটি পরিচর্যা কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি গৃহহীন মানুষের জন্য একটি মিনিস্ট্রি, মাদকাসক্তদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং বিজনেস লিডারদের জন্য একটি আউটরীচ তৈরি করেছিলেন। নির্মলের শেষক্রিয়ায়, মাদক পুনর্বাসন মিনিস্ট্রির লিডার বলেছিলেন, "গত মাসে, নির্মল এবং আমি আগামী বছরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।" গৃহহীনদের জন্য যে মিনিস্ট্রি ছিল, সেটির লিডার গৃহহীন পরিবারগুলির জন্য অস্থায়ী আবাসন প্রদানের জন্য একটি নতুন বিল্ডিংয়ের স্কেচ উন্মোচন করেছিলেন। নির্মল পরিচর্যা কাজের ভবিষ্যতের জন্য সচেতনতার সাথে পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি একটি ঐতিহ্য রেখে গেছেন।

এই শেষ পাঠটিতে, আমরা শিষ্যদের জন্য যিশুর চূড়ান্ত শিক্ষা, শিষ্যদের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত দায়িত্বভার অর্পণ এবং স্বর্গারোহণের পরে শিষ্যদের পরিচর্যা কাজ অধ্যয়ন করব। আমরা একটি ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া সম্পর্কে শিখব।

► যদি আপনি আজকেই মারা যান, কোন ঐতিহ্য আপনি রেখে যাবেন?

- আপনার পরিবারের জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?

- আপনার সম্প্রদায়ের জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?
- আপনার মিনিস্ট্রির জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?

যিশুর বিদায়ী বক্তৃতা

যোহন ১৩-১৬ পদ পুরাতন নিয়মে যাকোব, মোশি, যিহোশূয়, এবং দায়ূদের "বিদায়"-এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[53] যিশুর "বিদায়ী বক্তৃতা" তাঁর সবচেয়ে গভীর এবং অন্তরঙ্গ শিক্ষার কিছু অংশকে তুলে ধরে।

যোহন ১৩:১ বিদায়কালে দেওয়া এই শিক্ষার বিন্যাসটি প্রকাশ করেছে: "যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে এই পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় নিয়ে পিতার কাছে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে"। আপনি যদি জানতেন যে আপনি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন, তাহলে যারা আপনার পরিচর্যা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কী বলবেন? এই কথাগুলি সেটাই প্রকাশ করবে যা আপনি আপনার অনুগামীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন৷

শেষ নৈশভোজে, যিশু তাঁর কাজ (তাঁদের পা ধুইয়ে দেওয়া) এবং তাঁর কথা - দু'টির মাধ্যমে শিষ্যদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ প্রেম প্রকাশ করেছিলেন। তারা ছিল "জগতে তাঁর আপনজন যাঁদের তিনি প্রেম করতেন"। এখন, তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত প্রেম করলেন (যোহন ১৩:১)। "শেষ পর্যন্ত" দু'টি ধারণা বহন করে:

১। এর অর্থ হল যিশু তাদেরকে তাদের সাথে তার শেষ সময় পর্যন্ত ভালোবেসেছিলেন।
২। এর অর্থ হল যে যিশু তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভালোবাসতেন। যিশু তাদের সম্পূর্ণ ভালোবেসেছিলেন।

► যোহন ১৩:৩১-১৪:৩১ পড়ুন।

যিশুর বিদায়ী বক্তৃতায় বিভিন্ন আদেশ এবং প্রতিজ্ঞাসমূহ

একটি আদেশ: পরস্পরকে প্রেম করো (যোহন ১৩:৩৪)।

"আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। আমি যেমন তোমাদের প্রেম করেছি, তোমাদেরও তেমন পরস্পরকে প্রেম করতে হবে"। একদল শিষ্য যারা তাদের ভালোবাসার চেয়ে ঝগড়া-বিবাদের জন্য বেশি পরিচিত ছিল, তাঁদের কাছে এটি একটি কঠিন আদেশ ছিল।

কীভাবে এটি একটি নতুন আদেশ ছিল? এমনকি পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের লোকেদেরকে আদেশ দিয়েছিল "তোমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।" এক্ষেত্রে প্রেম সম্পর্কে যিশুর শিক্ষার দু'টি নতুন দৃষ্টিকোণ আছে।[54]

প্রথমত, যিশু প্রেমের একটি **নমুনা** প্রদান করেছিলেন যেটির আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি যেভাবে ভালোবেসেছিলেন তারাও তেমনভাবেই ভালোবাসতে বাধিত ছিল। নম্রভাবে তাদের পা ধুইয়ে দেওয়া পর, যিশু বলেছিলেন, "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমার একে অপরকে ভালোবাসো।" তিনি একটি ভালোবাসাকে মূর্ত করেছিলেন যা নম্র সেবায় প্রকাশিত হয়। শিষ্যদের, তখন এবং এখন, যিশুর মতোই ভালোবাসতে হবে। এই প্রেম সেবা করার জন্য তোয়ালে হাতে তুলে নেয়। এই ভালোবাসা বিশ্বাসঘাতককেও সেবা করে। এই ভালোবাসা মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকে।

---

[53] আদি পুস্তক ৪৯, দ্বিতীয় বিবরণ ৩২-৩৩, যিহোশূয় ২৩-২৪, ১ বংশাবলি ২৮-২৯

[54] Darrell L. Bock, *Jesus According to Scripture* (Grand Rapids: Baker Book House, ২০০২), ৪৯৮

দ্বিতীয়ত, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম ছিল যিশুর বার্তার সত্যতার এক অনন্য **সাক্ষী**। "তোমাদের এই পারস্পরিক প্রেমের দ্বারাই সব মানুষ জানতে পারবে যে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩:৩৫)। পরে, যিশু প্রার্থনা করেছেন "তারা যেন সম্পূর্ণ এক হয় এবং জগৎ যেন জানতে পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ" (যোহন ১৭:২৩)। মন্ডলীর মধ্যে এই ভালোবাসা এবং একতা হল যিশুর বার্তার সাক্ষী হওয়া।

অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী লক্ষ্য করেছেন যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ত্রুটিপূর্ণ একজন খ্রিষ্টীয় ভাইকে ভালোবাসার চেয়ে একজন অবিশ্বাসী প্রতিবেশীকে ভালোবাসা সহজ। কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে, আমাদেরকে একে অপরকে ভালোবাসার আদেশ করা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর পরে, যোহন এই বার্তাটি মন্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন:

> কেউ যদি বলে, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি," অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ভাই বা বোনকে সে দেখতে পায় তাকে যদি সে প্রেম না করে, তাহলে যে ঈশ্বরকে সে দেখেনি তাঁকে সে প্রেম করতে পারে না। তিনি আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন: ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে তার ভাইবোনকেও প্রেম করবে। (১ যোহন ৪:২০-২১)

একে অপরকে ভালোবাসার আদেশ দিয়ে যিশু তাঁর বিদায়ী বার্তাটি শুরু করেছিলেন। এই আদেশটি হল তাঁর এই বার্তায় ঘোষণা করা বাদবাকি সবকিছুর ভিত্তিমূল ।

একটি আদেশ: উদ্বিগ্ন হোয়ো না; বিশ্বাস করো (যোহন ১৪:১)।

প্রত্যেকবারের মতোই, পিতর যিশুকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?" যিশু তাঁর উত্তরে পিতরের অস্বীকারের ভাববাণী করেছিলেন। তারপর, যিশু পিতরকে, বাকি শিষ্যদেরকে এবং আজকে আমাদের জন্য সেই বার্তাটি বলতে থাকলেন। "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়"।

যেহেতু যোহন ১৩:৩৮-এর পর অধ্যায়টি শেষ হচ্ছে, তাই আমরা সাধারণত যোহন ১৪:১ থেকে এমনভাবে পড়তে শুরু করি যেন সেখান থেকে একটি নতুন বার্তা শুরু হচ্ছে। যোহন ১৪:১ হল পিতরকে দেওয়া সেই উত্তরের অংশ। এটিকে এইভাবে পড়ুন:

> পিতর, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে। তুমি যতটা ভাবছ, তুমি তার চেয়ে বেশি দুর্বল। তবে, হতাশ হোয়ো না; পিতর, তোমার জন্য এবং তোমরা যারা শীঘ্রই আমার গ্রেপ্তারে ভয়ে পালিয়ে যাবে, তাদের সকলের জন্য আমার কাছে একটি আশার বার্তা আছে। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করো; আমাকেও বিশ্বাস করো।

পিতরের জানা প্রয়োজন ছিল যে তার ব্যর্থতা সত্ত্বেও, যিশুর কাছে আশার বার্তা ছিল। শিষ্যদের জানা প্রয়োজন ছিল যে তাদের ভয় সত্ত্বেও, যিশুর কাছে আশার বার্তা ছিল। "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়" বর্তমানকালকে বোঝাচ্ছে। যিশুর সতর্কবাণী এবং ধর্মীয় নেতাদের বিরোধিতার কারণে শিষ্যরা ইতিমধ্যেই ভয় পাচ্ছিলেন। যিশু বলছেন, "বিচলিত হওয়া বন্ধ করো...। ঈশ্বরে বিশ্বাস করো; আমাকেও বিশ্বাস করো।"

পরিচর্যা কাজের চাপে বিরক্ত হওয়া এড়ানোর একমাত্র উপায় হল বিশ্বাস করা। যেকোনো সোমবারে, সারা বিশ্বে কিছু পাস্টার নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারেন। গতকাল, আপনি বিশ্বস্তভাবে প্রচার করেছিলেন—এবং আপনার সদস্যদের মধ্যে একজন তাতে রেগে গিয়েছিল। আপনি অনুতাপের একটি বার্তা প্রচার করেছিলেন—এবং কেউ তাতে সাড়া দেয়নি। আপনি অবিশ্বাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—এবং কেউ আসেনি।

কিছু কিছু দেশে, মন্ডলীকে সরকারের বিরোধিতাস্বরূপ হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু দেশে, মন্ডলীকে মৌলবাদী জঙ্গিদের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। কিছু কিছু দেশে, মন্ডলীকে সামাজিক উদাসীনতার মাধ্যমে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়—কেউ তোয়াক্কা করে না। যিশু বলছেন, "বিচলিত হওয়া বন্ধ করো। ঈশ্বরে বিশ্বাস; আমাকেও বিশ্বাস করো।"

একটি প্রতিজ্ঞা: আমিই পথ (যোহন ১৪:৬)।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন যে তিনি তাঁদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন। এবার, থোমা প্রশ্ন করল, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমরা জানি না, তাহলে সেই পথ আমরা জানব কী করে?"

যিশুর উত্তরটি খ্রিষ্টীয় জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি শেখায়। যিশু বলেননি, "এই হল সেই জায়গা যেখানে আমি যাচ্ছি।" পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন, "আমিই পথ"। যিশু কোনো পথের দিকে নির্দেশ করেননি বা দিকনির্দেশ দেননি; তিনি নিজের দিকে নির্দেশ করেছিলেন। পিতার কাছে কেবল খ্রিষ্টের মাধ্যমেই যাওয়া যায় - সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত এই বিবৃতিটি ছাড়া শাস্ত্রে আর কোনো পথের উল্লেখ নেই। উদারপন্থী ঈশতত্ত্ববিদদের দাবির বিপরীতে, যিশু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনিই হলেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ।

একটি প্রতিজ্ঞা: তোমরা আরো মহান মহান কাজ করবে (যোহন ১৪:১২-১৪)।

যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে "আমার উপর যার বিশ্বাস আছে, আমি যে কাজ করছি, সেও সেরকম কাজ করবে, এমনকি, এর চেয়েও মহৎ সব কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি"। এই কাজগুলি আরো বেশি আশ্চর্যজনক হওয়ার কারণে নয়, বরং তাদের বিস্তৃত পরিসরের কারণেই মহত্তর হবে৷ তাঁর পার্থিব পরিচর্যার সময়ে, যিশুর কাজগুলি একটি ভৌগলিক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন, যেহেতু যিশু পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করছিলেন, তাই মন্ডলীর কাজগুলিই সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে।

যিশু আরো বলেছিলেন, "আর আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তাই পূরণ করব, যেন পুত্র পিতাকে মহিমান্বিত করেন"। এই প্রতিজ্ঞাটিতে দু'টি শর্ত সংযুক্ত রয়েছে।

(১) "আমার নামে চাও।"

এটি একটি প্রার্থনার শেষে "যিশুর নামে চাই" কথাটি যোগ করার চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রকাশ করে। এটি কোনো জাদুমন্ত্র নয় যা যিশুকে আমাদের অনুরোধগুলি মঞ্জুর করতে বাধ্য করে৷ সমগ্র বাইবেল জুড়ে, ঈশ্বরের নাম তাঁর চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। "যিশুর নামে প্রার্থনা" করার অর্থ হল যিশুর চরিত্র এবং তাঁর ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রার্থনা করা।

যিশুর নামে প্রার্থনা করার আরেকটি অর্থ হল পুত্রের কর্তৃত্বের মাধ্যমে পিতার কাছে আসা। যখন মোশি ফরৌণের কাছে ঈশ্বরের নামে কথা বলতে এসেছিলেন, (যাত্রাপুস্তক ৫:২৩) তিনি ঈশ্বরের কর্তৃত্বে এসেছিলেন যিনি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। যিশুর নামে প্রার্থনা করার অর্থ হল তাঁর অনুমতি এবং কর্তৃত্ব নিয়ে প্রার্থনা করা। আমরা পুত্রের মধ্যস্থতার মাধ্যমে পিতার কাছে যাই যিনি আমাদের জন্য "সর্বদা বিনতি-প্রার্থনা করে চলেছেন" (ইব্রীয় ৭:২৫)।

(২) "...যেন পুত্র পিতাকে মহিমান্বিত করেন"।

আমাদের প্রার্থনা যেন অবশ্যই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য হয়। যাকোব সতর্ক করে বলেছিলেন, "চাও, তখন তোমরা পাও না, কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে সেসব চেয়ে থাকো, যেন প্রাপ্ত বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের সুখাভিলাষের জন্য ব্যবহার করতে

পারো" (যাকোব ৪:৩)। যখন আমরা যিশুর প্রতিজ্ঞাগুলি দাবি করি, তখন আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত থাকতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের মহিমার জন্য প্রার্থনা করি; আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে নয়।

একটি আদেশ: আমার সব আদেশ পালন করবে (যোহন ১৪:১৫)।

যিশু আমাদেরকে একটি মাপকাঠি দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে পরিমাপ করতে পারি। "তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে"। যোহন তার প্রথম চিঠিটি লেখার সময়ে এই কথাটি মনে রেখেছিলেন: "যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম প্রকৃত অর্থেই পূর্ণতা লাভ করেছে" (১ যোহন ২:৫)। কিছু আধুনিক প্রচারকদের শিক্ষার বিপরীতে, যিশু কখনো শিক্ষা দেননি যে তাঁর শিষ্যরা তাঁর আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করে জীবন যাপন করতে পারেন। প্রেম স্বেচ্ছা-আনুগত্যে প্রকাশিত হয়।

একটি প্রতিজ্ঞা: তিনি আর এক সহায় তোমাদের দান করবেন (যোহন ১৪:১৬)।

যোহন ১৪:১৬ পদে "সহায়" শব্দটি একজন উকিলকে নির্দেশ করে যিনি কারোর স্বপক্ষে কথা বলে থাকেন। এটি একজন সাহায্যকারী বা কোনো সান্ত্বনাকারীকে নির্দেশ করে যিনি সংকটের সময়ে সান্ত্বনা দান করেন।

যিশু বলেছেন যে পিতা "তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকার জন্য তিনি আর এক সহায় তোমাদের দান করবেন"। এটি ইঙ্গিত দেয় যে পবিত্র আত্মার পরিচর্যা কাজ যিশুর পরিচর্যা কাজের মতো হবে৷ পবিত্র আত্মা কোনো নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসেবে আসেননি, কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবে এসেছিলেন, ঠিক যেমন যিশু একজন ব্যক্তি ছিলেন।

সেই সহায় হলেন সত্যের পবিত্র আত্মা যিনি "তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন" (যোহন ১৪:১৭)। তিনি "সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং তোমাদের কাছে আমার বলা সমস্ত বাক্য তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন" (যোহন ১৪:২৬)। তাঁর পরিচর্যা এত শক্তিশালী হবে যে যিশু জোর দিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না" (যোহন ১৬:৭)।

যিশুর চলে যাওয়া কীভাবে শিষ্যদের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে? রবার্ট কোলম্যান (Robert Coleman) ব্যাখ্যা করেছেন:

> যখন তিনি তাঁদের সাথে শারীরিকভাবে ছিলেন, [শিষ্যরা] পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন বোধ করেননি, এবং তাই তারা তাঁর জীবনের গভীর বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে জানতে পারেনি। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাদের জন্য কোনো দৃশ্যমান সাহায্য ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে পিতার সাথে তাঁর অভ্যন্তরীণ সংযোগের গোপনীয়তা শিখতে হয়েছিল। তাদের প্রয়োজনীয়তা থেকে, তারা খ্রিষ্টের সাথে বৃহত্তর সহভাগিতা অনুভব করবে যা তারা আগে জানত না।[55]

দ্রাক্ষালতায় জীবন

► যোহন ১৫:১-১৬:৩৭ পড়ুন।

[55] Robert Coleman, *The Mind of the Master* (Colorado Springs: WaterBrook Press, ২০০০), ২৯

যিশু তাঁর অন্যতম প্রগাঢ় উপমার সাহায্যে শিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা কৃষক"। পুরাতন নিয়মে বারবার ইস্রায়েলকে একটি দ্রাক্ষালতা হিসেবে উল্লেখ করেছে।[56] কিন্তু, ইস্রায়েল নিজের পাপের কারণে, সুন্দর দ্রাক্ষালতার জন্য ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য ছিল তা পূরণ করতে পারেনি যা তিনি নিজে রোপণ করেছিলেন। পরিবর্তে, ইস্রায়েল বস্তুগতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল, সে মিথ্যা দেবতাদের জন্য বেদি নির্মাণ করেছিল (হোশেয় ১০:২)। সকল দেশ-জাতির আশীর্বাদ বহনকারী ফল হওয়ার পরিবর্তে, ইস্রায়েল বুনো আঙ্গুরে পরিণত হয়েছিল (যিশাইয় ৫:২)[57]। ইস্রায়েল এতটাই পাপী হয়ে উঠেছিল যে ঈশ্বরের এই দ্রাক্ষালতাকে জ্বালানীর জন্য কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না (যিহিষ্কেল ১৫:১-৬)।

যিশু প্রকৃত দ্রাক্ষালতা হিসেবে এসেছিলেন। ইস্রায়েল জাতি যা করতে ব্যর্থ হয়েছিল তা সম্পন্ন করতেই তিনি এসেছিলেন; তিনি সকল দেশ-জাতির জন্য একটি আশীর্বাদ হওয়ার জন্য ইস্রায়েলের যে আহ্বান ছিল তা পূরণ করতে এসেছিলেন।

যিশু শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে তিনি দ্রাক্ষালতা এবং তারা শাখা। যিশুর বার্তাটি স্পষ্ট ছিল: ফলপ্রসূতাতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তাঁর প্রতি আমাদের ইচ্ছুক মনোভাবের উপর।

> আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না। (যোহন ১৫:৫)

দ্রাক্ষালতা ছাড়া শিষ্যরা কিছুই করতে পারেননি; দ্রাক্ষালতা ছাড়া, আজও আমরা কিছুই করতে পারি না। যখন আমরা আমাদের নিজস্ব শক্তিতে পরিচর্যা কাজ করার চেষ্টা করি, তখন আমরা হতাশা এবং শক্তিহীনতার জন্য ধ্বংস হয়ে যাই। কেন? কারণ আমরা কখনোই নিজেদের চেষ্টায় ফল ধরার উদ্দেশ্য সৃষ্টি হইনি।

আমাদের আত্মিক জীবন নিজেই দ্রাক্ষালতার সাথে আমাদের অব্যাহত সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হয়। যদি কেউ দ্রাক্ষালতার মধ্যে না থাকে, "সে সেই শাখার মতো, যেটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় ও সেটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাগুলিকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলা হয় ও সেগুলি পুড়ে যায়" (যোহন ১৫:৬)। যদিও এই পদটি একটি সতর্কবাণী, তবে সেইসাথে এটি একটি মহান উৎসাহও। দ্রাক্ষালতা ছাড়া আমরা অকেজো ও মূল্যহীন। কিন্তু আমরা যদি ক্রমাগত দ্রাক্ষালতার মধ্যে থাকি, তবে আমাদের জীবন ও ফলপ্রসূতা আছে৷ আমাদের আত্মিক জীবন আমাদের নিজস্ব শক্তির উপর নির্ভর করে না; আমরা "দ্রাক্ষালতার সঙ্গে" বাস করি।

এই বিষয়টি পুনরায় ইব্রীয়তে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মহান মহাযাজক যিশু, যারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী তাদের "পক্ষে মিনতি করার জন্য তিনি সবসময়ই জীবিত" (ইব্রীয় ৭:২৫)। হাওয়ার্ড হেনড্রিকস (Howard Hendricks) কষ্টভোগের মধ্যে থাকা সেইসব পাস্টারদের উৎসাহিত করার জন্য বলেছেন যারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেন, "যদি আপনার জন্য প্রার্থনা করার কেউ না থাকে, কখনো ভুলে যাবেন না খ্রিষ্ট আপনার জন্য প্রার্থনা করছেন।" তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী; তিনি আমাদের আত্মিক জীবনের উৎস।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদেরকে অবশ্যই দ্রাক্ষালতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। এটি আজও সত্য। পাস্টার এবং মন্ডলীর লিডার হিসেবে, আপনি নিজের শক্তিতে পরিচর্যা কাজ করেন না। আপনি দ্রাক্ষালতার শক্তিতে

---

[56] গীত ৮০:৮-৯, যিশাইয় ৫:১-৭, যিশাইয় ২৭:২-৬, হোশেয় ১০:১-২

[57] 'বুনো' শব্দটি একটি আবাদি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মিষ্টি স্বাদের পরিবর্তে 'টক' স্বাদের ধারণা দেয়।

এবং মহান মহাযাজকের শক্তিতে বাস করেন যিনি আপনার জন্য সুপারিশ করেন যখন আপনার নিজের জন্য বিনতি করার শক্তি থাকে না।

যিশুর শেষ বক্তৃতার বাকি অংশের মাধ্যমে, তিনি শিষ্যদেরকে পুনরায় শিখিয়েছিলেন যে তাদেরকে অবশ্যই একে অপরকে ভালোবাসতে হবে। তিনি তাঁদেরকে এই দুনিয়ার বিদ্বেষের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত করেছিলেন। পৃথিবী যিশুকে ঘৃণা করেছিল; পৃথিবী যিশুর প্রকৃত অনুসারীদেরকেও ঘৃণা করবে।

এরপর যিশু পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা করেছেন। বক্তৃতার প্রথমদিকে তিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁদেরকে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে আরো শিখিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করবেন; তিনি শিষ্যদেরকে সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন; তিনি পুত্রকে মহিমান্বিত করবেন।

তিনি পুনরায় তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে যাবেন। এবং, তিনি পুনরায় তাদেরকে সংকটের মধ্যেও শান্তির কথা বলেছিলেন। এই বক্তৃতার শুরুর দিকে, যিশু আদেশ দিয়েছিলেন, "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, আমাকেও বিশ্বাস করো" (যোহন ১৪:১)। তিনি একটি সমান্তরাল অনুপ্রেরণা দিয়ে এই বক্তৃতাটি শেষ করেছিলেন: "এই জগতে তোমরা সংকটের সম্মুখীন হবে, কিন্তু সাহস করো! আমি এই জগৎকে জয় করেছি" (যোহন ১৬:৩৩)।

মনে রাখবেন যে দু'টি পরিস্থিতিতেই, আমাদের আশা-ভরসা কেবল খ্রিষ্টতেই আছে। যদি আমরা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, তা হলে আমরা উদ্বিগ্ন হব না। বরং, আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে কারণ খ্রিষ্ট জগৎকে জয় করেছেন! দ্রাক্ষালতায় জীবন হল এক নিশ্চিত শান্তির জীবন। আমাদের আস্থা পার্থিব পরিস্থিতির উপর ভিত্তিশীল নয়; আমাদের আত্মবিশ্বাস খ্রিষ্ট এবং জগতের উপর তাঁর বিজয়ের উপর ভিত্তিশীল।

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: শেষ নৈশভোজ

মিশনাহ [*Mishnah*] হল প্রাচীন ইহুদি রীতির একটি পরম্পরা। মিশনাহ'র একটি বিভাগে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে ইহুদিরা নিস্তারপর্বের ভোজ উদযাপন করত।[58] শেষ নৈশভোজে, যিশু এবং তাঁর শিষ্যরা সম্ভবত এই পদ্ধতিটিই অনুসরণ করেছিলেন যা ২,০০০ বছর পরে এখনো একইভাবে প্রচলিত রয়েছে।

দ্রাক্ষারসের সাথে জল মিশিয়ে প্রথম কাপ পরিবেশন করা হয়। যাত্রাপুস্তকের প্রতিজ্ঞার কথা এই কাপের আশীর্বাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত: "মিশর থেকে আমি তোমাদের বের করে আনব"।

দ্বিতীয় কাপের দ্রাক্ষারস মিশ্রণ প্রস্তুত থাকে, কিন্তু পরিবেশন করা হয় না। বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ছেলে প্রশ্ন করে, "এই রাতটা কেন অন্য রাতগুলির থেকে আলাদা?" মিশর থেকে ইস্রায়েলের উদ্ধারের কাহিনীটি বলে বাবা তাকে উত্তর দেন।

কাহিনীটি বলার পর, পুরো পরিবার একসাথে গীত ১১৩-১১৪ অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম 'নিস্তারপর্বের সঙ্গীত' (Passover Hallel) গায়। "আমি তোমাদেরকে তাদের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করব", এই প্রতিজ্ঞাটির সাথে তারা দ্বিতীয় কাপটি পান করে।

---

[58] https://www.youtube.com/watch?v=bVolBDlWloQ -এ আপনি মশীহ-সম্বন্ধীয় ইহুদি নিস্তারপর্বের ভোজ সম্বন্ধে একটি ভিডিও দেখতে পারেন, ২২শে মার্চ, ২০২১ তারিখে উপলব্ধ। আরো জানতে হলে পড়ুন http://www.crivoice.org/haggadah.html, ২২শে মার্চ, ২০২১ তারিখে উপলব্ধ।

আশীষবচনের পর, ভোজ পরিবেশন করা হয়। খাবারের মধ্যে থাকে তিক্ত ভেষজ, খামিরবিহীন রুটি, ভেড়ার মাংস এবং মশলা ও ভিনিগারের সাথে পাকা ফলের সস। বাবা হাত ধুয়ে নেন, রুটি ভাঙ্গেন এবং আশীর্বাদ করেন, একটি রুটির টুকরো নেন, তিক্ত শাক দিয়ে মুড়ে দেন এবং সসে ডুবিয়ে তা খান। তারপর তিনি ধন্যবাদ জানান এবং এক টুকরো মাংস খান। পরিবারের প্রতিটি সদস্য তারপর সেই খাবার গ্রহণ করে।

তৃতীয় কাপটি নিস্তারপর্বের প্রতিজ্ঞায় আশীর্বাদযুক্ত: "সহ আমি তোমাদের মুক্ত করব"।

চতুর্থ কাপটি নিস্তারপর্বের প্রতিজ্ঞায় আশীর্বাদযুক্ত: "আমি তোমাদের এক জাতি হিসেবে পরিচিত করব।"

পুরো পরিবার একসাথে গীত ১১৫-১১৮ অধ্যায় থেকে চূড়ান্ত '*নিস্তারপর্বের সঙ্গীত*'-টি গায়।[59]

নিস্তারপর্বের ভোজে ইহুদিরা স্মরণ করত যে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এমনকি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারা ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার অপেক্ষায় ছিল যখন মশীহ তাদেরকে চিরকালের জন্য দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন।

শেষ নৈশভোজের পরেরদিন, যিশু নিস্তারপর্বের মেষ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ক্রুশে, উদ্ধারের সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল।

প্রধান যাজকীয় প্রার্থনা

► যোহন ১৭ পড়ুন।

শিষ্যদের সাথে যিশুর এই শেষ নথিভুক্ত প্রার্থনাটি শিষ্যদের জন্য এবং আজকের মন্ডলীর জন্য তাঁর উত্তরাধিকারকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রার্থনাটিকে "যিশুর সবচেয়ে পবিত্রতম প্রার্থনা" বলা হয়েছে। এটি তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ প্রার্থনা।

যিশু নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:১-৫)

যিশু তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, "তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত করো, যেন তোমার পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন"। যেহেতু শিষ্যরা এই প্রার্থনাটি বুঝতে পারেননি, তারা দ্রুত এক মর্মান্তিক সত্য জানতে চলেছিল যে একটি রোমীয় ক্রুশে এই প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হবে।

দুঃখভোগ সপ্তাহের সোমবারে যিশু বলেছিলেন, "যখন আমি পৃথিবী থেকে আকাশে উত্তোলিত হব, তখন সব মানুষকে আমার দিকে আকর্ষণ করব"। যোহন ব্যাখ্যা করেছেন, "তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা বোঝাবার জন্য তিনি একথা বললেন" (যোহন ১২:৩২-৩৩)। যিশু বিজয়ের মাধ্যমে মহিমান্বিত হননি, কিন্তু আপাত পরাজয়ের মাধ্যমে হয়েছিলেন। যিশু একটি ক্রুশের মাধ্যমে মহিমান্বিত হয়েছিলেন।

[59] গেৎশিমানী যাওয়ার আগে এটিই ছিল শেষ গান যা যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে গেয়েছিলেন (মথি ২৬:৩০)।

যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:৬-১৯)

যিশু তাঁর শিষ্যদের জন্য তিনটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে পিতা তাদেরকে তাঁর নিজের নামে রক্ষা করবেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা মন্দের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকে। এবং তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে পিতা তাদেরকে সত্যে পবিত্র করেন।

যিশু সকল বিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (যোহন ১৭:২০-২৬)

ভবিষ্যতে যতজন তাঁকে বিশ্বাস করবে, যিশু তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে তারা সকলে এক হবে। এই একতা হল জগতের কাছে একটি সাক্ষ্য: "যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ"।

যিশু জগতের জন্য প্রার্থনা করেননি: "আমি জগতের জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য করছি" (যোহন ১৭:৯)। পরিবর্তে, তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে জগৎ বিশ্বাস করে। মন্ডলীর জন্য তাঁর চূড়ান্ত প্রার্থনায়, যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে আমরা আমাদের একতা এবং বিশ্বস্ততার মাধ্যমে জগতের কাছে একটি সাক্ষ্য হব।

যিশুর ঐতিহ্য ছিলেন একদল বিশ্বাসী যারা এই জগতে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। পুরাতন নিয়মে, সমস্ত জাতির কাছে আশীর্বাদের বাহক হওয়ার জন্য ইস্রায়েল ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত হয়েছিল (আদি পুস্তক ১২:১-৩)। নতুন নিয়মে, সকল মানুষের কাছে আশীর্বাদের বাহক হওয়ার জন্য মন্ডলী ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত হয়েছে। যিশু প্রার্থনা করেছিলেন যে সমস্ত মানুষের জন্য আশীর্বাদ হওয়ার জন্য আমরা আমাদেরকে প্রদত্ত আদেশটি পূরণ করব।

শিষ্যদেরকে যিশুর চূড়ান্ত দায়িত্বদান

► মথি ১৮:১৬-২০, মার্ক ১৬:১৫, লূক ২৪:৪৪-৪৯, এবং প্রেরিত ১:৬-১১ পড়ুন।

একজন লিডারের স্থায়ী প্রভাব মূলত অন্যদের সাথে তার দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। অঙ্গীকারবদ্ধ অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে একটি দর্শন বর্ণনা করার জন্য যিশু একটি মডেল প্রদান করেছেন। তাঁর দর্শনের কারণে, শিষ্যরা সমগ্র রোম সাম্রাজ্য জুড়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল।

সুসমাচার পুস্তকগুলি যিশুর আজ্ঞার তিনটি বিবৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি বিবৃতি এই নিযুক্তির বিবিধ দিকে দৃষ্টিপাত করে। মথি এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্বকে প্রকাশ করেছেন। মার্ক এই দায়িত্বের বিস্তারটি তুলে ধরেছেন: "সমস্ত সৃষ্টির কাছে।" লূক প্রেরিতরা যে বার্তা প্রচার করবেন তার বিষয়বস্তুটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

যিশুর চূড়ান্ত আজ্ঞার সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ বিবৃতিটি মথি ২৮:১৮-২০-তে রয়েছে।

স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আর আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতরূপে, যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

এই দায়িত্বের প্রাথমিক আজ্ঞাটি হল "শিষ্য করো"। এই আজ্ঞাটি সম্পন্ন করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে, নতুন রূপান্তরিতদের বাপ্তাইজিত করতে হবে, এবং নবীন বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষাদান করতে হবে। এই কাজগুলিই কেন্দ্রীয়

আজ্ঞাটিকে সহায়তা করে, "শিষ্য করো"। সুসমাচার প্রচার, সামাজিক কাজ, শিক্ষাদান, এবং পরিচর্যা কাজের অন্যান্য দিকগুলি এই কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকারটি দ্বারা নির্দেশিত হয়: আমরা শিষ্য তৈরি করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পালকত্বের উদ্দেশ্য

এড মার্কোয়ার্ট (Ed Markquart) নামের এক আমেরিকান পাস্টার, রোমানিয়ান পাস্টার রিচার্ড উর্মব্র্যান্ড (Richard Wurmbrand)'র সাথে নৈশভোজ করেছিলেন যিনি বহু বছর কমিউনিস্ট কারাগারে ছিলেন। নৈশভোজ চলাকালীন, মার্কোয়ার্টের মন্ডলীর একজন সদস্যের দিকে তাকিয়ে উর্মব্র্যান্ড প্রশ্ন করেন, "আপনার পাস্টার কি একজন ভালো পাস্টার?" সেই সদস্য উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। "

উর্মব্র্যান্ড প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন তিনি একজন ভালো পাস্টার?" সেই সদস্য উত্তর দেয়, "কারণ তিনি ভালো সারমন প্রচার করেন। "

এটা শুনে উর্মব্র্যান্ড প্রশ্ন করেন, "কিন্তু তিনি কি শিষ্য তৈরি করেছেন?" পাস্টার মার্কোয়ার্ট বলেছিলেন যে এই প্রশ্নটি তার সমগ্র পরিচর্যা কাজের দিক নির্দেশনা বদলে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন:

> সমস্ত পাস্টারের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল...যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য তৈরি করা। সেই লোকেরা যারা যিশুখ্রিষ্টকে ভালোবাসে, যারা যিশু খ্রিষ্টকে অনুসরণ করে, যারা যিশুখ্রিষ্টকে তাদের প্রভু বলে। এই কারণেই আমাদের আহ্বান করা হয়েছে: যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য তৈরি করা। মন্ডলীর সদস্য তৈরি করা নয়। একাধিক সানডে স্কুল তৈরি করা নয়। বড় বড় ভবন তৈরি করা নয়... আমাদের যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য তৈরি করতে হবে। এটাই হল মূল কাজ।[60]

একটি গভীর পর্যবেক্ষণ: যিশুর মিশন

যিশুর পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহের ঘটনাগুলি সমস্ত দেশ, জাতি এবং মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজ্য তৈরি করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করে। যিশুর পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহের দৃশ্যগুলি সমস্ত জাতির কাছে তাঁর উদ্দেশ্যকে চিত্রিত করে।

- যিশু গাধার পিঠে চেপে শহরে প্রবেশ করেছিলেন। মথি এবং যোহন সখরিয়ের ভাববাণী উল্লেখ করেছেন, "দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি নম্র কোমল প্রাণ, গর্দভের উপরে উপবিষ্ট"। সখরিয় এই রাজার রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। "তিনি জাতিগণের মধ্যে শান্তি ঘোষণা করবেন। তাঁর শাসন এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হবে" (মথি২১:৫, সখরিয় ৯:৯-১০)।
- যখন তিনি পরজাতিদের প্রাঙ্গন পরিষ্কার করেছিলেন, যিশু যিশাইয় থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন: "একথা কি লেখা নেই, 'আমার গৃহ সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহরূপে আখ্যাত হবে'?" (মার্ক ১১:১৭, যিশাইয় ৫৬:৭ থেকে উদ্ধৃত)। যে প্রাঙ্গনে পরজাতিয়রা আরধনার জন্য সম্মিলিত হত, সেই জায়গাটিকে ইহুদি নেতারা মুদ্রা-বিনিময় এবং পায়রা-বিক্রেতাদের জন্য একটি বাজারে পরিণত করেছিল।

---

[60] Edward Markquart একটি সারমন থেকে, যার শিরোনাম "Pentecost: Go, Go, Go, Go, Go", https://www.sermonsfromseattle.com/pentecost_go_go_go_go_go.htm থেকে প্রাপ্য, এবং ১৭ই নভেম্বর, ২০২২ তারিখে উপলব্ধ।

- যখন শিষ্যরা মূল্যবান সুগন্ধি তেল নষ্ট করায় মরিয়মকে তিরষ্কার করেছিলেন, যিশু উত্তর দিয়েছিলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সমস্ত জগতে, যেখানেই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সে যা করেছে, স্মৃতির উদ্দেশে তার সেই কাজের কথাও বলা হবে" (মার্ক ১৪:৯)।
- জলপাই পর্বতের উপরে শিক্ষাদানের সময়ে, যিশু একটি দিনের বিষয়ে ভাববাণী করেছিলেন "আর সকল জাতির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য স্বর্গরাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচারিত হবে, আর তখনই অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হবে।" (মথি ২৪:১৪)। যে ইহুদি শিষ্যরা ভেবেছিলেন যে স্বর্গরাজ্য কেবল নির্বাচিত লোকেদের জন্য, তাদের উদ্দেশ্য যিশু বলেছিলেন যে সুসমাচার সমস্ত পৃথিবীর কাছে প্রচারিত হবে।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা দেখিয়েছেন যে মশীহ সমস্ত জাতির জন্য আসবেন। জনসমক্ষে পরিচর্যা কাজের শেষ সপ্তাহে, যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে শিখিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্যে সমস্ত জাতির লোকেরা অন্তর্ভুক্ত করবেন। ভাববাদীদের প্রতিজ্ঞা মন্ডলীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হবে।

যিশুর ঐতিহ্যে: প্রেরিত পুস্তকের মন্ডলী

খ্রিষ্টের জীবন নিয়ে লেখা বহু বই-ই স্বর্গারোহণের ঘটনা উল্লেখ করে শেষ হয়েছে। তবে, যিশুর পরিচর্যা কাজ কেবল ক্রুশে বা খালি কবরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তা নয়; তাঁর পরিচর্যা কাজ পঞ্চাশত্তমীর দিনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যিশু চিরকাল তাদের সঙ্গে থাকার জন্য একজন সহায়ককে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (যোহন ১৪:১৬)। এই প্রতিজ্ঞা প্রেরিত পুস্তকে পরিপূর্ণ হয়েছিল। প্রেরিত পুস্তকে দু'টি দৃশ্য যিশুর ঐতিহ্যের পরিপূর্ণতাকে দেখায়।

পঞ্চাশত্তমী দিনের মন্ডলী

► প্রেরিত ১:৪-১১ এবং প্রেরিত ২:১-৪১ পড়ুন।

স্বর্গারোহণের ঠিক আগে, শিষ্যরা প্রশ্ন করেছিল, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলীদের কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চলেছেন ?" তারা আশা করেছিল যে যিশু একটি পার্থিব, রাজনৈতিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তাদের মনে, পুনরুত্থান একটি পার্থিব রাজ্যের ভাবনা বপন করেছিল। তারা ভেবেছিল যে যিশুর যা করার দরকার ছিল তা হল রোমীয়দের উৎখাত করার জন্য তাঁর শক্তি ব্যবহার করা। যিশু উত্তর দিয়েছিলেন,

> পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে। (প্রেরিত ১:৭-৮)

যিশু বোঝাতে চান, "স্বর্গরাজ্যের সময়ক্ষণ তোমাদের জানার কথা নয়। পরিবর্তে, আমি তোমাদেরকে যে মিশন দিয়েছি তা তোমাকে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে: পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হও। কিন্তু তোমরা যাওয়ার আগে, তোমাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে।" লূকে যিশু বলেছেন, "কিন্তু উর্ধ্বলোক থেকে আগত শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তোমরা এই নগরেই অবস্থান করো" (লূক ২৪:৪৯)।

নিস্তারপর্বের পঞ্চাশ দিন পর, যখন ১২০ জন শিষ্য উপরের ঘরে সমবেত হয়েছিলেন, পবিত্র আত্মার সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল। ইহুদিদের পঞ্চাশত্তমীর উৎসবে যোগ দিতে আসা অন্যান্য দেশ-জাতির লোকেদের বিভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলতে

শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ২:৪, ৬-১১)। এটি সকল জাতির মধ্যে থেকে খ্রিষ্টের তাঁর নিজের মন্ডলী গঠন করার পরিকল্পনাটির পরিপূর্ণতাকে চিহ্নিত করে।

প্রেরিত ২ অধ্যায়ের দেশ-জাতি আমাদেরকে অধ্যায়ের দেশ-জাতির তালিটি আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ে স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে, ঈশ্বর মানুষের ভাষাগুলিকে বিভ্রান্ত করে ব্যাবিলনে একটি সার্বজনীন রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টার বিচার করেছিলেন। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, ঈশ্বর ভাষার বিভ্রান্তিটি পুনরায় উল্টে দিয়ে তাঁর রাজ্য গড়তে শুরু করেন।

পঞ্চাশত্তমী ছিল "এর চেয়েও মহৎ সব কাজ"-এর শুরু যেটির ব্যাপারে যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (যোহন ১৪:১২)। যিশুর ঐতিহ্যের পরিপূর্ণতা ঘটতে শুরু করেছিল। সেই প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের পরিচর্যা কাজে সক্রিয় হয়েছিলেন। এই সময় থেকেই, মন্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য গঠনের মহান উদ্দেশ্য সাধন করতে শুরু করেছিল। পিতরের প্রচার সুস্পষ্ট করে দিয়েছিল যে পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলি মন্ডলীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হতে শুরু করেছিল।

জন স্টট (John Stott) পঞ্চাশত্তমীর দিনের চারটি দৃষ্টিকোণকে ব্যাখ্যা করেছেন।[61]

- পঞ্চাশত্তমীর দিনটি ছিল পৃথিবীতে যিশুর অন্তিম উদ্ধারের কাজ।
- পঞ্চাশত্তমীর দিনটি প্রেরিতশিষ্যেদের মহান নিযুক্তির জন্য সুসজ্জিত করে তুলেছিল।
- পঞ্চাশত্তমীর দিনটি পবিত্র আত্মার নতুন যুগ শুরু করেছিল। সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের দাসদেরকে পরিচর্যা কাজের বিশেষ বিশেষ সময়ে শক্তিযুক্ত করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমীর পরে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সব সময়ে এবং সমস্ত জায়গায় তাঁর পরিচর্যা কাজ থেকে উপকৃত হয়।
- পঞ্চাশত্তমীতে প্রথম খ্রিষ্টীয় উদ্দীপনা শুরু হয়েছিল।

প্রেরিত পুস্তকের বাকি অংশটি জুড়ে পঞ্চাশত্তমীর সমস্ত প্রভাব দেখা যায়। পঞ্চাশত্তমীর চিহ্নগুলি ছিল বিশেষ ধরণের। আনন্দ, বিশ্বাসীদের সহভাগিতা, উপাসনার স্বাধীনতা, সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস, এবং পরিচর্যা কাজের জন্য শক্তি পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচর্যার স্বাভাবিক প্রমাণ হয়ে উঠেছিল।

প্রারম্ভিক মন্ডলীর দৈনন্দিন জীবন

► প্রেরিত ২:৪২-৪৭ পড়ুন।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি প্রেরিত ২ অধ্যায়ের শেষে যিশুর ঐতিহ্যের পরিপূর্ণতা দেখায়। এই দৃশ্যটি প্রথম শতকের মন্ডলীর দৈনন্দিন জীবন দেখায়।

যিশু তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনায় তাঁর অনুগামীদের একতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন "তারা এক হয়, যেমন আমরা এক" (যোহন ১৭:২২)। এই প্রার্থনার উত্তর প্রেরিত ২ অধ্যায়ে শুরু হয়েছে। "যারা বিশ্বাস করল তারা সকলেই একসঙ্গে থাকত;" "প্রতিদিন তারা একসঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে মিলিত হত। তারা নিজেদের ঘরে রুটি ভাঙত;" ঈশ্বর "দিন-প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে পরিত্রাণপ্রাপ্তদের যুক্ত করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন।"

[61] John W. Stott, *The Message of Acts* (Westmont, Illinois: InterVarsity Press, ১৯৯০), ৬০-৬১

প্রেরিত পুস্তকে "একযোগে" কথাটি প্রথম শতকের মন্ডলীর একতাকে উপস্থাপন করেছে। ইহুদি এবং অইহুদি উভয়ের জন্য একক মন্ডলী গঠনের অসুবিধা, ইহুদি নেতাদের নিপীড়ন এবং প্রেরিতদের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মন্ডলীতে একতা ছিল। সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, যিশুর প্রার্থনা "যেন তারা এক হয়" পরিপূর্ণ হয়েছিল।

► প্রেরিত ২:৪২-৪৭ পদের মন্ডলীর এই চিত্রটি কি আপনার মন্ডলীতেও দেখা যায়? আপনি কি পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচর্যা কাজ করছেন? যদি না হয়, তাহলে আপনার কোনটি পবিত্র আত্মাকে আপনার মিনিস্ট্রিতে এবং আপনার মিনিস্ট্রির মাধ্যমে কাজ করতে বাধা দিচ্ছে? অবাধ্যতা? প্রার্থনাহীনতা? বিশ্বাসের অভাব? একতার অভাব? আপনি কীভাবে আপনার পরিচর্যা কাজে পবিত্র আত্মার একটি নতুন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পারেন?

প্রয়োগ: একটি ঐতিহ্য রেখে যাওয়া

অবসরপ্রাপ্ত মিনিস্ট্রি লিডাররা তাদের উত্তরাধিকার, লিডারশিপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতি, এবং উত্তরণের পাঠ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন।[62]

(১) যে লিডাররা ঐতিহ্য রেখে যান তারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করেন।

কল্পনা করুন আপনি একজন বিল্ডারকে প্রশ্ন করেছেন, "আপনি কি নির্মাণ করছেন?" আপনি হতাশ হবেন যদি সেই বিল্ডার আপনাকে উত্তর দেয়, "আমি এখনো জানি না। অবশেষে কী গড়ে উঠবে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।"

নির্মাণকাজ শুরু করার আগেই, বিল্ডার পরিকল্পনা করে নিয়েছে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কী নির্মাণ হবে। যে লিডাররা একটি ঐতিহ্য রেখে যান তারা জানেন যে তাঁরা কী রেখে যেতে চান।

যে লিডাররা ভালোভাবে শেষ করেছেন তারা জানেন যে তারা উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান। তারা অন্ধভাবে পরিচর্যা কাজ করেন না। এই লিডাররা বিশ্বাস করতেন, "আমার পরিচর্যা কাজের জায়গায় এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন।"

যিশুর ঐতিহ্য ছিল মন্ডলীকে নেতৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত হওয়া একদল শিষ্য। তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরু থেকেই, তিনি এই ব্যক্তিদের তাঁর ঐতিহ্য হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং শক্তি ব্যয় করেছিলেন।

> "আপনার ঐতিহ্য আপনি প্রত্যেকদিন তৈরি করেন, আপনার জীবনের শেষ পর্যায়ে নয়।"
>
> - অ্যালান ওয়েইস (Alan Weiss)

যদি আপনি একটি উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। দুঃখজনকভাবে, বহু ব্যক্তিই এই লক্ষ্যের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়েই নিজেদের জীবন গঠন করেছে। আপনি যদি তাদেরকে তাদের ৩০, ৫০, বা এমনকি ৭০ বছর বয়সেও প্রশ্ন করেন, "আপনার জীবনে আপনি কী গঠন করছেন?" তাদের উত্তর হবে, "আমি জানি না। কী ঘটে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।"

---

[62] এই বিভাগের সাক্ষাৎকারগুলিতে নিম্নলিখিত নেতারা অন্তর্ভুক্ত ছিল:
Dr. Michael Avery, former president of God's Bible School and College, Cincinnati, OH
Rev. Paul Pierpoint, former pastor of Hobe Sound Bible Church and president of FEA Missions, Hobe Sound, FL
Rev. Leonard Sankey, retired pastor and leader of multiple mission organizations
Dr. Sidney Grant, former president of FEA Missions, Hobe Sound, FL

(২) যে লিডাররা একটি ঐতিহ্য রেখে যান তারা হস্তান্তরের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুতি নেন।

কল্পনা করুন যে একটি বড় নির্মীয়মান প্রজেক্ট প্রায় শেষ হওয়ার সময়ে আপনি একজন বিল্ডারের সাথে দেখা করেছেন। দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে; ছাদ তৈরি হয়ে গেছে; এবার কেবল লোকজন বাস করতে আসার অপেক্ষা। প্রশ্ন করুন, "এই বিল্ডিংটা শেষ হওয়ার আগে আর কী কী কাজ বাকি আছে?"

আপনি হতবাক হবেন যদি তিনি উত্তর দেন, "আমি জানি না! আমি সেই শেষ পদক্ষেপগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় ব্যয় করি না।" না! বিল্ডার এমন কিছু রেখে যাচ্ছেন যা তার জীবৎকালকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করেন। তিনি আপনাকে বলতে পারেন, "অমুক দিন আমরা বিল্ডিংটি শেষ করব। এই সময়ে বাড়ির মালিকের হাতে বাড়িটি হস্তান্তর করে দেব।" সবকিছু হস্তান্তরের জন্য পরিকল্পনা করা হয়।

যে লিডাররা একটি উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য রেখে গেছেন তারা দ্বায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুতি নেন। যখন সম্ভব, তারা আগে থেকেই তাদের পদত্যাগের পরিকল্পনা করেন, সংগঠনকে একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার অনুমতি দেন এবং তাদের উত্তরাধিকারীকে নতুন দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করার অনুমতি দান করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিদায়ী এবং আগত লিডাররা একটি সময় ভাগ করে নেন যেখানে নতুন লিডার সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন যখন পূর্ববর্তী লিডার পরামর্শ এবং সহায়তা দানের জন্য উপলব্ধ থাকেন।

যে লিডাররা একটি উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তারা হস্তান্তরের জন্য মিনিস্ট্রিকে প্রস্তুত করেছেন। কার্যকারী বিদায়ী লিডাররা ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। তারা পরবর্তী লিডারের অধীনে ভালোভাবে কাজ করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করেন। তারা নিশ্চিত করেন যে সংগঠনের লোকেরা এই হস্তান্তরে নিরাপদ বোধ করবে। একজন লিডার লিখেছেন, "আমার লক্ষ্য ছিল এটিকে এত মসৃণ করা যে কর্মীরা আমার প্রস্থানকে উপলব্ধিই করতে পারবে না।"

(৩) যে লিডাররা ঐতিহ্য রেখে যান তারা জানেন যে কখন তাদেরকে সেই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

লিডারদেরকে অবশ্যই তাদের উত্তরসুরীদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করতে ইচ্ছুক হতে হবে এবং তারা যেন অনুশোচনা ছাড়াই চলে যেতে পারেন, সেইদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। পরামর্শ দানের জন্য প্রাক্তন লিডারদের উপলব্ধ থাকতে হবে, তবে তা যদি তাদের উত্তরসুরীরা চায়, কেবল তবেই।

এই কোর্সে, আমরা দেখেছি কীভাবে যিশু শিষ্যদেরকে মন্ডলীতে নেতৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথম দিকে, তিনি তাদেরকে সচেতন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। পরে, তিনি তাদেরকে পরিচর্যা কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন এবং তারা ফিরে আসার পর তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করেছিলেন। শেষ নৈশভোজে, তিনি তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য চূড়ান্ত নির্দেশনা দেন। স্বর্গারোহণের ঠিক আগে, তিনি তাদেরকে তাদের মহান নিযুক্তির কথা চূড়ান্তভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। যিশু এই হস্তান্তরের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত ছিলেন।

দুঃখজনকভাবে, বহু খ্রিষ্টীয় লিডার পরিবর্তনের প্রতি খুবই কম মনোযোগ দেন। তারা ধরে নেন, "আমার বদলি না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার কাজ করব। এরপরে, যে আসবে সে বুঝে নেবে।" অবশ্যই, এমন কিছু সময় আছে যখন হঠাৎ অসুস্থতা, মৃত্যু বা পরিচর্যা কাজে বড়ো কোনো বদল হস্তান্তরের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব করে তোলে। কিন্তু যখনই সম্ভব,

পরবর্তী লিডারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য আমাদের সচেতনভাবে পরিকল্পনা করা উচিত। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি ঐতিহ্য সংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম।

৯ পাঠ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

নিম্নিলিখিত নির্দেশনাগুলির ভিত্তিতে ৩-৫ পাতার মধ্যে একটি রচনা লিখুন:

(১) একজন মিনিস্ট্রি লিডার বা পরিবারের সদস্যের কথা চিন্তা করুন যিনি এমন একটি ঐতিহ্য রেখে গেছেন যা আপনার খ্রিষ্টীয় জীবন এবং পরিচর্যা কাজকে প্রভাবিত করেছে। একপাতার মধ্যে আপনার জীবনে তাদের প্রভাব সংক্ষেপে লিখুন। দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

- আপনার জীবনে তাদের কী প্রভাব ছিল?
- তারা কী করেছিলেন বা বলেছিলেন যে সেটি আপনার জীবনে এতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল?

(২) আপনি মারা গেলে কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান? নির্দিষ্টভাবে উত্তর দিন। উত্তরটি ১-২ পাতার মধ্যে লিখুন।

- আপনার পরিবারের জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?
- আপনার সমাজের জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?
- আপনার মিনিস্ট্রির জন্য আপনি কোন ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান?

(৩) ২ নং প্রশ্নের তিনটি বিষয়ের প্রতিটির জন্য, আপনি যে ঐতিহ্যটি রেখে যেতে চান তা রেখে যাওয়ার জন্য আপনাকে *এখনই* যে অনুশীলনগুলি অনুসরণ করতে হবে সেগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করুন। ১-২ পাতার মধ্যে উত্তরটি লিখুন।

এই কাগজটি রেখে দিন এবং পরবর্তী ছ'মাস এটিকে প্রতি সপ্তাহে পর্যালোচনা করুন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আপনার ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার পরিকল্পনা শুরু করতে এটি ব্যবহার করুন।

স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার (একটি সারমন)

প্রফেসর ড্যানি ম্যাককেইন (Danny McCain) (ইউনিভার্সিটি অফ জোস, নাইজেরিয়া)

কিছু বছর আগে, নাইজেরিয়ার গোম্বে রাজ্যের আমির আমাকে সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে আমি তার প্রাসাদে যাই। একজন আধিকারিক বিভিন্ন নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেছিলেন যেগুলি আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, বিশেষত যখন আপনি আমিরের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। প্রাসাদে যাওয়ার সময় অতি অবশ্যই আপনাকে আপনার জুতো খুলে ফেলতে হবে। আপনি আমিরের সাথে হাত মেলাতে পারবেন না, কারণ তিনি সাধারণ লোকজনের সাথে হাত মেলান না। আপনি আমিরের সাথে একই স্তরে বসতে পারবেন না। আপনাকে অবশ্যই রাজাকে "মহারাজ" ("হিজ রয়্যাল হাইনেস") বা "হুজুর" ("হিজ রয়্যাল ম্যাজেস্টি") বলে সম্বোধন করতে হবে।

প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিয়ম এবং লিডার রয়েছে। আপনি যদি সেই রাজ্যের অংশ হন তবে আপনাকে অবশ্যই রাজ্যটিকে এবং তার নিয়মগুলি বুঝতে হবে। আমি দু'টি শাস্ত্রীয় অংশ দিয়ে শুরু করব যা এই সারমনটির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

মথি ৬:৯-১০:

আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।

লূক ৯:১-২:

যীশু সেই বারোজনকে আহ্বান করে মন্দ-আত্মা তাড়ানোর এবং রোগনিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার তাদের দিলেন। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য তাঁদের পাঠালেন ।

এই বার্তাটিতে, আমি ঈশ্বরের রাজ্য-এর একটি বড় চিত্র তুলে ধরতে চাই এবং দেখাতে চাই যে কীভাবে এই সত্যটি আমাদের জীবনে বাস্তব হতে পারে।

ঈশ্বরের রাজ্য: একটি বড় চিত্র

যখন আমি ছোটো ছিলাম, আমি ভাবতাম যে "ঈশ্বরের রাজ্য" হল **ঈশ্বরের অন্তনকালীন আবাস—স্বর্গ**। ঈশ্বরের রাজ্য বা স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত বহু পদ দেখেই মনে হয় যে তা আমাদের অন্তনকালীন বাড়িকে নির্দেশ করছে। "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই প্রবেশ করতে পারবে" (মথি ৭:২১)।

কিন্তু আমি যত অধ্যয়ন করলাম, আমি বুঝতে শুরু করলাম যে এই রাজ্য ঈশ্বরের অন্তনকালীন বাড়ির চেয়েও অনেক বেশি কিছু। কিছু সময়ের জন্য আমি বিশ্বাস করতাম যে এই রাজ্যটি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত **মন্ডলীর** সাথে সমতুল্য। টানা-জালে ধরা পড়া মাছের মতো রূপক কাহিনীগুলি প্রকাশ করেছিল যে ঈশ্বরের রাজ্যের কিছু দৃষ্টান্ত স্বর্গকে নির্দেশ করছে না।

> আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক টানা-জালের মতো যা সাগরে নিক্ষেপ করা হলে সব ধরনের মাছ ধরা পড়ল।জালটি পূর্ণ হলে জেলেরা তা টেনে তীরে তুলল। তারপর তারা বসে ভালো মাছগুলি ঝুড়িতে সংগ্রহ করল, কিন্তু মন্দগুলিকে ফেলে দিল।যুগের শেষ সময়ে এরকমই ঘটনা ঘটবে। স্বর্গদূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের পৃথক করবেন এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাদের নিক্ষেপ করবেন, যেখানে হবে কেবলই রোদন ও দন্তঘর্ষণ। (মথি ১৩:৪৭-৫০)

এটি অবশ্যই মন্ডলীকে নির্দেশ করে। আমাদের মন্ডলীতে প্রকৃত এবং ভণ্ড উভয় ধরণের বিশ্বাসীরাই রয়েছে। তবে, মন্ডলীর যুগের শেষে, ঈশ্বর তাদেরকে বাছাই করবেন: "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই প্রবেশ করতে পারবে" (মথি ৭:২১)।

আমি যতই অধ্যয়ন করতে থাকলাম, আমি তত সেই ইঙ্গিতগুলি আবিষ্কার করতে থাকলাম যেগুলি প্রকাশ করেছে যে ঈশ্বরের রাজ্য **মন্ডলীর চেয়ে অনেক বিস্তৃত**। যিশু বলেছিলেন, "কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে ভূতদের বিতাড়িত করি, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের উপরে এসে পড়েছে" (মথি ১২:২৮)। যদি মন্ডলী পঞ্চাশত্তমীর দিন জন্মগ্রহণ করে থাকে, এবং যদি ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যেই এসে গিয়ে থাকে, তাহলে মন্ডলী এবং ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্যই এক নয়।

এই চিন্তাগুলিই আমাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্যের দিকে দেখতে বাধ্য করেছিল। এটিই হল সেই বিষয় যা আমি এখন করতে চাই।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং এদন উদ্যান

সৃষ্টিকালীন ঈশ্বর বলেছিলেন, "এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে ও আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ তৈরি করি, যেন তারা সমুদ্রের মাছেদের উপরে এবং আকাশের পাখিদের উপরে, গৃহপালিত পশুদের ও সব বন্যপশুর উপরে, এবং জমির সব সরীসৃপ প্রাণীর উপরে কর্তৃত্ব করে" (আদিপুস্তক ১:২৬)। যখন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি তাঁর স্বরূপেই তাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

এটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে ঈশ্বর মানুষের বসবাসের জন্য এমন একটি স্থান তৈরি করবেন যেখানে ঈশ্বর নিজে যে পরিবেশে বাস করতেন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে। এদন উদ্যান কেমন ছিল?

- সেখানে কোনো পাপ বা নৈতিক ব্যর্থতা ছিল না; এটি ছিল স্বর্গের মতো।
- সেখানে কোনো অসুস্থতা বা মৃত্যু বা দুঃখ ছিল না; এটি ছিল স্বর্গের মতো।
- সেখানে অপ্রীতিকর কিছু ছিল না। এটি ছিল স্বর্গের মতো এক নিখুঁত স্থান।
- সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না। সবকিছু যেভাবে তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই কাজ করছিল; এটি ছিল স্বর্গের মতো।

এদন উদ্যান ছিল সেই সময়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য। "ঈশ্বর যা যা তৈরি করলেন, তা তিনি দেখলেন, এবং তা খুবই ভালো হল" (আদিপুস্তক ১:৩১)। পৃথিবীতে ঈশ্বরের নতুন রাজ্য সম্পর্কে এটিই ছিল প্রথম মন্তব্য। যখন কিছু ভালো হয়, তখন সবকিছু তার সঠিক জায়গায় এবং সঠিক নিয়মে থাকে। পৃথিবীতে সবকিছু ঈশ্বর যেমন চেয়েছিলেন তেমনই ছিল। এটি সেই শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতাকে প্রতিফলিত করেছিল যা স্বর্গে ঈশ্বরের নিজের বাসস্থানকে চিহ্নিত করত।

এদন উদ্যানে ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষতি

পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য বজায় রাখার এবং সংরক্ষণ করার উপায় সম্পর্কে ঈশ্বর সতর্কতামূলক নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ ঈশ্বরের পবিত্র বিশ্বাস লঙ্ঘন করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। এর ফলে দু'টি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথমত, পাপ জগতে প্রবেশ করেছিল এবং মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে বিকৃত করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে আংশিকভাবে হারিয়েছিল, তাই তারা আর নিখুঁত জায়গায় বাস করার যোগ্য ছিল না। এদন উদ্যান আর মানুষের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

অতএব, ঈশ্বর তাদের সেই স্থান থেকে সরিয়ে দেন এবং পৃথিবীকে অভিশাপ দেন যেভাবে তিনি পুরুষ ও নারীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মাটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যাতে তাতে কাঁটাঝোপ ও আগাছা উৎপন্ন হয়। পৃথিবী তার সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, উৎপাদনশীলতা এবং নিরাপত্তা হারিয়েছিল। মানুষ যেমন তাদের এককালের পবিত্র সত্তার ছায়ামাত্র, তেমনি পৃথিবীও ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন তার ছায়ামাত্র। এটি সারমনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা যায়: পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য ভেঙে পড়েছিল।

- ঈশ্বর যা নির্মাণ করেছিলেন তা দূষিত হয়েছিল।
- যা ঈশ্বর সুন্দর বানিয়েছিলেন, তা কুৎসিত হয়ে উঠেছিল।
- ঈশ্বর যা অধিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণরূপে নির্মাণ করেছিল, তা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল।
- ঈশ্বর যা পবিত্ররূপে সুসজ্জিত করেছিল তা পাপময় এবং নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠেছিল।
- ঈশ্বর যা মানবজাতি এবং পৃথিবীর জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন তা সম্পন্ন হয়নি।

কিন্তু, ঈশ্বর ব্যর্থ নন। তাঁকে পরাজিত করা যায় না। "এমন কোনও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা বা পরিকল্পনা নেই যা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে সফল হতে পারে" (হিতোপদেশ ২১:৩০)। শয়তান চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে কখনোই ঈশ্বরকে পরাজিত করতে পারেনি।

- ঈশ্বর যা সম্পন্ন করেছেন তা কে বাতিল করতে পারে?
- যখন ঈশ্বর 'হ্যাঁ' বলেন, তখন কে 'না' বলতে পারে?
- ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা কে ধ্বংস করতে পারে?

ঈশ্বর কখনো পরাজয় স্বীকার করবেন না। যা কিছু ভুল দিকে গেছে, ঈশ্বর তা বদলে দিতে এবং পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধারকর্তা।

ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন।

> তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির কোনো সীমা থাকবে না। তিনি দাউদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব করবেন,ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার সঙ্গে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করে সুস্থির করবেন, সেই সময় থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত করবেন। সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর উদ্যোগই তা সম্পাদন করবে। (যিশাইয় ৯:৭)

এমনকি আদম ও হবা পাপে পতিত হওয়ার আগেই, ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাইবেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে স্বর্গের মতো করে বর্ণনা করা। পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। আমরা প্রক্রিয়াটি আদিপুস্তক ১২:১-৩-এ শুরু হতে দেখি।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং অব্রাহাম

অব্রাহাম যখন এই বার্তাটি পান তখন তিনি কলদীয় দেশের ঊর অঞ্চলে ছিলেন:

> তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়স্বজন ও তোমার পৈত্রিক পরিবার ছেড়ে সেই দেশে চলে যাও, যা আমি তোমাকে দেখাতে চলেছি। আমি তোমাকে এক মহাজাতিতে পরিণত করব,আর আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব;আমি তোমার নাম মহান করে তুলব,আর তুমি এক আশীর্বাদ হবে। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব,আর যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে, আমি তাদের অভিশাপ দেব;আর পৃথিবীর সব লোকজন তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে। (আদিপুস্তক ১২:১-৩, বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে)

যদিও *রাজ্য* কথাটি এখানে ব্যবহার করা হয়নি, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিবৃতিতে দু'টি প্রতিজ্ঞার কারণে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছিলেন।

ইস্রায়েলের মধ্যে থেকে ঈশ্বর এক মহান জাতি তৈরি করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন

এটি আকর্ষণীয় যে পুরাতন নিয়মের পরবর্তী তৃতীয়াংশে এই জাতিটির নির্মাণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই জাতিটির নির্মাণে, আমরা দেখি যে ঈশ্বর দু'টি নীতি ব্যবহার করেছেন যেগুলিকে তাঁর সমস্ত কাজে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

১। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে কাজ করেন, তিনি সর্বদাই মানুষের মাধ্যমে কাজ করেন। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে যে কাজ করতে চান তা করার জন্য তিনি সাধারণত স্বর্গদূতেদের পাঠান না।

২। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে কাজ করেন, তখন তিনি কঠোরভাবে, ধীর গতিতে, কঠিন উপায়ে, প্রগতিশীল উপায়ে, আমরা যেভাবে কাজ করব তার বিপরীত পদ্ধতিতে কাজ করেন। জাতিটির নির্মাণ অনেক বাধায় পরিপূর্ণ ছিল। তবে, এটি অবশেষে একটি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

আমি মনে করি না যে জাতিটি পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য পুনরুদ্ধারের সম্পূর্ণ পূর্ণতা ছিল। তবে, এটি সেই দিকে একটি পদক্ষেপ ছিল। রাজ্যটি দেখিয়েছিল যে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর লোকেদের শাসন করতে পারেন। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষের ভুলের কারণে, এটি কেবল আংশিকভাবে সফল ছিল।

ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে অব্রাহামের বংশধরেরা এই পৃথিবীর সমস্ত লোকের কাছে একটি আশীর্বাদস্বরূপ হবে।

"...পৃথিবীর সব লোকজন তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ করবে" (আদিপুস্তক ১২:৩)। যিশুর এই পৃথিবীতে আসার মাধ্যমে এই প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ হয়েছিল।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং যিশু

যিশু সম্পর্কে প্রথম যে কাহিনীটি লূক বলেছেন তা হল তাঁর বাপ্তিস্ম এবং প্রলোভনের পর নাসরতের সমাজভবনে তাঁর যাওয়া। যিশুর তাঁর নিজ এলাকার সমাজভবনে গিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছায় শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন। সেইদিন তিনি যিশাইয় ৬১ অধ্যায় থেকে পাঠ করেছিলেন।

> "প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করবার জন্য পাঠালেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার করার জন্য, নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য, প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য।" তারপর তিনি পুঁথিটি গুটিয়ে পরিচারকের হাতে ফেরত দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সমাজভবনে সকলের দৃষ্টি তাঁর উপরে নিবদ্ধ হল। তিনি তাদের প্রতি এই কথা বললেন, "যে শাস্ত্রীয় বাণী তোমরা শুনলে আজ তা পূর্ণ হল"। (লূক ৪:১৮-২১)

তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুর দিনগুলিতে, যিশু একটি দৃঢ় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি সেই পুনর্নির্মাণ পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য রয়েছেন যা ঈশ্বরের শত শত বছর ধরে করে চলেছেন।

- পাপের ফলস্বরূপ, এই পৃথিবী আত্মিকভাবে এবং আক্ষরিক অরথে – দুইক্ষেত্রেই দুঃস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই, যিশু ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি "দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য" অভিষিক্ত হয়েছেন।
- পতনের কারণে, মানবজাতি পাপের বন্দি হয়ে উঠেছিল। তাই, যিশু বলেছিলেন যে তিনি "বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার" করতে এসেছেন।
- পতনের কারণে, মানবজাতি আত্মিকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যার অর্থ হল লোকেরা সত্য বুঝতে পারত না। কিছু লোক দৈহিকভাবে অন্ধ ছিল। তাই, যিশু "অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার" করতে এসেছেন।
- পতনের কারণে, শয়তান এবং তার অনুচরেরা মানুষকে বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করেছিল। তাই, যিশু বলেছিলেন যে তিনি "নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য" এসেছেন।

যিশু বলেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাপের কারণে পৃথিবীতে যে সমস্ত অভিশাপ ন্যস্ত হয়েছিল তার বেশিরভাগকেই বিপরীতমুখী করা। এটিকে অন্যভাবে বলা যায়, যিশু এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য গঠনের পদ্ধতিকে অব্যাহত রাখতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এবং এটিকে আরেকভাবেও বলা যায়, এই পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে একটি আশীর্বাদ হওয়া—অব্রাহামকে দেওয়া ঈশ্বরের এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি পরিপূরণ করতে যিশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। "কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট। তোমরা মন পরিবর্তন করো ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো" (মার্ক ১:১৪-১৫)। যিশুর পরিচর্যা কাজের সমগ্র সময় জুড়ে তাঁর শিক্ষাদানের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ঈশ্বরের রাজ্য।

ঈশ্বরের রাজ্য এবং মন্ডলী

যার মাধ্যমে ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের সময়কালে কাজ করেছিলেন তা হল ইস্রায়েল জাতি। নতুন নিয়মে, মন্ডলী হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরের কাজের মাধ্যম। বিভিন্ন কারণে মন্ডলী পুরাতনের নিয়মের চেয়ে বেশি এগিয়ে ছিল:

- মন্ডলী কেবল ইহুদিদেরকেই নয়, বরং পৃথিবীর সমস্ত লোককেই অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

- মন্ডলী প্রত্যেকের জন্য পবিত্র আত্মার অধিকার প্রদান করেছিল যেখানে পুরাতন নিয়মের সময়কালে কেবল আত্মিক মহারথীদেরই এই অধিকার ছিল।
- মন্ডলী ঈশ্বরের সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর এক নতুন জোর দিয়েছিল।
- মন্ডলী পশুবলি এবং কঠোর অনুষ্ঠানের পরিবর্তে আত্মায় ও সত্যে আরাধনার ওপর জোর দিয়েছিল।

ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে যিশুর থেকে শিক্ষা

এখানে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল যা আমরা যিশুর জীবন এবং শিক্ষাদান থেকে শিখতে পারি।

(১) ঈশ্বরের রাজ্যের কোনো ভৌগোলিক পরিসীমা নেই; রাজা যেখানে উপস্থিত, সেখানেই এটি বিদ্যমান।

- যখন যিশু একটি বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি দ্রাক্ষারসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কারণ তাঁর রাজ্য সেই স্থানে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল।
- যখন যিশু অসুস্থ লোকেদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি তাদেরকে সুস্থ করেছিলেন কারণ তাঁর রাজ্য অসুস্থতা এবং রোগ পর্যন্তও প্রসারিত হয়েছিল।
- যখন যিশু ক্ষুধার্ত লোকেদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি তাদের জন্য খাবার জোগান দিয়েছিলেন কারণ তাঁর রাজ্য মানুষের প্রাথমিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল।

তাঁর অনুসারীরা যেখানে যায় সেই স্থানটিকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে যিশু আজ তাঁর রাজ্যকে প্রসারিত করতে চান। এটি তাঁর রাজ্যের অংশ হয়ে যায়, কারণ রাজার লোকেরা সেখানে থাকে। রাজপরিবারের অংশ হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে যিশুর শাসন আমাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্বের সেই সমস্ত অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে আমাদের প্রভাব রয়েছে।

- আমাদেরকে আমাদের পরিবারে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- আমাদেরকে আমাদের সমাজে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- আমাদেরকে আমাদের চাকরি এবং কর্মক্ষেত্র ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- আমাদেরকে আমাদের স্থানীয় এবং জাতীয় সরকারে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- আমাদেরকে আমাদের মন্ডলী এবং খ্রিষ্টীয় সংস্থায় ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজার প্রজা যেখানেই বাস করুক, সেখানেই তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এইভাবে, আমাদের বাড়ি এবং আমাদের অফিসগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সহকর্মীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। পিতর লিখেছেন,

> প্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের অনুনয় করি, যেহেতু পৃথিবীতে তোমরা বিদেশি ও প্রবাসী তাই তোমরা পাপপূর্ণ কামনাবাসনা থেকে দূরে থাকো, যেগুলি তোমাদের প্রাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদের মধ্যে তোমরা এমন উৎকৃষ্ট মানের জীবনযাপন করো যে, যদিও তারা তোমাদের দুষ্কর্মকারী বলে অপবাদ দেয়, তবুও

> তারা তোমাদের সৎ কর্মগুলি দেখতে পায় ও যেদিন ঈশ্বর আমাদের পরিদর্শন করেন, সেদিন তারা তাঁর গৌরব কীর্তন করবে। (১ পিতর ২:১১-১২)

ঈশ্বর চান যারা স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা নয়, তারা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখুক। তারা কেবল তখনই আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখতে পাবে যদি আমরা সেই রাজ্যের নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করি। লোকেরা কি আপনার মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্যকে দেখতে পায়?

(২) ঈশ্বরের রাজ্য কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত লোকেদের জন্য নয়, কিন্তু যারা তাঁকে অনুসরণ করে, তাদের সকলের জন্য।

যখন যিশু রোমীয় (পরজাতি) সৈন্যের দাসকে সুস্থ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন,

> আমি তোমাদের বলে রাখছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে বহু মানুষই আসবে এবং এসে অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে তাদের আসন গ্রহণ করবে (মথি ৮:১১, বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে)।

বর্ণ, ভাষা, জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে ঈশ্বরের রাজ্য সমস্ত মানুষের জন্য। যেহেতু যিশু সব ধরণের পটভূমি থেকে লোকেদের নির্বাচন করেছিলেন, তাই আমাদেরও সব ধরণের পটভূমি থেকে মানুষকে গ্রহণ করা উচিত যারা যিশুর অনুগামী। বর্ণবাদ ও দলভেদ ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ নয়।

(৩) ঈশ্বরের রাজ্য বহুমূল্য প্রাসাদ বা বাহারি পোশাকের সাথে সংযুক্ত নয়, বরং তা ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত।

যখন আমরা বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে কথা বলি, আমরা সাধারণত রাজার বাড়ি—রাজপ্রাসাদ নিয়ে চিন্তা করি। রাজপ্রাসাদ রাজার সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে। কিন্তু, যিশু বলেছিলেন, "শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার কোনও স্থান নেই" (মথি ৮:২০)। যিশুর রাজ্য সম্পদের প্রদর্শন বা বিশাল বিশাল ভবন বা অভিনব পোশাক বা বাহারি অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত হয় না। যিশুর রাজ্য এই বাহ্যিক জিনিসগুলির দ্বারা নয়, বরং ইতিবাচক মূল্যবোধগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়।

(৪) ঈশ্বরের রাজ্য মন্দ এবং কারসাজি দ্বারা নয় বরং ধার্মিকতা এবং সত্য দ্বারা চিহ্নিত হয়।

যিশু শিখিয়েছিলেন, "তোমাদের ধার্মিকতা যদি ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের থেকে অধিক না হয়, তোমরা নিশ্চিতরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না" (মথি ৫:২০)। এখানে ধার্মিকতা কোনো তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরং এটি হল একটি বাস্তবিক উত্তমতা। ফরিশীদের একটি বাহ্যিক ধার্মিকতা ছিল যা লোকেদের প্রভাবিত করতে এবং সম্মান অর্জন করার জন্য সজ্জিত করা হয়েছিল। প্রকৃত ধার্মিকতাকে অবশ্যই ন্যায়বিচার ও উত্তমতার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে থাকতে হবে। যারা সঠিক কাজ করে তাদের দ্বারা যিশুর রাজত্ব চিহ্নিত হয়। যেখানে প্রাচুর্য আছে সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য উন্নতি করতে পারে। যেখানে বিশেষ কিছু নেই সেখানেও ঈশ্বরের রাজ্য উন্নতি করতে পারে । এটি সত্য কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কোনো শারীরিক, বস্তুগত রাজ্য নয়, বরং এটি মূল্যবোধ এবং সদগুণাবলীর রাজ্য।

(৫) ঈশ্বরের রাজ্য গর্ব এবং অনুষ্ঠান দ্বারা নয়, বরং নম্রতা এবং সেবা দ্বারা চিহ্নিত হয়।

যিশু বলেছেন, "ধন্য তারা, যারা আত্মায় দীনহীন,কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই" (মথি ৫:৩)। "আত্মায় দীনহীন" কথাটি নম্রতাকে নির্দেশ করে। নম্রতা সাধারণত পার্থিব রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যুক্ত নয়। রাজনীতিবিদদের অবশ্যই অন্যদেরকে বলতে

হবে কেন তারা তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে ভালো। কিন্তু, যিশুর রাজ্য নম্রতা এবং নিঃস্বার্থতা এবং অন্যদের উন্নতির দ্বারা চিহ্নিত হয়।

রাজকীয় ব্যক্তিরা সাধারণত এত বেশি প্রশ্রয় এবং প্রশংসা পায় যে তারা গর্বিত হয়ে পড়ে এবং তারা মনে করে যে তারা অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা তাদের আচরণে অহংকারী হয়ে ওঠে। কিন্তু, যিশু বলেছেন, "মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে" (মথি ২০:২৮, বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে)। এই রাজা যত জায়গায় যেতেন, এই লোকেদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তিনি যা জানতেন তা তাদেরকে শিখিয়েছিলেন। এমনকি এই রাজা তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন। আমরা নম্রতা এবং সাধারণত্বের মাধ্যমে এই রাজ্যকে প্রকাশ করি; সম্প্রসারিত এবং উদ্ভট বিষয়ের মাধ্যমে নয়।

(৬) ঈশ্বরের রাজ্য প্রাকৃতিক জন্মের মাধ্যমে নয়, বরং যিশুর অনুগামীদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

যিশু বলেছেন, "আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেব; তোমরা পৃথিবীতে যা আবদ্ধ করবে তা স্বর্গেও আবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গেও মুক্ত হবে" (মথি ১৬:১৯, বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে)। যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট সেই রাজ্য পাপ, অন্ধকার এবং দুর্দশায় পতিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বরকে এই পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করতেই হত। ঈশ্বর লোকেদেরকে তাঁর রাজ্যে নিয়ে আসার এবং সমাজের অন্যান্য সমস্ত অংশে তাঁর রাজ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব মানবজাতিকে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর রাজ্য গড়ে তোলার জন্য স্বর্গদূতেদের পাঠাবেন না। তিনি এই কাজটি করার জন্য আপনাকে এবং আমাকে ব্যবহার করেন। যারা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ তাদের দায়িত্ব হল:

- অন্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসা।
- তারা যেখানেই আছে, সেখানেই ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলা।
- সমাজের সমস্ত অংশে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলি বাস্তবায়িত করা।

এটি হল আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের সুযোগ। লোকেদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে।

প্রেরিত পুস্তকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার অনুশীলন করা

আমরা এখন দেখব যে কীভাবে প্রথম শতকের মন্ডলী যিশুর প্রার্থনা পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিল যাতে ঈশ্বরের রাজ্য যেমন স্বর্গে আছে, তেমনই পৃথিবীতেও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদাহরণগুলি লক্ষ্য করুন:

দুঃস্থদের পরিষেবা দান

ঈশ্বর সবসময়ে বিধবা, অনাথ এবং দরিদ্রসহ সমাজের অভাবীদের জন্য গভীরভাবে যত্ন নিয়েছেন। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে তোলার জন্য যিশুর অনুসারীদের এই বাস্তবিক কাজগুলিতে নিযুক্ত হতে দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রেরিত ৬ অধ্যায়ে, আমরা দেখেছি যে প্রথম শতকের বিশ্বাসীরা বিধবাদের দেখাশোনা করতেন। দর্কা নামের এক খ্রিষ্টবিশ্বাসী নারী ছিলেন যিনি "সৎকর্ম করতেন ও দরিদ্রদের সাহায্য করতেন" (প্রেরিত ৯:৩৬)। পৌল এবং বার্ণবা অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং ত্রাণসামগ্রী জেরুশালেমে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১১:২৯)। পুস্তকের পরবর্তী

অধ্যায়ে, পৌল ম্যাসিডোনিয়া এভং আখায়া প্রদেশ থেকে দানসামগ্রী নিয়ে তা জেরুশালেমের দুঃস্থদের কাছে পাঠিয়েছিলেন (প্রেরিত ২৪:১৭)।

২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৫ পদে পৌলের বক্তব্যে আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি সারসংক্ষিপ্ত করা হয়েছে:

> আমাদের ইচ্ছা এই নয় যে অন্যেরা স্বস্তি বোধ করে এবং তোমরা প্রবল চাপ অনুভব করো, কিন্তু যেন সাম্যভাব বজায় থাকে। বর্তমানে তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের যা প্রয়োজন, তা পূরণ করবে, যেন তার পরিবর্তে, তাদের প্রাচুর্য সময়মতো তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। তখনই সমতা বজায় থাকবে, যেমন লেখা আছে, "যে বেশি পরিমাণে কুড়িয়েছিল তার কাছে খুব বেশি ছিল না, এবং যে কম পরিমাণে কুড়িয়েছিল তার কাছেও খুব কম ছিল না"।

এমন অনেক উপায় আছে যা দিয়ে আমরা দুঃস্থদের সাহায্য করতে পারি যার জন্য অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। আমাদের সমাজের আর্ত অবস্থা মোকাবেলা করার চেষ্টা করার আগে আমাদের অতিপ্রাকৃত উপায়ে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়।

ন্যায়বিচার তুলে ধরা

ঈশ্বরের রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল ন্যায়বিচার। কীভাবে প্রথম শতকের মন্ডলী সমাজের এই বিচারের সমস্যাটিকে সামলেছিল? যখন পিতর এবং যোহনকে বলা হয়েছিল যে তারা যিশুর নামে প্রচার করতে পারবেন না, তারা নম্রভাবে ইহুদি নেতাদের জানিয়েছিলেন যে আইন অমান্য করবেন কারণ তাদেরকে সুসমাচার প্রচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তারা সেই নেতাদেরকে বলেছিলেন, "মানুষের চেয়ে আমরা বরং ঈশ্বরের আদেশই পালন করব !" (প্রেরিত ৫:২৯)।

যখন পৌলকে ফিলিপীতে বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছিল এবং মারধর করা হয়েছিল, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কারাগার ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন যতক্ষণ না সেখানে আটকে রাখা আধিকারিকরা এসে তাকে চলে যেতে বলেছিল। এটি সুসমাচার প্রচারের কাজ ছিল না। তিনি এই লোকেদেরকে খ্রিষ্টের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করেননি। এটি ছিল ন্যায়বিচারের একটি কাজ। পৌল এই নেতাদের সমাজের ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে জীবনযাপন করাবার চেষ্টা করছিলেন।

পৌল সুসমাচার প্রচার এবং মন্ডলী স্থাপনকেই তার একমাত্র কাজ হিসেবে দেখেননি। তিনি একটি অসুস্থ সমাজে বাস করতেন, এবং তিনি অন্যায়-অবিচারের অসুস্থতাসহ সেই অসুস্থতা কিছুটা নিরাময়ের জন্য প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করেছিলেন।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা

পৌল তার প্রভুর মতোই কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃত সুস্থতা দানে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল সেই পদ্ধতিটিই ব্যবহার করতেন, তা নয়। পৌল তিমথিকে লিখেছিলেন, "এখন থেকে শুধু জলপান কোরো না, তোমার পাকস্থলীর রোগ এবং বারবার অসুস্থতার জন্য একটু দ্রাক্ষারস পান কোরো" (১ তিমথি ৫:২৩)। আঙ্গুরের রস থেকে বানানো পানীয়তে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। মাঝারি মাত্রায় এটি পান করা রক্তের জন্য খুব ভালো। তিমথিকে তার অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য পৌল এই সাধারণ পদ্ধতিটির পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যিশু তাঁর শিষ্যদেরকে একটি শিক্ষামূলক সফরে পাঠানোর পর, তাঁদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে কোনো নির্জন স্থানে চলো ও সেখানেই কিছু সময় বিশ্রাম করো" (মার্ক ৬:৩১)। যিশু জানতেন যে সুস্বাস্থ্য উপভোগ করার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ।

যাকোব সুস্থতা সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

> তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ আছে? সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের আহ্বান করুক, তাঁরা তার জন্য প্রার্থনা করবেন ও প্রভুর নামে তাকে তেল দিয়ে অভিষেক করবেন। আর বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা, সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে। প্রভু তাকে তুলে ধরবেন। যদি সে পাপ করে থাকে, সে ক্ষমা লাভ করবে। (যাকোব ৫:১৪-১৫)

'অভিষেক' শব্দটির জন্য দু'টি গ্রিক শব্দ আছে। একটি শব্দ তেল দিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিষেকের জন্য এবং অন্যটি ঔষধি বা প্রসাধনী ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন বিশ্বে তেল ছিল সাধারণ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ। যখন উত্তম শমরীয় ব্যক্তিটি সেই লোকটিকে সশস্ত্র ডাকাতদের দ্বারা আহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল, তখন সে তার ক্ষতগুলিতে তেল ঢেলে দিয়েছিল। ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর হিসেবে অসুস্থ ব্যক্তিকে অতিপ্রাকৃতভাবে সুস্থ করতে বেছে নিতে পারেন। আবার, তিনি ওষুধ ব্যবহার করে অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ করাও বেছে নিতে পারেন।

উপসংহার

ঈশ্বর চান তাঁর রাজ্য যেমন স্বর্গে আছে, তেমন পৃথিবীতেও প্রতিষ্ঠিত হোক। এই রাজ্য বিভিন্ন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়; ভৌগোলিক, ভাষাগত বা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের দ্বারা নয়। আমরা যতটা পরিমাণে ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলি শিক্ষা দিই এবং প্রয়োগ করি, আমরা জীবনের সেই ক্ষেত্রগুলিতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি।

সুপারিশকৃত পুস্তকসমূহ

এই কোর্সটি আজকের দিনে জীবন যাপন এবং মিনিস্ট্রি করার জন্য একটি আদর্শ হিসেবে যিশুর জীবন এবং পরিচর্যা কাজকে অধ্যয়ন করেছে। এটি সুসমাচার পুস্তকগুলির কোনো সর্বাঙ্গীণ অধ্যয়ন নয়। পরিবর্তে, আজকের দিনে পরিচর্যা কাজ করার জন্য শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যিশুর পরিচর্যা কাজের নির্বাচিত দিকগুলির উপর দৃষ্টিপাত করেছে। খ্রিষ্টের সমগ্র জীবন অধ্যয়ন করার জন্য, সুপারিশকৃত পুস্তকের তালিকা নিচে দেওয়া হল। এই পুস্তকগুলি হল এই কোর্সটির প্রাথমিক উৎস।

Jesus According to Scripture by Darrell Bock এবং *The Words and Works of Jesus Christ* by J. Dwight Pentecost বইগুলি **খ্রিষ্টের জীবনের** সম্পূর্ণ **অধ্যয়ন**।

Ajith Fernando's *Jesus Driven Ministry* এবং Robert Coleman's *The Master Plan of Evangelism.* **যিশুর পরিচর্যার শৈলী** বোঝার জন্য এগুলি খুবই সুপারিশ করা হয়।

Blomberg, Craig. *Jesus and the Gospels*. Nashville: Broadman & Holman, 1997.

Bock, Darrell L. *Jesus According to Scripture*. Grand Rapids: Baker Academic, 2002.

Coleman, Robert E. *The Mind of the Master*. Colorado Springs: Waterbrook Press, 1977.

Coleman, Robert E. *The Master Plan of Evangelism*. Grand Rapids: Baker Books, 1993.

Fernando, Ajith. *Jesus Driven Ministry*. Wheaton, Illinois: Crossway, 2002.

Pentecost, J. Dwight. *The Words and Works of Jesus Christ*. Grand Rapids: Zondervan, 1981.

Robertson, A. T. *Harmony of the Gospels*. New York: Harper & Row Publishers, 1922. Available online at http://www.gutenberg.org/files/36264/36264-h/36264-h.htm

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম _____

নিচের তালিকায় প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	অ্যাসাইনমেন্ট ১	অ্যাসাইনমেন্ট ২	অ্যাসাইনমেন্ট ৩
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-র প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।